রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ১৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৩৬২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।।"

৪০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন ১৪০৬ | ১ম সংখ্যা
৯ গোবিন্দ, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, সোমবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০০

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ

বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে হরিকথা

কার্য্য-কারণ-অনুসন্ধান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য-রূপে বর্ত্তমানে উপস্থিত হ য়েছে। কিন্তু কার্য্য-কারণের অনুসন্ধান mediumএর (মাধ্যমের) অপেক্ষা করে। mediumদ্বারা শুদ্ধচেতন অভিঘাত-যোগ্য। দেহ ও দেহীর পার্থক্য উপলব্ধি ক'র্তে না পারায় এইরূপ কতকগুলি তথাকথিত কর্ত্তব্য উপস্থিত হ'য়েছে।

আটটি প্রকৃতি ছাড়া আর একটি প্রকৃতি আছে, যাহার সংজ্ঞা 'জীব'। এই আটটির সঙ্গে meddle (সংশ্রব) করা জীবের কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বহির্জ্জগতের দর্শনে প্রবৃত্ত হ'লে অনেকগুলি কথা উপস্থিত হয়। সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে প্রশ্ন তাদেরই অন্যতম

ইহার অনেকগুলি উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হ'য়েছে। কেহ কেহ বলেন, চেতন particular material conditionsএর effect (নির্দ্দিষ্ট জড়ীয় অবস্থাসমূহের ক্রিয়া)—'চেতন' ব'লে জড় হইতে আলাদা কোন জিনিষের কল্পনা কর্‌বার আবশ্যক নাই। ইহা সাধারণ জড় বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণার অনুরূপ কথা। তাঁ'রা বলেন,—"যা বুঝতে (?) পেরেছি, তা'রই আলোচনা করা যাক্।" এই মতের প্রতিবাদী চিন্মাত্রবাদী বলেন,—"চেতনই এক-মাত্র বস্তু। অচেতন অবস্তু বা অচেতনানুভূতিরূপ বিবর্ত্ত সরিয়ে দিলে অমিশ্র-চেতনে পৌঁছান যায়। সুতরাং 'কেবল অচিৎ-মত' স্বীকার না ক'রে 'কেবল-চেতন মত' স্বীকার করাই সঙ্গত।" সৃষ্টির সন্ধান কর্‌তে গিয়ে এইরূপ পরস্পর বিবদমান মতসমূহ সৃষ্ট হ'য়েছে।

এই সমুদয় আলোচনাকারীর ভূমিকাই বিবাদের কারণ। তাঁ'রা এক ভূমিকা হ'তে অন্য ভূমিকার বিচার কর্তে প্রবৃত্ত হওয়ায় এইরূপ অকৃতকার্য্য হ'তে বাধ্য হ'ন। এখান থেকে (প্রত্যক্ষ জড়ভূমিকা হ'তে) যাত্রা করার দরুণ তাঁদের বিচারে ভ্রম উপস্থিত হয়। এইজন্য শ্রৌতপথে এই সকল অভিজ্ঞতাবাদের ছলনাময়ী ধারণা ও কল্পনা স্বীকৃত হয় না। শ্রৌতপথের বিচার—সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে সূর্য্যদর্শন কর্তে হ'বে। আমার অন্যরূপ বিচার-দ্বারা সূর্য্য বিপর্য্যস্ত বা অন্য বস্তু হ'য়ে যা'বে না, কিংবা কৃত্রিম আলোকসমূহের দ্বারাও বাস্তবসূর্য্য দর্শন হ'বে না। বাস্তব নিত্যবস্তুর অস্তিত্ব ও স্বাভাবিক স্বরূপের প্রতিদ্বন্দ্বী না হ'য়ে বস্তুর নিকটে উপনীত হ'বার চেষ্টা কর্তে হ'বে। আমার আবৃত স্বরূপের ধারণা-সম্বন্ধে খণ্ডত্ব বা অসম্পূর্ণত্বের আরোপ হ'তে পারে; কিন্তু পূর্ণ নিত্যবাস্তব-বস্তু-সম্বন্ধে তা' হ'তে পারে না। যাঁ'র সাক্ষাৎ লাগ পাই না, তাঁ'র সম্বন্ধে তর্ক বৃথা। অভিজ্ঞতা বা আরোহচেষ্টার দ্বারা বস্তুদর্শনের প্রয়াসমুখে যে বিশেষ ধারণা, তা' স্বভাবতঃই বিবাদময়ী ও বহু; কারণ তা'তে non-deviating principle (বাস্তবসত্যে চ্যুতিরহিত নিষ্ঠা) নাই।

কেবল অপ্রাকৃত শব্দাবতারের দ্বারাই তুরীয় এবং অনন্তমানের কথা এই তৃতীয়মানের রাজ্যে—সান্তজগতে আস্‌তে পারে। সুদূরস্থ জিনিষ শব্দের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী হ'তে পারে; সে শব্দ যখন উপস্থিত হয়, তখন অন্য কোন প্রকার চেষ্টা আমরা স্বীকার করি না। কি জিনিষ আস্‌ছে, তা' না বুঝ্‌তে পার্‌লে শুন্‌বার দরকার নাই, এ কথা আমরা বলি না। যদি না শুনি, তা' হ'লে এই স্থূলসূক্ষ্ম প্রকৃতির মধ্যেই থাকা হ'য়ে যায়।

জড়ের নানাত্ব-বহুত্বের বিচারে কেবল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হ'তে হ'বে। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে", "নিত্যো নিত্যানাং" প্রভৃতি শ্রুতি-মন্ত্রে "তস্য" একবচন। তিনি বহু নিত্য পদার্থের মধ্যে পরম নিত্য। তিনি বহু অনিত্য পদার্থের অন্যতম বা বহু নিত্য পদার্থের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত নহেন। তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় পরম নিত্যবস্তু। "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"। তাঁ'র অধিক ত' কেহ নাই-ই, তাঁহার সমানও কেহই নাই। তিনি অদ্বয়-বস্তু, তাঁ'রই অন্তর্ভুক্ত অন্য সকল জিনিষ। অর্থাৎ তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু হ'লেও তাঁ'র শক্তির বিচিত্রতা আছে। শ্রুতি ব'ল্‌ছেন,—'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।" আমরা প্রপত্তি দ্বারা বহুত্ব হ'তে একমাত্র অসমোর্দ্ধ অদ্বয়বস্তুর অনুশীলন করি। সেই অনন্ত শক্তিমানের অনুশীলন-বিচিত্রতা অদ্বয়জ্ঞানের অবিরোধী।

শক্তির মোটামুটি তিন ভাগ। অঙ্গের তিন ভাগ। অঙ্গের অন্তর্গত ১, ২, ৩, ইত্যাদি। অন্তের তিন ভাগের সংজ্ঞা—অন্তঃ অঙ্গ, বহিঃ অঙ্গ, তটাঙ্গ। এখন আমরা বহিরঙ্গের সংস্পর্শে আছি। অন্তরঙ্গ এখন পর্য্যন্ত আমাদের নিকট প্রকটিত হয় নাই। বহিরঙ্গা শক্তিতে বহির্জগতের সৃষ্টি; বহিরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জগতে বিচিত্রতা দেখ্‌তে পাই। কিন্তু সেই বিচিত্রতা অদ্বয়ের বিরোধী, অনিত্য, হেয়, অনুপাদেয়, ছলনাময়। তাই ব'লে অন্তরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জগৎ বিচিত্রতা-বিহীন নহে। সেখানেই প্রকৃতপ্রস্তাবে অনন্ত, অফুরন্ত, পরমোপাদেয়, নিত্য বিচিত্রতা আছে। সেই বিচিত্রতা অদ্বয়জ্ঞানের সহিত সুসমন্বিত—অদ্বয়জ্ঞানের পরিপোষক। সেখানকার বিচিত্রতা মানসিক গবেষণার দ্বারা কল্পিত নয়, অবাস্তব নয়, অনিত্য নয়। সেই অন্তরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট নিত্য, অনন্ত বিচিত্রতারই খণ্ড, হেয়, বিকৃত, প্রতিফলিত প্রতিবিম্বই বহিরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জড়-বিচিত্রতা।

বহির্জ্জগতের সমুদয় বস্তু কার্য্য ও কারণজাতীয়। কার্য্যকারণে পর্য্যবসিত হওয়া নির্ব্বিশেষবিচার। এই সমুদয় কেবল 'অঘ', 'অসুবিধা'। কেবলমাত্র—"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"

সাক্ষাৎ 'বৈকুণ্ঠ'শব্দ যখন সেবোন্মুখ কর্ণে অবতরণ করেন, তখন তিনি অনায়াসে সকল অঘ অপসারিত ক'রে দেন। 'বৈকুণ্ঠ'শব্দে শব্দ-শব্দীর মধ্যে ভেদ নাই। বৈকুণ্ঠ শব্দের শব্দীর অভিজ্ঞানের জন্য অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য-গ্রহণের আবশ্যকতা হয় না। 'পূর্ণ'শব্দ দ্বারা খণ্ডিত শব্দকে লক্ষ্য কর্তে বলা হচ্ছে না।

শ্রীচৈতন্যদেব বা ভগবদ্‌বস্তু আমাদের বর্ত্তমান বিচারের ক্রীড়নক নহেন যে, তাঁ'কে যে কাতে রাখ্‌বে, তিনি সেই কাতে থাক্‌বেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মাতা-পিতা, জন্ম-তারিখ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সকল কথা হচ্ছে, তা' এই ভূমিকা হ'তে বলা হ'চ্ছে। যে ভূমিকা হ'তে বলা হ'চ্ছে, তা'র সঙ্গে চৈতন্যদেবের ভূমিকাকে গোলমাল বা একাকার করতে হ'বে না। তা' হলে এক বুঝ্‌তে আর বুঝে ফেলা হ'বে। বর্ত্তমানকালে প্রাকৃতসহজিয়া-সমাজে যা' হচ্ছে!

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির উৎপন্ন কোনও বস্তুবিশেষ ন'ন। তিনি অধোক্ষজ বস্তু। তিনি আরোহবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদীর জ্ঞানগম্য ন'ন—সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন, শুদ্ধস্বরূপের নিকট স্বপ্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান প্রদান ক'রেছেন। কৃষ্ণেতর দেবতার কথা—অচৈতন্য দেবতার কথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন নাই। গয়ায় দীক্ষা-লীলাভিনয়ের পরে শব্দমাত্রের ব্যাখ্যা ক'র্‌তে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব বলেন যে, শব্দের 'কৃষ্ণ' ছাড়া ব্যাখ্যা নাই। শব্দের দ্বিবিধ দ্যোতক-বৃত্তি; এক প্রকার দ্যোতক-বৃত্তি কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করে, অন্য প্রকার বৃত্তি অজ্ঞতা প্রসব করে অর্থাৎ শব্দের বাহ্য আবরণ প্রকাশ ক'রে কৃষ্ণ হ'তে বিক্ষিপ্ত করে।

বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ ক'র্‌লে সব সুবিধা হ'বে। নচেৎ অভ্যুদয়বাদী কিংবা নির্ব্বাণবাদী হ'য়ে যে'তে হ'বে। দীক্ষাগ্রহণ জিনিষটা—নামগ্রহণ। শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়িতে দিব্যজ্ঞান লাভ। বহিরঙ্গা শক্তির বিক্রমরূপ অভিজ্ঞতা-প্রসূত বুদ্ধির দ্বারা শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাবিচাররূপ বিপৎপাত হ'তে শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে সাবধান ক'রেছেন। তুমি বৈষ্ণব; কিন্তু তোমার ঐ বহির্ম্মুখ-বিচারগ্রস্ত শরীরটা বৈষ্ণব নয়। তোমার ঐ শরীর যদি বৈষ্ণবের অকৃত্রিম সেবায় লাগাও, তা' হ'লে ঐ শরীর শরীরীর তাৎপর্য্যের সহিত এক হ'য়ে যা'বে।

(ক্রমশঃ)
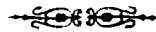
শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

সেবকগণের নিকট শ্রীগুরুদেব অপেক্ষা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অধিক পূজ্য ও কৃপাময়, বিষ্ণু অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুপাদস্বরূপ তদীয় জনগণ অধিক করুণাময় এবং অনর্থগ্রস্ত জীবগণেরও আশ্রয়ণীয়। বিষ্ণুপাদ-পদ্মের পূজকগণ বঞ্চিত হন না। গয়াধামে দীক্ষা-গ্রহণান্তে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা-প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের কৃপা যে বিষ্ণুপাদস্বরূপ মহান্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় করিলেই লভ্য হয় তাহাও সুষ্ঠুভাবে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং গুরুপূজা অপেক্ষা তাঁহার পাদ-পদ্ম-পূজার মাহাত্ম্য অধিক আছে। যাহারা শ্রীগুরু-দেবের পাদপদ্মই একান্ত আশ্রয় না করিয়া অন্য অঙ্গের সেবা করিতে যায় তাহারা গুরু-সেবার পরি-বর্ত্তে গুরুভোগ করিয়া বসে। এইজন্য ভোগিগণ বিষ্ণুপাদস্বরূপ ভাগবত গুরুর পদাশ্রয় না করিয়া জড়রস-সামান্য-বুদ্ধিতে ব্রজরস আস্বাদনে প্রধাবিত হইয়া গৌড়ীয় ভক্তগোষ্ঠী বহির্ভূত অপসাম্প্রদায়িক সহজিয়া হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিরোধ করতঃ নরকে ধাবিত হয়। অতএব আমরা রূপানুগ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি গুরুবর্গের আনুগত্যে কেবল-

ভক্তিসদ্ম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্ব্বতোভাবে সাবধানমত বন্দনামুখে আশ্রয় করিব।

আবহমানকাল হইতে পরমার্থ লাভেচ্ছু জীবগণের মধ্যে গুরুবরণের প্রবৃত্তি দেখা যায়। জীবের একাদশ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান, জড় জগতের জ্ঞান, দৈহিক মানসিক জ্ঞান, ভূত-ভবিষ্যত-বর্ত্তমান-জ্ঞান, একক মস্তিষ্কের জ্ঞান অথবা বহু মস্তিষ্কের জ্ঞান যখন ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ তত্ত্বের নিকট কোনমতেই পৌঁছিতে পারে না তখন জীব ইহ জগতে থাকিয়া এমন একটী আশ্রয়ের অনুসন্ধান করে যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত রাজ্য হইতে অপ্রাকৃত রাজ্যে অধোক্ষজ ভগবানের নিকট পৌঁছান যায়। জীব নিতান্ত মন্দভাগ্য না হইলে সম্যক্ বুঝিতে পারে যে সূর্য্যকিরণকেই আশ্রয় করিয়া সূর্য্যের জ্ঞান লাভ করা যায়। ত্রিতলের গৃহের সহিত সংশ্লিষ্ট সোপানাবলীর সাহায্যে স্বচ্ছন্দে ত্রিতল প্রকোষ্ঠে আরোহণ করা যায়, কূপে পতিত মানুষ উপরিভাগে অবস্থিত সাহায্যকারীর হস্ত-সংশ্লিষ্ট লম্বমান রজ্জুকে আশ্রয় করিলে কূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। অতএব কৃষ্ণই অভিন্ন-মূর্ত্তিতে যখন গুরুরূপে জগতে প্রকটিত হন তখন কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই ভূলোক হইতে গোলকে চলিয়া যাইতে পারা যায়। ইহ জগতের কোন বস্তু আমাদিগকে গোলোকে নিতে পারে না। মায়ার রাজ্যের—অচেতনের রাজ্যের—জড় ভোগের রাজ্যের কোন বস্তু চেতন রাজ্যে যাইতে পারে না। সচ্চিদানন্দময় বস্তু জগতে অবতরণ করিলে আচ্ছাদিত চেতন, সঙ্কোচিত-চেতন, মুকুলিত-চেতন জীবগণকে বিকচিত চেতন অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ স্বরূপ এবং সমধর্ম্মী করিয়া কুণ্ঠাধর্ম্মে অবস্থিত জীবকে স্বভাবসিদ্ধ বৈকুণ্ঠধর্ম্মে অবস্থিত করায়। ইহজগতের বস্তু কুণ্ঠ ও মৎসরতা-ধর্ম্মে অবস্থিত। ব্রজরাজনন্দন অথবা তাহারই অভিন্ন ব্রজজনগণ প্রকৃত সৎ এবং নির্ম্মৎসর। শ্রীগুরুদেব পূর্ণ বস্তু; অতএব অপূর্ণ অভাবগ্রস্ত জীবের ন্যায় অশান্ত ও মৎসর নহেন। জগৎ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে জগতের প্রত্যেক বস্তুই নশ্বর ও নিরানন্দময়, অর্থাৎ অসৎ সুতরাং ইহজগতের কোন্ বস্তুকে আশ্রয় করিয়া জীব নিশ্চিন্ত হইতে পারে? অসৎ বস্তুমাত্রই শোকমোহভয় উৎপাদন করে। সাধুগণের বৃত্তি হরিভক্তি শোকমোহভয়াপহা; হরিভক্তি বা দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মও শোকমোহভয়াপহা। যদি জীব আত্মগত বৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া পঞ্চরসবিষয়-বিগ্রহ ভগবানের প্রতি প্রয়োগ না করে তাহা হইলে চিজ্জগতের প্রতিফলন অচিজ্জগতে মায়িক বস্তুর সহিত সেই সেই রসে আবদ্ধ হইবেই হইবে। নিত্য গুরুর আশ্রয় না করিতে পারিলে জীব গুরুব্রুবের সঙ্গ করিবে। জীব যেমন যেমন সুকৃতি অর্জ্জন করে তেমন তেমন গুরুর সন্ধান পায়। যদি কোন ব্যক্তি কপটতা করিয়া বলে—আমি সদ্গুরুর জন্য ত্রিভুবন খুঁজিলাম, কিন্তু সদ্গুরু ত' মিলিল না? আমিত' অনেক ধর্ম্ম আচরণ করিলাম, অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিলাম, অনেক সাধুসঙ্গ করিলাম, অনেক শাস্ত্র পড়িলাম, অনেক প্রবন্ধ লিখিলাম, ভগবান্ ত' নিষ্ঠুর (?) হইয়া আমাকে সদ্গুরু মিলাইয়া দিলেন না। আমরা এদিকে ভগবান্‌কে অন্তর্য্যামী বলি অথচ তিনি আমার অন্তরের ভাব বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন না; ভগবান্‌কে দয়াময় বলি, অথচ মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃত হইয়া ভগবৎ সেবার জন্য দিনরাত অশ্রুপাত করি, তজ্জন্য তাহার এক বিন্দুও চোখের জল পড়ে না। ভগবান্‌কে আমরা বাঞ্ছাকল্পতরু বলি, অথচ তিনি আমাদের গুরুপাদপদ্ম-লাভেচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন না।" তাহা হইলে মূঢ়তা প্রকাশ করা ও অপরাধের আবাহন করা হয় মাত্র। নীতি শাস্ত্রও বলেন "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" আমি বর্ত্তমানে যাহা লাভ করিতেছি তাহা কি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবনার ফল নহে? যে ব্যবসায়ী, তাহার নিকট মায়া ব্যবসায়গুরুরূপে উপস্থিত হয়। যে কর্ম্মী তাহার নিকট মায়া কর্ম্মিগুরুরূপে উপস্থিত হয়। যে মায়াবাদী তাহার নিকট মায়া মায়াবাদিগুরুরূপে উপস্থিত হয়। যে তস্কর তাহার নিকট মায়া তস্করগুরুরূপে উপস্থিত হয়। অতএব অন্তর্য্যামী ভগবান্ আমাদের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়াই বঞ্চনাভিলাষী আমাদিগকে নানাপ্রকার বঞ্চনা করেন। যেমন কোন দোকানদারের নিকট কোন গ্রাহক গমন করিলে দোকানদার গ্রাহকের

চাহিদা অনুসারে নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য সরবরাহ করে, সেইরূপ বহু পরীক্ষার ও পুঞ্জীকৃত সুকৃতি অর্জ্জনের পর জীবের ভাগ্যে ভগবান্ই সদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। আমরা যেমন যেমন মুখভঙ্গী করি, দর্পণেতে তেমন তেমন প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। সেই প্রকার দর্পণরূপী অন্তর্য্যামী ভগবানের প্রতি আমাদের যেমন যেমন ভাব হয় দর্পণরূপী অন্তর্য্যামী ভগবান্ আমাদের সম্মুখে তেমন তেমন প্রতিকৃতি উপস্থিত করেন। যদি আমি সত্য সত্যই সদ্গুরুর সন্ধান না পাই তবে নিশ্চয়ই আমার কপটতা আছে। সেই প্রচ্ছন্ন কপটতাকে ধরিয়া হৃদয় গুহা হইতে নিষ্কাশিত না করিলে শুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভাবযোগ্য বস্তু আবির্ভূত হন না।

তুচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখে প্রমত্ত, প্রেয়ঃপথের আপাতঃ প্রলোভনে মুগ্ধ, মায়ার মোহিনীমূর্ত্তিতে বিমূঢ়মতি, জড়ৈকসর্ব্বস্ব, প্রত্যক্ষও অনুমানকারী, সন্দেহবাদী জীবগণের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় না। জীবের স্বরূপ তদবস্থায় মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া ভগবান্ হইতে জাত হইলেও ভগবানের সন্ধান করে না। শ্রুতি বলেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি যায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি ; যৎপ্রযন্তি অভিসংবিসন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্বতদেব ব্রহ্ম"। শ্রীনারায়ণের নাভিনাল হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মা অহঙ্কারাচ্ছন্ন হওয়ার দরুণ বহু-চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মূল পুরুষকে জানিতে ও দেখিতে পারেন নাই। পদ্মনালের মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাঁহার মূলানুসন্ধান করিতে যাইয়াও মূল খুজিয়া পান নাই। নিজের জ্ঞানবুদ্ধির গরিমা, অহমিকা যখন সর্ব্বতোভাবে চূর্ণ হইল, যখন বহু বৎসর তপস্যা করিয়াও মূলপুরুষের সন্ধান পাইলেন না, তখন একান্তভাবে "অবাঙ্মনসাগোচরং" ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ স্বীয় ভক্ত ব্রহ্মার ঐপ্রকার শরণাগতির সহিত কাতর আহ্বান শুনিতে পাইলেন। দৈববাণী হইল,—"তপ তপ" তখন সত্ত্বরজস্তমোগুণরহিত শুদ্ধসত্ত্বম্। নির্ম্মল ব্রহ্মহৃদয়ে ভগবানের তত্ত্বস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মা তখন তাঁহার মূলাশ্রয় শ্রীনারায়ণের দর্শন পাইলেন এবং তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আধিকারিক-সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। যেমন ভগবান্কে বাদ দিয়া জীবের অস্তিত্ব থাকে না, যেমন সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ বলদেবকে অস্বীকার করিয়া জীবের কোনপ্রকার অবস্থানই সম্ভবপর নহে, ভগবান্ যেরূপ অন্তর্য্যামি-রূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে বর্ত্তমান, সেরূপ ভগবানের আশ্রয়স্থল, বিশ্রামস্থল, প্রীতিস্থল ও প্রেমসম্পুটের আধারস্থল শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রতি জীব-হৃদয়ে বিরাজমান। শক্তিমানের সঙ্গেই শক্তি যুগপৎ বিরাজিতা, একে অন্যের আশ্রয়। যখন সৌভাগ্যবন্ত জীবগণ নিষ্কপটভাবে ভগবান্কে পাইতে চান তখন চৈত্যগুরুই বাহিরে মহান্তগুরুরূপে প্রকাশিত হন। চৈত্ত গুরুর কথা আমরা শুনিয়াও শুনিনা। ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে আছেন, বুঝিয়াও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ, অসদাচরণ, বিদ্রোহাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইনা। এই জন্যই জীবকে সাক্ষাদ্ভাবে শিক্ষা দিবার জন্য মহান্তগুরুর আবির্ভাব। সেবিকা শিরোমণি, শ্রীমতী বার্ষভানবী বহুকায় বিস্তার করিয়া তাঁহার প্রাণপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বতোভাবে সুখবিধান করেন। তাঁহার কায়ব্যূহ-স্বরূপিণী কোন্ সখী বা মঞ্জরী কৃষ্ণভিলাষ পূরণের জন্য ইহজগতে প্রকটিত হইয়া যখন আচার্য্য-লীলা করেন অর্থাৎ জীবের চোখের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেবাপ্রণালী হাতে কলমে শিক্ষা দেন, তখনই ভাগ্যবান্ জীব তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে, গোলোক-সেবার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া জড় ভোগরাজ্যের সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হওয়ায় চৈত্যগুরু অপেক্ষা মহান্তগুরু আমাদের নিকট মহাঔদার্য্য-বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হন। মহান্তগুরু জীবোদ্ধারের জন্য অশেষ কৌশল-জাল বিস্তার করেন। অহৈতুক অমন্দোদয়দয়াময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম বহু অনিচ্ছুক জীবকেও অজ্ঞাত সুকৃতি সঞ্চয় করাইয়া দেন। আবার বহু সুকৃতিবান্ ব্যক্তি আচার্য্যের সেবাকৌশল-জালে আবদ্ধ হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্য কৈঙ্কর্য্যে নিযুক্ত হন। গুর্ব্ববজ্ঞাকারী অপরাধী জীবগণই সংসারজালে আবদ্ধ থাকিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে না। আমরা দুস্তর সংসার জলধিতে নিরাশ্রয় হতভাগ্য জীব। আচার্য্যদেব আমাদিগকে সংসার জলাধি হ'তে উদ্ধার করুন।

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কামক্রোধাদিনক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য! আচার্য্যদেব! দোহি মে পদাবলম্বনম্। (ক্রমশঃ)

জীবতত্ত্ব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২২৯ পৃষ্ঠার পর]

জীব ব্রহ্মশক্ত্যাংশ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও জীবকে যে ব্রহ্মের শক্ত্যাংশ বলেন। জীবাত্মা নিত্যই ব্রহ্মের রশ্মি-পরমাণু-স্থানীয়, ইহা কোন কারণে উৎপন্ন হয় না, এটি স্বাভাবিক; তবে আশঙ্কা হইতে পারে—মায়াবাদী বেদান্তীরা ব্রহ্মকে নিরাকার বলেন, তাঁহা জীবাশ্রয়ত্ব কিরূপে সম্ভাবিত হয়? তাই ঐ আশঙ্কার নিরাস করিয়া বলিয়াছেন—"স্বাভাবিকতচিন্ত্যশক্ত্যা" এই শক্তি পরব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধা, ইনি দুর্ঘট কার্য্যের ঘটনায় সমর্থা এবং ঐ কার্য্যের যে তিনি কিরূপে সমাধান করেন, তাহা জীবের চিন্তার বিষয় নহে, তাই তাঁহাকে অচিন্ত্যশক্তি বলা হয়। যেমন সূর্য্যের উষ্ণতা তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপানুসন্ধিনী পরাখ্যা শক্তি। শ্রুতিও বলিতেছেন—"পরাস্য শক্তির্ব্বিধেব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ।" "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" ইত্যাদি স্থলে এই পরাশক্তির কথাই বলা হইয়াছে।

জীব এবং ব্রহ্ম উভয়েই চিৎপদার্থ হইলেও এই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই জীব ব্রহ্মের রশ্মি-পরমাণু-স্থানীয়, সুতরাং ব্রহ্মভিন্ন তাহার পৃথক্ সত্তা নাই। যেমন এক তেজোময় সূর্য্য হইতে অনন্তরশ্মি প্রকাশিত হয়, পুনঃ যথাকালে তাহাতেই প্রবেশ করে; কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলে রশ্মিজাল প্রবেশ করিয়া পৃথক অনুভূত হইয়াও তাহার অভেদ উপচারিত হইয়া থাকে। "তস্মৈ স হোবাচ যথা গার্গ্য মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্ব্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একী ভবন্তি, তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্ত্যেবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরে দেবে মনস্যেকী ভবতি। পিপ্পলাদ ঋষি গার্গকে বলিলেন—হে গার্গ্য! যেরূপ অস্তগামী সূর্য্যের সমস্ত রশ্মি সূর্য্যের তেজোমণ্ডলে একীভূত হয়, অর্থাৎ অপৃথকভাব প্রাপ্ত হয়। পুনরায় সূর্য্য উদিত হইলে সেই রশ্মিসমূহ ব্যষ্টি আকার লইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়। সূর্য্যশক্তি-রশ্মি সমূহ সমস্ত ভেদ ব্যক্তিত্বে সমস্ত সীমা লইয়াই সূর্য্যে অবস্থান করে সেই জীবাত্মা সমূহ মহাপ্রলয় কাল পরমদেবতা ব্রহ্মে একীভূত হয়, অর্থাৎ ব্যষ্টি সসীম জীবাত্মা, সমবায়ী সমষ্টি পরমাত্মাতে অবস্থান কালে জীবসমূহ সমস্ত ভেদ ব্যক্তিত্বের সমস্ত সীমা নিয়াই অবস্থান করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বাধার পরমাত্মা অদ্বৈত অখণ্ড তাঁহার বাহিরে অতিরিক্ত কিছু নাই। কিন্তু তাঁহার ভিতরে অসংখ্য ভেদ বর্ত্তমান। তিনি তাঁহার অখণ্ড সমষ্টি জড়-চৈতন্য শক্তি সমূহকে তাঁহার আশ্রিত অসংখ্য ব্যষ্টি চৈতন্যে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ব্যষ্টি চৈতন্যে তিরোভাবের সময়ে মনে হইতে পারে সমষ্টিতে ব্যষ্টি জীব বিলীন হইয়া গেল, সমষ্টির সহিত এবং পরস্পরের সহিত তাহাদের আর কোন ভেদ রহিল না। কিন্তু ব্যষ্টি যে তাহার সমস্ত ভেদ লইয়াই পুনরাবির্ভূত হয়; তাহাতে প্রমাণ হয় যে, ভেদ ব্যবহারিক নহে মায়িক নহে। ইহা পারমার্থিক পরমাত্মার স্বরূপের মধ্যেই ইহার স্থান আছে। পরমাত্মার ভেদের স্থান না থাকিলে তাহা জীবের জীবনে প্রকাশিত হইতে পারিত না, এক মুহূর্ত্তের জন্যও নহে। পারমার্থিক নিত্য সত্য। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"

জীব যে পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অনন্ত, ইহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। অনুপরিমাণ জীবাত্মা শরীরে কোথায় অবস্থান করে, তাহাও সূত্রকার

নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—"অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ধৃদি হি।" ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৪, এই বেদান্ত সূত্রে বলিয়াছেন—"হৃদি উভ্যুপগমাৎ" জীবাত্মা দেহ হৃদদেশে অবস্থান স্বীকার করিয়াছেন। অনুপরিমাণ জীবাত্মা দেহে একদেশে হৃদয়ে অবস্থান করে।

অনুপরিমাণ হৃদপ্রদেশে অবস্থিতি জীবাত্মা দ্বারা বৃহৎ সমস্ত শরীর ব্যাপী চৈতন্যের সুখদুঃখাদির অনুভূতি কিরূপে হইতে পারে? "ননু অণুত্বে মত্যেকদেশস্থস্য সকল দেহগতোপলব্ধি বিরুধ্যতে।" এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বেদব্যাস বেদান্ত সূত্রে বলিতেছেন—"অবিরোধশ্চন্দনবৎ।" ব্রঃ সূঃ ২।৩।২২, জীবাত্মাকে অণু স্বীকার করিলেও শরীরে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুখ-দুঃখের জ্ঞান হওয়ার যুক্তিবিরুদ্ধ, ইহা আশঙ্কা করা উচিৎ নহে, কেন না যে প্রকার শরীরে কোন একদেশে প্রলেপণ মলয়জ চন্দন নিজের শীতল, গন্ধগুণদ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তদ্রূপ শরীর অভ্যন্তরে হৃদদেশে স্থিত জীবাত্মাও নিজের বিজ্ঞানরূপী গুণদ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুখ-দুঃখকে অনুভব করিতে পারে, ইহাতে কোন বিরুদ্ধ হয় না। এই বেদান্ত সূত্রর ভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছে—"একদেশস্থস্যাপি হরিচন্দনবিন্দোঃ সকল দেহাহলাদবদনুভূতস্যাপি তস্য সা ন বিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ—"অনুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দন বিপ্রুষঃ"। ইতি—। ভাবার্থ—"হরিচন্দনের মত একাংশে স্থিত আত্মার সকল দেহে উপলব্ধি বিরুদ্ধ হইবে না। একবিন্দু হরিচন্দন শরীরের একদেশে লিপ্ত হইলেও যেমন তাহা শরীরের সমস্ত অংশের আনন্দ জন্মাইয়া দেয়, সেইরূপ অনুপরিমাণ হইলেও জীবাত্মার সর্ব্বশরীরে উপলব্ধি বিরুদ্ধ হয় না, এ কথা স্মৃতিতেও বলিয়াছেন—হরিচন্দনবিন্দু যেমন একস্থানে অবস্থিত হইয়াও সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবও অণুপরিমাণ হইলেও একস্থানে অবস্থান করিয়াও সর্ব্বদেহব্যাপক হয়।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"যথাহি হরিচন্দনবিন্দুঃ শরীরৈকদেশে সমদ্ধেহপি সন্ সকল দেহব্যাপীনাম্হলাদং করোত্যেবমাত্মাপি দেহৈকদেশস্থঃ সকল দেহব্যাপিনীমুপলব্ধং করিষ্যতি। ত্বক সম্বন্ধাচ্চাস্য সকল শরীরগতা বেদনা ন বিরুধ্যতে।" যেমন একবিন্দু হরিচন্দন শরীরের একস্থানে অবস্থিত হইয়া সমস্ত শরীরকে পুলকিত—আহলাদিত ও সুগন্ধযুক্ত করে, তদ্রূপ আত্মাও হৃদ্দেশস্থ একস্থানে থাকিলেও সমস্ত শরীরের চৈতন্যগুণের দ্বারা সমস্ত দেহেই ব্যাপ্ত হইয়া অনুভূতিরূপ ব্যাপার প্রকাশিত করে। আত্মার গুণ বা ধর্ম্ম চৈতন্য।

'গুণাদ্বালোকবৎ' ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৪, সূত্রার্থ—বা-অথবা 'আলোকবৎ'—সূর্য্য প্রভার মত জীবদেহের একদেশে থাকিয়াও প্রকাশকত্ব গুণদ্বারা সমস্ত শরীরকে ব্যাপিয়া থাকে। এই সূত্রে বলিতেছেন—যে অণুপরিমাণ জীবাত্মার গুণ চৈতন্যরূপ গুণের দ্বারা সমস্ত শরীরকে চেতনযুক্ত করিতে পারে, লোকে যে প্রকার প্রত্যক্ষ দেখা যায়, ঘরের কোন একস্থানে বা প্রদেশে স্থিত দীপ নিজের প্রকাশরূপ গুণের দ্বারা সমস্ত ঘরকে আলোকিত করিয়া দেয়, তদ্রূপ শরীরে একহৃদ্দেশে স্থিত অণুপরিমাণ জীবাত্মা নিজের চেতনরূপ গুণদ্বারা সমস্ত শরীরকে চেতনাযুক্ত করে দেয়, অতএব ইহাতে কোন বিরোধ নাই। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছেন—"অণুরপি জীবশ্চেতয়িতৃত্ব লক্ষণেন চিদ্গুণেন নিখিলদেহব্যাপী স্যাৎ আলোকবৎ। যথা সূর্য্যাদিরালোক একদেশস্থোঽপি প্রভয়া কৃৎস্নং খগোলং ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ। আহ চৈবং ভগবান্। যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত" ইতি। ন চ সূর্য্যাৎ বিশীর্ণাঃ পরমাণবঃ সূর্য্যপ্রভেতি বাচ্যম্। তথা সতি তস্য হ্রাসপ্রসঙ্গাৎ। পদ্মরাগাদিমণয়োঽপি প্রভয়া নিজপরিসরান্ রঞ্জয়ন্তো দৃষ্টঃ। ন চ তেভ্যঃ পরমাণবশ্চ্যবন্তে ইতি শক্যং বক্তুম্ অত্যন্তাসম্ভবাৎ উন্মানহান্যাপত্তেশ্চ। ইত্থঞ্চ গুণ এব প্রভা।।

গোবিন্দ ভাষ্যের অনুবাদ—জীব অণুপরিমাণ হইলেও চেতনা-সম্পাদকত্বরূপ চিদ্গুণের দ্বারা সমস্ত দেহব্যাপী হইবে আলোকের মত। অর্থাৎ যেমন সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ আকাশের একদেশে থাকিয়াও নিজপ্রভা দ্বারা সমস্ত আকাশমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করে,

সেই প্রকার। এই কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন, যথা—"প্রকাশয়ত্যেকঃ·········প্রকাশয়তি ভারত।" হে অর্জ্জুন! যেমন একই সূর্য্য (প্রভাদ্বারা) এই সমগ্র জগৎকে আলোকিত করে, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ জীব সমগ্র ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহকে চৈতন্যময় করিতেছে। যদি বল, সূর্য্য—দৃষ্টান্ত এখানে সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ সূর্য্য একটি অবয়বী পদার্থ, তাহার প্রভা পরমাণুস্বরূপ, তাহা সূর্য্য হইতে চ্যুত হইয়া জগতে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু জীব অণুপরিমাণ, তাহার অংশ নাই যে সর্ব্বশরীরে ছড়াইয়া পড়িয়া চৈতন্যময় করিবে এ-কথাও বলিতে পারে না, যেহেতু সূর্য্যপ্রভা সূর্য্যের পরমাণুস্বরূপ নহে, তাহা হইলে সূর্য্য ক্ষীণ হইয়া যাইত। এইরূপ পদ্মরাগাদিমণিও প্রভাদ্বারা নিজ সমীপস্থিত স্থানগুলি আলোকিত করে দেখা যায়, কিন্তু তাহাদিগ হইতে পরমাণু ক্ষরিত হয়, এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কেননা ইহা অত্যন্ত অসম্ভব, যদি তাহা হইত তবে ওজনে পরিমাণ কমিয়া যাইত। অতএব এইপ্রকারে প্রভা পরমাণু হইতে পারে না ; উহা গুণবিশেষ। তজ্জন্য বলিয়াছেন 'গুণাদ্বালোকবৎ' ইতি।

শ্রীপাদনিম্বার্ক প্রভু বলিয়াছেন—"দেহে প্রকাশো জীবগুণাদেব, কোষ্ঠে দীপালোকাদিব।" অস্যার্থঃ—অথবা যেমন গৃহাভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র দীপ স্বীয়গুণে বৃহৎ গৃহকেও আলোকিত করে, তদ্বৎ জীব অণু হইলেও স্বীয় জ্ঞানরূপ গুণে সমস্ত দেহেই ব্যাপার প্রকাশিত করেন।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় আচার্য্যশঙ্কর এইরূপ বলিয়াছেন—"চৈতন্যগুণব্যাপ্তের্বাণোরপি মতো জীবস্য সকলদেহব্যাপী কার্য্যং ন বিরুদ্ধ্যতে। যথা লোকে মণি, প্রদীপ প্রভৃতি নামপররকৈকদেশবর্ত্তিনামপি প্রভাপবরকব্যাপিনী সতী কৃৎস্নেহপবরকে কার্য্যং করোতি তদ্বৎ।" "স্যাৎ কদাচ্চিন্দনস্য সাবয়বত্বাৎ সূক্ষ্মাবয়ব বিসর্পণেনাপি সকলদেহে আহলাদয়িতৃত্বং ন ত্বণো জীবস্যাবয়বাঃ সন্তি যেরয়ং সকল দেহং বিপ্রসর্পেদিত্যাশঙ্ক্য গুণাদ্বা লোকবদিত্যুক্তম্।" ভাষ্যার্থঃ—জীব অণু (সূক্ষ্ম) হইলেও চৈতন্যগুণের ব্যাপ্তিতে সকল দেহব্যাপী কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। যেমন রত্ন ও প্রদীপ একস্থানে থাকে ; কিন্তু তাহার প্রভা গৃহব্যাপিনী হইয়া সমুদায় প্রকাশ্য প্রকাশ করে। সেইরূপ আত্মা অণুও একস্থানাবস্থিত হইলেও তাহার চৈতন্যগুণ সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হয়, তাই সকল দেহ-ব্যাপিনী বেদনা যুগপৎ অনুভূত হয়। চন্দনসাবয়ব তাহার সূক্ষ্মাংশ সকল দেহে প্রসর্পিত হইয়া পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু জীব অণু ও নিরবয়ব, তাহার প্রসর্পণ-যোগ্য সূক্ষ্মাংশ নাই, সেইজন্য অপ্রশস্ত চন্দন দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ করিয়া 'গুণাদ্বা' সূত্র বলা হইল।

'গুণাদ্বালোকবৎ' সূত্রে বলিয়াছেন—প্রদীপ এক-স্থানে থাকিয়াও যেমন সমগ্র গৃহে আলো বিস্তার করে, তদ্রূপ জীবাত্মা হৃদয়প্রদেশে থাকিয়াও সমগ্র-দেহে তাহার গুণ-চেতনা বা জ্ঞান বিস্তার করে। ইহাতে যদি কেহ আপত্তি করেন যে গুণতো গুণীতে থাকে গুণীর বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই, আত্মার গুণ আত্মার বাহিরে শরীরে সমস্ত ব্যাপ্ত হইতে পারিবে না? তদুত্তরে শ্রীবেদব্যাসদেব প্রমাণসহিত বলিতে-ছেন—"ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথাহি দর্শয়তি"। ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৫ সূত্রার্থঃ—'ব্যতিরেকঃ'—আশ্রয়ব্যতি-রিক্তস্থলে, 'গন্ধবৎ'—যেমন গন্ধাদি প্রসর্পিত হয়, সেই প্রকার জীবের চেতয়িতৃত্ব গুণ হৃদয়ব্যতিরিক্ত-স্থলে প্রসর্পিত হয়। 'তথাহি দর্শয়তি'—কৌষীতিকী উপ-নিষৎ সেইপ্রকার দেখাইতেছেন—'প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্যেত্যাদি' আত্মা চেতয়িতৃত্বগুণে সমস্ত শরীরকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ ব্যাসদেব বলিতে-ছেন যে, ব্যতিরেক আছে, যে স্থানে গুণী থাকে না সে স্থানেও সেই গুণীর গুণ থাকিতে পারে যেমন গন্ধ।

ব্যাসদেবের উক্তি সম্বন্ধে আচার্য্যশঙ্কর বলিতে-ছেন যে—"তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ।" এই সূত্রভাষ্যে "ন চ অণোর্গুণ ব্যাপ্তিরুপপদ্যতে, গুণস্য গুণিদেশত্বাৎ। গুণত্বমেব হি গুণিনমাশ্রিত্য গুণস্য হীয়তে।" আত্মা যদি অণু হয়, সমগ্রদেহে তাহার গুণ ব্যাপ্ত হইতে পারিবে না, যেহেতু গুণ গুণীতেই থাকে। গুণীর আশ্রয়ে গুণ না থাকিলে তাহার গুণত্বই থাকে না। "প্রদীপ প্রভয়াশ্চ দ্রব্যান্ত-রত্বং ব্যাখ্যাতম্" প্রদীপ ও প্রভার দ্রব্যান্তরত্ব পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বে 'গুণাদ্বালোকবৎ' এই সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—প্রদীপ ও তাহার প্রভা ভিন্ন দ্রব্য নহে, তাহারা উভয়ই একই তেজদ্রব্য।

প্রদীপ হইল ঘনত্বপ্রাপ্ত তেজ আর প্রভা হইল তরল তেজ। "প্রদীপ প্রভাবৎ ভবেদিতি চেৎ।" "ন তস্যাপি দ্রব্যত্বাভ্যুপগমাৎ নিবিড়াবয়বং হি তেজোদ্রব্যং প্রদীপঃ, প্রবিরলাবয়বস্তু তেজোদ্রব্যমেব প্রভেতি"—শঙ্করভাষ্য। তাৎপর্য্য হইল এই যে প্রভা প্রদীপের গুণ নহে স্বরূপ, 'গুণাদ্বালোকবৎ' সূত্র সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন যে আত্মা যদি অণু হয় সমগ্রদেহে তাহার গুণ চৈতন্যের ব্যাপ্তি সম্ভব নয়, যেহেতু গুণীর বাহিরে গুণ থাকিতে পারে না। সুতরাং চৈতন্য যখন সমগ্রদেহেই ব্যাপ্ত আছে, তখন বুঝিতে হইবে আত্মাও সমগ্রদেহব্যাপী। এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা করিয়াই বেদব্যাস 'ব্যতিরিকো গন্ধবৎ' এই সূত্র করিয়াছেন।

এই সূত্রে আচার্য্যশঙ্কর আপত্তির উত্তর আত্মার গুণচৈতন্যের সঙ্গে আলোকের (প্রভার) উপমা দেওয়ায় প্রভাকে প্রদীপের গুণই বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন যে প্রদীপ ও প্রভা একই তেজোজাতীয় বস্তু—ঘনত্বপ্রাপ্ত তেজ প্রদীপ. আর তরলতেজ প্রভা। একজাতীয় বস্তু বলিয়া প্রভা প্রদীপের গুণ হইতে পারে না, প্রভা প্রদীপের স্বরূপ।

'গুণাদ্বালোকবৎ' এই বেদান্তসূত্র ভাষ্যে পূর্ব্বেই আচার্য্যশঙ্কর নিজেই কিন্তু চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়াছেন—"চৈতন্যগুণ ব্যাপ্তের্বাণোরপি যতো জীবস্য সকলদেহব্যাপী কার্য্যম্ ন বিরুদ্ধাতে।" জীব অণু হইলেও চৈতন্যগুণের ব্যাপ্তিতে সকলদেহব্যাপী কার্য্য সম্পন্ন করে, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। আবার "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথা চ দর্শয়তি" ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৭, এই সূত্রের ভাষ্যেও তিনি চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, "আ লোমভ্য আ নখাগ্রেভ্যঃ ইতি চৈতন্যেন গুণেন সমস্তশরীর ব্যাপিত্ব দর্শয়তি।" আর পরবর্ত্তী 'পৃথগুপদেশাৎ ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৮, সূত্রভাষ্যে তিনি চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়াছেন। "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য ইতি চাত্ম প্রজ্ঞয়োঃ কর্ত্তৃকরণ ভাবেন পৃথক্-উপদেশাৎ চৈতন্য-গুণেনৈবাস্য শরীর ব্যাপিতাবগম্যতে।" কেবল উল্লেখ মাত্র নয়, চৈতন্য যে আত্মার গুণ তাহার সমর্থক শ্রুতিবাক্যও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা —"নাত্র গুণ গুণীবিভাগো বিদ্যতে" একভাবে দেখিতে গেলে একথা মিথ্যা নয়। যেহেতু গুণ এবং গুণী—অগ্নির বহির্দ্দেশও উষ্ণতার এবং মৃগমদের বহির্দ্দেশেও তাহার গন্ধের ব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়। ইহাই অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধের মূল।

প্রদীপ হইতে প্রভা যেমন বিস্তৃত হয় তদ্রূপ আত্মা হইতে চৈতন্যও তেমনি বিস্তৃত হয়—ইহা প্রকাশ করাই ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য। প্রদীপের প্রভা প্রদীপের বাহিরে বিস্তৃত হয় না,—ইহা যদি আচার্য্য-শঙ্কর প্রমাণ করিতে পারিতেন তাহা হইলেই বেদ-ব্যাসদেবের উপমা ব্যর্থ হইত, চৈতন্য যে আত্মা হইতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে তাহা অপ্রমাণিত হইত। কিন্তু আচার্য্যশঙ্কর যখন তাহা করেন নাই তখন আলোচ্য প্রসঙ্গে তাহার এই আপত্তিরও কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

গন্ধ যে গন্ধের আধারে বা বাহিরেও বিস্তৃত হয় 'ব্যতিরেকোগন্ধবৎ' এই সূত্রব্যাখ্যায় ব্যাসদেব তাহাই বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন গন্ধ কখনও গন্ধের আশ্রয়কে পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাঁহার উক্তির অনুকূলে তিনি ব্যাসদেবের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহার উক্তি সমর্থিত হয় বলিয়া মনে হয় না, বরং বেদব্যাসের সূত্রোক্তি যেন সমর্থিত হয়, কারণ ব্যাসদেব বলিয়াছেন—পৃথিবীতেই গন্ধ থাকে, তাহা জলে এবং বায়ুতে সঞ্চারিত হয় গন্ধ পৃথিবীতেই থাকে, কিন্তু জলে এবং বায়ুতেও তাহা বিস্তৃতি লাভ করে। তদ্রূপ আত্মার গুণচৈতন্য আত্মাতেই থাকে, কিন্তু দেহেও তাহা বিস্তৃত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরস্বতীস্মরণম্

[শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন আচার্য্য গোস্বামী মহারাজ]

[শ্রীজ্যোতির্ময় পণ্ডা মহাশয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত]

বাঞ্ছাকল্প-তরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥
জয়ন্তি শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী পদরজস্তত্তয়ো-
দ্যাপি যৎকৃপাতবো হরিকীর্ত্তনৈর্জগৎ প্লাবয়ন্তি ॥

অদ্য কিল বিশ্ববসুবন্দিতচরণকলানাং শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভাজিতানাং ভাগবতপরমহংসকুলমুকুট-মনীনাং ভাগবতকথা-কীর্ত্তন-জীবাতুনাং স্মারিতরূপ-সনাতনজীবরঘুনাথানাং পরদুঃখদুঃখিনামাচার্য্যদ্যু-মণীনাং বিশ্বব্যাপীগৌড়ীয়মঠপ্রতিষ্ঠাতৃণাং শ্রীমতাং ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীচরণানাং শুভাবির্ভাবশতবর্ষপূর্তি-স্মরণমহামহোৎসবঃ সম্বৃতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—অদ্য বিশ্ববসুনন্দিত-চরণকমল শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভাজিৎ ভাগবত-পরমহংসকুল-মুকুটমনী ভাগবত-কথা-কীর্ত্তনজীবন রূপসনাতনজীবরঘুনাথ-স্মারক পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যদিনমনী বিশ্বব্যাপি-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী চরণের আবির্ভাবশতবর্ষপূর্ত্তি স্মরণমহামহোৎসবে সম্যগরূপে বৃত হয়েছি ॥ ১ ॥

হন্ত ! বিস্মরনৈকস্বভাবস্য মহাপরাধফলিনোঽহ-স্মসারহৃদয়স্য কথং মহামহিমোশালিনো বৈকুণ্ঠ-পুরুষস্য স্মরণম্, ক্বাহং দোষৈকনিলয়ঃ, ক্বেদং নিখিলকল্যাণগুণমহোদধিকুলতরুচ্ছায়স্পর্শনধার্ষ্ট্যম্, ক্ব নিরয়নিবাসরতয়ঃ, ক্ব বৈকুণ্ঠগতয়ঃ, ক্ব পুরুষ-সারহরাবসথবসতয়ঃ, ক্ব বা সঙ্গদোষহরমহাপুরুষ-পুরুষপ্রসক্তয়ঃ, তথাপি পরদুঃখদ্রবদ্ধৃদয়াঃ পাত্রাপাত্র-বিচারনিরপেক্ষাঃ সাধব এব মাদৃশানাং, বিস্মৃতনিজ-স্বরূপানাং স্মারয়ন্তি স্বকীয়কল্যাণগুণান্ নির্দহন্তি চ নিখিলশমলৈধাংসি ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হায় ! বিস্মরণৈকস্বভাব মহাপরাধের ফলস্বরূপ দেহাভিমানী হৃদয়ে কি করে বৈকুণ্ঠ পুরু-ষের স্মরণ সম্ভব ? কোথায় আমি দোষৈকনিলয়, কোথায় এই নিখিল কল্যাণগুণমহোদধিকুলের তরু-ছায়াস্পর্শের ধৃষ্টতা, কোথায় নিরয়নিবাসরত, কোথায় বৈকুণ্ঠগত, কোথায় পুরুষসার হর স্থানে বসবাসকারী, কোথায় বা সঙ্গদোষ—হরমহাপুরুষ-পুরুষপ্রসক্ত, তথাপি পর-দুঃখে দ্রবিত হৃদয় পাত্রাপাত্র-বিচারনিরপেক্ষ সাধুগণই মাদৃশ নিজস্বরূপ বিস্মৃত-জনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন স্বকীয় কল্যাণগুণে নিখিলপাপ এধসকে (জ্বালানি/ইন্ধন) পুড়িয়ে দিচ্ছেন ॥ ২ ॥

আদিমতঃ স্মরামি তেষামবতরণপবিত্রিতং বৈকুণ্ঠাজিরম্ অজনাভবর্ষম্ অখিলপুরুষার্থপ্রভব-ভুবম্। যত্র কিল ভুমাপুরুষ ঔপনিষদঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বীয়ধামলীলাপরিকরপরিবৃতোঽবতরতি জ্ঞানামৃতম্ আনন্দসমুদ্রভক্তিমার্গ সম্ভৃতং স্বজনান্ পায়য়িতুম্। যত্র চ স্বর্গীণঃ স্বঃসুখং ব্রহ্মানুভবিনশ্চ ব্রাহ্মমপি সুখ-মবিগণয়ন্তো ভাগবতং সুখং রোচমানা জননমভি-বাঞ্ছন্তি। যত্র ভগবদ্রূপগুণস্বভাবা ভাগবতাস্তাপ-ত্রয়পরীতান্ জন্তূননুগৃহ্নন্তশ্চরন্তি, তত্রাপিচাস্মাকং গৌড়ভূমিঃ। যত্র করুণাবরুণালয়ো মহাবদান্য-শ্চৈতন্যতনুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বভাবাৎ স্বদয়িতনিজভাবং সুমধুরং বিভাব্য লোভাৎ ভক্তরূপেণাবতীর্ণঃ স্বয়ং কীর্ত্তনং প্রবর্ত্তয়ন্ প্রেমবন্যয়া আব্রহ্মস্তম্বং জগদপূ-পূরৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ স্মরণ করি অখিলপুরুষার্থ-প্রভ ভূমি অজনাভবর্ষ বৈকুণ্ঠ-প্রাঙ্গণ তাঁর অবতরণে পবিত্রিত হয়েছে। যেখানে ভূমাপুরুষ ঔপনিষদ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়ধামলীলাপরিকর পরিবৃত হয়ে অবতরণ করে আনন্দসমুদ্র ভক্তিমার্গসম্ভৃত স্বজনগণকে জ্ঞানা-মৃত পান করান। যেখানে স্বর্গীয়গণের স্বর্গসুখ ব্রহ্মানুভবীগণের ব্রহ্মসুখও অল্প সুখ মনে হয়ে ভাগ-বতসুখে রুচিমান হতে বাসনা জাগায়। যেখানে ভগবদ্রূপ গুণস্বভাব ভাগবতগণ তাপত্রয় থেকে পরি-ত্রাণ করে জীবগণকে অনুগ্রহ করে থাকেন, সেইখানে আমাদের গৌড়ভূমি। যেখানে করুণাবরুণালয় মহাবদান্যচৈতন্যতনু শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবের স্বদয়িতের নিজভাব কেমন সুমধুর চিন্তা করতে করতে লোভ

হেতু ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়ে স্বয়ং কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করছেন, প্রেমবন্যায় আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎকে ডুবিয়েছেন ॥ ৩ ॥

ততঃ পরং তদীয় পার্ষদানাং শ্রীলরূপসনাতন-শ্রীজীবপ্রভৃতীনাং গোস্বামীবর্য্যানাং ভক্তিরক্ষকানাং বৈষ্ণবদর্শন-সাহিত্যস্মৃতি-ব্যাকরণশাস্ত্রপ্রণয়নপ্রচারাদিনা শুদ্ধভক্তিধারা প্রবহমানাসীৎ।

ততশ্চ শ্রীনিবাসাচার্য্য-নরোত্তম-শ্যামানন্দ-রসিকানন্দ-প্রমুখা আচার্য্যা বঙ্গোৎকলেষু তাং ধারামরক্ষিষুরনন্তরং কিয়ন্তং কালং ক্ষীণেব আসীত্। পরং বৈষ্ণবচক্রবর্ত্তিনঃ শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদা গৌড়ীয়-বেদান্তচার্য্যাঃ শ্রীলবলদেববিদ্যাভূষণপাদাশ্চ তাং শুদ্ধ-ভক্তিধারাং পুনঃ প্রবহমানাব্যদধত্। ততশ্চাপসম্প্রদায়িভিঃ কৃতপঙ্কিলা সুচিরং রুদ্ধেবাসীৎ। পুনঃ শ্রীমন্মহাপ্রভোরাবির্ভাবভূমিশ্রীধামনবদ্বীপোপকণ্ঠবর্তি-কৃষ্ণনগরান্তর্গত-উলানামক-গ্রামং জন্মনালঙ্কুর্বন্ ভাগবতপ্রবরঃ শ্রীমদসচ্চিদানন্দভক্তিবিনোদঠক্কুরমহোদয়ঃ সংস্কৃত-বঙ্গ-উর্দ্দু প্রভৃতিভাষানিবদ্ধান্ ধর্ম্মগ্রন্থানুশীলয়ন্ শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিতশুদ্ধভক্তিমন্দাকিনী-ভগীরথ ইব পুনরানয়ৎ। ততশ্চাশীত্যধিকদ্বাদশশতবঙ্গাব্দে মাঘকৃষ্ণাপঞ্চম্যাং শুভে লগ্নে বসুদেবগৃহে বাসুদেব ইব মিশ্রজগন্নাথগৃহে বিশ্বম্ভর ইব পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে সংকীর্ত্তনমুখরিতে ভক্তিবিনোদগৃহে যজ্ঞোপবীত-তিলকাদ্যলঙ্কৃত এবাবিরভূদাচার্য্যভাস্করঃ শ্রীমানসরস্বতীমহোদয়ঃ। স্বরূপশক্তিবিভবরূপায়া বিমলাদেব্যাঃ প্রসাদরূপেণ ক গৃহীতমূর্ত্তিরস্য বিমলাপ্রসাদইত্যন্বর্থ নাম কৃতমকুণ্ঠমেধসা শ্রীমতা ভক্তিবিনোদঠক্কুরেণ। অন্নপ্রাশনসময়ে বালকস্য রুচিপরীক্ষণার্থ ধান্যহিরণ্য-গ্রন্থাদিষু সমুপাহৃতেষু শ্রীমদ্ভাগবতমেব স্মিতমুখেনানেন গৃহীতম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তারপর তদীয় পার্ষদগণ শ্রীলরূপ-সনাতনশ্রীজীবগণ ভক্তিরক্ষক গোস্বামীবর্য্যগণ বৈষ্ণব-দর্শনসাহিত্যস্মৃতিব্যাকরণ শাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচারাদির দ্বারা শুদ্ধভক্তিধারা প্রবহমান রেখেছেন। তারপর শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম-শ্যামানন্দ রসিকানন্দ প্রমুখ আচার্য্য বঙ্গোৎকলে যেই ধারা রক্ষা করে চলে গেলে সেই ধারা কিছু সময় ক্ষীণ হয়ে পড়ে। পরম বৈষ্ণবচক্রবর্ত্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য বলদেববিদ্যাভূষণপাদ সেই শুদ্ধ ভক্তি-ধারাকে পুনরায় প্রবহমান করেছিলেন। তারপর অপসম্প্রদায় দ্বারা পঙ্কিল হয়ে ভক্তিধারা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপ উপকণ্ঠে কৃষ্ণনগরান্তর্গত উলা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করে ভাগবতপ্রবর শ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় সংস্কৃত-বঙ্গ-উর্দ্দু-ইংরাজী প্রভৃতি নানা ভাষায় নিবন্ধ ও গ্রন্থাদি অনুশীলন করে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত শুদ্ধভক্তিমন্দাকিণীকে ভগীরথের মত আনয়ন করেন। ১২৮০ বঙ্গাব্দে মাধব কৃষ্ণাপঞ্চমীর শুভলগ্নে বসুদেবগৃহে যেমন বাসুদেব মিশ্রজগন্নাথগৃহে যেমন বিশ্বম্ভর সেরূপ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সংকীর্ত্তনমুখরিত ভক্তি-বিনোদগৃহে যজ্ঞোপবিত তিলক অলঙ্কৃত আচার্য্য-ভাস্কর শ্রীমান সরস্বতী মহোদয় আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্বরূপশক্তি বৈভব বিমলাদেবীর প্রসাদরূপে গৃহীত এই মূর্ত্তির নাম বিমলাপ্রসাদ রেখেছিলেন অকুণ্ঠ-মেধস শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। অন্নপ্রাশন সময়ে বালকের রুচি পরীক্ষার জন্য ধান্য-হিরণ্য-গ্রন্থাদি যখন সম্মুখে রাখা হল, স্মিতহাস্যমুখে তিনি শ্রীমদ্-ভাগবতই গ্রহণ করেছিলেন ॥ ৪ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগামী ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ২৯ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ সোমবার পরিক্রমার অধিবাসদিবস সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবশ্যই পেঁ ৌছিবেন।

৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ সোমবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস সহযোগে সম্পন্ন হইবে। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে।

৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন এবং শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অফিসে প্রথমে নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া ব্যাজ লইবেন।

সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের নামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) পিন্ ৭৪১৩১৩ এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরক্ষক নারায়ণ, মঠরক্ষক
২৮।২।২০০০

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নিত্যলীলায় প্রবেশ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৪০ পৃষ্ঠার পর]

অম্বিকাকালনায় শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের সেবাপ্রাপ্তি

যোগপীঠে থাকাকালে কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় নিশ্চিন্তভাবে ভজনের জন্য তিনি ১৩৬২ বঙ্গাব্দ ১লা বৈশাখ, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ এপ্রিল মাসে কাল্না-কাটিগঙ্গা পল্লীস্থিত শ্রীমুরারিমোহন দাসের বাড়ীতে মাসিক ১২ টাকা ভাড়ায় থাকিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ ৩ বৎসর পরে ৩রা আশ্বিন (১৩৬৫) ; ২০

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ

সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) শনিবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী শুভ-বাসরে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে নিত্য সেবিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-গোপীনাথ-রাধাবল্লভ জীউ ও শ্রীশালগ্রামাদি শ্রীবিগ্রহ-গণ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ কালনা-কাটিগঙ্গা পল্লী হইতে বিমানযোগে শুভযাত্রা করতঃ বর্দ্ধমানের মহা-মান্য মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ মহাতাব কে-সি-আই-ই বাহাদুর প্রদত্ত কালনা-শ্যামরায় পল্লী-স্থিত সুপ্রসিদ্ধ সুপ্রাচীন শ্রীল অনন্তবাসুদেব-শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করেন এবং তথায় শ্রীঅনন্তবাসুদেব বা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথজীউ শ্রীবিগ্রহসহ নিত্যসেবিত হইতে থাকেন।

মহামান্য বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ পরমপূজ্য-পাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার নিকট শুনিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজ কালনা শ্রীঅনন্তবাসুদেব মন্দিরের সেবা শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজকে দিতে অনুপ্রাণিত হন। শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকাপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ জানুয়ারী মাসে ১৩৬২ বঙ্গাব্দ মাঘমাসে দক্ষিণ কলি-কাতায় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধানয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা-মহানুষ্ঠান এবং তদুপলক্ষে রাজা বসন্ত রায় রোডে বিরাট সভামণ্ডপে দিবস-চতুষ্টয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে আহূত হইয়া শ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজ উক্ত উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। ৮ চৈত্র (১৩৬০) ; ২২ মার্চ্চ (৯৬১) বুধবার ৮৬এ, রাস-বিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধানয়ননাথ শ্রীবিগ্রহগণ রথা-রোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ পূর্ব্বাহ্নে বাহির হইয়া ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠের নবভবনে দ্বিপ্রহরে শুভবিজয় করেন। শ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজ সেই সময় হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। শ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণীর বৃহদ্ মৃদঙ্গস্বরূপ মুদ্রণ-বিভাগের সেবায় বরা-বর অত্যন্ত আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীল গুরু মহা-রাজ তাহা বুঝিয়া তাঁহার উপরই গ্রন্থমুদ্রণ বিভাগ ও 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পারমার্থিক পত্রিকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা উল্লাসভরে স্বীকার করেন। ডাক্তার এস্-এন্ ঘোষ অপ্রকট হইলে তিনি 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকার সম্পাদক সঙ্ঘপতিপদে আসীন হন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সহিত কলিকাতা মঠের প্রতিটী অনুষ্ঠানে, শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরাবির্ভাব অনুষ্ঠানে, শ্রীবৃন্দাবনধামে দামোদর-ব্রতকালে, পুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবে—দামোদর ব্রতানুষ্ঠানে—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলীতে তাঁহার আবির্ভাবপূজা বৃহদনুষ্ঠানে, চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসবানুষ্ঠানে, জলন্ধর সহরের বিভিন্ন এলাকায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে, দেরাদুন সহরে ধর্ম্মসম্মেলনে, হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ), গুয়াহাটী—তেজপুর—গোয়ালপাড়া—সরভোগে—আসামের মঠসমূহের, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে, আগরতলাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে, গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসবানুষ্ঠানসমূহে পরমোৎ-সাহভরে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল গুরুদেবের তিরোধানের পরে তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়-মঠাশ্রিত সেবকগণের প্রতি স্নেহবশতঃ মঠের প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ তাহাদিগকে গুরু-দেবের অভাবজনিত দুঃখ বুঝিতে দেন নাই। তাঁহারই নিয়মকত্বে শ্রীধামমায়াপুরে ঈশোদ্যানে শ্রীল গুরু-দেবের মূল সমাধি, বিরহসভা, বিরহোৎসব এবং পরবর্ত্তিকালে সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহারই পৌরোহিত্যে বৃন্দাবনধামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ও চণ্ডীগড় মঠে শ্রীল গুরুদেবের পুষ্প-সমাধি এবং গোকুল মহাবন মঠে নববিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রার্থনায় তিনি তাঁহার শিষ্যগণের নিষেধকেও গ্রাহ্য না করিয়া বৃদ্ধ—অপারগ অবস্থাতেও

স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সমস্ত সেবা সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সেবকগণ তজ্জন্য তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ ও চিরস্মরণীয়।

শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক-পূজা, ভিত্তি-সংস্থাপন, শ্রীনবদ্বীপধাম ও শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা যতদিন সামর্থ্য ছিল, শারীরিক কষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া উপবাসী থাকিয়া তিনি অতীব নিষ্ঠার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করিতেন। এমন কি ৮৫ বৎসর বয়সেও সেবকের স্কন্ধে হাত দিয়া পদব্রজে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছেন।

তিনি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তমূলক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় প্রকাশ করতঃ জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। কলিকাতা মঠে ত্রিতলে তাঁহার ভজন-কুটীরে তিনি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকিয়া লেখালেখি করিতেন। শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। শ্রীল তীর্থ মহারাজ যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছেন গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে সমাধানের জন্য, তিনি অতিসুন্দরভাবে শাস্ত্রপ্রমাণসহ সমাধান করিয়া দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার লিখিত প্রবন্ধসমূহ ঃ—

১ম বর্ষ

১। সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা
২। ভক্তিই ভজনসম্পদ
৩। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা
৪। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব উপলব্ধির উপায় কি ?
৫। দেবকীর ষড়্‌গর্ভ বিনাশরহস্য
৬। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ

২য় বর্ষ

৭। আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
২য় বর্ষ কয়েক সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ বর্ষ কয়েক সংখ্যা
৮। দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থ পরিক্রমা—৩য় বর্ষ কয়েক সংখ্যা ও ৪র্থ বর্ষে

৩য় বর্ষ

৯। শ্রীগৌরাবির্ভাব
১০। সাধ্যাবধি ও তদুপলব্ধির উপায়
১১। ব্রজভাবপ্রাপ্তিমার্গ
১২। বিজয়াদশমীর অভিনন্দন
১৩। শ্রীবিষ্ণুর পরতমত্ব ও আরাধনার শ্রেষ্ঠত্ব

৪র্থ বর্ষ

১৪। শ্রীগৌরলীলামৃতসার
১৫। যোগমায়া ও মহামায়া—৪র্থ ও ৫ম বর্ষ

৫ম বর্ষ

১৬। স্বস্তিনো গৌরবিধুর্দধাতু
১৭। ভক্তবৎসল ভগবান্
১৮। বৈষ্ণবাবজ্ঞা সাধনের প্রধান অন্তরায়
১৯। একাদশীব্রত
২০। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-কালনির্ণয় সমস্যা
২১। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুর—৫ম, ৬ষ্ঠ বর্ষ

৬ষ্ঠ বর্ষ

২২। শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে বিজ্ঞপ্তি
২৩। ভক্তিযোগ-যুক্তই—যোগীতম—পরমকল্যাণকৃৎ
২৪। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব
২৫। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য
২৬। গণেশ-গজানন ও একদন্ত কেন হ'ল ?
২৭। মনোনিগ্রহ

৭ম বর্ষ

২৮। বর্ষারম্ভে
২৯। অজ ভগবানের জন্মলীলা
৩০। শ্রীধামবাস ও ভজনরহস্য
৩১। শ্রীকৃষ্ণধাম ও শ্রীগৌরধাম
৩২। শ্রীধামমায়াপুর ও ঈশোদ্যান-কথা
৩৩। বেদার্থ বুঝিবে কে ?
৩৪। শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা মহোৎসব

৮ম বর্ষ

৩৫। শ্রীজগন্নাথধামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৩৬। মন্ত্রশক্তি
৩৭। বৈষ্ণব সদাচার
৩৮। আচার ও প্রচার
৩৯। শাস্ত্র ও ধর্ম্মরক্ষাই জগৎরক্ষা
৪০। দীক্ষা ও দীক্ষিতের কৃত্য
৪১। মহদাশ্রয়ে ভাগবত শ্রবণ অন্যতম মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ
৪২। সেশ্বর ও নিরীশ্বর কপিল

(ক্রমশঃ)

বিরহ-সংবাদ

শ্রীশচীসুত দাসাধিকারী (শ্রীসুশীল ত্রিপাঠী), লণ্ডন ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্ত দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীশচীসুত দাসাধিকারী (পূর্ব্বনাম শ্রীসুশীল ত্রিপাঠী) ইং ১৯৯৮ সালে যখন শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সপার্ষদে লণ্ডনে প্রচারে গিয়াছিলেন, শ্রীসুশীল ত্রিপাঠীর পত্নী ও পুত্রগণের নিকট তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। পুত্রগণ যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহাতে স্বধাম-প্রাপ্তির নির্দ্দিষ্ট তারিখ নাই। স্ত্রী-পুত্রগণের সহিত লণ্ডনে সাক্ষাৎকার হয় ২১শে জুলাই, ১৯৯৮, মনে হয় উহার কএক মাস পূর্ব্বে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন।

স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি স্ত্রী ও দুইপুত্র—শ্রীগৌরাঙ্গ-নিধি ত্রিপাঠী, শ্রীসুভঙ্গ ত্রিপাঠীকে রাখিয়া গিয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে আনুমানিক তাঁহার বয়স হইয়াছিল বৎসর। মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পশ্চিম ভারতের প্রথমদিকের শিষ্যগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত দেরাদুন সহরে। তাঁহার দেরাদুনের বাড়ীর তৎকালিক ঠিকানা—২১এ, মানসিংওয়ালা, দেরাদুন, (উত্তরপ্রদেশ)। তাঁহার স্কুল ও কলেজের শিক্ষা দেরাদুনেই হয়। তিনি Post graduate (স্নাতকোত্তর) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ পদবী লাভ করেন। তাঁহার পিতার নাম পণ্ডিত শ্রীমহিমা চন্দ্র ত্রিপাঠী। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ইং ১৯৫১ সালে আগষ্ট মাস ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে যখন দেরাদুনে প্রচারে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে শ্রীসুশীল ত্রিপাঠী ১৯-৪-১৩৫৮ ; ৫-৮-১৯৫১ শ্রীল ... নিকট

শ্রীহরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁহার দীক্ষানাম শ্রীশচীসুত দাসাধিকারী। কৃষ্ণভক্তিতে তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই প্রীতি ছিল। মীরাবাঈয়ের অনেক গান তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি সুললিত কণ্ঠস্বরে গান করিতে পারিতেন। তিনি ভারতবর্ষে থাকাকালে দীক্ষাগ্রহণের পরে কলিকাতা মঠেও আসিয়াছিলেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার সুকণ্ঠে সুললিত কীর্ত্তন কয়েকবার শুনিয়াছিলেন।

তিনি কার্য্যব্যপদেশে ভারতের বাহিরে লণ্ডনে গিয়া অবস্থান করিলেও তথাকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহার কৃষ্ণভজনের বাধক হয় নাই। তিনি পঞ্জিকা অনুযায়ী ব্রতাদি পালন করিতেন। তজ্জন্য প্রতি বৎসরে ব্রতোৎসবনির্ণয় পঞ্জী পাঠাইবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট পত্র দিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তাঁহার প্রকটকালেই শ্রীল আচার্য্যদেব লণ্ডনে পৌঁছিয়া প্রচার করুন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অপ্রকটের পরেই শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ লণ্ডনে প্রচারে যান। শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সহিত তাঁহার বহু পত্রালাপ হইয়াছে। শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালে গুরুদেবের সহিতও তাঁহার পত্রালাপ হইয়াছে। নিম্নে গুরুদেবের ১৯৭৩ সালের একটি পত্র সংযোজিত হইল।

Dated 31-3-1973

My dear Sree Sachisutadas,

Received your letter dated 10-3-73 as well as B P.O. for £8. you are to pay nothing more for the books. Only in future whenever you wish to send B. P.O, write clearly the name of the payee. Either you may write 'Secretary, Sree Chaitanya Gaudiya Math' or simply 'Bhakti Ballabh Tirtha' or my name.

There is no appropriate one-word English equivalent to the meanings of the words—आधिदैविक, आधिभौतिक and आध्यात्मिक। These three words are generally used to denote three kinds of afflictions— आधिदैविक ताप— afflictions caused by functional gods or natural calamity, आधिभौतिक ताप—afflictions caused by other animal beings, आध्यात्मिक ताप—physical and mental afflictions. The words may be used in other senses in different context viz—आध्यात्मिक—spiritual, psychical, metaphysical ; आधिदैविक—providential ; आधिभौतिक —elemental, biological.

The names of eight Sakhis are as follows :—(1) Sree Lalita, (2) Sree Bishakha, (3) Sree Chitra, (4) Sree Indurekha, (5) Sree Champaklata, (6) Sree Rangadevi, (7) Sree Tungavidya, (8) Sree Sudebi.

I was awfully busy in attending a number of functions and conferences one after another in various places of India in connexion with the Birth-Centenary of our Revered Gurudeva Prabhupad Sree Sreela Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, the Founder-Acharyya of the worldwide Sree Chaitanya Math, Sree Gaudiya Math and Sree Gaudiya Mission organisation as well as in the big 9-day Sree Nabadwip Dham Parikrama and Sree Gaur-Jayanti Festival.

I am leaving to-morrow for Chandigarh to participate in the Annual Function of our branch Math there at Sector 20B from April 5 to April 9 and the Centenary Function of Sreela Prabhupad on April 10. I shall be accompanied by two of my god-brother Sannyasi-Acharyyas two other Sannyasins, five Brahmacharies and a distinguished person of Calcutta. We shall next go to Jullundar to participate in the Annual Conference there (from April 12 to 15) and visit many other places of Punjab, Haryana and U.P as well as Delhi and Hyderabad (A P.). We hope to go to DehraDun at the end of April or sometime in May.

We are in a way. Hope by the Grace of All-Merciful Sree Gaura Hari you with your family members are keeping well My affectionate blessings unto you all.

To
Sree Susil Chandra Tripathy
28, Broomgrove Gardens
Edgware—Middle Sex.
England (U.K.)

affly yours
B. D. Madhav

তাঁহার স্ত্রী পুত্রগণ বলেন তিনি সর্ব্বদা গৃহে উদাসীনভাবে অবস্থান করতঃ কৃষ্ণগুণগানকীর্ত্তনে প্রমত্ত থাকিতেন। তাহারা তাঁহার ভাব-বিহ্বলভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি অশেষ গুণে গুণী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রেই তাঁহার স্বধাম-প্রাপ্তিতে বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীশ্রীধর দাসাধিকারী (শ্রীশান্তিরঞ্জন দত্ত), কয়াডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা :— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্ত গুরুভক্তিপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ সুস্নিগ্ধ বৈষ্ণব শ্রীশ্রীধর দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীশান্তিরঞ্জন দত্ত) ২৮ অগ্রহায়ণ (১৪০৬); ১৫ ডিসেম্বর (১৯৯৯) বুধবার শুক্লা সপ্তমী তিথিবাসরে ৭৩ বৎসর বয়সে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হন। উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় কয়াডাঙ্গা গ্রাম, ডাকঘর—কল্যাণগড়, থানা—হাবরায় নিজ-নিবাসস্থানে থাকাকালে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে সুচিকিৎসার জন্য তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। তিনি রেল-ষ্টেশন মাষ্টার হওয়ায় কলিকাতায় রেলবিভাগীয় বি, আর, সিং হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি হন। স্বধামপ্রাপ্তির পর তাঁহাকে পুত্রগণ প্রথমে কালীঘাট ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে লইয়া আসিলে শ্রীমন্দির হইতে ঠাকুরের চরণামৃত, প্রসাদী মালা ও প্রসাদ

সংকীর্ত্তন সহযোগে তাঁহাকে অর্পিত হয়। অকস্মাৎ তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে মঠের বৈষ্ণবগণ তাঁহার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত হন। "কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈলা সঙ্গ ভঙ্গ ॥" চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১। ৯৪। "দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর। কৃষ্ণ-ভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥" চৈঃ চঃ ম ৮।২৪৭। পরমারাধ্য (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা) শ্রীল গুরুদেব প্রায়ই বলিতেন—'প্রারব্ধ-কর্ম্মনির্ব্বাণং ন্যপতঃপাঞ্চভৌতিকম্।' যে কর্ম্মের ফল আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে প্রারব্ধকর্ম্ম বলে, তাহার সমাপ্তিতে দেহাবসান ঘটে। বস্তুতঃ কৃষ্ণের ইচ্ছায় জীব আসে, কৃষ্ণের ইচ্ছায় যায়, কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া জীব আসক্তিবশতঃ দুঃখ পায়। হাবরা অঞ্চলের ভক্তগণ শ্রীধর দাসাধিকারী প্রভুর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এইজন্য পুত্রগণ স্বজনগণের এবং গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য তাঁহাকে কয়াডাঙ্গায় লইয়া যান এবং পরে কলিকাতায় আনিয়া নিমতলায় শ্মশানঘাটে যথাবিহিতভাবে তাঁহার দাহ-কৃত্য সুসম্পন্ন করেন।

শ্রীধর দাসাধিকারী প্রভু স্বধামপ্রাপ্তিকালে স্ত্রী—শ্রীমতী রাণী দত্ত, ৪ পুত্র—শ্রীসমীর রঞ্জন দত্ত, শ্রীসঞ্জয় দত্ত, শ্রীসঞ্জীব দত্ত ও শ্রীসুব্রত দত্তকে রাখিয়া গিয়াছেন। পিতা—স্বধামগত শ্রীসূর্য্যকান্ত দত্ত, জননী স্বধামগতা শ্রীমতী বিধুমুখী দত্ত। তিনি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে বর্ত্তমানে বাংলাদেশ বরিশাল জেলার অন্তর্গত পাঁজিপুথি পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্টহ্যাণ্ড টাইপিংএ ডিপ্লোমা পাইয়া ভারতীয় রেল-বিভাগের ইং ১৯৪৫ সনে চাকুরী পান। তিনি আলি-পুরদুয়ার জংশন ষ্টেশনে সুপারভাইজিং ষ্টেশন মাষ্টার থাকাকালে ইং ১৯৮৪ সনে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

২৪ মাঘ (১৩৭৪); ৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৮) আসামে তেজপুর সহরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসবে যোগদানকালে বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের নিকট তিনি হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁহার দীক্ষানাম শ্রীশ্রীধর দাসাধিকারী। পত্নী শ্রীমতী রাণী দত্ত ১৫ বৎসর পূর্ব্বে গৌহাটী মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসবকালে হরিনামাশ্রিতা হইয়াছিলেন। তিনিও পতির সহিত তেজপুর মঠে দীক্ষিত হন। তাঁহাদের উভয়েরই বিষ্ণু-বৈষ্ণব সঙ্গলাভে এবং হরিকথা শ্রবণে প্রগাঢ় অনুরক্তি। তাঁহারা প্রতি বৎসরই কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব, জন্মাষ্টমী উৎসব এবং কার্ত্তিক ব্রতাদি অনুষ্ঠানে, শ্রীমায়াপুর মঠে, শ্রীপুরী মঠে এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখামঠে উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিতে উৎসাহী ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা কলিকাতা মঠে কার্ত্তিক ব্রত, দামোদর ব্রত নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছিলেন।

জলপাইগুড়ি জেলায় দলগাওঁ রেলষ্টেশনের য়্যাসিস্টেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার থাকাকালে শ্রীধর দাসাধিকারী তথায় দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে তথায় শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। স্থানীয় ধর্ম্মশালায় থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজও সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সদলবলে কয়াডাঙ্গাস্থিত তাঁহাদের নিজগৃহে শুভ-পদার্পণ করতঃ বিভিন্নস্থানে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

৯ পৌষ (১৪০৬); ২৫ ডিসেম্বর (১৯৯৯) শনিবার দক্ষিণ কলিকাতায় কালীঘাটে ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীধর দাসাধিকারী প্রভুর পারলৌকিক কৃত্য বৈষ্ণববিধান মতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। তাঁহার অকস্মাৎ স্বধাম-প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই মর্ম্মাহত ও বিশেষভাবে বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ—১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। গীতার প্রতিপাদ্য
৪৯। বেণুগীত
৫০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা—যন্ত্রস্থ
৫১। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস
৫২। The Vedanta
৫৩। The Bhagabat
৫৪। Rai Ramananda
৫৫। Vaishnavism
৫৬। Sree Brahma-Samhita
৫৭। Saranagati
৫৮। Relative Worlds
৫৯। शिक्षाष्टक
৬০। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৬১। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৬২। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৬৩। भजन-गीति
৬৪। श्रीचैतन्यभागबत
৬৫। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬৬। परम तत्व-विचार
৬৭। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৮। साध्य-साधन-तत्व-विचार
৬৯। मैं की हूँ ?
৭০। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৭১। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চত্বারিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৪০৬

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন : ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন : ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন : ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন : ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন : ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন : ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন : ৪০৫৬৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন : ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন : ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন : ১৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন : ৩৬২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন : ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৪০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র ১৪০৬
৯ বিষ্ণু, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, বুধবার, ২৯ মার্চ্চ ২০০০ | ২য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৩ পৃষ্ঠার পর]

প্রতিকূল অনুশীলন-দ্বারা অসুবিধা হ'য়ে যায়। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কৃত্য নাই। জীব কৃষ্ণের দাস। যথেচ্ছাচারিতায় জীবনের ব্যবহার পাওয়া যায় না—জীবন্মৃত অবস্থামাত্র লাভ হয়। শুষ্কবৈরাগ্য কিছুক্ষণ পরে চেতনকে পর্য্যন্ত শুকিয়ে মেরে ফেলে! কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত ; মরে যাওয়ার দরুণই অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি, সত্য কথায় অমনোযোগিতা। যা'রা নিজেরাই recipient (গৃহীতা) হ'তে চাচ্ছে, তাঁ'দের জীবন কিছুক্ষণ পরে থেমে যা'বে। তা'রা মৃতই আছে। বাস্তব-বেদ্যবস্তুর অনুশীলনে বঞ্চিত থাকাই মৃত অবস্থা। যে জীব বহিরঙ্গা শক্তির অধীন হ'য়েছে, সে জীবিতম্মন্য হ'লেও 'জীব'-শব্দ-বাচ্য নহে। তা'র তথা-কথিত জীবন কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় ভেসে যাওয়া মাত্র। পুত্তলকে সকল লোকেই আক্রমণ করে। এইরূপ ব্যক্তিগণ মৃত্যুর ভূমিকার উপর অস্বাভাবিকভাবে পরস্পর মারামারি কর্ছে।

অমুক্তের কথার দ্বারা কখনও সত্য নিরূপিত হয় না। কেবল চেতনময় বস্তুর অনুসন্ধান ব্যতীত অন্য চেষ্টার দ্বারা বিপর্য্যস্ত ধারণামাত্র সম্ভব। নিত্যানিত্যবিবেক উদিত না হওয়ায় জীবের এইরূপ অমঙ্গল হ'চ্ছে। এজেণ্ট মানবকে ফাঁকি দিচ্ছে। Phenomenal worldএ (জড়জগতে) meddle (সংশ্রব) করার জন্য মনকে Powers delegate (শক্তি প্রদান) করা হ'য়েছে। শারীরিক এবং মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ হ'বার চেষ্টা আত্মার ধর্ম্ম নয়। জগতের বাদসা-গিরি, স্বর্গের ইন্দ্র-গিরি—কেবল মুখোস্‌পরা দুর্ব্বুদ্ধিমাত্র—'মুখোস প'রে অন্য ভূমিকায় থাকার বুদ্ধি—যা' ইন্দ্রিয়রুচিকর প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে বুঝি, তা'র মধ্যে থাকার বুদ্ধিমাত্র। কিন্তু তা'তে থাক্‌তে পারি না। অর্জ্জিত বস্তু চলে যাচ্ছে। তেমন বস্তুসংগ্রহ ক'র্‌ব, যেটা চ'লে যায় না।

জাগতিক অপূর্ণতা পরিত্যাগ ক'রে নিজের বুদ্ধিতে পূর্ণতার পক্ষপাতী হবার পক্ষপাতিত্ব ও কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার এবং আর একটি দুর্ব্বুদ্ধি। ঘটাকাশ ভেঙ্গে ফেলে কি মহাকাশ হওয়া যায় ? —উহা প্রলাপ মাত্র। খুব বেশী পরিমাণে অনূচানমানিতা বা আত্মম্ভরিতার দ্বারা যে সেই জিনিষের কাছে পৌঁছাব, ইহাও কল্পনা-স্রোতমাত্র। ইহা বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত।

কেহ নাক টিপে সমাধি (?) লাভ ক'রে নিজের সুবিধা (?) ক'রে নিলেই বা কি হ'ল ? তিনি আমার কি উপকার ক'র্‌লেন ? তাঁ'র নিজেরই বা লাভ কি ? "আপনি এখানে মাটি কাট্‌বেন, আর আমি ব্রহ্ম (?) হ'য়ে যা'ব !" —এটা হ'চ্ছে অত্যন্ত হেয় রকমের অপস্বার্থপরতা। বর্ত্তমান সুবিধা, যা' দ্বারা অন্যের অনিষ্ট হ'চ্ছে, তা' আমার লভ্য হবে ! মুক্ত ব্যক্তি মুক্তিকামনা করেন না।

চৈতন্যচন্দ্রের কথা এই সব জাতীয় জাগতিক দোলো কথা নয়। শ্রীচৈতন্যদেব ইহ জগতের কোন দোলো কথা অবলম্বন ক'রে অমঙ্গলজনক কথা বলেন নাই—তিনি ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত প্রতিকূলতা ক'র্‌তে বলেন নাই।

ভক্তি একমাত্র সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব। 'আমার সুখ হোক্; বাদবাকী লোকের অসুবিধা হোক্, তোমাকে বঞ্চিত ক'রে আমার সুবিধা ! —এরই নাম অন্যাভিলাষ কর্ম্মজ্ঞানাদির পথ।

আর কা'কেও বঞ্চিত না ক'রে সকলে মিলে হরিকীর্ত্তন করি, ২৪ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন করি—এরূপ বিচার কেবলা ভক্তির পথের পথিকের। কেবলা ভক্তির পথে কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোনও অবান্তর সাধ-নের সাহায্য বা মিশ্রণ স্বীকৃত হয় না। কারণ কীর্ত্তনই একমাত্র নিরপেক্ষ অব্যর্থ অস্ত্র। প্রথমে কান দিয়ে শুন্‌তে হয়। পরে সকল ইন্দ্রিয়ের অনুকূল-ক্রিয়া উপস্থিত হয়। তখন ভগবানের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য, লীলা-দর্শন হয়। ফুটো হাঁড়িতে তরল পদার্থ রাখার দুর্ব্বুদ্ধিদ্বারা কেবল কাম-ক্রোধা-দির প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈ-শিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণ-পরি-করেষু সম্যক্-স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি। তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবত-শ্রবণন্তু পরম-শ্রেষ্ঠম্।* (ভাঃ ৭।৫।১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা)।

শ্রীচেতন্য-নিজজনের করুণাকটাক্ষবৈভববিশিষ্ট পুরুষ জগতের যাবতীয় কুবৈভবকে, কুযোগিবৈভবকে ফুৎকার ক'র্‌তে পারেন, নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বিচার ক'রে ভুক্তি-মুক্তি হ'তে তফাৎ থাকেন। কৃত্রিম প্রণালী কোন কাজে লাগে না। ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা—পিশাচী, ডাইনীস্বরূপা। তা'রা কখনও জীবের মঙ্গল ক'র্‌তে পারে না। কিন্তু এরা কত অসৎ সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছে—জীবসমষ্টির কত অসুবিধা ক'রেছে ! জাগতিক লোক ঐসকল সাহিত্যে তাঁ'দের প্রেয়ো-রুচির সমর্থন ও ইন্ধন পান ব'লে ঐসকল সাহিত্যেরই আদর ক'রে থাকেন। শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য তাঁ'দের রুচিকর হয় না, তাঁ'দের ইন্দ্রিয়তর্পণ করে না ব'লে উহা তাঁ'দের মাথায় প্রবেশ করে না, তাই তাঁ'রা তা' বুঝ্‌তে পারেন না, এরূপ অভিযোগ করেন।

মনুষ্যজাতির সৃষ্ট পুঁথি বা বিদ্যা-বুদ্ধির উপদেশ ভাগবতের উপদেশ নয় ! ভাগবতে একমাত্র পরম ধর্ম্মের কথা আলোচিত হ'য়েছে। তদ্দ্বারা অন্য

* প্রথমতঃ অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য (শ্রীগুরুদেবের নিকটে) নাম-শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা আছে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণের রূপশ্রবণের দ্বারা উক্ত অন্তঃকরণ রূপোদয়ের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শুদ্ধ-অন্তঃকরণে রূপশ্রবণদ্বারা রূপ উদয় হইতে পারে। রূপ অন্তঃকরণে সম্যগ্‌রূপে উদিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের গুণসকল শ্রবণদ্বারা অন্তঃকরণে গুণগণের স্ফূর্ত্তি হয়। গুণ-স্ফুরণসম্পন্ন হইলে, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিতে করিতে অন্তঃকরণে সেই বৈশিষ্ট্যের স্ফূর্ত্তি হয়। তদনন্তর নাম-রূপ গুণ-পরিকর-সকল সম্যগ্‌রূপে স্ফুরিত হইলে লীলাশ্রবণদ্বারা লীলস্ফুরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। লীলাশ্রবণে শ্রীভাগ-বত-শ্রবণই শ্রেষ্ঠ।

কথাগুলির অপ্রয়োজনীয়তা বুঝ্তে পারা যা'বে। অপস্বার্থপর লোকের কখনও পরম মুক্তি হ'তে পারে না। তা'তে অন্য অপস্বার্থপর লোক বাধা দেয়, দেবতারা বাধা দেন। দেবতাদের পদবী ও আসন সীমাবদ্ধ; সেজন্য তাঁদের আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

জল থেকে দই হয় না। ব্রহ্ম হ'য়ে যাওয়ার কল্পনা নাস্তিকতা ও আকাশকুসুমের স্বপ্ন। অদ্বৈত-বাদীর সিদ্ধি স্বপ্নসিদ্ধিমাত্র। জীব কখনও ব্রহ্ম হ'তে পারে না। জীব তজ্জাতীয় ব'লে পরব্রহ্মের সেবা ক'র্তে পারে, কখনও পরব্রহ্মের অসমোর্দ্ধ্ব পদটী গ্রহণ ক'র্তে পারে না।

অনন্ত অণুচেতন অদ্বিতীয় পরম চেতনের সেবক। এক ব্যক্তিই সব, অন্যে কিছু নয়,—এরূপ বিচারদ্বারা অন্যলোকের অধিষ্ঠানের প্রতি আক্রমণ করা হয়, মুমুক্ষু ব্যক্তির নিত্যত্বে ব্যাঘাত জন্মান হয়। যেমন Semetic Idea (জড়-ধারণা)—আগে মানুষ ছিল না, পরে ঈশ্বর কতকগুলি উপাদান দিয়ে মানুষ সৃষ্টি ক'র্লেন। ইহা ভ্রমপূর্ণ মতবাদ। "জীবাত্মা সৃষ্ট হ'য়েছে"—এই যে বিচার-প্রণালী Semetic thought (জড় চিন্তাস্রোত) এর মধ্যে এসে পড়েছে, তা' চালনা ক'র্তে ক'র্তে নির্ব্বিশেষবাদ পাওয়া যায়। আধ্যক্ষিকতা প্রবল হ'য়ে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষবাদের বিস্তার হয়। আবার তা' পরিত্যাগ কর্বার জন্য 'অনল্হক' বা নির্ব্বিশেষবাদ উপস্থিত হয়। এই সমুদয় বিপথ-প্রদর্শক মতবাদগুলিকে সুদার্শনিক বিচার উন্মুলিত ক'রেছেন। ইহাই ভাগ-বতের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা, কাম-ক্রোধের দাস যা'রা—তা'রা এ সকল কথা বুঝ্তে পার্বে না। সাধুগণ কোন মতবাদের পক্ষে ন'ন; তাঁ'রা নির্ম্মৎসর—তাঁ'রা সম্পূর্ণ নিষ্কপট ও নিরপেক্ষ। ইহাই শ্রীচৈতন্য-দেব সুষ্ঠুভাবে প্রচার ক'রেছেন। যিনি যে পরিমাণে শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় পৌঁছ্তে পার্বেন, তিনি সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান হ'তে পার্বেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৬ পৃষ্ঠার পর]

আমরা বলহীন দুর্ব্বল জীব। প্রচণ্ড মায়াশক্তি আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। একদিকে কৃষ্ণের আকর্ষণ, আর অন্য দিকে মায়ার আকর্ষণ। কৃষ্ণ-স্মৃতি যত প্রবল হয়, মায়ার আকর্ষণ তত ক্ষীণ হয়। মায়া ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি উহাও তাঁহারই শক্তি। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে ভগবানের মায়াশক্তি জ্বালাতন করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

*   *   *

মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥

যিনি আমাদিগকে মায়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন। অতএব তাঁহারই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। শ্রুতি বলেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" চিদ্‌বলে বলীয়ান্ না হইলে, জীব ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে না। শ্রীগুরুদেব কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ-সেবা করেন, তাঁহার আনুগত্যই সংসাররূপ মৃত্যুসাগর হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণদাস্যে প্রতি-ষ্ঠিত করে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃশ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যু পশমাশ্রয়ম্॥

পরম-মঙ্গল-লাভেচ্ছু জীবগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণা-পন্ন হ'ন। শুধু শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বেদে নিষ্ণাত পুরুষই গুরু হইতে পারেন না, তিনি পরব্রহ্মেও নিষ্ণাত হইবেন। তিনি অপ্রাকৃত-অনুভূতি-বিশিষ্ট

হইবেন। নতুবা প্রাকৃত-অনুভূতিযুক্ত বা অনুভূতি-রহিত অভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর ব্যক্তি ত্রিগুণযুক্ত বা ত্রিগুণরহিত হইলেও নির্গুণ ও নিখিল সদ্‌গুণের আধার চিদ্বিলাসের কোন কথাই জানেন না। ভগবদ্‌ বিলাসের পরিকর ব্যতীত প্রেমময় ভগবানের রাজ্যের কথা ইহজগতের কোন ব্যক্তিই আমাদিগকে জানাইতে পারে না। ইহজগতের কোন ব্যক্তিই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইতে পারে না। অতএব গোলোক হইতে অবতীর্ণ ভগবানের নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজনা করাই সকল বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য। চৌরাশি-লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে যদি পুণ্যকৃত সুকৃতিফলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া যিনি আমাদের শক্তি-সামর্থ্য সকলই প্রদান করিয়াছেন তাঁহার জিনিষ তাঁহারই পূজায় অর্পণ করা এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আপন হইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃকামীর কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্‌-ভাগবত বলেন,—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভম্‌
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্‌।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতম্‌
পুমান্‌ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

জন্ম-মরণ-জরা-ব্যাধিময় রোগ-শোক-ভয়-মোহ মাৎসর্য্য-ধর্ম্মের তাণ্ডব ক্ষেত্র, মৃত্যুর মহাশ্মশান, অসৎসঙ্গপরিপূর্ণ, মায়াজালব্যাপ্ত, ত্রিগুণ-প্রাচীর-বেষ্টিত সংসার-কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া জীব নিত্য-প্রভুর আনন্দময় নিত্যধামে যাইতে চায়। অন্ত-র্য্যামী ভগবান্‌—সর্ব্বজীবহৃদয় গুহাশয় ভগবান্‌ জীবকে গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তিতে প্রকটিত হ'ন। সংসার মহাদাবদগ্ধ জীবকুলকে শান্ত করিতে—নিত্যসেবামৃতরসে প্রতিষ্ঠিত করিতে —ভগবানের যে অহৈতুকী বিশ্বপ্লাবিনী অমন্দোদয়-দয়া ঘন হইয়া শ্রীবিগ্রহরূপে জগতে প্রকটিত হন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। এজন্য নিত্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য মাহাত্ম্য কীর্ত্তনকারী নিত্য সেবকগণ গাহিয়া থাকেন,—

"সংসারদাবানললীঢ়লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্‌।
প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্‌॥"

ভগবানের করুণার সাম্যমূর্ত্তি শ্রীগুরুকৃপাকে বরণ করিলেই ভগবানের কৃপা বরণ করা হইল। ভগবানের কৃপাকে অবহেলা করিয়া যদি ভগবানের নিকট যাইতে চাই, তবে সূর্য্যকিরণকে উপেক্ষা করিয়া অন্য আলোতে সূর্য্য দেখার বৃথা ও কপট চেষ্টা অনন্তকালব্যাপী করিলেও কোনই সুবিধা হইবে না। বদ্ধজীব আমরা গুর্ব্বপরাধী, গুর্ব্ববজ্ঞাকারী বলিয়াই ত' এ যাবৎ লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়াও শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত আছি। ভগবান্‌ যে প্রকার যুগপৎ অতি সন্নিকটে ও অতিদূরে অবস্থিত, সেপ্রকার শ্রীগুরুপাদপদ্মও সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অবস্থিত থাকিলেও তাহা বিমুখ অবস্থায়—মায়ার কৈঙ্কর্য্যে অবস্থিতা-বস্থায়—ভোগে প্রমত্ত থাকাবস্থায় স্বরূপবিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত জগতের অস্মিতায় অবস্থিত থাকাকালে অনন্ত যোজন দূরে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা বেগবান্‌ মনও তাঁহার সন্ধান পায় না। কিন্তু আবার যখন জীব-হৃদয় ভগবৎকরুণার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, যদি জীব নিষ্কপটভাবে সেই গুরুদেবকে লাভ করিবার জন্য একবিন্দুও অশ্রুপাত করে, তাহা হইলে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি জীবের সম্মুখে প্রকটিত হইয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া গোলোক রাজ্যে লইয়া যান। বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহে গমনাগমনের পথে যদি কোন প্রকার বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যেমন পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন চলে না, সেই প্রকার জীবের নিত্য-বান্ধব শ্রীগুরুপাদপদ্মও নিত্য সর্ব্বজীবে প্রকটিত থাকিলেও এবং তদ্দাস জীববৃন্দও নিত্যবর্ত্তমান থাকিলেও জড়মায়ার ব্যব-ধানে পরস্পরের আদান-প্রদানে, কথোপকথনে, আত্ম-সমর্পণ ও আত্মগ্রহণে বাধা আসিয়া পড়ে। তখনই শ্রীগুরুদেব অতিসন্নিকটে থাকিলেও—সর্ব্বত্র প্রকাশিত থাকিলেও জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাঁহার কথা শুনিতে পায় না। আবার শ্রীগুরুদেব জগতে প্রকটিত হইয়া বিচরণ করিলেও কেবল ভাগ্যবান্‌ নিষ্কপট মায়ামুক্ত সমর্পিতাত্ম ভক্তগণই তাঁহাকে দেখিতে পান এবং তাঁহার মহিমা জানেন, অপর সকলে তাঁহাকে দেখিয়াও বঞ্চিত হয়; ইহাই শ্রীগুরু-

গৌরাঙ্গের অচিন্ত্য লীলা। সেই গুরুদেবের লীলানুসরণকারী শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুলীলার সন্ধান পান। মাকড়সার শাবকগুলি অনায়াসে উহার জালে বিচরণ করে, অথচ আবদ্ধ হয় না, কিন্তু অপর কোন কীট পতঙ্গ জালে পড়িয়া আবদ্ধ হইয়া যায়। নিত্যাশ্রয়-বিগ্রহের নিত্যাশ্রিত হইতে পারিলে তাঁহার মায়াজাল আমাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারে না। এই জন্যই মহাজনগণ বলেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

অকুল ভব-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে জীবমাত্রই কিছু না কিছুর আশ্রয়ের সন্ধান করে, দুর্ভাগ্য, কপটতা ও নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া অসদ্বস্তুকে সৎ বলিয়া মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদা আনন্দময় বস্তু। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে কৃষ্ণকর্ত্তৃক জীব রক্ষিত হন। কৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন, কখনও উপেক্ষা করেন না। আবার আশ্রয় পাইয়াও গুরু-গৌরাঙ্গেরই ভজন করিতে হইবে। ভজনীয় বস্তুর সন্ধানের জন্যই গুরুপাদপদ্মাশ্রয়-লাভ। আবার আশ্রিত হইয়া গুরুগৌরাঙ্গেরই ভজন করিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"সংসার-ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥"

আবার,—

"তা'তে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥"

শুধু কৃষ্ণভজন করিয়া কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে কৃষ্ণভজন করিলেই কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। গুর্ব্বনাশ্রিতের বা গুর্ব্ববজ্ঞাকারী কৃষ্ণভজনের অভিনয়কারী ব্যক্তিগণের বহু জন্ম শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণপদে প্রেমের উদয় হইবে না। সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াই যেমন সংসার করিতে হয়, সেই প্রকার গুরু-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হইয়া গুরুর সংসারেই কৃষ্ণ-সংসার উপলব্ধি করিতে হয়। কৃষ্ণ-সংসারের লোক না হইতে পারিলে অন্যত্র কৃষ্ণ-প্রসঙ্গাভাবে মায়ার সংসার লাভ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি" শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রয় না করিলে কৃষ্ণ পাওয়া দূরে থাকুক, নিজের আরোহ-চেষ্টায় শ্রবণ কীর্ত্তনের অভিনয়, শাস্ত্র-পঠন ও পাঠনের ছলনায় আত্মবিনাশ লাভ হইতে পারে, কিন্তু সংসারমুক্তি হইবে না। এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন—

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপনাদ্ গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥

হে রহূগণ, মহাজনের পদরজে অভিষেক বিনা ভগবদ্ভক্তি তপস্যার দ্বারা, বৈদিক অর্চ্চনাদির দ্বারা, সন্ন্যাসপালন দ্বারা, গার্হস্থ্য পালন দ্বারা, বেদপাঠদ্বারা অথবা জলাগ্নিসূর্য্যদ্বারা কখনই লব্ধ হয় না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শরণাগতিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

শুদ্ধ ভকত　চরণরেণু
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা　পরম সিদ্ধি
প্রেম-লতিকার মূল ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও অনুরূপ কথা আছে, যথা—

কৃষ্ণভক্তি-জন্ম-মূল হয় সাধুসঙ্গ ॥

সাধু ইহ জগতের কোন বস্তু নন। তিনি গোলোকের বস্তু। একমাত্র ব্রজজনগণই নির্ম্মল সাধু বা ভাগবত। ভগবান্ যখন নিজকে ধরা দিতে চান, তখন তিনি জগতে সাধুশিরোমণি-রূপে প্রকটিত হন। তাঁহার সঙ্গফলেই জীবগণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করে। শুদ্ধভক্ত বা ব্রজজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাই হরিপ্রেম-লতিকার মূল। শ্রীগুরুসেবাসিদ্ধিই সর্ব্বসিদ্ধি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাসিদ্ধি। আবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় একই সুরে গাহিলেন—

শ্রীগুরুচরণপদ্ম　কেবল ভকতি সদ্ম
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।

যাঁহার প্রসাদে ভাই এভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে ॥
গুরুমুখপদ্ম-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি সেই সে উত্তমা গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥
চক্ষু-দান দিলা যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥

দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের সহিত দুই চারি দিনের সম্বন্ধ নহে। জন্মে জন্মে—তিনি আমাদের প্রভু। ভগবানের সহিত জীবের যে প্রকার নিত্য সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ আছে, সে-প্রকার জীবের সহিত ভগবানেরই দ্বিতীয় দেহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য সম্বন্ধ আছে। তিনি জড়-দেশ-কাল-পাত্রের অধীন কোন বস্তু নহেন। ভগবানের অবতারাবলির ন্যায় তিনি ইহ জগতে 'অবতীর্ণ হইয়া মায়ার সহিত সংশ্লিষ্ট হন না। মায়াধীশ ভগবানের স্বরূপশক্তি ও তদেকাত্মশক্তিগণও মায়াধীশ্বরী। আচার্য্য যে কোন দেশে, যে কোন কুলে, যে কোন সময়ে ব। যে কোন যুগে আবির্ভূত হউন না কেন, তিনি নিত্যকাল অখিল জীববৃন্দের পূজ্য বস্তু। তাঁহার পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত জীবের নিস্তার নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরস্বতীস্মরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠার পর]

রথযাত্রোৎসবে রথারূঢ়ো ভক্তবৎসলো ভগবান্ নীলাচলপতির্বলদেব সুভদ্রোপেত স্বকীয় প্রিয়জন বীক্ষণলোভাদিব তাবদ্-ভক্তিবিনোদগৃহোপকণ্ঠে রথমার্গেঽগণিতভক্তজনসমাকৃষ্টং জবেন পত্ররথমতিক্রমমাণমিব ক্রমমাণং রথমতিষ্ঠিপদ যাবদয়মপ্রাকৃতাকৃতিঃ প্রিয়দর্শনো বালো মাতৃক্রোড়মলংকুর্ব্বন্ প্রিয়তমং নৈক্ষত স্বয়ং নিপতিতং ভগবতা প্রীতিপত্রমিব নির্ম্মাল্যমাল্যঞ্চ শিরসাদদানঃসবিস্ময়ং লোকলোচনৈর্লোক্যমানো গৃহম্প্রবিষ্টঃ। ততো ভক্তসন্দর্শনলব্ধপ্রমোদো ভগবান্ পুনারথমজীগমৎ। অথ কদাচিৎ ভাগবতপ্রবরেণ মহাত্মনা ভক্তিবিনোদেন ভগবৎসেবার্থ বিপনিত আহৃতেভ্য আম্রেভ্য একং বালচাপল্যাদয়ং বিমলাপ্রসাদোঽভ্যবাহরৎ, তদবেক্ষ্য শ্রীভক্তিবিনোদঃ সখেদমাহ "ময়া ভগবদর্থ আহৃত আমেস্ত্বয়া ভক্ষিত" ইতি। ততঃ প্রভৃতি বালোঽপ্যয়মনুতপ্যমান আম্রং নাস্পৃশৎ। শৈশব এব পঞ্চরাত্রবিধিনা পিতুর্ভাগবতপ্রবরাৎ গৃহীতমন্ত্রো নৃসিংহাকারং শ্রীভগবন্তমার্চীৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—রথযাত্রা উৎসবে রথারূঢ় ভক্তবৎসল ভগবান নীলাচলপতি বলদেব-সুভদ্রা সমভিব্যাহারে স্বকীয় প্রিয়জন দর্শনলোভে ভক্তিবিনোদ-গৃহ উপকণ্ঠে রথমার্গে ততক্ষণই তাঁদের রথগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করে রাখলেন যতক্ষণ না এই অপ্রাকৃতাকৃতি প্রিয়দর্শন বালক মাতৃক্রোড় সমলঙ্কৃত করে প্রিয়তমকে দেখেছিল আর ভগবানের প্রীতিস্বরূপ নির্ম্মাল্যমালা আপনাআপনি পড়ে যাচ্ছিল, যা এই শিশু শিরে ধারণ করে সবিস্ময়ে লোকলোচনকে আলোকিত করে গৃহে প্রবেশ করেছিল। তখন ভক্তসন্দর্শনের আনন্দে আনন্দিত ভগবানের রথ পুনরায় গড়িয়ে চলল।

কোনসময় ভাগবতপ্রবর মহাত্মা ভক্তিবিনোদ ভগবৎ সেবার্থে দোকান থেকে আম আনয়ন করে রেখেছিলেন। বালচাপল্যতা নিবন্ধন সেই আনা আমের একটী বিমলা প্রসাদ খেয়ে ফেলেছিলেন। সেই দেখে ভক্তিবিনোদ সখেদে বলেছিলেন, 'ভগবানের জন্য আনা আম তুমি খেয়ে ফেললে!' সেই থেকে অনুতপ্ত বালক কোন দিন আর আম স্পর্শ

করেন নি। শৈশবে পাঞ্চরাত্রিক বিধানে পিতা ভাগবত প্রবরের নিকট হ'তে মন্ত্র গ্রহণ করে নৃসিংহ দেবের অর্চ্চন করতেন ॥ ৫ ॥

বর্দ্ধমানে বয়সি চিরকুমারসভাং স্থাপিতবান্। পঠনকালেঽপি শ্রীলনরোত্তমাদি মহাজনরচিতগীতেষু মনো ন্যবেশয়ৎ। কৈশোরে নিদধানঃ প্রবেশিকা পরীক্ষামুত্তীর্ণঃ কলিকাতাসংস্কৃতমহাবিদ্যালয়ম্প্রাবিশ্টস্তত্র জ্যোতিঃশাস্ত্রপারঙ্গমঃ সরস্বতী পদবীমলকার্ষিদথ জড়বিদ্যানুশীলন বৃথায়ুষঃক্ষপণং মন্যমানো ভাগবতমার্গপ্রাবিক্ষুঃ শ্রীনবদ্বীপধাম্নি বৈরাগ্যে শ্রীমদ্‌রঘুনাথ গোস্বামী কল্পং ভগবতপরমহংসং শ্রীমদ্‌গৌরকিশোর দাসগোস্বামীনং বিবিক্ত সেবিনমুপাসিতবান্। শতকোটিনামযজ্ঞমবীশ্ট হরিতোষনানিব্রতানি চ সমাচারীৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—বয়স বাড়লে চিরকুমার সভা স্থাপন করেছিলেন। পঠন কালেও শ্রীল নরোত্তমাদি মহাজন রচিত গানে মনোনিবেশ করতেন। কৈশোরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করে জ্যোতিঃ শাস্ত্রে পারঙ্গম সরস্বতী পদবীতে অলঙ্কৃত হন। জড়বিদ্যানুশীলনে বৃথা আয়ু ক্ষয় মনে করে ভাগবত মার্গে প্রবেশের ইচ্ছা পোষন করে শ্রীনবদ্বীপ ধামে বৈরাগ্যে শ্রীমদ্‌রঘুনাথদাস গোস্বামীকল্প ভাগবত পরমহংস বিবিক্তসেবী শ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস গোস্বামীর উপাসনা এবং শতকোটিনাম যজ্ঞানুশীলন লীলা প্রদর্শন করেন ॥ ৬ ॥

অথ কদাচিন্মেদিনীপুর মণ্ডলসা বালিঘাই নামক জনপদে "বৈষ্ণবানাং শালগ্রামার্চ্চনেঽ বিকারোস্তি ন বে"তি বিবদমানানাং ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাণাং মহতী সভাসীৎ। তত্র বঙ্গদেশীয়স্মার্তবৈষ্ণবপণ্ডিতপ্রকান্তাঃ সমাহুতাঃ। তস্মিন্‌সমাবেশে ভাগবতপ্রবরেণ শ্রীমতা ভক্তিবিনোদেনাগমনাসমর্থেন প্রেরিতো বিংশতি বর্ষদেশীয়ো বিমলাপ্রসাদো ব্রাহ্মণবৈষ্ণবতরেতারতম্যমধিকৃত্য সুদীর্ঘ ভাষণং শাস্ত্রযুক্তিমূলকঽ ভাষিতবান্। তেন চ প্রকৃতিজনেষু ব্রাহ্মণস্যোৎকর্ষ বৈষ্ণবতায়াং ব্রাহ্মণত্বমন্তর্গতমিতি চ প্রমাণয়ন্ সমধিকমভিনন্দিতঃ সুধীভিঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবদের শালগ্রামার্চ্চনের অধিকার আছে কিনা এই নিয়ে মেদিনীপুর মণ্ডলের বালিঘাই নামক জনপদে ব্রাহ্মণবৈষ্ণবের এক মহতী বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে বাংলার বড় বড় স্মার্ত্ত বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ সমাহুত হয়েছিলেন। সেই সমাবেশে ভাগবতপ্রবর শ্রীমদ ভক্তিবিনোদের আসায় অসমর্থতা হেতু বিংশবর্ষীয় বিমলাপ্রসাদ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য মূলক এক সুদীর্ঘ ভাষণে শাস্ত্র-যুক্তিমূলে ব্রাহ্মণের উৎকর্ষ এবং বৈষ্ণবতার মধ্যে ব্রাহ্মণতা অনুসূত প্রমাণের দ্বারা প্রতিস্থাপন করেন। সুধীগণ তাঁর ভাষণকে সমধিক অভিনন্দিত করেন। ॥ ৭ ॥

ব্রাহ্মণবদ্ বৈষ্ণবোঽপি সর্ব্বেষাং পূজণীয়ঃ তত্র জাতিবুদ্ধিস্তু বিষ্ণার্বর্চাবতারে শিলাবুদ্ধিরিব নরকোৎপাদকো ভক্তিপ্রতিবন্ধকশ্চ তদানীং সমাজে বৈষ্ণবানাদরমালক্ষ্যায়মাচার্য্যভাস্করো ব্রাহ্মণানাং দ্বিজত্বজ্ঞাপক পুণ্যবিশেষময়সাবিত্রজন্মবদ্ বৈষ্ণবানামপ্যপ্রাকৃতত্বোদ্‌বোধকদিব্যজ্ঞানময়-দৈক্ষজন্মজ্ঞাপন্মুপনয়নসংস্কারং প্রবীবৃতত্। ইয়াংস্তু বিশেষো ব্রাহ্মণানামুপনয়নসংস্কারান্তরং মন্ত্রোপদেশো বৈষ্ণবানাং ব্রহ্মসংহিতোক্ত-ব্রহ্মণ ইব মন্ত্রোপদেশান্তরং সংস্কারঃ ॥৮॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণের মত বৈষ্ণবগণও সকলের পূজনীয়, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ও বিষ্ণুর অর্চ্চাবতারে শীলা বুদ্ধির ন্যায় নরকোৎপাদক ভক্তিপ্রতিবন্ধক। তদানীন্তন সমাজে বৈষ্ণবদের প্রতি অনাদর লক্ষ্য করে এই আচার্য্য ভাস্কর ব্রাহ্মণদের দ্বিজত্ব জ্ঞাপক পুণ্যময় বিশেষ সাবিত্র জন্মের ন্যায় বৈষ্ণবদের অপ্রাকৃতত্ব বোধক দিব্যজ্ঞানময় দৈক্ষজন্ম জ্ঞাপক উপনয়ন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন। বৈষ্ণবগণের ব্রহ্মসংহিতোক্ত মন্ত্র উপদেশানুসারে সংস্কার ব্রাহ্মণগণের উপনয়ন সংস্কারের মতই ॥ ৮ ॥

ততশ্চ শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্তিত-শুদ্ধভাগবত সম্প্রদায়াবিচ্ছেদার্থ শ্রীগুরুভিরনুশিশ্টঃ স্বয়মাশ্রমাতীতোঽপি ভাগবতপরমহংসবেশমর্যাদাসংরক্ষণায় ভজনোপয়িক-ত্রিদণ্ডিযতিবেশমলঙ্কুর্ব্বন্ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নাম্না প্রথিতঃ শুদ্ধভক্তেরাচারপ্রচারো সমারভৎ। তদানীমদ্বয়বাদ-নিদানক নিখিলাসদ্ধর্মসমন্বয়মোহমূর্চ্ছিতং বিশ্বচেতনমুদবুদ্ধমিব কর্ত্তু সঞ্জীবনৌষধং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনমচিন্ত্যভেদাভেদমূলকং

সদ্ধর্ম্ম শ্রৌতপথাৎপায়য়ত্ যদুবরপরিষদ্ভির্যাদব ইব স্বতুল্যগুনশালিভিঃ পরিকরৈবিধর্ম্মাদি পঞ্চশাখমধর্ম্ম নিরাস্থত্ সদ্ধর্ম্মঞ্চ প্রাতিষ্ঠিপত্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত শুদ্ধভাগবত সম্প্রদায় বিচ্ছেদ না হয় শ্রীগুরুদ্বারা অনুশিষ্ট হয়ে স্বয়ং আশ্রমাতীত হয়েও ভাগবত পরমহংসবেশ সংরক্ষণ জন্য ভজন উপযোগী ত্রিদণ্ডযতিবেশ অলঙ্কৃত করে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে শুদ্ধভক্তির আচার প্রচার আরম্ভ করেন। তদানীন্তন সময়ে অদ্বয়বাদ-নিদানক নিখিল সদ্ধর্ম্মসমন্বয়বাদের মোহমূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিত বিশ্বচেতনাকে সম্যক উদ্বোধিত করে সঞ্জীবনী ঔষধ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন অচিন্ত্য ভেদাভেদ মূলক সদ্ধর্ম্ম শ্রৌত পথে জগজ্জীবকে পাইয়েছিলেন যদুকুলের মধ্যে যাদবের মত স্বতুল্যগুণশালীদের মধ্যে বিধর্ম্ম অধর্ম্ম সকল নিরাশ করে ভাগবত-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ॥ ৯ ॥ (ক্রমশঃ)

জীবতত্ত্ব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৯ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, আত্মা অণু নয় বিভু বলিয়া যুক্তি দিয়াছেন জীবাত্মা যে বিভু, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি একটি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। "স বা এষ মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ং প্রাণেষু-ইত্যেবজ্জায়কা জীব বিষয়কা বিভুত্ববাদাঃ শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ সমর্থিতা ভবন্তি।" এই সেই মহান্ অজ আত্মা, যিনি বিজ্ঞানময় এবং প্রাণ সমূহে অবস্থিত ইত্যাদি। এই জাতীয় জীববিষয়ক বিভুত্ব প্রতিপাদক বাক্য শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা সমর্থিত। আচার্য্য শঙ্কর এই শ্রুতিবাক্যটিকে জীববিষয়ক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহা জীববিষয়ক নয়, পরন্তু ব্রহ্ম-বিষয়কই সমগ্র শ্রুতিটি দেখিলেই বুঝা যাইবে। "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ং প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বাধিপতিঃ··· ··· ইত্যাদি। 'প্রাণেষু' শব্দ দেখিলে শ্রুতিটি জীববিষয়ক বলিয়া মনে হইতে পারে বটে; কিন্তু পরবর্ত্তী অংশে সর্ব্বস্যবশী, সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, সর্ব্বেশ্বরঃ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে জীব প্রতিপাদক। ঐ সকল শ্রুতি বাক্য হইতেছে ব্রহ্ম প্রকরণের নহে। ইহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

জীব বিভুত্ব জৈন মত খণ্ডন—

"এবং চাত্মাকাৎর্স্ন্যম্।" ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৪, ও "ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।" ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৫, এই বেদান্ত সূত্রদ্বয় ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও বেদব্যাসের ব্যাখ্যানুসারেই আর্হত মত জীব দেহপরিমাণ বিভুত্ববাদকে খণ্ডন করিয়াছেন। আর্হত মতে জীব, দেহ পরিমাণ, অর্থাৎ দেহ যে পরিমাণ আয়তন বিশিষ্ট জীবও তৎপরিমাণ বিভুত্ব, পরন্তু মোক্ষাবস্থায় যে দেহ লাভ হয়, তাহা স্থির-তাহার হ্রাসবৃদ্ধি রহিত, তাহার কোনপ্রকারে পরিবর্ত্তন হয় না, নিত্য মোক্ষপ্রাপ্তির পূর্ব্বে জীব যে দেহবিশিষ্ট হয়, সেই দেহের পরিমাণই জীবের পরিমাণ। অর্থাৎ আর্হত মতে চেতনাই আত্মা, দেহ যে পরিমাণ আকার বিশিষ্ট তৎপরিমাণই সমস্ত দেহে চৈতন্য ব্যাপ্ত থাকে। সুতরাং চেতনই আত্মা দেহপরিমাণ জীব বিভু। আর্হত মতেরা আত্মার চৈতন্যগুণকেই 'আত্মা' বলিয়া স্থির করেন।

কতিপয় আচার্য্যগণ ও বৈষ্ণবগণও কেহ কেহ এই আর্হত মতানুসারে চেতনকেই আত্মা বলিয়া মত পোষণ করেন; এই মত শ্রদ্ধেয় নহে। আত্মার পরিমাণ কেশাগ্রের দশহাজার ভাগের এক ভাগের তুল্য, অতিসূক্ষ্ম হইল আত্মা (জীব), জীবাত্মা বিভু ও মধ্যমাকারও হইতে পারে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই মতকে ব্যাসদেবের পাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার শ্রুতি-স্মৃতি যুক্তিবলে আর্হত মত খণ্ডন পূর্ব্বক দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্করও ব্যাসদেবের মতানুসারে 'আর্হত'

মতের অপর দোষ প্রদান করিতেছেন আর্হত মত-বাদীরা বলেন যে আত্মা শরীর পরিমাণ, তাহা হইতে পারে না; কারণ মনুষ্য শরীর গত জীবাত্মা মনুষ্য শরীরের সমান আত্মা হইলে, কোন কর্ম্মের বিপাকে গজদেহ প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত হাতীদেহে ব্যাপ্ত করিতে পারিবে না, ইহাতে অকৃৎঘ্নতা হইবে, গজশরীরে কিছু অংশ নির্জ্জীব সিদ্ধ হইবে। আর পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র দেহ প্রাপ্ত হইলে পর হস্তির আত্মা ক্ষুদ্র শরীরে প্রবেশ করিতে পারিবে না, বাকী আত্মা জীব বাহিরে থাকিয়া যাইবে অন্যান্য দেহ বিষয়ে পরিত্যাগ করিলেও, এক শরীরেও বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধত্ব অবস্থায় এই দোষ সমূহ সমান হইবে।

তাহারা এইরূপ বলিতে পারিবে না যে, আমাদের মতে আত্মা সাবয়ব, অতএব গজশরীরে তাহার অব-য়ব বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রশরীরে অপচয় প্রাপ্তি হয় সুতরাং এইরূপ পর্য্যায়হেতু "শরীর পরিমাণমতে" কোন দোষ নাই। তাহা হইলেও তাহাতে আত্মার বিকারাদি দোষ প্রাপ্তি হয়। আত্মা সাবয়ব হইল, তাহা দেহা-দির ন্যায় বিকারী এবং অনিত্য হইয়া পড়ে। ইত্যাদি দোষ উপস্থিত হয়, আর মোক্ষাবস্থা প্রাপ্তি-কালে যে দেহ হয়, তাহার পরিমাণ অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য এইরূপ স্বীকার করাতে, আদ্য, মধ্য জীবপরি-মাণও নিত্য বলিতে হয়, সুতরাং অন্তদেহ এবং তৎ-পূর্ব্বদেহ ইহাদের কোন তারতম্য বলিল না ; অতএব আদ্য, মধ্যদেহও উপচয়—অপচয় বিহীন বলিতে হয়। সুতরাং জীব দেহপরিমাণবাদ আর্হত মত অপসিদ্ধান্ত।

আচার্য্য শঙ্করও ঐসকল সূত্রভাষ্যে, শ্রুতি, স্মৃতি যুক্তির বলে জীবের অণুত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু শেষে তিনি "তদগুণ সারত্তাত্তুবদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞ-বৎ" সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে জীবের অণুত্ব প্রতিপাদক ঐ সকল সূত্রপূর্ব্বপক্ষের উক্তি। অর্থাৎ "জীব অণু" ইহা পূর্ব্বপক্ষের মত, কিন্তু সিদ্ধান্ত নহে। সিদ্ধান্ত এই যে 'জীব বিভু' অণূ নহে। সুতরাং তাঁহার মতে জীব (আত্মা) বিভু ও সর্ব্বগত, অণু নহে।

জীবের এই বিভুত্ববাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ও শ্রীরামানুজাচার্য্য বা নিম্বাকীয় আচার্য্যাদি, কেহই স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা সকলেই জীবের এই "বিভুত্ববাদ খণ্ডনই করিয়াছেন"। জীবের বিভুত্ব-বাদ স্বীকার করিলে জীবের পরলোক গমনাগমন অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ জীব যদি বিভু সর্ব্ব-গতই হয় তবে জীবের তো সর্ব্বক্ষণে সর্ব্বস্থানেই রহিয়াছে, তাহা আর একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন, বা এক লোক হইতে লোকান্তরে গমনা-গমন হইবে কিরূপে? সুতরাং মৃত্যু সময় তাহার দেহ হইতে উৎক্রান্তিও এই মতবাদানুসারে উপপন্ন হইবে না। অথচ শ্রুতি-স্মৃতিতে জীবাত্মার দেহ হইতে উৎক্রান্তি ও পরলোক গমনাগমন প্রভৃতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম" ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৯, বেদান্ত সূত্রে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াই জীবের অণুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু 'তদ্‌গুণ সারাত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্র ভাষ্যে আচার্য্যশঙ্কর বলিয়াছেন যে, "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্" সূত্রে যে উৎক্রমণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা জীবাত্মার উৎক্রমণ নহে, সেখানে বুদ্ধির উৎক্রমণের কথা বলা হইয়াছে। অথচ শ্রুতি ও স্মৃতিতে কোথাও বুদ্ধির উৎক্রমণের কথা বলা হয় নাই, জীবাত্মারই উৎক্রমণের কথা বলা হইয়াছে।

"উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্" সূত্রের ঠিক পরবর্ত্তী "সাত্মনা চোত্তরয়োঃ" ব্রঃ সূঃ ২।৩।২০, এই সূত্রেও জীবাত্মারই যে উৎক্রমণ হয়, অন্য কাহারও নহে, ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। আর বুদ্ধির উৎক্রমণ বিষয়ে আচার্য্যশঙ্কর যাহা বলিয়াছেন সেই নিজের উক্তির সমর্থনে তিনি একটি শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিতে পারেন নাই।

সুতরাং 'বুদ্ধির উৎক্রমণ' তাঁহার স্বকল্পিত মত-মতবাদমাত্র, এই বিষয়ে কোনরূপ প্রমাণই নাই। আর জীবের বিভুত্ববাদ কোন প্রকার যুক্তি দ্বারাও উপপন্ন হয় না। কারণ জীবের বিভুত্ববাদীর মতে সমুদয় পদার্থের সঙ্গে ও সমুদয় অন্তঃকরণ বা মনের সঙ্গেই বিভুও সর্ব্বগত জীবের নিত্য সংযোগ থাকায় প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মনের কথা বা অনুভূতিসমূহ জানিতে পারিবে এবং সেই সমুদয় অনুভূতি নিজের বলিয়াই মনে করিবে, আর তাহা হইলে 'আমি' 'তুমি'

'সে' এইরূপে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যার্বগাহী জ্ঞানের পার্থক্য আর উপপন্ন হইবে না। আর তাহাতে বিভুজীবের ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে।

আবার, সর্ব্ববিধ অন্তঃকরণের সহিতই বিভু ও সর্ব্বব্যাপী জীবাত্মার নিত্য সম্বন্ধ থাকায় কোন অন্তঃকরণ অল্পদর্শী, কোন অন্তঃকরণ সুখী বা কোন অন্তঃকরণ দুঃখী হওয়া ত জীবাত্মারও নিত্যই সুখত্ব-দায়িত্ব, অল্পদর্শিত্ব প্রভৃতি স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং জীবাত্মার বদ্ধাবস্থা হইতে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্তির সঙ্গতি কোন প্রকারে করিতে পারা যাইবে না। ইহা দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনকারগণের সিদ্ধান্ত।

জীবের এই বিভুত্ববাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কোনপ্রকারেই স্বীকার করেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ জীবকে ব্রহ্মের শক্ত্যাংশ বলেন, এবং পরিমাণ অতি-সূক্ষ্ম অণু, সংখ্যায় অনন্ত ও প্রতিদেহে ভিন্ন এবং এই অণু জীবাত্মার গুণ চৈতন্য বলেন। জীব অতিসূক্ষ্ম অণু হইলেও চৈতন্যগুণের ব্যাপ্তিতে সকল দেহব্যাপী কার্য্য সম্পন্ন করে, ইহাতে কোন প্রকার বিরোধ কিছু নাই। ইহা নির্ব্বিবাদই সিদ্ধ হয়।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতানুসারে জীব পরিমাণে অণু ও চৈতন্যগুণ বিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। জীব সংখ্যায় অনন্ত এবং পরিমাণে অণু হইলেও, জ্ঞাতা, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব যুক্ত। "তদগুণ সারত্বাৎ তদব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ। ব্রঃ সূ, ২।৩।২৭, তদ্ব্যপদেশঃ আত্মা জ্ঞাতা হইলে তাহার জ্ঞানরূপে নির্দ্দেশ, তদগুণ-সারত্বাৎ—যেহেতু আত্মার জ্ঞানরূপ ধর্ম্মটি স্বরূপানুবন্ধী, দৃষ্টান্ত প্রাজ্ঞবৎ—যেমন প্রাজ্ঞরূপে জ্ঞাতৃরূপে উক্ত, বিষ্ণুর "সত্য জ্ঞানম্ অনন্তম্" ইত্যাদি শ্রুতি জ্ঞানস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেবভূষণ প্রভু বলিতেছেন—"জ্ঞাতরপি জীবস্য জ্ঞানস্বরূপত্বেন ব্যপদেশঃ। কুতঃ তদগুণেতি। স জ্ঞানলক্ষণো গুণঃ সারো যত্র তথাত্বাৎ সারো ব্যভিচার রহিতঃ স্বরূপানুবন্ধীতি যাবৎ। প্রাজ্ঞবৎ যথা—"য সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ··· ···। ইতি প্রাজ্ঞত্বেনোক্তস্য বিষ্ণোঃ সত্যং জ্ঞানং ইতি জ্ঞান স্বরূপব্যপদেশস্তদ্বৎ। যত্র জ্ঞাতা জ্ঞান স্বরূপো নির্দ্দিষ্টঃ। "গোবিন্দভাষ্য"।

জীবস্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যও বলিয়াছেন —যে জীব জ্ঞান স্বরূপ ও জ্ঞানাশ্রয়, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম, সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিষয়ে পরব্রহ্ম শ্রীহরির অধীন, পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অনন্ত ও প্রতি-দেহে ভিন্ন, এবং ভোগ সাধন ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত, শরীরের সহিত ইহার সংযোগ ও বিয়োগ হইতে, অর্থাৎ এই জীব ভোগের জন্য শরীর ধারণ এবং মোক্ষ প্রাপ্তিরও যোগ্য। "জ্ঞানস্বরূপঞ্চ হরেরধীনং শরীর সংযোগ বিয়োগ যোগ্যমনু হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং জ্ঞাতৃত্ববন্তং যননন্তমাহুঃ। "দশশ্লোকী ১।, "অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্ন প্রজ্ঞানঘন এব" বৃঃ ৪।৫।১৩।

"জ্ঞোঽত এব" ২।৩।১৮, এই বেদান্ত সূত্রেও শ্রীপাদ বলদেব প্রভু বলিতেছেন—যে আত্মা জ্ঞাতাই, যেহেতু যে জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞাতৃস্বরূপই প্রমাণ কি? অতএব শ্রুতি বলেই—জ্ঞ এবাত্মা, জ্ঞান-স্বরূপত্বে সহি জ্ঞাতৃস্বরূপ এব। "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা, শ্রোতা রসয়িতা জ্ঞাতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানা পুরুষঃ ইতি ষটপ্রশ্ন শ্রুত্যেবেত্যর্থঃ। শ্রুতি-বলাদেব তথা স্বীকৃতং ন তু যুক্তিবলা" "শ্রুতেস্তু শব্দ-মূলত্বাৎ ইতিহিনঃ স্থিতিঃ। জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপোঽয়ং" ইতি স্মৃতেশ্চ। ন চাত্মা জ্ঞানমাত্রস্বরূপঃ সুখমহমিতি সুপ্তোত্থিত পরামর্শানুপপত্তেঃ জ্ঞাতৃত্ব শ্রুতিবিরোধাচ্চ তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতেতি। 'গোঃ ভাষ্য'।

"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্তাৎ" ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩১, কর্ত্তা,—জীবই কর্ত্তা, সত্ত্বাদি প্রকৃতি গুণ নহে। কারণ কি? শাস্ত্রার্থবত্তাৎ—যেহেতু শাস্ত্র আছে-স্বর্গকামো যজেত এই বিধিবাক্যে এবং আত্মনমেব লোকমুপসীত হইতে স্বর্গকামনাকারী যাগ করিবেন, মুক্তি-কামী আত্মা লোকের উপাসনা করিবেন, ইত্যাদি শাস্ত্র চেতন কর্ত্তাতে প্রযুক্ত হইলে যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু গুণের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে গুণের জড়ত্ব নিবন্ধন ঐ কৃত্রিমত্বরূপ শাস্ত্রার্থ বাধিত হয়। "জীব এব কর্ত্তা নগুণাঃ। কুতঃ? শাস্ত্রেতি—"স্বর্গকামো যজেতাআনমেব লোকমুপাসীত ইত্যাদি শাস্ত্রস্য চেতনে কর্ত্তার সতি সার্থক্যাৎ গুণ কর্ত্তৃত্বেন তদনর্থকং স্যাৎ। ··· ··· ন চ তদ্বুদ্ধির্জ্জাড়্যানাং গুণানাং শাকোৎ পাদয়িতুম্। (গোঃ ভাষ্য)।

এই বেদান্ত সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—তদগুণসারত্বাধিকারেণৈব ব্যাপারোহপি জীবধর্ম্মঃ প্রপঞ্চ্যতে। "কর্ত্তা চায়ং জীবঃ স্যাৎ। কস্মাৎ? শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ। এবঞ্চ 'যজেত' 'জুহুয়াৎ' 'দদ্যাৎ' ইত্যেবংবিধং বিধিশাস্ত্রমর্থাবত্তভতি। অন্যথা তদনর্থকং স্যাৎ। তদ্ধি কর্ত্তুঃ সতঃ কর্ত্তব্যবিশেষমুপদিশতি ন চাসতি কর্ত্তৃত্বে তদুপপদ্যতে। তথেদমপি শাস্ত্রমর্পবত্তবতি "এষ হি দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।" প্রঃ উঃ ৫।৯।

তদগুণসারত্বের প্রসঙ্গ হইতেই জীবের ধর্ম্ম বিস্তার ভাবে বলিয়াছেন যে, এই জীব কর্ত্তা হইবে। কেননা কর্ত্তার সিদ্ধি শাস্ত্রের অর্থবত্বের হইতেও হয় আর এবমপ্রকার জীবের কর্ত্তা হইলে পর যাগ কর, হবন কর, দাস কর, এই প্রকারের বিধিশাস্ত্র সার্থক হয়, অন্যথা কর্ত্তা বিনা তাহা শাস্ত্র অনর্থক হইবে। যাঁহাতে সেই শাস্ত্র কর্ত্তা থাকে কর্ত্তব্য বিশেষের উপদেশ প্রদান করে। কর্ত্তা না থাকিলে পর সেই উপদেশ সম্পন্ন হইতে পারে না। এই প্রকার কর্ত্তা থাকিলে পর শাস্ত্রও অর্থবৎ (সার্থকতা) হয় যে এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীব) দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বদ্ধা, এবং কর্ত্তা ইত্যাদি শ্রুতির বচন। শ্রুতিতে "জ্ঞোতে এব" ইত্যাদি বেদান্ত সূত্রে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। আর জীবের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্মের কথাও "জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ" এব হি দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্তাৎ" ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

পরপক্ষাগিরিব্রজকার শ্রীমাধব মুকুন্দ, অদ্বৈত মত খণ্ডন করিয়া জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির স্থাপন করিয়াছেন। তাহা নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, একই বস্তুর কোথাও আধারাধেয়ভাব" দেখা যায় না। দুইটি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেই আধারাধেয়ভাব দেখা যায়। সুতরাং একই জীবাত্মার একাধারে যুগপৎ জ্ঞানস্বরূপত্ব ও জ্ঞানাশ্রয়ত্ব বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, যেমন জলে নিক্ষিপ্ত জলান্তরের অধোরাধেয়ভাব বিরুদ্ধ এবং তাহা কোথায়ও দেখা যায় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে "জ্ঞানস্বরূপ" জীব এবং তাহার ধর্ম্ম 'জ্ঞানের' মধ্যে জ্ঞানত্বের দিক্ হইতে সাম্য থাকিলেও ধর্ম্ম-ধর্ম্মিত্বাবচ্ছেদে আধারাধেয়ভাব উপপন্ন হয়, কারণ ধর্ম্মিত্ব ও ধর্ম্মত্বরূপে একই জ্ঞান পৃথক্‌রূপে দুইটি বিভিন্নবস্তু বলিয়া গম্য হইতে পারেন জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ধর্ম্মী এবং জ্ঞান তাঁহার ধর্ম্ম। লোকেও দেখা যায় যে 'সূর্য্য' ও তাহার 'প্রভা' মধ্যে 'সূর্য্যত্ব' রূপে এবং 'প্রভাত্ব' রূপে ধর্ম্ম ধর্ম্মিভাব সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। এই সিদ্ধান্ত দ্বৈতাদ্বৈত মতগণের।

পূর্ব্বপক্ষী যে জলে নিক্ষিপ্ত জলান্তরের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাও বিষম্ দৃষ্টান্ত। কারণ জল সাবয়ব দ্রব্য বলিয়া দুইটি জলের মধ্যে ভেদ থাকিয়াই যায়, কিন্তু অত্যন্ত সাজাত্যের জন্য সেই ভেদের উপলব্ধি হয় না, অন্যথা জলের সহিত জলান্তরের সংযোগ বা বিয়োগের জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস উপপন্ন হইত না। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ আত্মার জ্ঞানাশ্রয়ত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মবত্ব অনুপপন্ন হয় না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে অদ্বৈতবাদিগণ আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম থাকা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যেরূপ জবাকুসুমের লৌহিত্য বা রক্তিমা স্ফটিকে আরোপিত হইয়া ভাসমান হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হইয়া ভাসমান হয়। সুতরাং আত্মাতে যে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি দেখা যায়, তাহা অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে। আত্মার কর্ত্তৃত্ব আরোপিত, তাহা সত্য নহে ইত্যাদি।

অদ্বৈতবাদিগণ যে আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাধ্যাস হয় বলেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, এই অধ্যাস কি নিরুপাধিক, অথবা সোপাধিক? এই কর্ত্তৃত্বাধ্যাস নিরুপাধিক হইতে পারে না। কারণ অদ্বৈতবাদীর মতে শুক্তিতে যে "ইদং রজতম্" এইরূপ নিরুপাধিক রজতভ্রমস্থলে "নেদং রজতম্" কিন্তু 'শুক্তিঃ'—এইরূপ একবার মাত্র বাধকজ্ঞানের দ্বারা যেরূপ সেই নিরুপাধিক রজতভ্রম নিবৃত হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মাতেও "অয়ংকর্ত্তা' এইরূপ নিরুপাধিক অধ্যাস স্বীকৃত হইলে সেই ক্ষেত্রেও সেইরূপাধিক কর্ত্তৃত্বভ্রম "নায়ংকর্ত্তা" এইরূপে একবার মাত্র আত্মার অকর্ত্তৃত্বরূপ যথাত্মজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইত, অথচ তাহা হইতে দেখা যায় না। অতএব আত্মাতে

কর্ত্তৃত্বাধ্যাসকে নিরুপাধিক অধ্যাস বলা যাইতে পারে না।

প্রকৃত পক্ষে, অদ্বৈতবাদিগণ আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাধ্যাসকে সোপাধিকই বলিয়া থাকেন কিন্তু আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক হইতে পারে না। কারণ সোপাধিক অধ্যাসে কখনও বা "রক্তং স্ফটিকম" এইরূপ ভ্রম প্রতীতি হয়, আবার কখনও বা "রক্তং কুসুমম্" এইরূপ 'প্রমা' প্রাতীতিও হয়। আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক হইলে সেইরূপ কখনও "চৈতন্যং কর্ত্তৃ" এইরূপ ভ্রম প্রতীতি হইবে আবার কখনও বা "মনঃ কর্ত্তৃ" এইরূপ প্রমা প্রতীতি হইবে। কিন্তু তাহা তো হয় না, কর্ত্তৃত্বাধ্যাস সোপাধিক হইলে অবশ্যই এইরূপ দ্বিবিধ প্রতীতি হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন কর্ত্তৃত্বাধ্যাসকে সোপাধিকও বলা যায় না।

যদি ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, "রক্ত স্ফটিকঃ" এইরূপ সোপাধিক অধ্যাসস্থলে অধ্যস্যমান 'রক্তত্ব' হইতে অতিরিক্ত অনারোপিত রক্তত্বের আশ্রয় জমাকুসুম প্রভৃতি ভিন্নবস্তু থাকে। স্ফটিকে রক্তত্বাশ্রয়ধর্ম্মী কুসুমের আরোপ হয় না, কেবল কুসুমগত রক্তত্বধর্ম্মই স্ফটিকে আরোপিত হয়। এই অধ্যস্যমান রক্তত্ব কুসুমগত রক্তত্ব হইতে ভিন্ন ও তৎকালোৎপন্ন। সুতরাং এস্থলে ধর্ম্মীর আরোপ না হইয়া কেবল ধর্ম্মমাত্রের আরোপ হওয়ায় "রক্তস্ফটিকঃ" এবং "রক্ত কুসুমম্" এইরূপ ভ্রম ও প্রমারূপ প্রতীতিদ্বয় হইতে পারে। কিন্তু আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাধ্যাস্থলে কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট অন্তঃকরণেরই চিদাত্মাতে আরোপ হইয়া থাকে। সুতরাং অধ্যস্যমান কর্ত্তৃত্বের অতিরিক্ত অন্য কর্ত্তৃত্বের আশ্রয় অন্তঃকরণান্তর থাকে না বলিয়া 'চৈতন্যং কর্ত্তৃ' এবং 'মনঃকর্ত্তৃ' এইরূপ দ্বিবিধ ভ্রম ও প্রমারূপ কর্ত্তৃত্ব প্রতীতি হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name :	Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj—(temporarily appointed as Printer & Publisher)
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Smd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj
Signature of Publisher

Dated 29. 3 2000

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নিত্যলীলায় প্রবেশ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ১৭ পৃষ্ঠার পর]

২৫শ বর্ষ

১৭১। বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন
১৭২। পুরীধামে শ্রীচৈতন্যস্নেহবিগ্রহ শ্রীসনাতন—৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
১৭৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত বাসুদেবোদ্ধারলীলা
১৭৪। শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম—পরতমতত্ত্ব
১৭৫। প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ (ব্রাহ্মণ ছাড়া কি কারোর পূজার অধিকার নাই) ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? আমি কি ভুল করছি ?)
১৭৬। মায়াবাদ ভক্তিপথের প্রধান অন্তরায়—৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ২৬।১।২।৩।৪ সংখ্যা

২৬শ বর্ষ

১৭৭। মহাবদান্য—শ্রীগৌরহরি
১৭৮। ভগবৎকৃপা কৃষ্ণকৃপানুগামিনী—৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা
১৭৯। শ্রীপুরীধামে রথযাত্রাকালে শ্রীগৌরানুগত গৌড়ীয়গণের দৃষ্টিভঙ্গী—৮ম, ৯ম সংখ্যা
১৮০। সাধুসঙ্গ—১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা

২৭শ বর্ষ

১৮১। বেদসংস্তিতা বাণীই নাম-সংকীর্ত্তন
১৮২। কৃষ্ণদর্শন—৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা
১৮৩। ভগবদভজনে বেদনির্দ্দেশ
১৮৪। রথযাত্রায় শ্রীগৌড়ানুগ গৌড়ীয় মনোভাব
১৮৫। শাস্ত্র কাহাকে বলে এবং তাহার সারশিক্ষা কি ?—৭ম, ৮ম সংখ্যা
১৮৬। সদ্‌গুরুসকাশে বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা
১৮৭। বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি
১৮৮। শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবাই তদ্দত্ত মন্ত্রের প্রধান পুরশ্চরণ
১৮৯। ভক্ত ও ভগবানের "সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারিণী-লীলা"

২৮শ বর্ষ

১৯০। নাম-মাহাত্ম্য—২ম, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা
১৯১। বর্ষারম্ভে
১৯২। মহাভারত-ইতিহাস ও পুরাণের পঞ্চববেদত্ব
১৯৩। বৈশাখমাস-মাহাত্ম্য
১৯৪। ভাগিরথীর পূর্ব্বপারেই প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুর
১৯৫। শ্রীগুরু-শিষ্য সংবাদ
১৯৬। মহাপ্রভুর নীলাদ্রি যাত্রা
১৯৭। শ্রীশ্রীভাগিরথী গঙ্গা—১০ম, ১১শ সংখ্যা
১৯৮। শ্রীতুলসী-মাহাত্ম্য—১২শ, ২৯।১।২ সংখ্যা

২৯শ বর্ষ

১৯৯। রুদ্রের প্রলয়-ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি
২০০। বর্ষারম্ভে
২০১। ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদ
২০২। গুরুসেবা—৩য়, ৪র্থ সংখ্যা
২০৩। বৈষ্ণবাপরাধ—৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ৩০।১ সংখ্যা
২০৪। শ্রীশ্রীল জগন্নাথাষ্টকম্
২০৫। বর্ষশেষে
২০৬। শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য—১২শ, ৩০।২ সংখ্যা

৩০শ বর্ষ

২০৭। বর্ষারম্ভে
২০৮। শ্রীশ্রীব্যাসপূজা—২য়, ৩য় সংখ্যা
২০৯। ভগবদ্‌ভজন
২১০। অভিধেয় তত্ত্ব—৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা
২১১। সাময়িক প্রসঙ্গ—৮ম, ৯ম, ১০ম, ১২শ সংখ্যা
২১২। ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন
২১৩। শ্রীহরিনামই 'সাধ্য-সাধন'—তত্ত্বাববোধক

৩১শ বর্ষ

২১৪। বর্ষারম্ভে
২১৫। আস্তিক্য ও নাস্তিক্য

শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের সংস্থাপিত মঠসমূহ

মূলমঠ ঃ—শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

[ইং ১৯৮৭ সনেশ্রীজন্মাষ্টমীবাসরে জমী সংগৃহীত হয়। ইং ১৯৮৮ সনে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে শ্রীল মহারাজ তাহাতে প্রবেশ করেন। ইং ১৯৯০ সনে ৭ই মে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধা গোপীনাথজীউ-শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রকটিত হন। পরে নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইলে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমূর্ত্তিও প্রকাশিত হন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে রমণীয় নাট্যমন্দিরও নির্ম্মিত হয়।]

শাখামঠসমূহ ঃ—(১) শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীমা পল্লী, গোয়ালাপাড়া রোড, পোঃ পর্ণশ্রী, বেহালা, কলিকাতা-৭০০০৬০

[ইং ১৯৯২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়।]

(২) শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ, চক্রতীর্থ রোড, পুরী, ওড়িষ্যা

[ইং ১৯৯২ সনে জমী সংগৃহীত, ইং ১৯৯৩ সনে মঠ সংস্থাপিত, ইং ১৯৯৭ সালে নৃসিংহচতুর্দ্দশীর পরে পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা]

(৩) শ্রীজগন্নাথ আশ্রম, ঝাড় ভগবানপুর (নূন-হণ্ড), পোঃ পাইকভেড়ী, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

[ইং ১৯৭১ সনে আশ্রমের সেবা গৃহীত ও পরিচালিত]

(৪) শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ, গোপেশ্বর রোড (পুরাতন দাওজীমন্দির), পোঃ বৃন্দাবন, জেলা—মথুরা, ইউ-পি

[ইং ১৯৯৫ সনে সংস্থাপিত, ইং ১৯৯৭ সনে শ্রীদাওজী-শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরজী শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহিত দীর্ঘ ৩০ বৎসর সাক্ষাৎভাবে যুক্ত থাকিয়া ইং ১৯৯০ সনে শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপিত হইলে শ্রীল মহারাজ নিজমঠে অবস্থান করিতে থাকেন। প্রথমাবস্থায় শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের উৎসবাদির সময় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ যাইয়াই সব ব্যবস্থা করিতেন। শ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজ পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিতে না পারায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকগণকে নিজের মঠে আনিয়া প্রসাদ দিতেন। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে নিজ নিকটে বসিয়া প্রসাদ পাইতে নির্দ্দেশ দিতেন। তাঁহার কৃপাসিক্ত স্নেহের কথা স্মরণ হইলে মন উদ্বেলিত

হইয়া উঠে। যখনই তাঁহার নিকট যাওয়া হইয়াছে তিনি হৃদয় দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শেষলীলায় কলিকাতায় এবং পুরীতে দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁহার আশীর্ব্বচন শুনিতে বঞ্চিত হইতে হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ বিদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে পুনঃ পুনঃ প্রেরণা দিতে থাকিলে শ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজের নিকট যাইয়া তিনবার উক্ত বিষয়ে তাঁহার নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিলে তিনি তিনবারই বিদেশে যাইতে অনুপ্রেরণা দেন এবং কৃপাশীর্ব্বাদ পত্রের দ্বারাও নির্দ্দেশ প্রদান করেন।

বিদেশে প্রচারে যাইতে শ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজের আশীর্ব্বাদপত্র

All Glory to Sree Guru & Gauranga

Sree Gopinath Gaudiya Math

Regd Under Act XXVI of 1961 (W.B.)

Ishodyan, P.O. Sree Mayapur
Dist. Nadia (West Bengal)
Pin : 741313 India

Ref No ....

তাং ৯।৬।১৯৯৫

স্নেহাস্পদেষু

(ভক্তিবল্লভ তীর্থ) মহারাজ, "আপনি আমার গুরুভ্রাতা—পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের স্নেহধন্য পুত্র, এজন্য আমিও আপনাকে স্নেহসম্ভাষণই জানাইলাম। আপনার প্রচার-প্রোগ্রাম জ্ঞাত হইয়া খুবই আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, তাঁহার নিজজন অত্যন্ত স্নেহপাত্র পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ, তাঁহার স্নেহবিগ্রহ আপনি। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-কৃপাবলে আপনি এই বৃদ্ধ বয়সেও অঘটন ঘটন করিতেছেন। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপা অত্যধিক, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—পুরীধামে জাজ্বল্যমান। পরমারাধ্য প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থানে অভ্রভেদী মন্দির ও তৎসহ নাট্যমন্দির, সুদৃশ্য তোরণ, সেবকখণ্ডাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন, অতঃপর যশড়া, আগরতলা প্রভৃতি স্থানেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রাজ-সেবা পরিচালিত হইতেছে। আপনিও পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের দক্ষিণ হস্তস্বরূপে সেই সমস্ত সেবার ঔজ্জ্বল্য ক্রমশঃ সম্বর্দ্ধন করতঃ শ্রীভগবান্ ও তন্নিজজন গুরুবর্গের প্রচুর স্নেহাশীর্ভাজন হইতেছেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার জয়গান করিতে করিতে সেবাসামর্থ্য সম্পন্ন দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার অনন্ত কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর তাঁহার যখন শ্রীমুখের বাণী—'পৃথিবী পর্য্যন্ত যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।' আপনাকে যখন কৃষ্ণ তাঁহার পরমপ্রিয় ভারতবর্ষের আসমুদ্র হিমাচল তাঁহার নাম, রূপ, গুণ-লীলা প্রচার করিবার অফুরন্ত শক্তি সঞ্চার করিতেছেন, তখন তাঁহার পাশ্চাত্য জগতেও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী আপনার শ্রীমুখ মাধ্যমে প্রচার করাইবার ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়াই জম্মু প্রভৃতি স্থানের ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণ দ্বারা আপনাকে জানাইতেছেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ কৃষ্ণই আপনাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রচার করাইবেন বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নতুবা সজ্জনগণের হৃদয়ে এরূপ প্রেরণা জাগিবে কেন ? তবে যাঁহারা আপনাকে বিদেশে লইয়া যাইবার উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমার একটি বিশেষ অনুরোধ—তাঁহারা যেন একটি ভাল লাউডস্পিকার আপনার সহিত রাখেন, যাহাতে আপনার শ্রীমুখের বাণী বেশ স্পষ্ট-স্বচ্ছভাবে উচ্চারিত হয়। ইহাতে আপনারও শ্রম অনেক লাঘব হইবে, বৃদ্ধকালে সকলেরই কণ্ঠস্বর চাপা পড়িয়া যায়, কথা অস্পষ্ট হয়। আপনার শাস্ত্রবাক্য প্রতিফলন ভঙ্গী অতি সুন্দর। কথাগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ শুনিতে পাইলে শ্রোতারা

খুবই লাভবান হইবেন। ওদিকে শীতপ্রধান, গরম দেশ হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডার মধ্যে পড়িয়া যাহাতে শরীর ঠিক থাকে, তদ্বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। ভোজনাদি সম্বন্ধেও সাবধান হইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আপনাকে সর্ব্বত্রই সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং স্বয়ং মহাপ্রভু—সকলেরই যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাঁহাদের শ্রীমুখবাণীর প্রচার প্রসারের ইচ্ছা, তখন তাঁহারাই আপনাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। গুরুদেব অপ্রকটেও প্রকটলীলা করিতেছেন, ইহা আপনি প্রতি পদবিক্ষেপেই অনুভব করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া চলিলে আপনার সকল বিঘ্নই অপসারিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রতিদিনের প্রচার-প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যবাণীতে যাহাতে প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা আপনার সহচর সঙ্গীগণকে বলিয়া রাখিবেন।

মহারাজ, পরিশেষে আমার ভাগ্যহীনতার কথা বলি। গত বৎসর জুলাই মাসে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়া অবধি আমি কেমন যেন একটা অকর্ম্মণ্য হতভম্ভমত হইয়া পড়িয়াছি, পূর্ব্বাভ্যাসমত গ্রন্থ লইয়া বসি বটে, কিন্তু brain যেন disordered হইয়া পড়িয়াছে। এক এক সময়ে চোখে জল আসে, আমি বড়ই হতভাগ্য, আমার জন্য শ্রীশ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে নিবেদন জানাইবেন। শরীর ও তৎসহ মন ভাল যাইতেছে না।

আমি আপনার সহিত সকল বৈষ্ণবেরই অমায়ার কৃপাপ্রার্থী, সর্ব্বদাই আপনার সর্ব্বতোভাবে জয় জয়কার হউক। আপনি ভজনকুশলে থাকুন, ইহাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবৎচরণে, তৎ নিজজন গুরুবৈষ্ণব চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী

পুনঃ—আমি শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবায় যাহাতে তৎপর হইতে পারি তজ্জন্য হরিগুরুবৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা জানাইবেন।"

—শ্রীল মহারাজের এই উপদেশবাণী নিঃশ্রেয়সার্থী সকলের প্রতিই প্রযোজ্য।

শ্রীল মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদশক্তিবলে আমেরিকা, ইউরোপ ও রাশিয়া প্রভৃতির বিদেশী নরনারীগণ ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ কৃষ্ণভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ইং ১৯৯৯ সালে অপ্রকটের পূর্ব্বে দীর্ঘসময় মৌনাবস্থানলীলায় থাকায় তাঁহার নিকট হইতে অন্তিম উপদেশবাণী শ্রবণের সুযোগ হয় নাই। কিন্তু তিনি নবম বর্ষ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় নিজগুরুপাদপদ্ম 'শ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি-স্মরণে' যাহা পদ্যাকারে লিখিয়াছেন তাঁহার গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের অন্তিমবাণীকেই দৃঢ়ীকরণ করিয়াছেন।

গুরুবাক্য—"এক আশ্রয়—বিগ্রহানুগত্যে।
সবে মিলেমিশে সেবা কর এক চিত্তে॥
(শ্রী)রূপপ্রভুপদধূলি মোদের স্বরূপ।
রূপানুগচিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হৌক্॥
সপ্তজিহ্ব কৃষ্ণসংকীর্ত্তনযজ্ঞ প্রতি।
অনুরাগ হৈলে হবে সর্ব্ব অর্থ সিদ্ধি॥
রূপানুগ-জন আনুগত্য করি সদা।
রূপ রঘুনাথ-বাণী প্রচার' সর্ব্বথা॥
ভক্তিবিনোদধারা কভু রুদ্ধ নাহি হ'বে।
ভকতিবিনোদ মনোঽভীষ্ট সদা প্রচারিবে॥"

পুনঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী-পত্রিকা ত্রয়োদশবর্ষ একাদশ সংখ্যায় 'শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রকটলীলা স্মরণে' শীর্ষক শিরোনামায় লিখিত প্রবন্ধে সর্ব্বশেষে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করতঃ তিনি লিখিয়াছেন—

'গুরু কৃপাহি কেবলম্।' হে গুরুদেব! অতীব অজ্ঞান অধম দুরাচার ভৃত্যানুভৃত্য আমার জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে কৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে ভবদীয় শ্রীচরণে চির আশ্রয় প্রদানপূর্ব্বক শ্রীপাদপদ্মসেবার অধিকার প্রদান করুন। আপনি শ্রীরূপানুগবর।

'শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল-চরণ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে-পদ আশ্রয় যাঁর সেই মহাশয়॥

হা হা প্রভুপাদ কবে সঙ্গে লইয়া যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥
মনোবাঞ্ছাসিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার ॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঞি ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাঙ রাত্র দিনে।
এ অধম বাঞ্ছাপূর্ণ নহে তুয়া বিনে ॥'
দয়াময় প্রভু তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণচরণ যেন সদা চিত্তে স্ফুরে ॥

—শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই প্রার্থনানু-সরণে ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মে এ দাসাধমেরও এই প্রার্থনা নিবেদিত হইল—হে প্রভো, যেন—'মমমতিরাস্তাং তবপদকমলে'

শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিরহসভা ও বিরহ-মহোৎসব

শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ১৬ মাঘ (১৪০৬); ৩১ জানুয়ারী (২০০০) সোমবার পূর্ব্বাহ্নে বিরহ-সভা ও বেলা ১-৩০ ঘটিকায় বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন মহারাজ। বিরহসভায় হৃদয়ের আর্ত্তি ও বিরহবেদনা জ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীল মহারাজের গুণমহিমা কীর্ত্তনমুখে ভাষণ দেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবুধ বোধায়ন মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট সদস্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনন্দন স্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ। রুশদেশীয় ভক্তগণ সভায় উপস্থিত থাকায় শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নার-সিংহ মহারাজ রুশভাষায় বলেন। সভার আদি অন্তে বৈষ্ণবমহিমাত্মক ও বিরহাত্মক ভজন-কীর্ত্তনে ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সমুপস্থিত বৈষ্ণবগণকে বিচিত্র মহা-প্রসাদের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১ বৈশাখ (১৪০৭), ১৪ এপ্রিল ২০০০, শুক্রবার কামদা একাদশীর উপবাস থাকায় পূর্ব্বদিবস ৩০ চৈত্র, ১৩ এপ্রিল ২০০০, বৃহস্পতিবার শ্রীরামনবমী-ব্রত দিবসে মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক, পূজা ও ভোগরাগান্তে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

Sree Vyasapuja

On the occasion of the Holy Advent Anniversary of Sreemat Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, the pioneer of the present Krishna-Bhakti Movement throughout the world.

His Divine Grace 108 Sree Sreemat Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad in His Prati-Abhibhashan (address in response to the devotional prayers and floral tributes of His disciples) on the occasion of His Advent Anniversary said—

"O my well-wisher friend redeemers ! Before speaking anything, at the inception, with devotional submission to preceptorial channel, I pay my prostrated obeisances to the Lotus Feet of my Most Revered Gurudeva Who is the inconceivable simultaneous distinct and non-distinct manifestation of 'Vishnu and Vaishnavas'. My Sree Gurudeva is the manifestation of the pastimes of Vishnu-vigraha (Godhead-Embodiment of All-Existence, All-Knowledge and All-Bliss) as His Absolute-Counterpart-Servitor. Though He is God's dearest Vihsnu-vigraha, yet He is existing in the hearts of all livings of the world in the form of a Vaishnava to rescue a fallen soul like me.

"Gurudeva in Human Form, which is the best amongst of all living beings, is my only object of worship. Visible world is eager to serve Him, but a man like me who is averse to God, is satisfied, thinking Gurudeva a perfect man. Human beings, as devotees of that perfect man, are all Vaishnavas. They are manifestations of my Gurudeva in various forms. Positively they are my Guru-varga and instructors, negatively they are the persons, who at the time of performing Bhajan are very much eager to hear delirium from an abominable wretched person like me. It seems to me that along with them unitedly I am capable of reciting what I have heard from Sree Gurudeva. I have got no audacity to teach the world, because peculiar characteristics of Vishnu-Vaishnava-tattva are incomprehensible. Although they are eternally distinct, they are at the same time nondistinct which is inconceivable."--Sree Vyasapuja Ceremony, Sree Gaudiya Math, Ultadingi, Calcutta, Maghi Krishna Panchami Tithi, fiftieth Advent Anniversary on 12th Falgun, 1330 Bengali era.

Vyasapuja is generally celebrated by all sects of Sree Sanatan Dharma in India on Ashari-Purnima tithi (Full moon day in the month of 'Ashar'--Bengali calendar month) on the occasion of the Appearance of Sree Krishna-Dvaipayan Veda-vyas Muni. But it is also the injunction of the scriptures for a Sannyasi to perform Guru-Puja especially on his Advent Day. Sreela Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad in accordance to the scriptural injunction performed worship of His Gurudeva especially on the day of His own appearance. In this way it is introduced in all groups of Saraswata Gaudiya Sampradaya throughout the world. It is ordinarily understood that the ritualistic performance of offering floral tributes to the Lotus Feet of Gurudeva is 'Gurupuja'. Although this sort of ritualistic Gurupuja has got some efficacy, it is not all. It will be actual Gurupuja if the teachings of Gurudeva are accepted and practised.

We should note the salient points in the teachings of Sreela Saraswati Goswami Thakur in His Prati-Abhibhashan to His disciples:—

(1) Unconditional submission of preceptorial channel

(2) Gurudeva is the Absolute-Counterpart-Servitor of Supreme Lord

(3) A true Vaishnava and a true Gurudeva are identical.

(4) Servitors of true Vaishnavas and true Gurudeva are true Vaishnavas.

(5) Propagation of the Gospel of Divine Love of Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu can be successfully performed through the association of the bonafide Vaishnavas. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur also in his last message has given especial emphasis to preach the message of Sree Rupa Goswami unitedly in the association of true devotees and to have complete dedication to Sankirtana-yajna.

(6) Preachers should not have the vanity that they are competent to do prachar. Propagation of the message of Divine Love cannot be effectively done without humbleness.

ইং ১৯৯৯ সালে বিদেশে—নেদারল্যাণ্ড (রোটারডাম, ডেনহাগ প্রভৃতি), ফ্রান্স (প্যারিস প্রভৃতি), শ্লোভেনিয়া, ভিয়েনা, রাশিয়া (মস্কো, পিটারপুর্গ, বেলারুশের রাজধানী মিন্স), ওডেসা (ইউক্রেন) শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার

[৩০ বৈশাখ (১৪০৬), ১৪ মে (১৯৯৯) শুক্রবার হইতে ৯ আষাঢ়, ২৪ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ—ইউরোপে ও রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রচারে আহূত হইয়া চারিমূর্ত্তি—শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ও জম্মুর শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা) সমভিব্যাহারে ইং ১৯৯৯ সালে ১৪ মে হইতে ২৪ জুন পর্য্যন্ত উক্ত দেশসমূহের বিভিন্ন স্থানে শুভপদার্পণ করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন।

উত্তরভারত প্রচার ভ্রমণের শেষ অবস্থিতি সিমলা হইতে চণ্ডীগড় মঠে ৮ই মে ফিরিয়া ১০ই মে শ্রীল আচার্য্যদেব তিন মূর্ত্তিসহ শতাব্দী-এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্নে নিউদিল্লী মঠে আসিয়া সকলে উপনীত হন। জম্মুর শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা নিউদিল্লীতে পার্টির সহিত যোগ দেন। রুশবিমানে এয়ারোফ্লোট (Aeroflotএ) ১৩ই মে মধ্যরাত্রি ১২-৩০টায় যাত্রার দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু বিমান বাতিল হওয়ায় পরদিবস নিউদিল্লী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হইতে অপরাহ্ন ২-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ রুশসময় সন্ধ্যা ৭-৩০ টায় মস্কো বিমানবন্দরে সকলে অবতরণ করেন। শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী সংরক্ষিত আসন না পাওয়ায় সেইদিন যাইতে পারেন নাই, পরদিন যাত্রা করতঃ বিলম্বে পৌঁছেন। Immigration—অভিবাসন, পাসপোর্ট, ভিসা প্রভৃতি পরীক্ষণে বিমানবন্দরে ৩॥ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। রাত্রি ১১টায় বিমানবন্দর কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় তাঁহাদের বাসে পাঁচতলা সুরম্য যাত্রিনিবাসে পৌঁছিলে কক্ষাদি বণ্টনে পুনঃ একঘণ্টা দেরী হয়। রাত্রি ১২টার পর কক্ষে যাইয়া বিশ্রামের সুযোগ হয়। কক্ষগুলি আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাযুক্ত ও সুন্দর। পরদিন ১৫ মে প্রাতে বিমানবন্দর কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রিগণের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অবশ্য সাধুগণ উহা গ্রহণ করেন নাই। মস্কো বিমানবন্দর হইতে প্রাতঃ ৮-৪৫মিঃ-এ রওনা হইয়া স্থানীয় সময় বেলা ১২-২০মিঃ এ আমষ্টারডম্ বিমানবন্দরে পৌঁছিলে অপেক্ষমান শ্রীঅর্জ্জুন দাস, শ্রীমাধব দাস, শ্রীমধুসূদন দাস প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তগণ এবং ফরাসীদেশীয় ভক্ত শ্রীবিন্দুমাধব দাস সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিমানবন্দর হইতে মটরযানযোগে রোটারডম্ শ্রীতীর্থকর দাস প্রভুর গৃহে পৌঁছিতে বেলা ২-১০মিঃ হয়। মাটীর তলার গৃহে মহারাজের এবং কতিপয় সেবকগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ফরাসীদেশীয় শ্রী-

বিন্দুমাধব দাস ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীসীমন্তিনী দেবী দ্বিতলে অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীকান্ত প্রভু ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী রন্ধন সেবা করেন। প্রসাদ পাইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হয়। শ্রীতীর্থকর দাস প্রভুর গৃহে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ সেবিত ও পাঠ-কীর্ত্তন হয় বলিয়া উহার নাম Sweet Church। আমস্টারডমে "আসনযোগ স্টুডিও"তে রাত্রি ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হয়।

শ্রীতীর্থকর দাস প্রভুর গৃহে Lakkakark (Sweet Church) Rotardomএ (Netherlands) ১৬ মে রবিবার প্রাতঃ ৮-৩০টা হইতে বেলা ১১-৩০টা পর্য্যন্ত, ডেনহগস্থিত শ্রীধাম মন্দিরে অপরাহ্ণ ৩-০০টা হইতে ৬-০০টা পর্য্যন্ত, শ্রীরাধারমণ দাস প্রভুর গৃহে ৬-৩০টা হইতে রাত্রি ৮-৩০টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ইংরাজী ভাষায় বলেন। শ্রীধাম মন্দিরে শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত সুরেন্দ্র তেওয়ারী সেক্রেটারী হিন্দী ভাষাতে কিছু সময় বলেন। উক্ত মন্দিরের প্রেসিডেণ্ট শ্রীপাণ্ডই (Pandoi) মিশ্র, ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীনারায়ণ শর্ম্মা। রাত্রিতে শ্রীরাধারমণ দাস প্রভুর প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার প্রচারপার্টির সকলে এবং সভায় যোগদানকারী শ্রোতৃবৃন্দ সকলে প্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীরাধারমণ দাস
U. Zeggelen-laan 114
2524 AT Den Haag

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে সাহায্যকারী—শ্রীদামোদর দাস, স্ত্রী শ্রীরাধাপ্রিয় দেবী দাসী
Havelte straat 38
2541 TC Den Haag

১৭ মে সোমবার প্রাতে হল্যাণ্ডনিবাসী ভক্ত হারবার্টস্টাম ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত হন। তাঁহার ভগবদ্পর নাম হয় শ্রীহরিদাস।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ—১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। গীতার প্রতিপাদ্য
৪৯। বেণুগীত
৫০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা—যন্ত্রস্থ
৫১। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস
৫২। The Vedanta
৫৩। The Bhagabat
৫৪। Rai Ramananda
৫৫। Vaishnavism
৫৬। Sree Brahma-Samhita
৫৭। Saranagati
৫৮। Relative Worlds
৫৯। शिक्षाष्टक
৬০। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৬১। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৬২। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৬৩। भजन-गीति
৬৪। श्रीचैतन्यभागबत
৬৫। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬৬। परम तत्व-विचार
৬৭। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৮। साध्य-साधन-तत्व विचार
৬৯। मैं कौ हूँ ?
৭০। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৭১। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীচৈতন্য বাণী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
চত্বারিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা
বৈশাখ, ১৪০৭
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ১৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৩৬২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৪০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ ১৪০৭ | ৩য় সংখ্যা
১০ মধুসূদন, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, শুক্রবার, ২৮ এপ্রিল ২০০০

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠার পর]

ভক্তি অন্ধবৃত্তি নহে। মনুষ্য যতটা বুদ্ধিমত্তার শেষ সীমায় আরোহণ ক'র্তে পারেন, ভক্তিআশ্রয়কারীর তা' অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান্ হ'তে হ'বে। আমরা মনুষ্যজাতির সৃষ্ট কোন কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'ব না। ইহাই নিরপেক্ষতা। মনুষ্যজাতি, দেবতাজাতি বা কোন জাতি দেশবিদেশের কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে যাওয়াই,—দোলো লোক হ'য়ে যাওয়া—অপেক্ষাযুক্ত হওয়া। নিজ নিজ মনের কল্পনা কিংবা মনোধর্ম্মের বিকারসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াও—মস্ত দোলো লোক হওয়া—অপেক্ষাযুক্ত হওয়া। আমরা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাদ্বারা প্রলুব্ধ হ'ব না। আমাদের শ্রবণ ক'র্তে হ'বে। আমরা শ্রুতির উপাসক। কর্ণবেধ ক'রে শ্রবণ ক'র্তে হ'বে। আচার্য্য কর্ণবেধ কর্‌বেন, আমরা সমিৎপাণি হ'য়ে আচার্য্যের নিকটে অভিগমন ক'র্‌ব।

আমাদিগকে বাস্তব বস্তু জান্‌তে হ'বে—শ্রবণপ্রণালীর দ্বারা ; নিজের অনুচানমানিতার দ্বারা নহে, অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-চেষ্টার দ্বারা নহে, তা'তে বাস্তব বস্তু জানা যায় না। বাস্তব বস্তু কি ? 'বাস্তব' কা'কে ব'লে ? সশক্তিক বস্তুর নাম—বাস্তব বস্তু। সশক্তিক জিনিষ—বাস্তব। বস্তুকে জানা অর্থে—জ্ঞান। নিঃশক্তিকবাদের ঈশ্বর (?)—নাস্তিকতা—part and parcel of phenomena—পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ বা ভাব-বিশেষ। শিবদং—যে বস্তু মঙ্গল দান করে, কল্যাণকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণচরণ। আর Concocted thoughtsএর pursuit (উদ্ভাবিত চিন্তাধার অনুসরণ) অমঙ্গল।

ত্রিতাপ কি ?—আধিদৈবিক তাপ জাগতিক কোনও উপায়েই কেহ অতিক্রম ক'র্তে পারে না। আধিভৌতিক—একটা মানুষ আর একটা মানুষের উপর, একটা পশু বা প্রাণী অন্য একটা মনুষ্য বা পশু প্রভৃতি প্রাণীর উপর অত্যাচার ক'র্‌ছে। নাস্তিক

জগতের পরোপকার এই শ্রেণীর ; সেগুলি পরোপকার নয়—মূলতঃ অত্যাচার। প্রথমতঃ একটা প্রেয়ঃপূর্ণ পরোপকারের মুখোস পরা, চরমে সজ্জিত ময়ূরপুচ্ছ-গুলো একে একে টেনে ফেল্লেই দেখা যায়—মহা অপকার—অত্যাচার! আধ্যাত্মিক তাপ যত intellectual parade (অক্ষজজ্ঞানের কসরৎ)। Lewisএর History of philosophyতে intellectual paradeএর একটা Catalogue (সূচী) আছে। জাগতিক encyclopedia (বিশ্বকোষ) গুলিতে আছে।

ভাগবত পড়্‌লে ত্রিতাপ থাক্‌তে পারে না। শিবদ বস্তুর অনুশীলন ক'র্‌লে মনুষ্যজাতির ভোগা-দেওয়া ধারণাগুলির অধীন হ'তে হ'বে না।

কৃষ্ণভক্তি বাস্তব বস্তু। ইহা ভাগবতের পরিসমাপ্তিতে বর্ণিত হ'য়েছে,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥*

(ভাঃ ১২।১২। ৫)

আগে স্মৃতি ছিল, পরে বিস্মৃতি হ'য়েছে। জন্মান্তরবাদ, একজন্মবাদ—এরূপ কথা নহে। সত্ত্বের শুদ্ধি হয়। সত্ত্ব—existence, absolute position, তা'তে যে-সকল অসুবিধা প্রবেশ ক'রেছে, সেগুলো হ'তে ছুটী হ'য়ে যায়।

আত্মাই আত্মার সেবা কর্‌তে পারে। 'বৈরাগ্য' —কৃষ্ণস্মৃতি-বিরোধিনী কথা ত্যাগ। বিজ্ঞান যা গ্রহণ কর্‌তে হ'বে। চিকিৎসক-সম্প্রদায় স্থূলদেহের কথা বলেন; জ্ঞানিগণ সূক্ষ্মদেহের কথা বলেন। অনাত্মভক্তি—আমরা বিমুখ অবস্থায় এখন যা কর্‌ছি অর্থাৎ খণ্ডবস্তুর সেবা। অখণ্ডবস্তুকে সেবা কর্‌লে সকল বস্তুরই যোগ্য পরিচর্য্যা হয়।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি
তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ‡

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

জোড়া-তাড়া-দেওয়া জিনিষ বদল হ'য়ে যায়। Civic things—secular things (অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা) অসৎ সাম্প্রদায়িকতা। পরমাত্মভক্তিই একমাত্র আবশ্যক। Speculative literature (মননশীল সাহিত্য) এখন থাক; কারণ, সময় খুব অল্প। কৃষ্ণভক্তি সহজ Cooked drink (পক্ক পানীয়)। (তা'তে) সঙ্গে সঙ্গে এখনই শং অর্থাৎ মঙ্গল পাওয়া যাবে। মায়াতে অবরুদ্ধ হ'বে না। পরমার্থ ভক্তির মধ্যে সমস্ত অবস্থিত। হরিকীর্ত্তন সর্ব্বদা করা আবশ্যক—অনন্তকাল করা আবশ্যক—একমাত্র আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতের দান প্রভৃতি প্রসঙ্গে হরিকথা

Nicola Tesla প্রভৃতি মনীষিগণের চেষ্টার দ্বারা পরমার্থ-জগতের আবিষ্কার হ'চ্ছে না। পরমার্থ-জগতে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থান অসমোর্দ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত নৈষ্কর্ম্ম্য আবিষ্কার ক'রেছেন। নির্ভেদজ্ঞানীর কল্পিত, একদেশী ডাঁশা নৈষ্কর্ম্ম্য নয়—শ্রীমদ্ভাগবতের নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্ম্য —পারমহংস্য বিজ্ঞান।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বাস্তব প্রত্যক্ষের কথা। ভোগোন্মুখি-ভাষার দ্বারা ব'ল্‌বার কথা নয়। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-প্রণালীই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার-

* কৃষ্ণপদারবিন্দ-যুগলস্মৃতি মানবগণের অশুভ-বিনাশ, চিত্তশুদ্ধি, শ্রীহরিভক্তি এবং বিজ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্ত জ্ঞান ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে।

‡ যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয় (মূল ব্যতীত পৃথক্-পৃথক্-ভাবে বিভিন্ন স্থানে জল সেচন করিলে তদ্রূপ হয় না), প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয় (কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্-পৃথক্-ভাবে অন্নলেপনদ্বারা তদ্রূপ হয় না), তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে (তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ আরাধনার অপেক্ষা করে না)।

প্রণালী—অন্য প্রণালী সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত প্রণালী নহে। জীবমাত্রেরই শ্রীচৈতন্যদেবের পদাশ্রয় ক'র্তে হ'বে। হরিকীর্ত্তন সর্ব্বদা করা দরকার। শ্রীচৈতন্য-বিহিত হরিকীর্ত্তনই নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধির একমাত্র পথ, পাথেয় ও পথসীমা। হরিকীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি নিহিত র'য়েছে—সর্ব্বপ্রয়োজন-শিরোমণি অনুস্যূত আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব কোন জাতীয় নায়কবিশেষ ন'ন। মানুষ জাতির সহিত ঝগড়া বা দু'দিনের বন্ধুত্ব করা শ্রীচৈতন্য-চরণানুচরগণের চেষ্টা নয়। শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত পথে ভাগবতানুশীলনই শ্রীচৈতন্যাশ্রিত ব্যক্তি-গণের কৃত্য। 'শুকরতল'—যেখানে পরীক্ষিত মহা-রাজ শ্রীশুকদেবের মুখে ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন অর্থাৎ যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল, সেখানে একটী আদর্শ ভাগবত-শিক্ষাকেন্দ্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হবে,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীচৈতন্যদেব ইচ্ছা করেছিলেন যে, জগতের সকলের মঙ্গল হ'য়ে যা'বে। ইহাই একমাত্র সত্য যে, শ্রীচৈতন্যসাহিত্যের আলোচনা হ'লে সকলের মঙ্গল হ'বে; সেই পরিচয় আর কিছু নয়। আত্ম-ধর্ম্মের স্বরূপে শুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তিই অবস্থিত। সুতরাং ইতর পরিচয় ব্যতীত আত্মস্বরূপে ভক্তিই প্রতিষ্ঠিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৬ পৃষ্ঠার পর]

আচার্য্য—অদ্বয়তত্ত্ব। এতৎসম্বন্ধে স্বয়ং ভগ-বানের উক্তি—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
নমর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

ভগবান্‌ই যে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন, শাস্ত্রে তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে; গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি থাকা পর্য্যন্ত বা মনুষ্যে গুরুবুদ্ধি থাকা পর্য্যন্ত গুর্ব্ব-বজ্ঞারূপ অপরাধ দূরীভূত হয়না এবং নিরপরাধ না হইলে কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন না। আচার্য্যরূপী শ্রীভগবান্‌কে ভগবান্ হইতে অভিন্নজ্ঞানে ঐকান্তি-কতার সহিত সেবা না করিতে পারিলে—নিত্য সত্য বস্তুকে পরমার্থ-প্রদাতা বলিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া প্রীতি-বিধান করিতে না পারিলে কৃষ্ণসেবা কোন জন্মেও লাভ হইবে না এবং মায়ার দাসত্বও ঘুচিবে না। কৃষ্ণ তাঁহার পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত বিলাস করেন। এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনা করিয়া গাহিয়াছেন,—

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥

শিক্ষা ও দীক্ষাভেদে শ্রীগুরুদেবের দ্বিবিধ প্রাকট্য লক্ষ্য করা যায়। দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা, মন্ত্রপ্রদাতা শ্রী-গুরুদেব মাত্র একজন। শিক্ষাগুরু একও হইতে পারেন, বহুও হইতে পারেন। দীক্ষাগুরুই শিক্ষা-গুরুও হইতে পারেন। শিক্ষাগুরুগণ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মেরই যুগলবিস্তার এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিবে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥

কৃষ্ণভজন করিতে গেলে কৃষ্ণ আমাদিগকে ভুক্তি মুক্তি বা নানাপ্রকার মায়ার ছলনায় ফেলিয়া আমা-দিগকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। শক্তি-

মান্ পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ স্বরূপশক্তি ও স্বাংশ শক্তিগণের সহিত বিলাস করেন। বিভিন্নাংশ জীব চিন্ময়-ভূমিকায় আরোহণ করিলেও স্বাংশ শক্তিগণের আশ্রিত হইলেও তাঁহাদের প্রকৃষ্টকৃপা না পাইলে তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারেন না। এমন কি, জগন্মাতা নারায়ণ-বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও গোপীগণের আনুগত্য না করায় বহু তপস্যা করিয়াও কৃষ্ণপাদ-পদ্মসেবা লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীগুরুদেব সখীরূপে ব্রজে রাধাকৃষ্ণের নিত্য-সেবা করেন। সেই সখীর আনুগত্য ব্যতীত শ্রীমতী বার্ষভানবীর কৃপা পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব শ্রীবার্ষ-ভানবীর নিকট অর্পণ করিয়াছেন; তাঁহার নিকট তিনি বিক্রীত হইয়াছেন। শ্রীরাধাই নারীরূপী কৃষ্ণ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ এক হইয়াও লীলারস-আস্বাদনের নিমিত্ত দুইরূপে প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। কৃষ্ণ হইলেন পুরুষরূপী কৃষ্ণ, আর শ্রীরাধা নারীরূপী কৃষ্ণ। শ্রীমতী রাধা ভুবনমোহন-মনোমোহিনী, হরিহৃদ্ভৃঙ্গমঞ্জরী, মুকুন্দমধুমাধবী, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমাস্বরূপিণী এবং কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণিস্বরূপা ও অংশিনী। কৃষ্ণ—সর্ব্বাকর্ষক, শ্রীরাধা সর্ব্বাকর্ষ-কেরও আকর্ষিণী। তিনি আশ্রয় ও পরশক্তি-তত্ত্বের সর্ব্বোচ্চতমশিখরের সর্ব্বোচ্চতম প্রদেশে অবস্থিত। যিনি সেবা হইতে অভিন্ন হইয়াও সেব্যকে অধিক-তররূপে আকৃষ্ট করেন, এমন সেবিকাশিরোমণি শ্রীরাধার গুণগরিমা একমাত্র সেব্য ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ সম্যগ্রূপে বর্ণন করিতে পারেন না। সেবকের তত্ত্ব বর্ণন করিতে সেব্যই সমর্থ; তাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং আমাদিগকে শ্রীমতী রাধা-রাণীর তত্ত্ব জানাইতে পারেন। আর একজন আছেন, তিনিও গোবিন্দানন্দিনীর তত্ত্ব আমাদের শুদ্ধাত্মায় উপলব্ধির বিষয় করাইতে সমর্থ, তিনি বৃষভানুসুতার সাক্ষাৎ সেবা করেন। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন শ্রীগুরুদেব বা গৌরশক্তি। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রপঞ্চে শ্রীমতীর মহিমার কথা প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার প্রিয়তম দাসগণও সেই পরম তত্ত্ব বলিতে পারেন। তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই সমর্থ নহেন। যাবতীয় সুনীতি মূলবস্তু বৃষভানুনন্দিনীর পাদপদ্মেই আবদ্ধ। শ্রীমতী রাধিকা—স্বয়ংরূপ শ্রীকামদেবের স্বয়ংরূপা কামিনী। শ্রীবার্ষভানবী জগন্মাতা। তিনি যাবতীয় শক্তিজাতীয় বস্তুসমূহের জননী। শ্রীমতী—বলদেবাদিরও পূজ্যা। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী শ্রীরাধার কায়ব্যূহ হইলেও সখ্যরসে পুরুষাভিমানে বলদেবরূপে কৃষ্ণের সেবা করেন। আবার তিনিই শ্রীরাধাগোবিন্দের ঔদার্য্যলীলায় শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট পূরণ করেন। সেই নিত্যানন্দ গুরুদেবের পদকমলদ্বয়ের আশ্রয় ব্যতীত কখনও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ হয় না। নিত্যা-নন্দের পদাশ্রয় লাভ হইলে জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি দূরী-ভূত হয়। তখন জীব আর 'অসত্যকে সত্য' বলিয়া বহুমানন করে না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন—

নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি।

শ্রীগুরুদেব গৌরাভিন্ন-বিগ্রহ; তিনি—শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব-প্রকাশবিগ্রহ। তিনি আশ্রয়জাতীয় ও ভগবত্তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা মুকুন্দের আরাধনা-তৎপর বলিয়া তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ মধুর রতিতে শ্রীরাধার প্রিয়সখী।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ", "বন্দে গুরূন্" ইত্যাদি বহু শ্লোকে কৃষ্ণাশ্রিত ভাগবত গৌড়ীয়গণের ভজন-ক্রমপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'আদৌ গুরুপূজা', 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ', 'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং', 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' ইত্যাদি অসংখ্য সাধু-গুরু-শাস্ত্র-বাক্যে সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্রপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের ভজন তৎপরে পরম ও পরমপরাৎপর গুরুবর্গের ভজন, তৎপর চতুর্যুগে উদ্ভূত ভাগবত বৈষ্ণবগণের ভজন, তৎপরে পঞ্চতত্ত্বের ভজন, তৎপরে কৃষ্ণশক্তিগণের ভজন কথিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণভজনই অখিল শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি সাত্বতশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীগুরুদেবের তোষণই সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য। কারণ শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ। তিনি তুষ্ট হইলেই ভগবান্ তুষ্ট হ'ন। তিনি রুষ্ট হইলে আর কেহ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। ভগবান্ রুষ্ট হইলেও গুরুদেব তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারেন।

কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেহ নাই, যিনি রক্ষা করিতে পারে। স্বয়ং ভগবান্‌ও গুর্ব্বপরাধীকে যমদণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। যথা বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্য—

"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্,
যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥"

অপি চ—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টেন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

অন্যত্র ভগবদ্বাক্য—

প্রথমন্তু গুরূন্ পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

অতএব সাধক নিজের বল-ভরসা সমস্ত তুচ্ছ ভাবিয়া, এমন কি নিজে নিজে কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত তুষ্ট করিতে চেষ্টা না করিয়া, অবিচারে বিক্রীত পশুর ন্যায় শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য করিবেন। শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ গুরুসেবানিষ্ঠাই অখিল-কল্যাণ লাভের মূল। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থে এই বুঝায় যে, শ্রীগুরুসেবায় আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে। শ্রীগুরূপদিষ্ট ভগবানের কীর্ত্তন, স্মরণ, চরণপরিচর্য্যা প্রভৃতি একমাত্র সাধ্যতম। সাধক ও সিদ্ধ উভয় অবস্থাতেই শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময় ভক্তিই সাধ্য ও সাধন। শ্রীগুর্ব্বানুগত্যই আমার কাম্য, উহাই আমার চিন্তার বিষয়, উহাই আমার জীবনের জীবন, গুরুসেবার জন্যই জীবন-ধারণ, স্বপ্নেও সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই। আমার দুঃখ হউক, কি সুখ হউক—সংসার নষ্ট হউক বা থাকুক—মুক্ত হই কি বদ্ধ থাকি—তাহাতে আমার ক্ষতি নাই—অকৈতব ভক্তিতে এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মিকা ভক্তি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হওয়াই কৃষ্ণৈকশরণ সাধুর লক্ষণ। অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণভজন করিবার জন্য জীবকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পাছে স্থূলবুদ্ধি স্বল্পপুণ্যবান্ জীব মনুষ্যে ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া নরকে যায়, সেইজন্য কপট মানুষ ভক্তরূপী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে ভজন করিতে না বলিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজন করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভাগ্যবন্ত জনগণ কৃষ্ণভজনের জন্য ব্যস্ত না হইয়া শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে গৌরকৃপাকে কৃষ্ণকৃপা বলিয়া বরণ করিয়াছেন। বলদেবাভিন্ন জগদ্‌গুরু শ্রীআচার্য্যদেবও পাছে জীববঞ্চিত হয়—ঈশ্বরে মানুষবুদ্ধি বা মানুষে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া নরকে যায়—অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণের পাছে বুদ্ধিভেদ হয়, সেইজন্য গৌরকৃষ্ণের ভজন উপদেশ করেন। সুবুদ্ধি ভাগ্যবান্ নির্ব্যলীক জীবগণ নিজে নিজে গৌরকৃষ্ণ-ভজনের জন্য প্রধাবিত না হইয়া শ্রীগুরুসেবাকেই সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ জানিয়া, গুরুকৃপাকেই গৌরকৃপা, গুরুকৃপাকেই কৃষ্ণকৃপা জানিয়া নিরন্তর শ্রীগুরুদেবের প্রীতিবিধানের জন্য সতত যত্নপরায়ণ হন। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর উপদেশে দেখিতে পাই—

"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাক্ষাদ্ ভগবদ্‌বুদ্ধি না থাকিলে শ্রীহরিনাম উদিত হন না। শ্রীহরিনাম শ্রীহরিসেবাপরায়ণের জিহ্বায় স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপ স্বচ্ছবস্তুর মধ্য দিয়া শ্রীভগবানের কৃপা সাক্ষাদ্ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলেন, তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণদর্শন, কৃষ্ণবর্ণন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, কৃষ্ণকৃপা—সকলই মায়ার কৃপাব্যতীত কিছু নহে। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত যখনই আমি কৃষ্ণদর্শন, কৃষ্ণগুণশ্রবণ, কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে প্রধাবিত হইব, তখনই আমার 'কৃষ্ণকে পিছনে করি মায়া প্রতি ধায়'—ইত্যাদি দুর্দ্দশা লাভ ঘটিবে। যখনই আমরা প্রতিপদবিক্ষেপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা স্মরণ না করিব, তখনই আমরা কর্ত্তা হইয়া স্বেচ্ছায় কর্ম্মফাঁস গলে পূরিত করিব। "সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ" —ইহার যখনই ব্যতিক্রম ঘটিবে, তখনই আমি পুণ্য অথবা পাপকর্ম্মী হইয়া যাইব। তৎফলে আমাকে বহু জন্ম স্বর্গ ও নরকে আসা-যাওয়া করিতে হইবে। শ্রীগুরুর আপন হইয়া তাঁহার মনোহভীষ্টপূরণের কাষ্ঠবিড়ালীও না হইতে পারিলে—তাঁহার হইয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে না পারিলে—তাঁহার প্রীত্যর্থে আত্মপ্রীতিবাঞ্ছাকে যূপকাষ্ঠে বলি দিতে না পারিলে শ্রীগুরুসেবা হইবে না—কর্ম্ম হইয়া যাইবে,

নিজে বহু চেষ্টা করিলেও শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত অনর্থ কিছুতেই হ্রাস পাইবে না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের অনর্থোপশমের জন্য বেশী ব্যস্ত হন না, কারণ তিনি মুক্তকুলের একমাত্র আরাধ্য বস্তু—তিনি গোপীজনবল্লভ। সুতরাং সর্ব্বদা আনন্দময়, প্রেম-রসমত্ত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অন্যাভিলাষীকে বঞ্চনা করেন, কিন্তু সর্ব্বদা জীবদুঃখদুঃখী পরমকৃপাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বক্ষণ উপদেশাদি প্রদান করিয়া এবং হৃদ্‌গত অনর্থ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তদ্দূরীকরণে প্রকৃষ্ট উপায় প্রদর্শন করেন। তিনি আমাদিগের চক্ষে অঙ্গুলিদ্বারা নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক একটি একটি অনর্থ ধরিয়া ধরিয়া তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা বলেন এবং করিয়া থাকেন। ইহাই সদ্‌বৈদ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণ অনেক অসুর বধ করিয়া কৃষ্ণসেবকগণের অনর্থ দূর করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রলম্বাসুর, ধেনুকাসুর প্রভৃতি অসুরগণকে বলদেব নিজের হাতে বিনাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ বলদেব প্রভুর আশ্রয়ে প্রথমে উক্ত অসুর নিহত হইলে, তবে কৃষ্ণভজন আরম্ভ হয় নতুবা কৃষ্ণভজন আরম্ভ হইবে না এবং কৃষ্ণও অন্যান্য অসুরগণকে বধ করিবেন না। সাধক যে সকল অনর্থ নিজে বহু চেষ্টা ও কৃষ্ণকৃপার্থ কাতর ক্রন্দন করিয়াও দূর করিতে পারে না, তাহা একমাত্র শ্রীগুরু-কৃপাবলে অনায়াসে দূর হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে মহান্ আশ্বাস প্রদান করতঃ বলিতেছেন—

রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ।

অর্থাৎ সত্ত্বগুণদ্বারা রজস্তমোগুণ এবং উপশম-দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। পরন্তু পুরুষ একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারা কামক্রোধাদি সমস্ত অনর্থরাশি সত্বর জয় করিতে সমর্থ হন। (ক্রমশঃ)
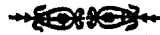
শ্রীসরস্বতীস্মরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৮ পৃষ্ঠার পর]

স্বয়ং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন কথিতয়োঃ পঞ্চরাত্র ভাগবতমার্গয়োরবিরোধেন সংকীর্ত্তনমর্চ্চনমুপাদি-দিক্ষন্ মঠ মন্দিরাদি-শ্রীকৃষ্ণানুশীলনাগারাণি ভক্ত-রক্ষণদুর্গাণীব প্রাতিষ্ঠিপৎ। তত্র চ প্রথমত এব সুগৃহীত নামধেয়ো বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষাঃ আচার্য্যাঃ প্রপূজ্যচরণাঃ শ্রীগুরুচরণানাং মনোঽভীষ্ট মঠমন্দিরাদিপ্রতিষ্ঠাপন—পরিচালনপ্রচারাদি-সেবোপ-য়িকে কর্ম্মণি সর্ব্বাত্মনানুকুল্যম্‌ব্যচরন্। যেন চ শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিতা সারস্বতশিষ্যোপশিষ্যপরম্পরা স-কৃতজ্ঞং তদবদানং সুমহৎ স্মরতি স্মরিষ্যতি চ ॥১০॥

অনুবাদ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকথিত পঞ্চরাত্র ভাগবতমার্গের অবিরোধ সংকীর্ত্তন অর্চ্চন দীক্ষাদি এবং মঠমন্দিরাদি শ্রীকৃষ্ণানুশীলনাগার প্রভৃতি ভক্ত-রক্ষক দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁহার শিষ্য বহুবিখ্যাত গৌড়ীয়মঠাদির আচার্য্যরূপে শ্রীগুরুচর-ণের মনোভীষ্ট পূরণে মঠমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা পরিচালন প্রচারাদি সেবা উপায় কর্ম্মাদি সর্ব্বান্তঃকরণে আনু-কুল্যে আচরণ করেছেন। তাঁদের অবদান গৌড়ীয়-মঠাশ্রিত সারস্বত শিষ্যোপশিষ্য পরম্পরায় সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে এবং করবে ॥ ১০ ॥

অদ্বয়জ্ঞানস্য ব্রজস্থস্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনস্যাপ্রাকৃতে-ন্দ্রিয়তর্পণমেব নিখিলজীবচৈতন্যস্বরূপস্যৈকমাত্রো ধর্ম্মোঽন্যে চ ধর্ম্মব্যপদেশা বিকৃতয়ঃ কেচিদ্ বা সোপানানি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অদ্বয়-জ্ঞানের ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দনের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণই নিখিল জীবচৈতন্য স্বরূপের একমাত্র ধর্ম্ম আর অন্য সব ধর্ম্মব্যাপদেশে বিকৃতি কিংবা সোপান ॥ ১১ ॥

স্বরূপতোঽচৈতন্যস্য জীবস্যাশ্রয়বিগ্রহানুগত্যেন বৃহচ্চেতনে ভগবতি বিষয়বিগ্রহে মমত্বাতিশয়ান্বিতেন প্রিয়ত্বধর্ম্মেণ তন্মাধুর্য্যানুভব এব বেদনং ন তু তৎ-সাক্ষাৎকারমাত্রং সিতশর্করায়া রসনেন্দ্রিয়েণ সাক্ষাৎ-

কার ইব। পিত্তদূষিতেন রসনেন তৎ সাক্ষাৎকারে-ঽপি মাধুর্য্যানুভবাভাবাদসাক্ষাৎকার এব। রূপবেদনে চক্ষুরিব ভগবন্মধুরিমানুভবে তদবিষয়ক প্রিয়ত্বধর্ম্ম এব সাধনং নান্যৎ। দৃগদৃশ্যয়োরিব সাধ্যসাধনয়োঃ সমজাতীয়ত্বাৎ। মহাভাগবতমহেন্দ্রেণ শ্রীশুকেন সষ্ঠুবতং "প্রীতিঃ স্বয়ম্প্রীতিমগাদ্ গয়স্যে"তি সাধ্য-সাধনে একপ্রীতিশব্দেন প্রতিপাদয়তা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—স্বরূপতঃ অনুচৈতন্য জীবের আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে বৃহচ্চৈতন্য ভগবান্ বিষয়বিগ্রহে অতিশয় মমত্বের ও প্রিয়ত্বধর্ম্মের দ্বারা তন্মাধুর্য্য অনু-ভবই লক্ষ্য তাঁর সাক্ষাৎকার মাত্র নয়, মিছরির দ্বারা রসনেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকারের মত। পিত্তদূষিত জিহ্বাতে সাক্ষাৎকারে মাধুর্য্যানুভবের অভাব সাক্ষাৎ-কার মাত্র। রূপ জানতে যেমন চক্ষু ভগবন্মধুরিমা অনুভব করতে তৎবিষয়ক প্রিয়ত্বধর্ম্মই সাধন, অন্য কোন কিছু নয়। দৃগ-দৃশ্যের মত সাধ্য সাধন ও সমজাতীয়ত্ব জ্ঞাপন করছে। মহাভাগবত মহেন্দ্র শ্রীশুকদেবের সুষ্ঠু উক্তি "প্রীতিঃ স্বয়ম্প্রীতিমগাদ্-গয়স্যে" সাধ্য-সাধনে একপ্রীতি শব্দের দ্বারা প্রতি-পাদিত ॥ ১২ ॥

তদৃষেরিব ঋরেপি ক্রান্তদর্শী শ্রীলসরস্বতীপাদঃ পাঞ্চজন্যেন ধার্তরাষ্ট্রানাং হৃষিকেশ ইব সদ্ধর্ম্মেণ তুমুল প্রচারেণাসদ্ধর্ম্মোন্মতানাং হৃদয়ানি সচকিতনীব বিদধদ্ বিশ্বচেতনমুদবোধয়ৎ "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা" ... ... "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য-বর্ণ তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' অহমেতং সমীপত-ববর্ত্তিনং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষাকারং ন তু নপুং-সকং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম। পুরুষমপি নৈকলমন্তর্য্যামি-বৎ মহান্তং সর্ব্বশক্তিসমুপাসিতমনন্তনামরূপগুণলীলা-পরিকরং পূর্ণ (দ্বারকায়াম্) পূর্ণতরং (মথুরায়াম্) পূর্ণতমং (গোকুলে) ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যময়লীলাকল্লোল-বারিধিমিতিযাবদ্, আদিত্যবর্ণ সূর্য্যবৎ সূর্য্যস্যাপি প্রকাশকং তমমঃ ররস্তাত্ জড়প্রকৃতি সম্পর্করহিতং বেদ প্রীত্যা অনুভবামি চিন্ময়ভাবমাপদ্যমানৈরিন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারৈঃ তং প্রসিদ্ধং পুরুষম্ এব বিদিত্বা প্রেম্নানুভূয় মৃত্যুম্ অত্যেতি অতিক্রামতি। কোনাম মৃত্যুঃ ; স্বয়ং ভগবানাহ "মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ" (ভাঃ ১১।২২।৩৬) যাতনাদেহাভিনিবেশেন ভয়ঃ শোকা-দর্দেবাদিদেহাভিনিবেশেন বা হর্ষতর্ষাদের্হেতোঃ পূর্ব্ব-দেহবিস্মৃতিরিব চিদ্বিলাসশূন্য-মোক্ষাভিনিবেশেন ভগ-বৎসেবোপয়িকচিন্ময়দেহবিস্মৃতিরপি মৃত্যুঃ ভগবদ-নাদরনিমিত্তকো, মোহমদীয়ানামনন্তনরক ইব। তমনন্তমৃত্যুমতিক্রামতি। তদতিক্রমে প্রেমময় বেদনমেব পন্থা নান্যঃ ইতি। প্রীতিস্তু শ্রীকৃষ্ণসং-কীর্ত্তনাদ্ ভবতি ; সমভূয় কীর্ত্তনেনামানি-মানদ সহিষ্ণুত্বাদি গুণবির্ভবন্তি। তচ্চ সংকীর্ত্তনং মহদা-বির্ভাবিতং কর্ম্মজ্ঞানাদ্যাসক্তিমূলেনাপরাধেন রহিতং সৎ সেব্যমানং মহাফলত্বায় কল্পতে। তস্য সংকী-র্ত্তনযজ্ঞস্যোদ্গাতারং ভুরিদাতারং পতিতপবিতারং সুদীনদৈতারং পরিকরসহিতমাবির্ভাবশতবর্ষপূর্ত্তি-মহোৎসবে স্মরামি স্মরামিচ ভক্তিবিনোদধারা ন কদাপি রুধ্যেতি মূর্ত্তিমতামিব তস্য সরস্বতীম্ অপ্রাকৃত-গুনগণস্য তস্য গুণাঃ পুরুগায়ুষাপি গণ-য়িতুং ন শক্যাতে, দুরবগাহঃ খলু সরস্বতীরসঃ শ্রীবার্ষ ভানবীদয়িতবিলাস কুঞ্জসেবিনাস্তদন্তেবাসিন এব তন্মধুরিমাননুভবন্তি, তদীয়কৃপালবলুব্ধচেতসো হ্যাশা-সত ইতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ঋষির মত ক্রান্তদর্শী শ্রীল সরস্বতী-পাদ, পাঞ্চজন্যের দ্বারা ধার্তরাষ্ট্রাগণকে হৃষিকেশ যেমন, তুমুল সদ্ধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা সদ্ধর্ম্মমতাবলম্বী-দের হৃদয়কে সচকিত করে বিশ্বচেতনার উদ্বোধন করলেন—'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' ... ... 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণ তমসঃ পর-স্তাত্। ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'—এই পুরুষ পুরুষবিধ পুরুষা-কার আমি, নপুংসক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নয়। পুরুষও কেবল অন্তর্যামীবৎ মহান্ত নয় সর্ব্বশক্তি দ্বারা সমু-পাসিত অনন্তনাম-গুন-লীলা-পরিকর পূর্ণ (দ্বার-কায়) পূর্ণতর (মথুরায়) পূর্ণতম (গোকুলে) ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যলীলা কল্লোলবারিধি পর্য্যন্ত আদিত্য বর্ণ সূর্য্যবৎ সূর্য্যকেও প্রকাশিত করে তমসার পরপারে জড় প্রকৃতি সম্পর্ক রহিত বেদ প্রীতি দ্বারা অনুভব করব। চিন্ময়ভাবপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধি অহঙ্কার

দ্বারা সেই পুরুষকে জেনে প্রেমে অনুভব করে মৃত্যু-কে অতিক্রম করা যায়। কি এই মৃতু? ভগবান ইলছেন "মৃত্যুরত্যন্ত বিস্মৃতি" (ভাঃ ১১।২২।৩৬)। যাতনা দেহাভিনিবেশ ভয় শোক দেবাদিদেহাভিনিবেশ দ্বারা পূর্ব্বদেহ বিস্মৃতির মত চিদ্বিলাসশূন্য মোক্ষা-ভিনিবেশ দ্বারা ভগবদ সেবা উপযোগী চিন্ময় দেহ বিস্মৃতি ও মৃত্যু। ভগবদ অনাদর নিমিত্ত মোহ-মোদীদের অনন্ত নরকের মত। সেই অনন্ত মৃতু অতিক্রম করা যায়। সেই অতিক্রমের পন্থা প্রেম। অন্য কোন পথ নাই। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের থেকেই প্রীতি বা প্রেম আসে। কীর্ত্তনে অমানিমানদ সহি-ষ্ণুত্ব প্রভৃতি গুণ জাত হয়। সেই সংকীর্ত্তনের মহা-ফল হল কর্ম্ম-জ্ঞানাদি আসক্তি মূলক অপরাধ রহিত সেবোন্মুখ জীবন। সেই সংকীর্ত্তনযজ্ঞের উদ্গাতা, ভুরিদাতা পতিতপবিত্রাতা, সুদীনদয়িতা পরিকরসহিত আবির্ভাব শতবর্ষ পূর্ত্তি মহোৎসব আমি স্মরণ করি ভক্তিবিনোদধারা কদাপি রুদ্ধ হবে না—এই বাণীর মূর্ত্তিমতীরূপ সরস্বতীকে। অপ্রাকৃতগুণসম্পন্ন তাঁর গুণ পুরুষের আয়ূও গণনা করতে সক্ষম নয়। সর-স্বতীরস দূরবগাহ। শ্রীবার্ষভানবীদয়িত দাসের কুঞ্জসেবীদের অন্তেবাসী-ও তাঁর মধুরিমা অনুভব করতে তাঁর কৃপালবলুব্ধচিত্ত সর্ব্বদা আশা করে।।১৩

জীবতত্ত্ব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩২ পৃষ্ঠার পর]

অদ্বৈতবাদীর এই কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে তাহাদের এইরূপ উক্তিও সঙ্গত হইবে না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃত্বাধ্যাসকে সোপাধিক অধ্যাসই বলিয়া থাকেন। সুতরাং তাহারা যদি কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট অন্তঃকরণেরই চিদাত্মাতে আরোপ হওয়া কথা বলেন তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠানরূপ অনধ্যস্ত জবাকুসুম স্থানীয় উপাধি আর থাকে না, এবং উপাধি ব্যতীত কর্ত্তৃত্বাধ্যাসের সোপাধিকত্বই সম্ভব হয় না। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এই অধ্যাস নিরুপাধিক হইয়া পড়িবে। এবং তাহাতে অদ্বৈত-বাদীর সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে। কারণ সোপাধিকভ্রমে উপাধিরূপ ধর্ম্মী অধ্যাস হয় না, কিন্তু সেই উপাধিগত ধর্ম্মেরই অধ্যাস হইয়া থাকে, আর নিরুপাধিক ভ্রমে ধর্ম্মীরই অধ্যাস হয় কেবলমাত্র ধর্ম্মের নহে—ইহাই নিয়ম। সুতরাং অন্তঃকরণের কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মই আত্মাতে আরোপিত হয় অদ্বৈতবাদীর এই কথা সঙ্গত হয় না। আর অন্তঃকরণ বুদ্ধি প্রভৃতি জড় বলিয়া তাহাদের কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম থাকাও উপপন্ন হয় না, কারণ চেতনেরই কর্ত্তৃত্বাদি থাকা দেখা যায়। আর বুদ্ধিরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে আত্মার বন্ধ ও মোক্ষরও অনুপপত্তি হইবে। কারণ যাহার কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিমত্ব থাকে, সেই 'কৃতির' ফলও সেই ভোগ করে। আবার যাহার 'বন্ধ' তাহারই বন্ধনিবৃত্তির জনক 'কৃতি' হইয়া থাকে। অন্যের হয় না। এই-রূপ যাহার বন্ধ, তাহারই সেই বন্ধধ্বংসরূপ মোক্ষ হইতে পারে, অন্যের হয় না, কিন্তু শাস্ত্রে আত্মারই বন্ধের এবং আত্মারই মোক্ষের কথা উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধিরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে 'কৃতি'ও বুদ্ধিরই হইবে এবং ফল ভোক্তৃত্বও বুদ্ধিরই হইবে। বুদ্ধিরই কর্ত্তৃত্ব ও আত্মার ফলভোক্তৃত্ব হইতে পারে না। অতএব আত্মার মোক্ষ স্বীকার করিলে কর্ত্তৃত্বও তাহারই স্বীকার করিতে হইবে। মোক্ষসাধক কৃতিমত্ব বা কৃতি বুদ্ধিতে থাকিবে, আর বন্ধনিবৃত্তি-রূপ মোক্ষ আত্মার হইবে, ইহা হইতেই পারে না। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অনর্থরূপ বন্ধ যদি বুদ্ধিরই হয়, তবে অনর্থনিবৃত্তিরূপ মোক্ষও বুদ্ধিরই হইবে। কারণ যাহার বন্ধ তাহারই মোক্ষ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আত্মারই মোক্ষের কথা বলা হইয়াছে। অতএব আত্মারই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যদি আত্মা কর্ত্তা না হইত তবে ভোগ ও মোক্ষের সাধনোপদেশও আত্মাকে করা যাইত না। কারণ যে কর্ত্তা নহে তাহাকে সাধনানুষ্ঠানের উপদেশও করা যায় না।

শ্রুতিও যে আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের কথা বলিয়াছেন ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে প্রদর্শিত শ্রুতি লৌকিকানুভব সিদ্ধ কর্ত্তৃত্বের অনুবাদ মাত্র, তাহার দ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে লৌকিক অনুভব দ্বারা অহমর্থেরই কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। "অহং কর্ত্তা" আমি করি এই-রূপই লোকের অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু অহমর্থ ভিন্ন আত্মার কর্ত্তৃত্বের অনুভব লোকের হয় না। অথচ প্রদর্শিত শ্রুতিতে অহমর্থ ভিন্ন আত্মারই কর্ত্তৃত্ব দেখান হইয়াছে, "নামরূপে ব্যাকরোৎ," "স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা" বৃঃ ৪।৪।১৩, ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ঈশ্বরেরও কর্ত্তৃত্ব দেখান হইয়াছে। কিন্তু অহমর্থভিন্ন আত্মার ও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব লৌকিক প্রত্যক্ষগম্য নহে বলিয়া উক্ত কর্ত্তৃত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি লৌকিক অনু-ভবের অনুবাদী হইতে পারে না। লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা তাদৃশ কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্তই নহে। অতএব আত্মারই কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়।

অদ্বৈতবাদী বলিতে পারেন যে যদি আত্মারই কর্ত্তৃত্ব থাকা সিদ্ধ হয় তবে তাহা সর্ব্বাবস্থাতেই থাকিবে, কিন্তু সুষুপ্তিতে তো আত্মার কর্ত্তৃত্ব অনুভব হয় না। অথচ সুষুপ্তিতেও তো আত্মা থাকে। সুষুপ্তিতে মন থাকে না, কর্ত্তৃত্বাদিও থাকে না। সুতরাং মনের অভাবে কর্ত্তৃত্বাদির অভাব কর্ত্তৃত্বাদি যে মনের ইহাই—জ্ঞাপন করে। সুতরাং কর্ত্তৃত্বাদি আত্মার নহে কিন্তু মনের। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে সুষু-প্তিতেও আত্মার শ্বাসাদির কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তখন মন থাকে না বলিয়া ঐ শ্বাসাদির কর্ত্তৃত্ব মনের —এইরূপ বলা যাইতে পারে না। আর শ্রুতিও বলিয়াছেন—"সুপ্তো ভুর্ভু রিত্যেব প্রশ্বমিতি" অর্থাৎ আত্মা সুপ্ত হইয়া ভুর ভুর এইরূপেই শ্বাস-প্রশ্বাস বহন করে। এই শ্রুতি হইতেই সুষুপ্তিতেও আত্মার শ্বাস-প্রশ্বাসাদির কর্ত্তৃত্ব আছে জানা যায়।

আর সুষুপ্তিতে মনের অভাবে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও সেই কর্ত্তৃত্ব সে মনেরই ইহা উপপন্ন হইতে পারে। নিমিত্ত কারণের অভাবেও কার্য্যের অদর্শন হইতে পারে, যেমন দণ্ডরূপ নিমিত্তকরণের অভাবেও ঘটরূপ কার্য্যের অভাব হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ দণ্ডাভাবে ঘটের অদর্শন দণ্ডের কর্ত্তৃত্ব বুঝায় না। সুতরাং সুষুপ্তিতে যে কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন হয় তাহা নিমিত্তরূপ মনের অভাব নিবন্ধনই হইতে পারে। তাহাতে কর্ত্তৃত্বাদি মনের বলিয়া সিদ্ধ হয় না এবং কর্ত্তৃত্বাদি আত্মার নহে ইহাও সিদ্ধ হয় না। মনের অভাবে, কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন হয় বলিয়া যদি কর্ত্তৃত্বাদি মনেরই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে দেহের অভাবে, কর্ত্তৃত্বাদির অদর্শন হয় বলিয়া দেহেরও কর্ত্তৃত্বাদির প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। সুতরাং আত্মারই কর্ত্তৃত্বাদি সিদ্ধ হয়, মনের নহে। অতএব প্রদর্শিতরূপে মনের করণত্বই সিদ্ধ হয়, কিন্তু কর্ত্তৃত্বাদি নহে। "কামঃ সংকল্প" বৃঃ ১।৫।৩ ইত্যাদি শ্রুতিতেও কামাদি বিষয়ে মনের করণত্বই বুঝাইয়াছে, কিন্তু কামাদির মনোধর্ম্মত্বকে বুঝায় নাই—ইহাই বুঝিতে হইবে, কারণ পরেই অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"মনসৈবাগ্রে সংকল্প-য়তি"। এই শ্রুতিতে স্পষ্ট কণ্ঠরবেই মনকে সং-কল্পাদির করণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে দেখা যায়। সুতরাং "কামঃ সংকল্পঃ" ইত্যাদি মনের করণত্বই বুঝাইয়াছে ; আর "আত্মেন্দ্রিয়মনো যুক্তো ভোক্তা ইত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ" কঃ ৩।৪ ; এই শ্রুতি আত্মার ভোক্তৃত্বে দেহ ও ইন্দ্রিয়কে যেরূপ সহকারী বলিয়া-ছেন, সেইরূপ মনকেও সহকারীই বলিয়াছেন এবং দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃ—সহকারে আত্মারই ভোক্তৃত্ব বলিয়াছেন, কিন্তু মনের ভোক্তৃত্ব বলেন নাই। এখানে মনের ভোক্তৃত্ব বলা হইয়াছে বলিলে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ভোক্তৃত্বের আপত্তি হইয়া পড়িবে। আর বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে বিজ্ঞানাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" বৃঃ ৪।৩।৭, অর্থাৎ তিনি যেন ধ্যান করেন, তিনি যেন ক্রীড়া করেন, এই শ্রুতিতে "ইব" শব্দপ্রয়োগ করায় আত্মার অকর্ত্তৃত্বই বলা হইয়াছে—এইরূপ অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ উক্ত শ্রুতির "ইব" শব্দ জীবের কর্ত্তৃত্বের "পারতন্ত্র" অর্থাৎ ঈশ্বরাধীনত্ব প্রদর্শনপর। জীবকর্ত্তৃত্ব যে ঈশ্বরাধীন, ইহাই শ্রুতি "ইব" শব্দ দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু "ইব"

শব্দ দ্বারা আত্মার অকর্তৃত্ব প্রদর্শন করেন নাই। যেমন পরাধীন প্রভুতে "প্রভুরিব" এইরূপ বলিয়া "ইব" শব্দ দ্বারা তাহার প্রভুত্বের পরাধীনত্ব প্রদর্শন করা হয়, কিন্তু তাহার অপ্রভুত্ব প্রদর্শন করা হয় না, সেইরূপ শ্রুতি "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" এইরূপ বলিয়া "ইব" শব্দ দ্বারা জীবের কর্তৃত্বের ঈশ্বরাধীনত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু জীবের অকর্তৃত্ব প্রদর্শন করেন নাই।

এইরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ; গীতা ৩।২৭। এই শ্লোকেও জীবের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বই নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু জীবের অকর্তৃত্বের প্রতিপাদন করা হয় নাই। ইহার পরবর্ত্তী অষ্টাদশ অধ্যায়েও ইহা আরও স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে—"তত্রৈবং মতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্ত যঃ। পশ্যত্যকৃৎ বুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ" ১৮। ১৬। এই শ্লোকে 'কেবল' শব্দ দ্বারা জীবের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বেরই নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু জীবের পরতন্ত্র কর্ত্তৃত্বের নিষেধ করা হয় নাই। অন্যথা 'কেবল' কথাটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আবার "এষ এব সাধু কর্ম্ম-কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো উন্নিনীষতে" এই শ্রুতির দ্বারাও জীবের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব নাই—ইহাই জানা যায়। জীব কর্ত্তা, ঈশ্বর কারয়িতা—ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং এই সমস্ত শ্রুতিস্মৃতি দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্বই সিদ্ধ হয়। এইরূপে জীবের ভোর্তৃত্বাদিও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এমন কি সুষুপ্তি অবস্থায়ও জীবের ভোক্তৃত্বের নাশ হয় না। কারণ সুপ্তোত্থিত পুরুষের "সুখমহমস্বাপসম্" এইরূপ স্মৃতি হইয়া থাকে। এই স্মরণ দ্বারা সুষুপ্তিদশাতে আত্মার সুখ ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ "যোঽহং জাগার্ম্মি স এবাহং সুখী সুপ্তঃ"। এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাও সুষুপ্তিদশাতে আত্মার সুখভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ মোক্ষাবস্থায়ও আত্মার কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব যে থাকে তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—"স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রসমানঃ" ছাঃ ৮।১২।৩, সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ছাঃ ৮।২।১, ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিতে মুক্ত জীবের সঙ্কল্প-সিদ্ধির কথাও বলা হইয়াছে। এইরূপ "বিহারোপদেশাৎ" ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩৩, "সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ" ব্রঃ সূঃ ৪।৪।৮, ইত্যাদি বেদান্ত সূত্রেও মুক্ত জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্ম যে স্বাভাবিক ও নিত্য—ইহাই সিদ্ধ হইল। এইরূপে শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য, শ্রীমাধব-মুকুন্দ, অদ্বৈত মত খণ্ডন করিয়া জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির সমর্থন করিয়াছেন। শিরোদ্ধৃত সংক্ষেপে তাহার যুক্তির আলোচনা করা হইল।

"বিহারোপদেশৎ"। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩২, এই বেদান্ত সূত্রেও বলিতেছেন—মুক্তজীব সেইলোকে ভোগ করে, হাস্য করে, ক্রীড়া করে, এইরূপে আনন্দে পরিভ্রমণ করে, ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা মুক্তজীবেরও ক্রীড়া কর্তৃত্ব অভিহিত হওয়ায় বদ্ধজীবের যে কর্ত্তৃত্ব, ইহা নিঃসন্দেহ। এই বেদান্ত সূত্র ভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিতেছেন—"স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন ক্রীড়ন্ রসমান" ইত্যাদিনা মুক্তস্যাপী ক্রীড়াভিধানাদিত্যর্থঃ। অতঃ কর্ত্তৃত্বমাত্রং ন দুঃখাবহং কিন্তু গুণসম্বন্ধ এব তস্য স্বরূপগ্লানিকরত্বাৎ"। গোঃ ভাষ্যঃ। অর্থাৎ সেই মুক্ত জীব তথায় ভোগ করিয়া, হাসিয়া ক্রীড়াতে রত থাকিয়া পরিভ্রমণ করিতে থাকে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা মুক্ত জীবেরও ক্রীড়া অভিহিত হওয়ায় কর্ত্তৃত্ব বলিতে হইবে। অতএব জীবের কর্ত্তৃত্বমাত্রা এই দুঃখাবহ নহে, কিন্তু গুণ-সম্বন্ধই দুঃখজনক, যেহেতু উহা জীবের স্বরূপের হানিকর।

শ্রীপাদ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"ইতশ্চ জীবস্য কর্তৃত্ব সজ্জীব প্রক্রিয়ায়াং সংধ্যেস্থানে বিহারমুপদিশতি—"স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামম্", বৃঃ ৪।৩।১২, ইতি। "স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে", বৃঃ ২।১।১৯, অর্থাৎ জীবের যে এই কর্তৃত্ব স্বভাবতঃই পরব্রহ্মের অধীন, যেমন কাষ্ঠতক্ষণকারী (ছুতার-মিস্ত্রি) সূত্রধর উভয় প্রকারেই কর্ত্তা হয়, অর্থাৎ বাস্যা দ্বারা (কুঠার-বাসলী নামক অস্ত্র) কাষ্ঠ তক্ষণ করে (কাষ্ঠ চাঁচে) আবার সেই বাস্যা প্রভৃতি অস্ত্র ধারণও নিজ শক্তিতে করে তদ্রূপ জীবাত্মাও প্রাণাদির সাহায্যে কার্য্য করে ও নিজশক্তিতে প্রাণাদি ধারণ

করে। "এষ হি দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ। তক্ষ দৃষ্টান্তেন কর্ত্তৃত্বং সাতঞ্চ নিরস্তম্" "কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।" আত্ম-ক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" সুঃ ৩।১।৮। "ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্" ভাঃ ৩।২৮।৮। দেহ, ইন্দ্রিয় এবং তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের কার্যকারণ কর্ত্তৃত্বাদি ভাবাপত্তিবিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, যেহেতু কুটস্থ আত্মায় পরমাত্মার প্রাধান্য বিদ্যমান, তজ্জন্য তিনি নিরুপাধিক স্বতঃই নির্ব্বিকার। প্রকৃতি পরিনামভূত দেহাদিতে অহঙ্কার কৃত হওয়াতে প্রকৃতিরই প্রাধান্যবশতঃ তাহাকেই ঐ কর্ত্তৃত্বাদির কারণরূপে বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সুখ-দুঃখাদির কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্বে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষকেই কারণ বলা হয়। অর্থাৎ, যদিও কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব উভয়েই এক অহঙ্কারগত, তথাপি দেহাদি জড়ের কার্য্য বলিয়া উহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য এবং সুখদুঃখাদি ভোগক্রিয়া চৈতন্য বিনা সম্ভবপর হয় না, তজ্জন্য তাহাতে প্রকৃত্যুপতিত চৈতন্যেরই প্রাধান্য।

।জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন।

জীবের কর্ত্তাপনা ঈশ্বরাধীন, জীবাত্মা স্বতন্ত্রতা পূর্ব্বক কিছুই করিতে পারে না। জীবাত্মা যাহা কিছু করে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের সহযোগে, অর্থাৎ তাঁহার প্রদত্ত শক্তির দ্বারাই করিতে পারে। "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩৯, এই বেদান্ত সূত্রেও জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন নহে, তবে কি? পরাৎ পরমেশ্বর হইতে। হেতু কি? "তচ্ছ্রুতেঃ" সেইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। "তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থ। তৎ কর্ত্তৃত্বং জীবস্য পরাৎ পরেশাদেব হেতোঃ প্রবত্ততে। কুতঃ তচ্ছ্রুতেঃ। "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং" "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য তআনমন্তরো যময়তি স ত আত্মান্তর্য্যামৃতঃ", শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।৫।৩০। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশোঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও বেদান্তে সুস্পষ্টভাবেই জীব কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে বর্ণিত হইলেও জীব কর্ত্তৃত্বও ঈশ্বরাধীন বুঝিতে হইবে।

"যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ।
এবম্ভূতানি মঘবন্নীশ তন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ॥

ভাঃ ৬।১২।১০

হে ইন্দ্র! দারুময়ী নারী কিংবা পত্রময় মৃগ যেমন স্বেচ্ছায় নৃত্য করিতে পারে না, কিন্তু নর্ত্তকের ইচ্ছায়ই নৃত্য করে, সেইরূপ সর্ব্ববস্তুই ভগবানের অধীন, কেহই স্বতন্ত্র নহে।

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতিঃ পঞ্চম্"॥

তৈঃ ২।৮।১,

এই ব্রহ্মের ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, ইহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইহার ভয়ে ভীত হইয়াই অগ্নি ইন্দ্র এবং পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যু ধাবিত হয় অর্থাৎ ভগবানের অধীনে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কেহই স্বেচ্ছায় চলিতে পারে না।

শিরোদ্ধৃত জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব পরব্রহ্মের অধীন বলা হইয়াছে, ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঈশ্বরে প্রথমে তো জীবসমূহকে শুভাশুভ কর্ম্ম করায় আর পুনঃ তাহার ফল ভোগ করায়, এবমপ্রকার স্বীকার করিলে ঈশ্বরে বিষমতা আর নির্দ্দয়তার দোষ যুক্ত হইবে, তাহার নিরাকরণ কি প্রকার হইবে? তদুত্তরে বলিতেছি "কৃত প্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত প্রষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ", ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪০, বেদান্ত বলিতেছেন—না, জীবকৃত ধর্ম্ম বা অধর্ম্মরূপ প্রযত্ন দেখিয়াই ঈশ্বর তাহাকে কার্য্য করাইয়া থাকেন। অতএব উক্ত দোষ নহে। ইহার কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—"বিহিত প্রতিষিদ্ধাবৈয়ার্থ্যাদিভ্যঃ" যদি কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ নিষ্ক্রিয় জীবকে ঈশ্বর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তবে বিধি ও নিষেধের বৈয়ার্থ্য হইত, অতএব তাহাদের সার্থকতার জন্যও নিগ্রহ, অনুগ্রহ এবং বৈষম্যাদি দোষ পরিহার জন্য ঈশ্বরের জীব-কর্ম্মানুসারিণী প্রবর্ত্তনা জানিবেন।

ঈশ্বরদ্বারা যে জীবাত্মাকে নতুন কর্ম্ম করিবার শক্তি আর সামগ্রী প্রদান করেন, তাহা সেই জীবাত্মার জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার সমূহের অপেক্ষাতেই প্রদান করিয়া থাকেন, বিনা-অপেক্ষায় নহে এবং তাহার সহিত পরম সুহৃদ প্রভু সেই শক্তি আর

সামগ্রীর সদসদ্-ব্যবহার করিবার জন্য মনুষ্যকে বিবেকও প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্রে ভাল-মন্দ কর্ম্মের বিধান দিয়াছে, মন্দকর্ম্মের নিষেধও প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে এই সিদ্ধ হয় যে, জীব নিজের স্বভাবের সংশোধন করিবার জন্য মনুষ্যকে ভগবান্ পূর্ণ স্বতন্ত্রতা প্রদান করিয়াছেন, অতএব ঈশ্বর সর্ব্বদা নির্দ্দোষ। ভাবার্থ এই যে মনুষ্য, যে কিছুই কর্ম্ম করে তাহা ঈশ্বর সহযোগেই করে, এইজন্য জীব পরাধীন অবশ্যই। কিন্তু প্রাপ্ত স্বতন্ত্রতা শক্তি আর সামগ্রীর সৎকর্ম্ম ও দুষ্কর্ম্ম করিবার পরাধীন নহে। এইজন্য শুভাশুভ কর্ম্মের ফল দায়িত্ব জীবের। এই স্বতন্ত্রতাকে যদি সেই ঈশ্বরকে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদা তিনার উপর নির্ভর হইয়া যায়তো সহজেই জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই স্পষ্ট করিবার জন্য, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রপস্যসি শাশ্বতম্॥
গীতা ১৮।৬২

যে পরমেশ্বর কর্ম্ম করিবার শক্তি ও সামগ্রী প্রদান করিয়াছেন, যে তোমার হৃদয়ে অবস্থিত আর প্রেরক তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার অশেষ কৃপায় পরম শান্তি স্থান আর নিশ্চল পরম ধামকে, প্রাপ্ত হইবে।

(সমাপ্ত)
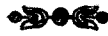
ইং ১৯৯৯ সালে বিদেশে—নেদারল্যাণ্ড (রোটারডাম, ডেনহাগ প্রভৃতি), ফ্রান্স (প্যারিস প্রভৃতি), শ্লোভেনিয়া, ভিয়েনা, রাশিয়া (মস্কো, পিটারস্বুর্গ, বেলারুশের রাজধানী মিন্স), ওডেসা (ইউক্রেন) শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার

[৩০ বৈশাখ (১৪০৬), ১৪ মে (১৯৯৯) শুক্রবার হইতে ৯ আষাঢ়, ২৪ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠার পর]

প্যারিস (ফ্রান্স)

[২ জ্যৈষ্ঠ (১৪০৬), ১৭মে (১৯৯৯) সোমবার হইতে ৮ জ্যৈষ্ঠ, ২৩ মে রবিবার]

১৭ মে সোমবার ফরাসী দেশীয় ভক্ত শ্রী বিন্দুমাধব দাসের মোটরযানে শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী শ্রী সুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রী এস্ কে শর্ম্মা) এবং শ্রী অর্জ্জুন দাসের মোটর যানে শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজের আশ্রিত শিষ্য ত্রয় শ্রী অর্জ্জুন দাস (গাড়ীর চালক), শ্রী জগদীশ দাস ও শ্রী মাধব দাস রোটারডাম হইতে শ্রীতীর্থকর দাস প্রভুর বাসভবন হইতে পূর্ব্বাহ্ন ১১টায় যাত্রা করতঃ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় প্যারিসে শ্রী অরিষ্টনাশন দাস প্রভুর (ব্রুন লেমি Brun Lamyr) বাস গৃহে শুভপদার্পণ করেন। ইনি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের শিষ্য। সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা তাঁহার গৃহে (Nawilly Plaisance 93360 48 Avenue de Rasny) হয়। অন্যান্য ভক্তগণ কিছু দূরে অবস্থিত শ্রী বিন্দুমাধব দাসের গৃহে (চতুর্থ তলে) অবস্থান করেন।

পরদিন ১৮মে মঙ্গলবার শ্রীঅরিষ্টনাশন প্রভুর গৃহে প্রাতে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃরাশের পর সকলে 'শ্লোভেনিয়া' embassy (দূতাবাসে) যান ভিসার জন্য। ভিসা পাইতে কোন অসুবিধা হয় নাই। অতঃপর তাঁহারা প্যারীসে দর্শনীয় Tall Tower (উচ্চ কেল্লা) ও নেপোলিয়ান বোনাপার্টির স্থান দেখাইতে লইয়া যান। উক্ত স্থানে বহু ভারতীয়ের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। বেলা ২টায় সকলে

ফিরিয়া আসেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪ঘটিকায় শ্রী অরিণ্টনাশন প্রভুর, শ্রী বিন্দুমাধবদাস প্রভুর ও শ্রী অর্জ্জুন দাসের তিনটী মোটরযানে রওনা হইয়া চারিঘণ্টা বাদে রাত্রি ৮ ঘটিকায় অনেকটা ভিতরে একান্ত পরিবেশযুক্ত স্থান ইস্কন প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র নিউ মায়াপুর (New Mayapur Iskcon centre) Dom aine d Oublaise 36360 Hugayle Male France-স্থিত ভজন কুটীরে শ্রীল-আচার্য্যদেব তিন মূর্ত্তি মঠের বনচারী ব্রহ্মচারী সেবক-সহ কুটীরে অবস্থান করেন। শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী ও অন্যান্য সকলে পার্শ্ববর্ত্তী বাসভবনে থাকেন। শ্রী অদ্বৈতচন্দ্রের (M.E.Parron)-এর গৃহে হরিকথা ও সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহলাদ চরিত্র আলোচনামুখে সাধু-সঙ্গের মহিমা বুঝাইয়া বলেন ইংরাজী ভাষায়।

১৯মে বুধবার Castle-এ (বিরাট সুরক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভবনে প্রাতের সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের কপিল দেবহূতির সংবাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাধুর লক্ষণ বিষয়ে আলোক সম্পাত করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হয়। Castle-এ শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের শ্রীমূর্ত্তি সমূহ বিরাজিত আছেন।

শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্রের গৃহে রাত্রির সভায় শ্রীল আচার্য্য-দেব শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের বৃত্রাসুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করতঃ বলেন—শ্রীভগবানের যাঁহাকে যথার্থ রূপে কৃপা করেন, তাঁহাকে পার্থিব সম্পদ দেন না।

MIRIPOIX (Near Tolouse)

[মিরিপয়ক্স্ টুলুসির নিকটে]

শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে দুইটী মটরযানযোগে ২০ মে বৃহস্পতিবার মিরিপয়ক্সের পথে শ্রীকৃষ্ণবল্লভ দাসের স্ত্রী শ্রীরাধাপ্রিয়াদাসীর গৃহে (J.F.Patat) 5, Ruepablo Eicasso 47300 Ville Neuve Lot. Telephone No: 0553704530. অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় শ্রীবিন্দুমাধব দাসের গাড়ীতে ও শ্রীঅর্জ্জুন দাসের গাড়ীতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় আসিয়া পৌঁছেন। অর্জ্জুন দাসের গাড়ী রাস্তায় বিকল হইলে মেরামতের জন্য পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। গৃহকর্ত্তা ও গৃহিণী বিবিধ উপাদেয় উপচারে বৈষ্ণব-গণের সেবা বিধান করেন। তথা হইতে যাত্রাকরতঃ শ্রীবিশ্বম্ভরদাসের (Lavillette Monthaut 11240 France) দুইটী মটরযানে রাত্রি ৮-৩০টা ও রাত্রি ৯-০০টায় আসিয়া উপনীত হইলে অপেক্ষমান বহু ভক্ত সংকীর্ত্তন সহ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ইংরাজী ভাষায় ভাষণ প্রদান করিলে শ্রীজয়ন্তকৃৎ দাস ফরাসী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। শ্রী-জয়ন্তকৃৎদাসের বাড়ীর ঠিকানা—

42 Rue Blanauere 11300 LIM
Dux (France)

শ্রীবিশ্বম্ভর দাসের গৃহটী চতুর্দ্দিকে ঝোপঝাড় জঙ্গলের দ্বারা পরিবৃত একান্তস্থান। বাড়ীটি তাহার নিজস্ব নহে, ভাড়া বাড়ী। জঙ্গল হইলেও হিংস্র পশু বা সর্পাদির কোনও ভয় নাই। ভক্তগণ দূর দূর হইতে উক্ত আশ্রমে মোটরযানযোগে আসিয়া সমবেত হন। ২১ মে শুক্রবার ও ২২ মে শনিবার প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপুরুষোত্তমব্রত মহিমা এবং তৎপরে ধারাবাহিকভাবে অম্বরীষ মহা-রাজের চরিত্র প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হয়। ২৩ মে রবিবার সন্ধ্যা ৫টা হইতে রাত্রি ৯-৩০ টা পর্য্যন্ত শ্রীগোলোক ধামে (Villar Zel Do Razas 11300 Limux—owner (মালিক) মার্কিণ দেশীয় শ্রী শক্তিরাম) শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রী-চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ব্রহ্ম-মোহনলীলা ও দামবন্ধনলীলা আলোচনা করেন। সভান্তে ভক্তগণকে প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। 'শ্রীগোলোকধাম' আশ্রম উচু ও গোলাকার, একান্ত স্থান, ভক্তগণ আসিয়া সমবেত হন।

ফরাসী দেশীয় পুরুষ মহিলা ভক্তদ্বয় (১) Gilles Do Bois Galerie 21 Rue Porte d-Amont 09500 MiriPoix France Tele: 0561687836. (২) Mrs. Rose Chavat, Father Christion Chavet-Chavet Lo Village 09120 Chalzan, France—ভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনামাশ্রিত হন। পুরুষ ও মহিলা ভক্তদ্বয়ের ভগবৎপর ও ভগবদ্ভক্তিপর নাম হয় যথাক্রমে শ্রীগোবিন্দ দাস ও শ্রীমতী রুক্মিণী দাসী।

SLOVANIA (শ্লোভেনিয়া)

[অবস্থিতি—১০ জ্যৈষ্ঠ (১৪০৬) ২৫ মে (১৯৯৯) মঙ্গলবার হইতে ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ২৮ মে শুক্রবার পর্য্যন্ত]

'শ্লোভেনিয়া' রাজ্যের রাজধানী লুবিয়ানা' ইংরাজী অক্ষরে লেখা থাকিলেও কিছু উচ্চারণের পার্থক্য আছে, লিখিত অক্ষর এই প্রকার 'Ljubljana'। ১৯৯৮ সালে জুলাই মাসে যখন প্রথম শ্লোভেনিয়ায় আসা হয় তখন কতিপয় ব্যক্তি হরিনামাশ্রিত হন, তন্মধ্যে শ্রীমতী তুঙ্গবিদ্যা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে অধিক উৎসাহী ও আগ্রহী। মহিলা ভক্তগণের নাম—

(১) শ্রীমতী ইভানা সালামুন, পরিবর্ত্তিত নাম—
শ্রীমতী ইন্দুলেখা (IVANA SALAMUN)

(২) শ্রীমতী টাটিয়ানা ফিস্টার, পরিবর্ত্তিত নাম—
শ্রীমতী তুঙ্গবিদ্যা, Tatjana Fister
Graj zergeva 6
1260 Ljublijana—Polje
Phone:-0038661 482932

(৩) শ্রীমতী জানা রাজ, পরিবর্ত্তিত নাম—
শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী (JANA RAJH)

(৪) Batler Marinka (বাটলার মরিঙ্কা)
পরিবর্ত্তিত নাম শ্রীমতী দেবকী দেবী দাসী

(৫) Baksa Frida, পরিবর্ত্তিত নাম—
শ্রীমতী বিশাখাদেবী দাসী

পরবর্ত্তিকালে শ্রীমতী তুঙ্গবিদ্যা পুরীতে শ্রীদামোদর ব্রতে টাকা দেন এবং কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতা হন। তাঁহার পুত্রও হরিনামাশ্রিত ও দীক্ষিত হইয়া শ্রীমদনগোপাল নাম প্রাপ্ত হন। উভয়েই শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচা.র উৎসাহী।

পাশ্চাত্যদেশে সর্ব্বত্রই রাস্তা সুন্দর থাকায় অধিকাংশ ব্যক্তি মোটরযানে ('car'এ) দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে উৎসাহী। মহারাজের কষ্ট লাঘবের জন্য শ্রীবিন্দুমাধবদাস প্রভু এইরূপ ব্যবস্থা করেন। মিরিপয়েক্স হইতে কএক হাজার কিলোমিটার দূরবর্ত্তী মেণ্টন পর্য্যন্ত দুইটী মোটরযানে যাইবেন, মেণ্টন হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব সেবকসহ ট্রেনে যাইবেন, তজ্জন্য প্রথম শ্রেণীতে টিকিটও রিজার্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল মহারাজ উহা সমর্থন না করায় একসঙ্গেই মোটরযানে যাওয়াই স্থির হয়।

২৪ মে সোমবার শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা শ্রীবিন্দুমাধব দাসের মোটরকারে এবং শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধব দাস ও শ্রী জগদীশ দাস শ্রীঅর্জ্জুন দাসের মোটরযানে মিরিপয়েক্স শ্রীবিশ্বম্ভর দাসের গৃহ হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০টায় যাত্রা করতঃ অপরাহ্ন ২-৩০টায় Nice (নিসে) আসিয়া পৌঁছেন। তথায় সকলে রেল ষ্টেশনের এলাকায় বৃক্ষাদি মণ্ডিত মুক্ত স্থানে কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য অপেক্ষা করেন। মধ্যাহ্ন কালীয় প্রসাদও গ্রহণ করেন। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় মোটরযানে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শ্রীবিন্দুমাধব দাস প্রভু ইটালী দেশের রেলওয়ে ষ্টেশনে যান টিকিট বাতিল করিয়া টিকিটের অর্থ ফেরৎ লইতে। ইটালী দেশের মধ্য দিয়া শ্লোভেনিয়া যাওয়ার পথে অসংখ্য কয়েকশত সুরঙ্গ (Tunnel) অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। দ্রুতগতিতে চলিয়া রাত্রি ১১-০০ টায় সকলে শ্লোভেনিয়া পৌঁছিলেন। প্রমাণ পত্র পরীক্ষার জন্য কিছু সময় তথায় অতিবাহিত হয়, ৬৪ কিলোমিটার দূরবর্ত্তী রাজধানী লুব্লিয়ানা-রেলওয়ে ষ্টেশনে সকলে মধ্যরাত্রে পৌঁছেন। শ্রীবিন্দুমাধব দাস প্রভু তুঙ্গবিদ্যাকে তাঁহার অফিসে ফোনে জানাইয়া দিয়াছিলেন রেল ষ্টেশনে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া যাইতে। তুঙ্গবিদ্যা অফিসে ছিলেন না, যে ব্যক্তিকে সংবাদ দিয়াছিলেন তিনি তুঙ্গবিদ্যাকে বলেন নাই। বহু সময় রেল ষ্টেশনে বসিয়া কেহই না আসায় তখন একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাহায্যে অনেক অন্বেষণের পর তুঙ্গবিদ্যার ঘরে আসা হয়। তুঙ্গবিদ্যা নিদ্রাভিভূত ছিলেন। ডাকাডাকির পর তিনি উঠেন। মহারাজকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। তিনি তাহার মোটরকারে যাইয়া একটি সম্ভ্রান্ত পান্থনিবাসে (Hotelএ) কক্ষাদি রিজার্ভ করেন। শেষ রাত্রি ১-৩০টায় পান্থনিবাসে আসার পর অত্যন্ত ক্লান্ত শ্রান্ত থাকায় সকলে আহারাদির চিন্তা না করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন। মঠের রুশ দেশীয় ভক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দাবন দাসের (Victor) রুশদেশ হইতে তথায় পৌঁছিবার সংবাদ জানা গেল। পরদিন প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় তাহার সহিত সাক্ষাৎকার হয়। পান্থনিবাসটী মর্য্যাদাসম্পন্ন। লুব্লিয়ানা সহরের উত্তর

পার্শ্বে উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯-৩০টা পর্য্যন্ত Saveljoka 101, Kondena Pataja mestinega Autobusa 14 হলঘরে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীভাগবতের শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। শ্লোভেনিয়া ভাষায় বুঝাইবার জন্য একজন যোগ্য দোভাষী (Interpreter) নিযুক্ত হন।

২৬মে বুধবার শ্রীল আচার্য্যদেব লুবিল্লিয়ানা সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ইস্কন মন্দির দর্শনের জন্য আমন্ত্রিত হইয়া সদলবলে গিয়াছিলেন। রাত্রির সভা Saveljska গতকল্যকার স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস মহাদ্বাদশী তিথি থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব হরিবাসর তিথি ব্রত পালনের বিষয় বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া বলেন। ২৭শে মে শ্রীমতী তুঙ্গবিদ্যার ব্যবস্থায় celju (সেলিইয়া) স্থিত টাউনহলে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব 'দুঃখের কারণ ও তৎ প্রতিকার' সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। Celje জেলার ফ্রাঙ্কুলাভো গ্রামে ভক্ত শ্রীদামোদর দাসের গৃহে অবস্থান করা হয়। অদ্য শ্রীবৃন্দাবন দাস (ভিক্টর) বিমানযোগে মস্কো যাত্রা করেন তথায় প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য। ২৮মে শুক্রবার প্রাতে শ্রীদামোদর দাস প্রভুর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তি সাধনের জন্য ষড়ঙ্গ শরণাগতি শিক্ষার অত্যাবশ্যকতার কথা বলেন। তথায় নাম সংকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রিতে ৫ ঘটিকা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত Moribor-Obmocnezvorniceএ (কমিউনিটি সেণ্টারে) শ্রীদামোদর দাস প্রভুর ব্যবস্থায় ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। বক্তব্য বিষয় 'বেদের শিক্ষা' শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে প্রমাণ উল্লেখ করতঃ—

'বেদশাস্ত্র কহে-সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্য সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন॥"

বিষয়টি বিস্তার রূপে বিবিধ শাস্ত্রের প্রমাণসহ বিশ্লেষণ করায় বুঝাইয়া বলিলে শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন। সংকীর্ত্তন হলটি খুবই মর্য্যাদাসম্পন্ন।

(ক্রমশঃ)

ইং ২০০০ সালে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে (৬ চৈত্র ১৪০৬, ২০ মার্চ্চ ২০০০ সোমবার) গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল গুণানুসারে

প্রথম বিভাগ

(১) শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী (উৎকল নিবাসী)
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চণ্ডীগড়

তৃতীয় বিভাগ

(২) শ্রীগৌরহরিদাস ব্রহ্মচারী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ডরোড, পুরী

ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ

অবন্তীদেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের উক্তিঃ —

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥"

পাঠান্তর—'স অস্থায়'

"অতএব আমি পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের সেবিত এই পরমাত্মজ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা-দ্বারাই অনন্ত অপার অজ্ঞান উত্তীর্ণ হইব ॥"

"প্রভু কহে—সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দসেবনব্রত যেরূপ নির্দ্ধারণ ॥
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ ॥
সেই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৭-)

—শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৩।৫৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের 'অনুভাষ্যে' দ্রষ্টব্য—'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকা ৩১ বর্ষ ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠার অনুভাষ্যে উদ্ধৃত—

"চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ-বিচারে বৈষ্ণবচিহ্ন, ধারণের অন্তর্গত তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ। যাঁহারা এই তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ ধারণ করেন, তাঁহাদেরই মুকুন্দ-সেবায় সংসার হইতে উদ্ধার হয়। পরাত্মনিষ্ঠগণ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বেষ ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ ত্রিদণ্ডবেষ ধারণ করিতেন, পরে বিষ্ণুস্বামী কলিযুগে ত্রিদণ্ডবেষকেই 'পরাত্মনিষ্ঠা' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়া মুকুন্দসেবায় নিষ্ঠা প্রবর্ত্তন করেন। ঐকান্তিকী ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেই ত্রিদণ্ডের সহিত চতুর্থ 'জীব-দণ্ডের' সংযোগে যে একদণ্ড বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গতই ত্রিদণ্ডবিধান। একদণ্ডি-সম্প্রদায় ত্রিদণ্ডের একতাৎপর্য্যত্ব বুঝিতে না পারায় ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক শিবস্বামীগণ পরবর্ত্তিকালে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দেশ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের এক-দণ্ড সন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপন পূর্ব্বক সেব্য-সেবকভাব বা মুকুন্দসেবা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত অষ্টোত্তরশতনামী সন্ন্যাসীগণের পরিবর্ত্তে দশনামীর ব্যবস্থাই কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর যদিও আর্য্যাবর্ত্তের তাৎকালিক প্রথামতে একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই একদণ্ডের অভ্যন্তরে দণ্ডচতুষ্টয় একীভূতই ছিল, ইহা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর গীতি গান করিয়াছিলেন। পরাত্মনিষ্ঠার অভাবে যে একদণ্ড, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদিত নহে। ত্রিদণ্ডিগণ দণ্ডত্রয়ের সহিত জীবদণ্ডের সং-যোগে ঐকান্তিকী-ভক্তির বিধান করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত ভক্তিরহিত একদণ্ডিগণ নির্ব্বিশেষ মতাবলম্বী হওয়ায় তাঁহারা পরাত্মনিষ্ঠাবিমুখ, সুতরাং ব্রহ্মসংজ্ঞক প্রকৃতিতে লীন হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট হওয়াকেই 'মুক্তি' বলিয়া মনে করেন। আর্য্যাবর্ত্তবাসী মায়াবাদীগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে 'ত্রিদণ্ডি' বলিয়া অবগত না হওয়ায় তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞানে 'বিবর্ত্ত' উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্ভাগ-বত একদণ্ড সন্ন্যাসের কোন কথাই বলেন নাই, ত্রিদণ্ডধারণকেই তুর্য্যাশ্রমের একমাত্র বেষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকেই বহুমানন করিয়াছেন, বহিঃপ্রজ্ঞ মায়াবাদি-গণ তাহা বুঝিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে অদ্যাবধি তাঁহার অনুগত জনের মধ্যে শিখাসূত্রযুক্ত সন্ন্যাস প্রচলিত আছে। একদণ্ডি মায়াবাদীগণ শিখাসূত্রবর্জ্জিত এবং ত্রিদণ্ড-মাহাত্ম্য বুঝিতে অসমর্থ, যেহেতু তাঁহাদের শ্রীভগবানে সেব-প্রবৃত্তি নাই। বিষয়সেবানিমগ্ন চিত্তে ধৈর্য্যহীন হইয়া তাঁহারা অতদধর্ম্মাশ্রয়ে সেব্য-সেবক-ভাব বর্জ্জিত হইয়া প্রকৃতি বা ব্রহ্মে লীন হইবার বিচার করিয়া থাকেন। দৈববর্ণাশ্রমপ্রবর্ত্তনকারী আচার্য্যগণ আসুরবর্ণাশ্রমীর বোধ ও চিন্তাস্রোত প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না।

শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে পরম প্রবীণ শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু স্বয়ং ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বিচার গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব উপাধ্যায়কে তদীয় ত্রিদণ্ডিশিষ্য বলিয়া

গ্রহণ করিয়াছেন। এই মাধবাচার্য্য হইতেই পশ্চিম-দেশে শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-স্মৃতাচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর আচার্য্য ও শ্রীগুরুদেব ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর প্রবর্ত্তিত ত্রিদণ্ডবিধানে দীক্ষিত শ্রীল গোপালভট্ট কিরূপ বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও শ্রীরূপ গোস্বামীর লিখিত 'উপদেশামৃতে'র আদি শ্লোকস্থ ত্রিদণ্ডবিধানের আনুগত্য বৈষ্ণবস্মৃতাচার্য্যে উত্তমরূপেই পরিস্ফুট ছিল। কেবলাদ্বৈত বিচারে একদণ্ড শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত কেহই অঙ্গীকার করেন নাই। শিখা-মুণ্ডিত ও সূত্রবিহর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ বিচারপর সন্ন্যাসীগণ তাঁহাদের বিচার-প্রণালী গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রচলিত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের ত্রিদণ্ডি-শ্রীধরস্বামীপাদের প্রণালীই অনুমোদিত ছিল। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীধরের শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারপ্রণালী বুঝিতে না পারায় তাঁহাকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিতে চান, কিন্তু উহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনভিপ্রেত।"

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত ব্রহ্মচারী শিষ্য চতুষ্টয় জীবনের অবশিষ্টকাল একান্তভাবে মুকুন্দসেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২ বিষ্ণু (৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ) ৮ চৈত্র (১৪০৬) ২২ মার্চ্চ (2000) বুধবার শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীলগুরুদেবের মূল সমাধি মন্দিরে জগমোহনে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম-সন্নিধানে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্য নিষ্কিঞ্চন মহারাজের সমক্ষে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস বেষ এবং সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থানকারী বয়স্ক সেবক বাবাজীর বেষ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বনাম ও বর্ত্তমান সন্ন্যাসাশ্রমের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

	পূর্ব্বনাম	বর্ত্তমান নাম
(১)	শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী	ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ গোবিন্দ মহারাজ
(২)	শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী	ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ বিষ্ণুদেবত মহারাজ
(৩)	শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী	ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ জিতেন্দ্রিয় মহারাজ
(৪)	শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী	ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন তপস্বী মহারাজ
(৫)	শ্রীশেষশায়ী দাসাধিকারী	শ্রীশেষশায়ী দাস বাবাজী মহারাজ
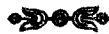
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় এবং পরিচালক- সমিতির পরিচালনায় শ্রীনদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নয়দিনব্যাপী বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসহ বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান বিগত ২৩ গোবিন্দ (৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ) ২৯ ফাল্গুন (১৪০৬ বঙ্গাব্দ), ১৩ মার্চ্চ (2000 খৃষ্টাব্দ) সোমবার হইতে ১ বিষ্ণু (৫১৪ শ্রী

গৌরাব্দ), ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২৯ ফাল্গুন ১৩ মার্চ্চ সোমবার শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অধিবাস কৃত্য, ৩০ ফাল্গুন ১৪ মার্চ্চ মঙ্গলবার আত্মনিবেদন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ, ১ চৈত্র ১৫ মার্চ্চ বুধবার শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ, ২ চৈত্র ১৬ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার কীর্ত্তন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শরণ ভক্তিক্ষেত্র মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শুক্রবার দ্বাদশী তিথিতে বিরতি, ৪ চৈত্র ১৮ মার্চ্চ শনিবার পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ, অর্চ্চন-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ, বন্দন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও দাস্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ, ৫ চৈত্র ১৯ মার্চ্চ রবিবার সখ্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা ও গৌরাবির্ভাব অধিবাস তিথিকৃত্য, ৬ চৈত্র ২০ মার্চ্চ সোমবার গৌরাবির্ভাব তিথিপূজা ব্রত এবং পরদিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণ মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই মহদনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত নরনারী এবং বাহির হইতেও বহু বিদেশী ভক্তগণের সমাবেশ হয়। নববিধাভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ ধামের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানসমূহ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ দর্শন করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রতিটী স্থানের মহিমা নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-গ্রন্থপাঠ করিয়া বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। পরিক্রমার চতুর্থ দিবস চারিটী দ্বীপ-পরিক্রমা, গঙ্গা পারাপার ও দীর্ঘপথ পরিভ্রমণ হেতু রাত্রি ১০ ঘটিকায় পরিক্রমাকারী ভক্তগণ ফিরিয়া আসেন। উক্ত দিন ব্যতীত অন্যান্য দিবসে শ্রীমঠে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় মূল কীর্ত্তনীয়া রূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ, শ্রী শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রী যোগেশ ব্রহ্মচারী শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী। পরিক্রমাকালে তৃতীয় দিবস একাদশী তিথিতে অপরাহ্নে অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। শ্রীনৃসিংহ পল্লীতে পুষ্করিণীর পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থ ভক্ত শ্রী সুজিত রায় মহাশয়ের বাড়ির সংশ্লিষ্ট প্রাঙ্গণে (চূণীপোতা ঠাকুর দীঘি), শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমাকালে শরডাঙ্গায় ইস্কনের শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সংশ্লিষ্ট জমীতে অপরাহ্নে খেচরান্নপ্রসাদ এবং চতুর্থ দিবসে বিদ্যানগরে স্বধামগত শ্রীগয়ারাম দাসের গৃহের নিকট প্রাঙ্গণে অন্ন প্রসাদের ব্যবস্থায় মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন শ্রীপরেশাভব দাস ব্রহ্মচারী।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার ব্যবস্থায় মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ ও তাঁহার সহায়করূপে শ্রী ভূতভাবনদাস ব্রহ্মচারী প্রতিদিন বিভিন্ন দ্বীপ-পরিক্রমা-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগদানকারী ভক্তদের নিয়ন্ত্রণ, অসুস্থ ও বয়স্ক যাত্রীদের জন্য যানবাহনাদির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কার্য্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সুসম্পন্ন করেন।

৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ ফাল্গুণী পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভায় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্তদিবস শতাধিক নরনারী শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ সোমবার ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি বাসরে সমস্ত দিন উপবাস ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, সন্ধ্যায় শুভাবির্ভাবকালে শ্রীগৌরবিগ্রহের পূজা মহাভিষেক, ভোগরাগ সংকীর্ত্তন সহযোগে উদ্‌যাপিত হয়।

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠে ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ সোমবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য্যবিবরী পাঠ করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও দৃঢ়ীকৃত হয়। শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ শ্রীমঠের গত-বৎ-সরের পরিচালক সমিতির রিপোর্টে—শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, হেড অফিস কলিকাতা ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং ভারতব্যাপী শাখামঠসমূহে সকল-প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালক সমিতির পরিচালনায় মঠরক্ষকগণের ও মঠসেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রযত্নে সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের সেবা প্রচেষ্টায় শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিশাল তোরণ নির্ম্মাণের কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার সেবা প্রযত্নে মূল মন্দিরে ও সংকীর্ত্তন ভবনের ভিতরে ও বাহিরে চিত্তাকর্ষক মহাপ্রভুলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা অপূর্ব্ব মূর্ত্তির সাহায্যে প্রদর্শিত এবং মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীলগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট রাধাকুণ্ডে অষ্টসখীর ঘাট নির্ম্মাণকার্য্যও অতীব মনোজ্ঞরূপে দ্রুতগতিতে চলিতেছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রণের জন্য এবং গ্রন্থবিভাগের জন্য গৃহ নির্ম্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠার সহিত গ্রন্থ-বিভাগের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

নদীয়া জেলান্তর্গত কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের সেবা প্রচেষ্টায় দ্বিতল সংকীর্ত্তন ভবনের নিম্নতলার কার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ এবং দ্বিতলের কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। তথায় মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্‌গুরুদেবের শ্রীবিগ্রহও প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে গ্র্যাণ্ডরোডস্থ শ্রীমঠের উত্তর-পার্শ্বস্থ অধিকৃত জমির উদ্ধার ও ভদবদ্‌লীলা প্রদ-র্শণীর জন্য প্রাচীর নির্ম্মাণে আনুকূল্যাদি করেন জলন্ধরের শ্রীমদনলাল গুপ্তা, চণ্ডীগড়ের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপ্রেমজী ও এডভোকেট দেওয়ানসিং নাগপাল।

নদীয়া জেলার চাকদহ-যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের মঠরক্ষক শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্ম-চারীর সেবাপ্রচেষ্টায় সাধুনিবাসের ত্রিতল সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিথিভবনের জন্য জমী সংগ্রহ এবং প্রাচীরের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীজন্নাথদেবের স্নানবেদী ও রন্ধনশালা আদি পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছে।

ত্রিপুরারাজ্যের আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ নতুন সাধুনিবাসের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার নিষ্কপট সেবা প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

আসামে গোয়ালপাড়া সহরে বর্ত্তমান আচার্য্যের জন্মস্থানের কার্য্যে জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্তা এবং পাঞ্জাবের শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বা এবং অনান্য ভক্তগণের সেবা-প্রযত্নে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

আসামে বরপেটা জেলান্তর্গত সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ সরভোগ মঠে নূতন সাধুনিবাস ও রন্ধন-শালার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

আসামে গুয়াহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহা-রাজের সেবা প্রচেষ্টায় মঠে সাধুনিবাসের ত্রিতলের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং শীঘ্র উক্তনির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে।

চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের সেবাপ্রযত্নে নূতন কক্ষনির্ম্মিত এবং বিদেশী ভক্তগণের জন্য অতিথিভবনের নির্ম্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেন।

উত্তরপ্রদেশে মথুরা জেলান্তর্গত গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজের সেবাপ্রযত্নে মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুরুদেবের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং কক্ষাদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ গো-শালা এবং প্রসাদ বিতরণের জন্য জমি সংগ্রহ ও তথায় প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করি-য়াছেন।

উত্তরপ্রদেশে মথুরা জেলান্তর্গত মধুবন মহোলিতে শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রেরণায় নূতন পাকা গৃহ স্নানাগার-শৌচাগার সহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার রিপোর্ট প্রদান করেন অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় বিশেষভাবে সহায়তার জন্য শ্রীচৈতন্যবাণীর পক্ষ হইতে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ নিম্নলিখিত সেবকগণকে "গৌরাশীর্ব্বাদ" প্রদান করেন ঃ—(ক) শ্রীনিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, চণ্ডীগঢ়—"সেবাসুন্দর", (খ) শ্রীপ্রাণ-নাথ ব্রহ্মচারী, দেরাদুন—'ভক্তিভূষণ", (গ) শ্রীদেবকী নন্দন দাস ব্রহ্মচারী—"ভক্তিপ্রচারনিষ্ঠ", (ঘ) শ্রীমধু-সূদন ব্রহ্মচারী, চাকদহ—"কৃতিরত্ন" (ঙ) শ্রীশুভেন্দু রায়, চাকদহ—" ভক্তবন্ধু", (চ) শ্রীঅকিঞ্চন দাস, লণ্ডন—"ভক্তিবিজয়" (Anthony Barker)।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মুখ্যভাবে আনুকূল্য সংগ্রহে যত্ন করেন—(ক) শ্রী-দেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎ কুমার ব্রহ্মচারী ও শ্রীরণজিৎ ব্রহ্মচারী। তাঁহারা আনুকূল্য সংগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মঠে ফিরিয়া পরিক্রমার বিবিধ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন (খ) শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী—তাঁহার সহায়ক শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী মঠকে সুসজ্জিত করিতে এবং শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমার ও বিদ্যানগর পরিক্রমার দিন মধ্যাহ্নে প্রসাদের এবং নৃসিংহপল্লীতে একাদশীর দিন অনু-কল্পের রন্ধন ও পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন। শ্রীনব-দ্বীপ ধাম পরিক্রমার ব্যবস্থার মুখ্যদায়িত্বে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রী-মঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহা-রাজ ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের স্বধাম প্রাপ্তিতে এবং তিরোধানে বিরহ বেদনা জ্ঞাপন করেন ঃ—শ্রীসত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী লেকটাউন, শ্রীমতী কমলাবালা ঘোষ কলিকাতা, ডক্টর দামোদর পণ্ডা—ভুবনেশ্বর (ওড়িষ্যা), শ্রীযুক্তা হরিমতি দেবী (মায়াপুর) শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীদীননাথ দাসাধি-কারী—রাণাঘাট (নদীয়া) শ্রীরমেন্দ্রকিশোর সরকার শ্রীমতী চিত্রবালা দেবনাথ, শ্রীমতী অনন্তপ্রভা সাহা ময়নাগুড়ী, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা পাল।

পাঞ্জাবে ভাটিণ্ডা সহরের মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের প্রচেষ্টায় তথায় জমী সংগৃহীত, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন, শ্রীমন্দির গৃহাদী নির্ম্মাণ কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়ায় শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে সহায়তা করায় তাহাদের সেবা-প্রচেষ্টায় ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলনে উৎসাহপ্রদান করিতে শ্রী-চৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীধামমায়া-পুর ঈশোদ্যানস্থ মূলমঠে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিতে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ-বৎসরও ভক্তিশাস্ত্রী পরিক্ষা গৃহীত হয়।

শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত (Audited Report) ১৯৯৮-১৯৯৯ সালের বার্ষিক আয় ব্যয়ের এবং Balance sheetএর হিসাব সভায় উপস্থাপিত করেন এবং সভায় উহা পাঠ করিয়া শুনান। উপস্থিত সদস্যগণ সকলেই অনুমোদন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উপরিউক্ত Audited Reportএ সহি করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্ব নিষ্কিঞ্চন মহা-রাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন ২০০০-২০০১ সালের জন্য চক্রবর্ত্তী এণ্ড নাথকে (১২১ হরিশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা ২৬) হিসাব পরীক্ষক (Auditorরূপে) নিয়োগ করা হউক বলেন। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সংবৎসরব্যাপী পরিচালক সমিতির কার্য্যকলাপ উত্থাপিত হইলে উপস্থিত সদস্যগণ সকলেই পরিচালক সমিতির সদস্যগণের কার্যসমূহের প্রশংসা করেন এবং প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বতোমুখী সমুন্নতির জন্য তাঁহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ—১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। গীতার প্রতিপাদ্য
৪৯। বেণুগীত
৫০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা—যন্ত্রস্থ
৫১। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস
৫২। The Vedanta
৫৩। The Bhagabat
৫৪। Rai Ramananda
৫৫। Vaishnavism
৫৬। Sree Brahma-Samhita
৫৭। Saranagati
৫৮। Relative Worlds
৫৯। शिक्षाष्टक
৬০। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৬১। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৬২। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৬৩। भजन-गीति
৬৪। श्रीचैतन्यभागबत
৬৫। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬৬। परम तत्व-विचार
৬৭। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৮। साध्य-साधन-तत्व विचार
৬৯। मैं कौ हूँ ?
৭০। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৭১। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীচৈতন্য বাণী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
চত্বারিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৩৬২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৪০শ বর্ষ — শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭ — ৪র্থ সংখ্যা
১১ ত্রিবিক্রম, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ২৯ মে ২০০০

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৩ পৃষ্ঠার পর]

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রানাবলম্বকাঃ ॥"

আমরা ভগবানের শরণাগত—বৈষ্ণবের শরণাগত। ভগবান্‌কে দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের দাসগণের জুতা বইতে পার্‌লেই কৃষ্ণদাস্যময় স্বরূপগত প্রতীতি লাভ হ'বে। কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—মধুররসাশ্রিতা গোপীগণ। সেই গোপীগণের কৃষ্ণবিরহভাবময়ী চিত্তবৃত্তি এই-রূপ,—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষেঃ
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥"

বার্ষভানবী তাঁহার কোন সখীকে বলিতেছেন,—হে সহচরি ! আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হ'য়েছেন, আমিও সেই রাধা ; আবার আমাদের মিলনসুখও তা'ই বটে, তথাপি কৃষ্ণের ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমতানে আনন্দ-প্লাবিত কালিন্দীপুলিনস্থিত কাননের জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হ'চ্ছে।

প্রপঞ্চে জীবের অবস্থিতি ও বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া

'জীব'-শব্দে—যাহার জীবন আছে। ভগবানের তিন প্রকার শক্তি—বহিরঙ্গা, অন্তরঙ্গা ও তটস্থা। জীব সৃষ্ট পদার্থ নহে। জীব—অজ, নিত্যকাল বর্ত্তমান, তাহার তটস্থা-ভেদ আছে। জীবের সহিত ঈশ্বরের নিত্যভেদ। মহাপ্রভু ব'লেছেন,—"মায়াধীশ-মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

জীব তটস্থ-শক্তি-পরিণত বস্তু। জীব—বস্তু, অবাস্তব আকাশ-কুসুম নয়। জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীব—সেবক ; জীব সেব্য—কৃষ্ণ।

ভগবানের সীমাযুক্ত দর্শনে বদ্ধজীবত্ব। তা'র নিত্যকৃত্য—প্রভুর সেবা করা। জীবের জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম আছে। জীব নিত্যকাল বর্ত্তমান, নিত্য আনন্দপ্রার্থী; যখন বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা গ্রস্ত হ'ন, তখনই আনন্দের সন্ধান ভুলে যা'ন। যখন জীবাত্মা সেবন-ক্রিয়াশীল থাকেন না, তখন ভগবানের সেবাকার্য্য প্রকাশিত হয় না, কিংবা গৌণভাবে প্রকাশিত থাকে; যেমন গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতির। গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু বুঝ্তে পারেন না যে, তাঁ'রা শ্রীভগবানেরই সেবা ক'র্ছেন; তাঁ'দের শান্তরস। ভগবানের সেবাব্যতীত শান্তি হয় না। কৃষ্ণ যে যন্ত্রের দ্বারা তা'দিগকে পরিচালিত করেন, তা'দ্বারা চালিত হ'য়ে সেবা ক'র্ছেন, ইহা বুঝ্তে পারেন না। যেহেতু তা'রা শান্ত, সেজন্য তাঁ'দের অন্য কার্য্যে অভিলাষ হয় না। তাঁ'রা জানেন না যে তাঁ'রা সেবা ক'র্ছেন; কিন্তু তাঁ'রা সেবা ক'র্ছেন, নতুবা তাঁ'দের শান্তি সম্ভব হ'ত না।

ভগবানের সেবা যাঁ'রা না করে, তাঁ'দের বদ্ধাবস্থা। মুক্তগণের ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই। শব্দের দ্বারাই পূর্ণসেবা হয়। ইহ জগতের সেবা জড়বস্তুর প্রতি হ'য়ে যায়। অবিমিশ্র-ভাবে ভগবৎসেবা একমাত্র কীর্ত্তনের দ্বারা হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষ্ণকীর্ত্তন অর্থাৎ শ্রীশিক্ষাষ্টকে শিক্ষালাভ এবং শিক্ষাপ্রদান ব্যাপার একমাত্র আবশ্যক। Churchএর Prayer-ও—কীর্ত্তন, যদি অবিমিশ্রভাবে হয়। প্রার্থনাও কীর্ত্তন। দূরস্থিত বস্তুকে কিছু বল্‌তে হ'লেই কীর্ত্তন করতে হয়। বস্তুকে নিকটে পেলে মন্ত্র individual sound (ব্যক্তিগতশব্দ)। কৃষ্ণের কথা ভিন্ন ভিন্নভাবে কীর্ত্তিত হ'য়ে আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। যখন সেই কীর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ কর্‌বার বিচার থাকে না। ভোগিত্ব কর্ত্তৃত্বের অভিমান উল্টে গিয়ে 'আমি দাস' এই বিচার প্রবল হয়। সেটাই—স্বাস্থ্য। বর্ত্তমানে আমাদের আময়যুক্ত অবস্থা। বর্ত্তমানের ইন্দ্রিয়ব্যাপার তাঁ'র কাছে যাচ্ছে না, মাঝখানে আটক করে দিয়েছে—গুণজাত পদার্থ আটক ক'রেছে। যা' আগে ছিল না, পরে উপস্থিত হ'য়েছে। যেমন সোডা ও এসিড্। কর্ত্তৃত্বটা অনুস্যূত ভাবে ছিল, দু'টো জিনিষ একত্র হওয়ায় ক্রিয়া আরম্ভ হ'ল। এটা ভগবানের গৌণ-ক্রিয়া।

ভগবানের মুখ্য ক্রিয়া—অন্তরঙ্গ-শক্তি-পরিণত জগতে। সেখানে নিত্যত্ব, পূর্ণত্ব এবং সদানন্দত্ব আছে। এ জগতে তা'র বৈপরীত্য দেখা যায়, প্রতিফলিত ভাবমাত্র।

এখানকার 'সত্য'—তাৎকালিক, সরে যায়, ধ্বংস হ'য়ে যায়, নিত্য নয়—খণ্ডকালের মধ্যে খানিকক্ষণ প্রকাশমান হয়, রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের ন্যায়। জড়জগতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থ কিছুক্ষণের জন্য। তা'তে আমাদের কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করার শক্তি কিছুদিনের জন্য হয়। শক্তি ক্রমে ক্রমে কমে যায় জোয়ার ভাটার মতন। বিদেশী (foreign) জিনিষ অভ্যাগতের মতন আসে আবার চলে যায়। ইহাই এই জগতের অবস্থা। আমরা এখানে—এই জড়জগতে আসি—ভোগীর পোষাকে নায়ক সজ্জায় আসি। আমাদের part কার্য্য বলাবলি হ'য়ে গেলে বাড়ী চলে যাই। এখানে আমাদের নিত্যাবস্থান নয়। জড়—পরিবর্ত্তনশীল। চেতনের পরিবর্ত্তন নাই। চেতন ক্ষুব্ধ হয় না—ধ্বংস হয় না—বিকৃত বা বিপর্য্যস্ত হয় না। জড়ের পরিবর্ত্তন-শীল ধর্ম্ম আছে ব'লে এর একটা নশ্বরভাবে, আগন্তুকভাবে Progressiv face ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ভঙ্গী আছে।

জীব—অজ। মনকে যদি 'জীব' বলা যায়, তা' হ'লে তা'তে অজত্ব আরোপ করা যায় না। মনোধর্ম্মিগণ বলেন,—মন মধ্যখানে আছে অচিদ্ গ্রহণের জন্য। সঙ্কল্প বিকল্পের দ্বারা অচিদ্‌গ্রহণ সম্পাদিত হয়। মনকে আত্মার সহিত এক করা যায় না। মন সর্ব্বদা বহির্জ্জগতে বিচরণশীল। মন চেতনধর্ম্মের পরিচয়ে অবস্থিত। মন বহির্জ্জগতের স্থূলবস্তু গ্রহণ ক'রতে পারে, abstraction প্রতিবিরোধ বিচার ক'রতে পারে—নিত্যবস্তু ঈশ্বরের সংবাদ রাখ্‌তে পারে না। নিত্যত্বের সংবাদ রাখে না, জ্ঞানময় হ'তে পারে না। এ সবই আত্মার ধর্ম্ম। যে স্থলে অধিষ্ঠান স্থায়ী নয়, সে স্থলে অভিনয়ের পোষাক পরে থাকামাত্র বল্‌তে হ'বে। লোকে যে

ঘরে থাকে, সে ঘরটাকে 'লোক' বলা যায় না। লোক চলে গেলে ঘরটা প'ড়ে থাকে।

'শরীর' এবং 'আমি' এক নই। আমার স্থূল-শরীর, আমার সূক্ষ্ম শরীর। 'আমি' আমার সহিত এক নই। সম্বন্ধযুক্ত হ'য়েছে মাত্র, কিন্তু identical অভিন্ন নয়। একজন—Property (স্বত্ব), আর একজন—Proprietor (স্বত্বাধিকারী), যখন Analytical view (বিশ্লেষণমূলক ধারণা) নিতে পারি না, তখন identical (অনন্য বা একই) ভাবি।

শরীর থেকে চেতনের উদ্ভব হয়, ইত্যাদি মত সকল নাস্তিকতা। দেশটা আমি নই, 'কাল' একটা স্বতন্ত্র জিনিষ,—'কাল' 'আমি' নই। যেখানে সম্বন্ধ, ষষ্ঠী প্রয়োগ, সেখানে পাত্র যদি দেশের সহিত নিজেকে 'এক' মনে করে, তা' হ'লে ভুল হ'ল। দেহী দেহ পরিত্যাগ করে,—শরীর পড়ে থাকে। মন—subtle body বা সূক্ষ্মশরীর dim reflection of animation (চেতনতার অস্পষ্ট প্রতিফলন)—চেতনের আভাস meddling* with the world *জড়জগতের সহিত চল্যাফেরা ক'রছে* —কিন্তু স্বতন্ত্র। সে জিনিষটার মালিকের সঙ্গে পার্থক্য আছে। চেতন বা জীব—সূক্ষ্ম শরীরের মালিক, স্থূল শরীরের মালিক।

লক্ষ্মণদেশিক বোধায়ন-ঋষির নিকট হ'তে অবগত হ'য়েছিলেন—জীব চেতনের অংশ, চেতনের সমষ্টি—ঈশ্বর এবং অচেতন পদার্থের মালিকও ঈশ্বর। বর্ত্তমান কালে আমরা যে-ভাবে অচেতন পদার্থগুলিকে নিযুক্ত ক'রতে চাই, তা'রা সেইভাবে নিযুক্ত হ'বার যোগ্য। যেরূপ আমাদিগকে অচিতের মালিকরূপে বলা হয়, ইশ্বরও সেরূপ চেতনের মালিক।

জীবকে চিৎশক্তি না ব'লে 'তটস্থা শক্তি' বলা অধিকতর সঙ্গত। তা' অচেতনের দ্বারা আবদ্ধ দর্শকের নিকট আবৃত হ'তে পারে। বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদদর্শনের পার্থক্য বিশেষ অনুধাবন যোগ্য। বোধায়ন-ঋষির কথা গৌরসুন্দর সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

(ক্রমশঃ)
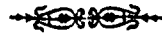
শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৬ পৃষ্ঠার পর]

আমরা শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার চিন্ময় শ্রীবিগ্রহকে দেখিতে পাই না এবং পরস্পর আদান প্রদান, ভাবের বিনিময় করিতে পারি না। কিন্তু শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সাক্ষাদ্‌ভাবে উপদেশ প্রদান করেন এবং আমাদিগকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দেন। সুতরাং তাঁহার সংস্পর্শে আমরা যতদূর উপকৃত হই, অন্য কোন বস্তুর সংস্পর্শে তত উপকৃত হইতে পারি না। সিদ্ধরস সংস্পর্শে তাম্র যেরূপ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুর সান্নিধ্য বশতঃ শিষ্য বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন। যথা আগমে—

যথা সিদ্ধরসসংস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময় ভবেৎ ॥

তবে শ্রীগুরুদেবের চিদ্দেহকে যেন আমরা জড়-বুদ্ধি না করি। তাঁহার বাণী শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই যেন তাঁহার বপুর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া না পড়ি। তাঁহার বপু আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারেন কিন্তু বাণী কখনও আমাদিগকে বঞ্চনা করিবেন না। কারণ আমাদের ভবব্যাধি-নিরাময়ের একমাত্র আশ্রয়ই তাঁহার বীর্য্যবতী বাণী। আমরা যেন সুবুদ্ধিযুক্ত হইয়া শ্রীগুরুদেবের বাণীময় বপুর সেবা করি যেমন ইহ জগতের কোন ইন্দ্রিয়ই অধোক্ষজ শ্রীভগবান্‌কে ধরিতে পারে না, তেমন আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ই অধোক্ষজ-তত্ত্ব শ্রীগুরুদেবকে স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া যখন তাঁহার স্বরূপ আমাদিগকে জানাইবেন, কেবল তখন আমরা তাঁহা'কে জানিতে পারিব। যেহেতু—'কে

তাঁ'রে জানিতে পারে, যদি না জানায়।' আমাদের ন্যায় সংসারসাগর-নিমজ্জিত দুর্ব্বল সাধক-জীবের একমাত্র শ্রীগুরুকৃপার অপেক্ষায় ধৈর্য্যের সহিত শ্রী-গুরুসেবা বরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্যলীলাকে যিনি কলিহত জীবের পক্ষেও আশ্রয়যোগ্য করিবার এবং শ্রীচৈতন্য-কৃপাকে গ্রহণ করাইবার জন্য যিনি শত সহস্র কেন, অসংখ্য অভাবনীয় অপূর্ব্ব কৌশল সৃষ্টি করিয়া জীবের ভাগ্যোদয় করাইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অমন্দো-দয়া, চিত্তোন্মাদিনী, ভক্তিবিনোদা, বিবাদ-প্রশমন-কারিণী, রসদা, দয়াকে বিস্তার করিতেছেন তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি বর্ত্তমান যুগের যাবতীয় যান্ত্রিক এবং বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত শ্রেষ্ঠ অবদানসমূহ শ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবায় অনুক্ষণ নিয়োজিত করেন, তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি জগতের প্রত্যেক বস্তুকে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন এবং কৃষ্ণসেবার অসংখ্য কৌশল সুচতুর ভাগ্যবান্ অনুগতজনগণকে শিক্ষা দিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মের নখচন্দ্রের কিরণ-শোভায় আকৃষ্ট করেন, তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি যাবতীয় ভাগবতবিরোধি কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-বিনাশে প্রোজ্জ্বল-ভাস্করস্বরূপ, তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যাঁহার সিংহগর্জ্জনে ব্যভিচারী, কপটাচারী, গুরুব্রুব, ধর্ম্মধ্বজী, অঘ-বক-পুতনার প্রতীক—মায়াবাদী, তার্কিক, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি অসংখ্য কৃষ্ণমায়া-মৃগগণের হৃদয়ে সতত ত্রাস উদিত হয় এবং যাঁহার নাম শ্রবণ-মাত্রে অভক্ত উলুকগণের বিষাদ এবং সরল সত্যানুসন্ধিৎসু সুকৃতিশালী জন-গণের হৃদয়ে অপরিমিত বল ও আনন্দের সঞ্চার হয়, তিনিই আমাদের জগত্রাতা শ্রীগুরুদেব। যাঁহার গুণ অনন্ত বৎসর ধরিয়া অনন্তমুখে বলিলেও শেষ হয় না, তিনিই আমাদের সর্ব্বগুণখনি—গুণমণি শ্রীগুরুদেব। যাঁহার অবিদ্যাবিধ্বংসিনী বাণী জীবের অজস্র-সংশয়-গিরি চূর্ণ-বিচূর্ণ, দৃঢ়বদ্ধমূল অনর্থমহীরুহ নিমিষে উৎপাটিত এবং হৃদ্দৌর্ব্বল্যবিশিষ্ট ক্ষীণকায় শিশু-সদৃশজীবকেও অত্যল্পকাল মধ্যে বলিষ্ঠ মল্লবীরে পরিণত করেন, তিনিই আমাদের বলদেবা-ভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। যাঁহার কৃপাকটাক্ষে সাধন-ভজন-শূন্য ব্যক্তিও যোগীন্দ্রমুনীন্দ্রাদিরও দুর্ল্লভ কৃষ্ণদাস-পদবী অনায়াসে লাভ করেন, তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম। যাহা এযাবৎ পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যচতুষ্টয় অথবা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের কেহই সম্যগ ব্যক্ত করেন নাই, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্রের স্থান বিশেষের তাৎপর্য্য যাহা এযাবৎ কোন আচার্য্য প্রকাশ করেন নাই তাহাও আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি ব্রহ্মপরমাত্ম ও ঈশ্বরোপাসকগণের এবং বিভিন্ন বিষ্ণু-উপাসকগণের অনুভব-তারতম্য বিশেষভাবে জানা-ইয়াছেন ; যিনি ক্লীবব্রহ্ম, একল বাসুদেব, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রীরাম-সীতা, শ্রীদ্বারকেশ, শ্রীমথুরেশ ও শ্রীনন্দনন্দনের এবং শ্রীমতীবার্ষভানবীর ভজনের তার-তম্য ও রস চমৎকারিতার কথা অনন্তভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, যিনি শ্রীরূপাভিন্ন-বিগ্রহ হইয়া প্রীতি পরাকাষ্ঠার সহিত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

স্বয়ং—শ্রীকৃষ্ণ মহাভাবস্বরূপিণী, কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তির বসতিনগরী, মদনমোহনমনোমোহিনী, বৈরাগ্য-বিদ্যা নিজভক্তি-স্বরূপিণী, শ্রীমতী বার্ষভানবীর অসমোর্দ্ধ মহিমা বিশ্ববাসীকে জানাইবার জন্য রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিতভাবে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত শেষ লীলার ছয়বর্ষকাল দিব্যোন্মাদ-লীলায় অতিবাহিত করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নিজপ্রিয় ভক্তগণের মহিমা নিজেই জগৎকে জানা-ইয়াছেন। তদ্দ্বারাই আমরা তত্তদ্ ভক্তদিগের ভজনাধিকারের কথা জানিতে পারি। ভগবানই তাঁহার ভক্তের মহিমা সম্যগ্ বর্ণন করিতে পারেন। স্বয়ং ভগবান্ এবং গুরুশ্রেষ্ঠগণ ব্যতীত শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের মহিমা অন্য কোন ক্ষুদ্রজীব জানিতেও পারে না এবং জানাইতেও পারে না। ক্ষুদ্রপক্ষীর সামর্থ্যা-নুসারে আকাশে যতখানি উড়িতে পারে, সে আকাশের ততখানি মাহাত্ম্য অবগত হয়। অগাধ সমুদ্র হইতে যা'র যতটুকু পাত্র সে ততটুকু জল সংগ্রহ করে। সুতরাং গুরুমহিমা-বারিধির বিন্দুমাত্রও যেন জন্ম-জন্মান্তরে লাভ করিয়া নিত্যকালের জন্য শ্রীগুরুপাদ-

পদ্মের দাসানুদাসগণের কৃপাকটাক্ষ লাভে ধন্য হইতে পারি, ইহা আমাদের শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা শ্রীগুরুদেবের দয়ার কথা বর্ণনাতীত, তিনি আমার ন্যায় ঘৃণ্য কপট জীবকেও সাক্ষাদ্ কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীনাম-মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ধান দিয়াছেন, ব্রজভজনে সর্ব্বচমৎকারিতা জানাইয়াছেন এবং তিনি শ্রীরাধামাধবের কৈঙ্কর্য্যে কোন না কোন দিন তাঁহার আনুগত্যে অধিকার দিবেন এমন আশাবন্ধও প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রগাথা, গুণগাথা, জীবহিতৈষণার কথা জীবদুঃখ-দুখিততার কথা শ্রবণ করিয়া মানুষ ত' দূরে থাকুক, এমন কি, পশুপক্ষী এবং চিত্তহীন পাষাণ পর্য্যন্ত ভক্তিতে গলিয়া যায়। তাই বলি "পশুপাখী ঝুরে পাষাণ বিদরে শুনি যাঁর গুণগাথা", অতএব আমরা ভূয়ঃ ভূয়ঃ সেই সর্ব্বজীবেরবন্ধু করুণৈকসিন্ধু শ্রীগৌরমনোহরণ কলি-সংস্থাপকবর শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার কৃপাকণা প্রার্থনা করিতেছি।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তোযস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

মানবের কর্ত্তব্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

সামবেদীয় শ্রুতিতে কেন উপনিষদের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি করিয়া এই প্রবন্ধটির অবতারণা করিতেছি—

"ইহ চেদ বেদীদথ সত্যমস্তি ন
চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদ মৃতা ভবন্তি॥" —২।৫

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হইল, মানব জন্ম অত্যন্ত দুর্ল্লভ, এই দুর্ল্লভ জন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি মনুষ্য শরীরে ইহলোকেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানিতে বা লাভ করিতে পারেন, তবে সেই জীবনের চরম পরম সার্থক। আর যদি দুর্ল্লভ মানবশরীর লাভ করিয়াও তাঁহাকে জানিতে সক্ষম না হয়, তবে তার বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অতএব শ্রুতির বাক্যানুসারে যতক্ষণ এই দুর্ল্লভ মানব-শরীর বিদ্যমান, ততক্ষণ ভগবৎ কৃপায় ইন্দ্রিয়সমূহ সাধন সামগ্রীরূপে প্রাপ্ত ; তাহা শীঘ্র হইতে শীঘ্রতর পরমাত্মা ভগবানকে প্রাপ্তিতে নিয়োগ করিবেন, তবে সর্ব্ব প্রকারেই কুশল, ইহাই মানব জন্মের পরম সার্থকতা। যদি এই সুযোগ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে পুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখে, জরা, মৃত্যুর অধীনত্ব প্রাপ্ত হইবে। অতএব জ্ঞানিগণ সর্ব্বভূতে অবস্থিত পরমাত্মা ভগবানকে সদ্-গুরু দ্বারা বিজ্ঞাত হইয়া, এই প্রাকৃত জীবনের উর্দ্ধে অবস্থিতি লাভ করে ; অথাৎ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥"

—ভাঃ ৭।৬।১

শ্রীপ্রহলাদ অসুর বালকগণকে বলিলেন—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়সেই বিষয় সুখার্থে প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ ভজনের অনু-ষ্ঠান করিবেন ; কারণ, সংসারে মনুষ্য জন্ম-অতি-দুর্ল্লভ, তাহাতে আবার অনিত্য অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ি; কিন্তু তথাপি অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ি হইলেও ক্ষণকাল মধ্যে ভক্তির অনুষ্ঠানেও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

—ভাঃ ১১।৯।২৯

অতএব বহুজন্মান্তর সংসারে ভাগ্যক্রমে পুরুষার্থ-সাধক, সুদুর্ল্লভ এই অনিত্য মানব দেহ লাভ করিয়া

যে পর্য্যন্ত এই নিরন্তর মৃত্যুশীল দেহের পতন না ঘটে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত জ্ঞানী পুরুষ সত্বর নিঃশ্রেয়ো লাভের জন্য যত্নশীল হইবেন ; বিষয় ভোগ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তর্পণ সুখ অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণিশরীরেও প্রাপ্ত থাকে ; কিন্তু পরমার্থ লাভ মনুষ্যশরীর ব্যতিরেকে অন্যদেহে সম্ভবপর হয় না। তজ্জন্য শ্রীবিদেহ রাজ বলিলেন—"দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুর" —ঐ ১১।২।২৯। জীবগণের পক্ষে পরম পুরুষার্থ সাধক এই ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ সুদুর্ল্লভ।

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ, এই শ্লোকের বিবৃতিতে এরূপ বলিয়াছেন— "দেহধারী জীবাত্মা সৌভাগ্যক্রমেই মানবদেহ লাভ করেন ; যেহেতু সেই মানবদেহ ধারণ করিয়াই তাঁহার হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য উদিত হয়। মানব শরীর লাভ না করিলে ভগবৎ-প্রেরিত হরিজনগণের নিকট হইতে অন্য কোন যোনি-লব্ধ শরীরধারী হরিকথা শ্রবণ করিয়া লাভবান্ হইতে পারে না ; এজন্য নরশরীর লাভ অতীব ভাগ্যের কথা।

শিরোদ্ধৃত শ্রুতি শ্লোকের অনুধাবনে প্রতীয়মান্ হয় যে, এই ইহজীবনেই পরব্রহ্ম ভগবানকে লাভ করিতে সুনির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন মানবকে। কারণ মনুষ্য জীবন একটি সুদুর্ল্লভ অবস্থা। বহু জন্মজন্মান্তরের মহৎ সুকৃতির ফল। আর এই মানব জীবনই ভগবদ্ভক্তি লাভের সম্যক উপযোগী। এ জীবনে ভগবদ্ভক্ত সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্ত না হইলে পরবর্ত্তী জীবন হয়তো আরও নিম্নতর যোনিতে প্রাপ্ত হইতে পারে, সে অবস্থায় ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্তি সম্ভবতঃ আরও দুষ্করতম হইতে পারে। স্মৃতি শিরোমণি শ্রীমদ্ভবদ্গীতা ১৬।২০-শ্লোকে এইরূপ বলিয়াছেন—

"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥"

হে কৌন্তেয় ! এই সকল মূঢ় ব্যক্তি জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত এবং আমাকে না প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে আরও অধোগতি অর্থাৎ কৃমিকীটাদি ইতর যোনি প্রাপ্ত হয়। এই সকল আসুরী প্রকৃতির লোকদিগের এবং তাহাদের অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে।

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥"
—ঐ ১৬।১৯

এবমপ্রকার দ্বেষপরবশ, ক্রুরমতি, নরাধম, আসুরপ্রকৃতিকে আমি এই সংসারে রাক্ষস, পিশাচ ও ব্যাঘ্রাদি আসুরী যোনিতে অজস্র পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া থাকি ; ইহা পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখবাণী। এইরূপ প্রত্যেক মানব জীবনই ক্রমাধগতিশীল হইতে পারে ; তদ্রুপ প্রত্যেক মানবই জীবন ক্রমোন্নতিশীল হইতে পারেন। এই মানব জীবন পরবর্ত্তী উন্নত জীবন লাভের একটি উপায়। কিন্তু দুর্ল্লভ মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যদি এই ইহজীবনে ভগবদ্ভক্তি লাভে সচেষ্ট না হন, অনাত্ম বিষয়ে আসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াদির সুখভোগে প্রমত্ত থাকেন, তবে তাহার ক্রমোন্নতির অন্তরায় অবশ্যম্ভাবী। দেহান্তে উন্নততর জীবন লাভ না করিয়া অন্ধকারময়, দুঃখময় বহু যোনিতে গমন করা নিঃসন্দেহে কাঁহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না। তাই এই শ্রুতির শ্লোকটিতে বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট প্রদান করিয়াছেন ; যেন আমরা সেই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভের সাধনায় এই ইহজীবনেই সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে নিজেদের নিয়োজিত করি।

কিন্তু এখানে একটি বড় সমস্যা বিরাজমান। স্বচেষ্টায় মানুষ যতই সাধন ভজন করুক, সেই পরব্রহ্ম ভগবানের কৃপা লাভ করিতে না পারিলে ভগবান্‌কে জানা বা উপলব্ধি করা অসম্ভব। তাই পরব্রহ্ম ভগবান্ লাভের সাধনার পথে অগ্রসর হইতে গেলে চাই শুদ্ধাভক্তি। শুদ্ধাভক্তিতেই তাঁহার পরিপূর্ণভাবে অনুগ্রহ লাভ সম্ভব। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।" মাথুরশ্রুতি। সুতরাং শুদ্ধাভক্তিই ভগবানের নিকট সাধককে লইয়া যান, ভক্তি ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরব্রহ্ম ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনসমূহের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সুতরাং কি উপায় অনুসরণ করিলে মানবের শুদ্ধাভক্তি লাভ সম্ভব। শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়। জগতে আমরা যেমন সর্ব্বদা দেখি কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিকে সাক্ষাৎলাভ করিতে হইলে তাঁহার প্রিয় ব্যক্তির সর্ব্বাগ্রে অনুগ্রহ প্রয়োজন। তাঁহার অনুগ্রহে শ্রেষ্ঠ-

ব্যক্তির সাক্ষাৎকার সম্ভব। তদ্রূপ ভগবানের প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গ বা তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভের উপায়, শুদ্ধাভক্তি লাভ সম্ভব। ভগবানের প্রিয় ব্যক্তি কে? তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—যিনি আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্ত আমা ব্যতীত ব্রহ্ম-পদ, ইন্দ্রপদ, পৃথিবীর সার্ব্বভৌমপদ, পাতালরাজ্যাধি-পতি, অণিমাদি অষ্ট যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষপদলাভে বাঞ্ছা করেন না।

"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
মর্য্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥"

—ভাঃ ১১। ৪।১৪

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ এই শ্লোকের বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—ভগবদ্ভক্ত ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বাসনায় আবদ্ধ হন না। তাঁহাকে ব্রহ্মার পদবী, ইন্দ্রত্ব, সমগ্রজগতের আধিপত্য, রসাধিপত্যরূপ ভোগ, জৈবশক্তির অতীত অষ্টাদশ সিদ্ধি অথবা জন্মান্তররাহিত্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা গ্রাস করিতে পারে না। এবম্প্রকার ভক্তি যাঁহার, তিনিই শুদ্ধভক্ত সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। তাঁহারাই আমার অত্যন্ত প্রিয়তম, অর্থাৎ ভগবানের প্রিয় নিজজন।

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥"

—ঐ ১৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম উদ্ধবকে বলিতেছেন—তুমি ভক্ত বলিয়া আমার যেরূপ প্রিয়তম পুত্র ব্রহ্মা, স্বরূপভূত শঙ্কর, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ বলরাম, ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী অথবা নিজস্বরূপও তাদৃশ প্রিয়তম নহে। নিষ্কাম ভক্তই শুদ্ধভক্ত, এই শুদ্ধভক্ত সঙ্গ বা তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় শুদ্ধভক্তি লাভের সম্ভব। এইরূপ শুদ্ধভক্তের অধীন স্বয়ং ভগবান্; তাঁহা স্বয়ং শ্রীমুখে স্বীকার-পূর্ব্বক বলিয়াছেন—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন প্রিয়ঃ॥"

—ভাঃ ৯।৪।৬৩

সুদর্শন চক্রে তাপিত দুর্ব্বাসা মুনিকে বলিয়াছিলেন—হে দ্বিজ! আমি ভক্তের অধীন, রুদ্রাদি দেবতা যেরূপ আমার অধীন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, আমিও তদ্রূপ ভক্তের অধীন; তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ; সুতরাং অস্বতন্ত্রের ন্যায়। মুক্তি পর্য্যন্ত বাসনারহিত ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে। ভক্তের কথা কি, ভক্তের পাল্যজনসমূহও আমার প্রিয়। যাঁহাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজ-স্বরূপতাই আনন্দ ও নিত্যা ষড়ৈশ্বর্য্যাসম্পত্তির অভি-লাষ করি না। যে সকল সাধুগৃহ, দ্বারা, পুত্র আত্মীয়জন, ধন, প্রাণ, ইহলোক-পরলোক, পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব?

"যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥"

—ভাঃ ৯।৪।৬৫

সতী স্ত্রী যেরূপে সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টি সম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করে।

"ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশেকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥"

—ভাঃ ৯।৪।৬৬

আমার শুদ্ধভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত, আমার সেবার আনুষঙ্গিকফলে সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, কালকর্ত্তৃক বিনাশী স্বর্গাদির কথা কি?

"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎকালবিপ্লুতম্॥"

—ঐ ৬৭

এইরূপ শুদ্ধভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না।

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

—ঐ ৬৮

এইরূপ শুদ্ধভক্তের অহৈতুকী কৃপায় শুদ্ধভক্তি লাভ করা যায় এবং শুদ্ধভক্তির কৃপায় ভগবৎ-কৃপা লাভ করা যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় ভাগবতে ১২।৬ শ্লোকের টীকায় এইরূপ বলিয়াছেন,—"শুদ্ধাভক্তির প্রতি ভগবৎ-কৃপাই হেতু —ইহাও বলা যায় না; কারণ, তাহারও অর্থাৎ সেই ভগবৎ-কৃপারও হেতু অন্বেষণ করিতে হইলে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে।" "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্," সেই নিরূপাধিই একমাত্র কারণ,—তাহাও বলিতে পারেন না, উহা অসার্ব্বত্রিক এবং ভগবানের বৈষম্য প্রসক্তির হেতু। যদি ভক্তের কৃপাই হেতু বলি, তাহা হইলে কিছু অসামঞ্জস্য নাই। যদি বলেন তাহা হইলে ভক্তির অহৈতুকত্ব কি প্রকারে হইল ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীভগবানের কৃপা ভক্ত কৃপার অন্তর্ভুক্ত, ভক্তের কৃপা ভক্তসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত এবং ভক্তসঙ্গ ভক্তির অঙ্গত্ব হেতু, ভক্তির অহৈতুকত্ব সিদ্ধ হইল। আরও ভক্তকৃপার—হেতু ভক্তিই, তাঁহার ভক্তের হৃদয়বর্ত্তিনী ভক্তিই কারণ, তাহা ভক্তি ব্যতীত কৃপোদয়ের সম্ভাবনাই নাই। সর্ব্বপ্রকারেই ভক্তিই হেতু, অতএব ভক্তির নির্হেতুকত্ব সিদ্ধ হইল। ভক্তি-শাস্ত্র-মতে ভক্তি, ভক্ত, ভজনীয় ভগবান্ এবং তাঁহাদের কৃপাদির পৃথক বস্তুত্ব নাই। এই জন্য ভক্তির স্বপ্রকাশকত্ব হেতু এবং ভগবান্ ভক্তির দ্বারা প্রকাশ্য হইলেও ভগবানের স্বপ্রকাশকত্বের কোন হানি হয় না; উহা অনুপপন্ন অর্থাৎ অযুক্তিযুক্ত নহে, অর্থাৎ সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত। ... ..."ততশ্চ ভগবতো ভক্তাধীনত্বাৎ ভক্তকৃপানুগামিনী ভগবৎ-কৃপাহেতুরিতি সিদ্ধান্তঃ। ননু তর্হি কথং ভক্তের হৈতুকত্বমভূৎ। উচ্যতে। ভগবৎকৃপায়া ভক্তকৃপান্তর্ভূতত্বাদ্ভক্তকৃপায়াশ্চ ভক্তসঙ্গান্তর্ভূতত্বাদ্ভক্তসঙ্গস্য ভক্ত্যাঙ্গত্বাদহৈতুকত্বমেব সিদ্ধম্। কিন্তু ভক্তকৃপায়া হেতুর্ভক্তস্যৈব তস্য হৃদয়বর্ত্তিনী ভক্তিরেব তাং বিনা কৃপোদয়সংভবা ভাবাৎ। সর্ব্বপ্রকারেনাপি ভক্তের্ভক্তিরেব হেতুরিতি নির্হেতুকত্বং সিদ্ধম্। ভক্তিমতে ভক্তিভক্ত ভজনীয়-তৎকৃপাদীনাং ন পৃথগ্‌বস্তুত্বমিতি ভক্তেঃ প্রকাশকত্বেন ভক্তিপ্রকাশ্যত্বেঽপি ভগবতঃ স্বপ্রকাশকত্বং নানুপপন্নামিতি।"

ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তই ভগবানের প্রিয়, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥"

—গীঃ ১২।১৬

প্রিয় দ্রব্য লাভে যাঁহার হর্ষ হয় না, অপ্রিয় বস্তুর সমাগমে যিনি দ্বেষহীন; কোনপ্রকার কিছু প্রাপ্তির জন্য যাঁহার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, শুভাশুভ, এই দুইটি পরিত্যাগ করিয়াছেন যিনি, এবং আমার (ভগবান্) প্রতি ভক্তিমান, তিনি আমার প্রিয়।

তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতিভক্তিমান্ সে প্রিয়ো নরঃ॥

—ঐ ১২।১৯

নিন্দা ও স্তুতি দুইটিকেই তুল্যজ্ঞান করেন, বাক্যে ভগবৎ কথা ব্যতীত অন্য গ্রাম্য কথা বলেন না, যথালাভে যিনি সন্তুষ্ট, যাঁহার নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, যাঁহার মতি চঞ্চলতা শূন্য এবং আমার প্রতি ভক্তিমান, এমন ভক্তই আমার প্রিয়। এই অধ্যায়ের সর্ব্বশেষে চরম উপদেশটি লক্ষণ যাঁহার দেহে প্রকাশিত অর্থাৎ যাঁহার অচলা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া একান্তভাবে ভগবানকে আশ্রয় করিয়া এই শুদ্ধাভক্তিধর্ম্ম অমৃত স্বরূপ যথাযথ অনুশীলন করেন, সেই সকল ভক্তই ভগবানের অতীব প্রিয়।

শিরোদ্ধৃত শ্লোকগুলির পর্য্যালোচনা করিলে এই প্রতীয়মান হয় যে, ভগবানের প্রিয়জনের প্রিয় হইতে পারিলে, তাঁহার প্রার্থনায়, অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের নিবেদনে ভগবানের অবশ্যই কৃপা লাভ করিতে পারিবে, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। শুদ্ধভক্তের কৃপা ব্যতীত, শুদ্ধাভক্তি এবং শুদ্ধাভক্তির কৃপায় ভগবৎ কৃপা লাভও অসম্ভব।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়, অমৃতপ্রবাহভাষ্যে বলিয়াছেন—সাধুসঙ্গ যদিও প্রথমেই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল বটে, তথাপি কৃষ্ণপ্রেম জন্মিলেও সেই সাধুসঙ্গই আবার প্রেমের মুখ্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত।

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়-এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।"

—চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৫-৬

অসংখ্য বৈধীভক্তির মধ্যে ৬৪টি, এই চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে পাঁচটি ভক্ত্যঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ; কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। এই পাঁচটির মধ্যে মুখ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু-সঙ্গ। সাধুসঙ্গেই নামকীর্ত্তন করিতে হইবে, সাধুসঙ্গ দ্বারা সাধুমুখ বিগলিত ভাগবত শ্রবণ করিতে হইবে, তবে সে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্যবিষয় জানিতে পারি-বেন। সর্ব্বজীবের প্রতি বৈষ্ণবাচার্য্য অভিন্ন-গৌর শ্রীস্বরূপের চরম হিতোপদেশ,—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবেত' জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৫।১৩১-৩২

শিরোদ্ধৃত পদ্যদ্বয়ের অনুভাষ্যে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ এইরূপ বলিয়া-ছেন,—"নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈত-মতনিষ্ঠ মায়াবাদীর নিকট বা ভক্তিহীন শব্দচতুর বৈয়াকরণের নিকট বা অর্থগৃধ্নু বিষয়সেবীর নিকট ভাগবত পড়িতে বা শুনিতে গেলে তৎফলে কৃষ্ণপ্রেমা-লাভ হইবে না, পরন্তু কৃষ্ণরসের পরিবর্ত্তে জড়রসভোগ বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। ত্যক্তবিষয় পরমহংস-বৈষ্ণবের নিকটই ভাগবত পড়িতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের একান্ত চরণাশ্রিত হইয়া তঁাহার প্রদর্শিত ভাগবতার্থই বৈষ্ণ-বের একমাত্র সম্পত্তি।" শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণ—নিত্য-হরিপার্ষদ ও অপ্রাকৃত-তত্ত্বের একমাত্র জ্ঞাতা। তাঁহা-দের সর্ব্বতোভাবে অনবচ্ছিন্ন সঙ্গ করিলে জীবের প্রাকৃত-ভোগোত্থ অজ্ঞানসমূহ নিরস্ত হইয়া যথার্থ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধ হইবে। সাধুসঙ্গেই মথুরা ভগবদ্ধামে বাস করিতে হইবে, সাধুনির্দ্দিষ্টানুসারে শ্রদ্ধায় শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ ব্যতীত স্বেচ্ছায় পঞ্চ ভক্তিসাধনাঙ্গ সুষ্ঠুভাবে করিলেও শুদ্ধাকৃষ্ণভক্তি বা শুদ্ধাভক্তির দ্বারা প্রাপ্য ফল কৃষ্ণ-প্রেম লাভ অসম্ভব।

'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।৫৪

লবমাত্র-ক্ষণার্দ্ধ সাধুসঙ্গফলেই মানবের সাধ্যপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ সব মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়। মহৎ সাধুসঙ্গ ব্যতীত মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

—ঐ ২২।৫১

মহৎ-সাধুকৃপা বিনা কোন কর্ম্ম 'ভক্তি' হইতে পারে না, কৃষ্ণভক্তি দূরের কথা জন্ম-মৃত্যুর সার, সংসারবন্ধন মোচনও হইবে না। সাধুসঙ্গ দ্বারাই নিশ্চিতরূপে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় উদ্ধবকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন,—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম॥

—ভাঃ ১১।১২।১-২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে উদ্ধব! সৎসঙ্গ অর্থাৎ শুদ্ধসাধুসঙ্গ সর্ব্ববিষয়ের আসক্তি বিনাশক বলিয়া উহা আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, অর্থাৎ আমাকে যেরূপ সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ যোগ, সাংখ্য, (জ্ঞান) অহিংসাদি সাধারণ ধর্ম্মা-নুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ, সন্ন্যাস, যাগাদি ইষ্টকর্ম্ম, কূপ-খননাদি পূর্ত্তকর্ম্ম, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, সরহস্যমন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম অথবা যম—এইসকল তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।

প্রতিযুগে সৎসঙ্গ-প্রভাবে রাজসতামসভাবাপন্ন দৈত্য, রাক্ষস, পক্ষী, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্যমধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজগণ, বৃত্রাসুর প্রহলাদ প্রভৃতি অনেক জন, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্ববান, গজেন্দ্র, জটায়ু, হলাধার বণিক, ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ এবং যজ্ঞে দীক্ষিতবিপ্রভার্য্যাগণ —ইহারা আমার পদপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বিবৃতি সৎ-

সঙ্গপ্রভাবেই সকলের অযোগ্যতা দূরীভূত হইয়া পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা-লাভ ঘটে।

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিত-মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসো সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥
—ঐ ১১১২।৭

শিরোদ্ধৃত ব্যক্তিগণ—তাহারা বেদাধ্যয়ন, মহৎ-সেবা এবং ব্রত-তপস্যানুষ্ঠান না করিয়া মদীয় সঙ্গ-বশতঃই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বৃত্রাসুর প্রভৃতি অন্যান্যের কথঞ্চিৎ সাধনান্তর থাকিলেও গোপীগণ, ব্রজগোসমূহ, যমলার্জ্জুন প্রভৃতি বৃষগণ, মৃগগণ, কালিয় প্রভৃতি নাগগণ এবং বৃন্দাবনস্থ তরু-গুল্মাদি অন্যান্য মূঢ়চিত্ত পদার্থগণ কেবলমাত্র সৎ-সঙ্গলব্ধ অনন্যভাবহেতুই কৃতার্থ হইয়া সত্বর আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেহন্যে মূঢ় ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥
—ভাঃ ১১।১২।৮

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোহধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥
—ঐ ৯

কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিগণ যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, মদীয়গুণকীর্ত্তন, বেদপাঠ এবং সন্ন্যাস ধর্ম্ম দ্বারা অতি প্রযত্নশীল হইয়াও আমাকে লাভ করিতে পারে নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধনাঙ্গসমূহের দ্বারা লাভ করিতে না পারিলেও শুদ্ধভক্ত সঙ্গ প্রভাবে তাঁহা লাভ করা যায়। জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ এই শ্লোক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—শ্বেশ্বর ও নিরীশ্বর সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় ও শ্রুতি ব্যাখ্যা ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সাধন করিলেও ভগবদনুগ্রহ লাভ ঘটে না।

বহুপূণ্য বা সুকৃতির ফলস্বরূপ এই অনিত্য ও অসুখময় সংসারে দুর্ল্লভ মানব শরীর লাভ করিয়া কেবলমাত্র ভগবানেরই একান্তভাবে ভজনা করা কর্ত্তব্য। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতায় বলিয়াছেন—"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্", ৯।৩৩। তুমি! অনিত্য, সুখশূন্য এই মর্ত্তলোকে মনুষ্য শরীর পাইয়াছ, অতএব আমার ভজনা কর। মাং ভজস্ব।

অতি দুর্ব্বৃত্ত যদি শুদ্ধভক্ত সঙ্গ করিয়া ভগবানের ঐকান্তিক ভজনা করেন, তবে তিনিও শুদ্ধভক্ত হন। এবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহার অন্তরে শুদ্ধভক্ত সঙ্গের প্রভাবে একবার শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হয়, তাঁহার দ্বারা আর অভক্তির কর্ম্ম করা সম্ভবপর হয় না। শুদ্ধাভক্তি উদয়ে জন্মার্জ্জিত অভদ্ররাশীও দ্রবীভূত হইয়া যায়।

"অতি পাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্।
ভূয়স্তপস্বী ভবতি পুঙক্তিপাবন পাবনঃ ॥"

এই শাস্ত্রের বাণী, অতি পাপাসক্ত ব্যক্তিও যদি শুদ্ধভক্তসঙ্গে নিমেষমাত্র অচ্যুতের ধ্যান করেন, তবে তিনি তপস্বী হইয়া যান। তিনি যেস্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানও পবিত্রতা লাভ করিয়া তীর্থে পরিণত হয়। শ্রীনারদ মুনির সঙ্গ প্রভাবে, 'মৃগারিব্যাধ', এবং শ্রীনামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ প্রভাবে, দুষ্ট রামচন্দ্র খাঁন, প্রেরিত্য 'বেশ্যা'। তাঁহারা অতিপাপাসক্ত হইলেও ক্ষণকালমাত্রে সাধুত্ব প্রাপ্ত হন ; একথা অবিশ্বাসীর বিশ্বাস হইবে না। কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য অত্যুক্তি নহে।

"প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম-মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি ॥"
—চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৪১

যেমন সুদীর্ঘ কালের অন্ধকার গৃহে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিলে নিমেষ মাত্রেই অন্ধকাররাশী দূরীভূত হয়, আকাশে মেঘাবরণ বায়ুকর্ত্তৃক অপসৃত হইলে ক্ষণকালেই সূর্য্যের রশ্মিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়, স্পর্শমনির নিমেষ মাত্রেই লৌহখণ্ড সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শুদ্ধভক্ত সঙ্গমাত্রেই শুদ্ধাভক্তি উদয়ে পাপ মানব নিমেশমাত্রেই শুদ্ধভক্তত্ব প্রাপ্ত হন। ভক্ত-ভক্তির এই পতিত পাবনী অচিন্ত্যশক্তি আছে। সদ্-গুরু, শুদ্ধভক্ত কৃপায় উহা প্রাপ্ত হইতে পারে। শুদ্ধা-ভক্তই বৈষ্ণব ; গুরু-বৈষ্ণবই এই শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। তাঁহারা স্পর্শদ্বারা, এমন কি, কেবল ইচ্ছামাত্র দ্বারাই পাপীর হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তি শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। তাঁহাদের ইচ্ছামাত্র অতি দুরাচার ব্যক্তিকে মুহূর্ত্তের মধ্যে শুদ্ধভক্তরূপে পরিণত করিতে পারেন।

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ;

নবদ্বীপের সন্ত্রাসকারী জগাই আর মাধাই দুই ভাইকে শুদ্ধাভক্তি সঞ্চার করিয়া শুদ্ধভক্তে পরিণত করিয়াছিলেন।

"ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য, গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ ॥
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর।"

তৎকালে নবদ্বীপ তাঁহাদের মত অতিদুরাচার ব্যক্তি ছিল না। কিন্তু ভগবান্ ও মহাপ্রভুর অশেষ কৃপায় এহেন ব্যক্তিও শুদ্ধভক্তে পরিণত হইলেন।

"পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥
নিশাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে ॥"

স্মৃতিশাস্ত্রে পাপ-ক্ষালনের জন্য বহু প্রায়শ্চিত্তের বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে। মানবের পাপেরও সীমা নাই। শাস্ত্রেরও বিধি-নিষেধেরও অন্ত নাই। সুতরাং পাপ প্রায়শ্চিত্তেরও বহুপ্রকার বিধান। ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান হইতে তুষানলে জীবন বিসর্জ্জন, তপ্তঘৃত পান প্রভৃতি কষ্ট, কষ্টতর ও কষ্টতমরূপ প্রায়শ্চিত্তের অসংখ্য বিধি-ব্যবস্থা। কায়কৃচ্ছ্র সাধনে তাৎকালীক চিত্তশুদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু পাপবাসনা ও অবিদ্যা দূরীভূত না হওয়ায় পুনঃ অতি দুরাচার পাপে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু শুদ্ধভক্ত ও শুদ্ধাভক্তির সহিত সংযুক্ত না হইলে উহা প্রাণহীন আনুষ্ঠানিক কৃচ্ছ্র সাধন মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। শুদ্ধভগবদ্ভক্ত সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি উদয় হইলে পাপ, পাপবাসনা ও অবিদ্যা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

"প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণ পরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ ॥"
—ভাঃ ৬।১।১৮

হে রাজেন্দ্র! যেরূপ সমস্ত নদী মিলিয়াও সুরাভাণ্ডকে শুদ্ধ করিতে পারে না, তদ্রূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় মহা মহা প্রায়শ্চিত্তও নারায়ণবিমুখ ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না।

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্নেন নীহারমিব ভাস্কর ॥"
—ভাঃ ৬।১।১৫

পূর্ব্বোক্ত কায়কৃচ্ছ্রতম সাধনদ্বারা বেণুগুল্মবিনাশের ন্যায় যে প্রায়শ্চিত্তের কথা কথিত হইয়াছে, তাহাতেও পুনরায় পাপাঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে, কারণ, অগ্নি হয় ত' বেণুগুল্মের মূলদেশকে সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিতে না করিতেই নির্ব্বাপিত হইতে পারে; সুতরাং এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজ বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না দেখিয়া শ্রীল শুকদেব তাঁহার নিকট ভক্তগণের মত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—কতিপয় মাত্র, কেন না এইরূপ ভক্তিপ্রধান পুরুষ—বড়ই দুর্ল্লভ। বাসুদেবপরায়ণ পুরুষই তপস্যাদি নিরপেক্ষা কেবলা শুদ্ধাভক্তিদ্বারাই পাপকে সমূলে সংহার করেন। প্রভাকর যেরূপ হিমরাশিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া থাকে। তদ্রূপ বাসুদেব ভগবান্ পরায়ণ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণও ভক্তিবলে আনুষঙ্গিক ভাবে, পাপকে সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হন। যেমন আলোক দানই সূর্য্যের মুখ্যকার্য্য এবং হিমাদি বিনাশ। আনুষঙ্গিক, তদ্রূপ ভগবৎ সেবা বা প্রেমপ্রাপ্তিই ভক্তির মুখ্য-সাধ্য এবং অবিদ্যা বা পাপাদি-বিনাশ আনুষঙ্গিক; সূর্য্য উদিত হইলে যেমন আর কোথায়ও নীহার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কেবলা ভক্তি উদিত হইলে মানবের আর পাপাদিতে প্রবৃত্তি থাকে না।

"ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ-আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিত প্রাণস্তৎপুরুষ নিষেবয়া ॥"
—ভাঃ ৬।১।১৬

হে রাজন্! পাপী পুরুষ ভগবদ্ভক্তের নিরন্তর সঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শরণাগত ও সেবোন্মুখ হইলে যেমন পবিত্র হইতে পারেন, তপস্যাদি দ্বারা নিশ্চয়ই তিনি সেরূপ পবিত্রতা লাভ করিতে পারেন না।

"ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিস্তথা
বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈস্তদুত্তমঃ-
শ্লোক গুণোপলম্ভকম্ ॥ —ভাঃ ৬।২।১১

পাপিগণ শ্রীহরির নামমাত্র উচ্চারণ করিয়া যেরূপ নির্ম্মল হয়, মন্বাদিবিহিত ব্রতাদি বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেরূপ নির্ম্মলতা লাভ হয় না। উক্ত শ্লোক শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি-গুণজ্ঞাপক, নামোচ্চারণ কৃচ্ছ্রচা-

চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় কেবল পাপক্ষয় করিয়াই নিবৃত্ত হন না। নামোচ্চারণকারিকে প্রেমদান করেন। ইহাই নামের বৈশিষ্ট্য।

সুবুদ্ধিরায় এককালে বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, ভাগ্যদোষে রাজ্য ভ্রষ্ট হন। তখন মুসলমান মুলুক-কর্ত্তৃক, তাঁহার জাতিত্ব ভ্রষ্ট হন। তিনি প্রথমে স্বদেশের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিকট, পরে কাশীতে যাইয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করেন—

"প্রায়শ্চিত্ত পুছিলেন পণ্ডিতের স্থানে।
তারা কহে তপ্ত ঘৃত খাইয়া ছাড় প্রাণে॥"

পণ্ডিত-সমাজ তখন তপ্তঘৃত পান করিয়া প্রাণনাশের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। পতিত পাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণ লইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলে, পরম দয়ালু মহাপ্রভু তাঁহাকে কি ব্যবস্থা দিলেন?

প্রভু কহে ইঁহা হইতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম হইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥

শুদ্ধভগবদ্ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্ব-দোষ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত গ্রন্থ শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তে এইরূপ বলিয়াছেন,—

চান্দ্রায়নব্রত-আদি শাস্ত্রোক্ত প্রকারে।
পাপ হইতে পাপীকে নাহি সেরূপ নিস্তারে॥
কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারিত যবে।
সর্ব্বপাপ হইতে পাপী মুক্ত হয় তবে॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
সাধুসঙ্গফলে কৃষ্ণে সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে।
ভাবোদয় হয় ভাই! জীবের অন্তরে॥
কলিতে সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম তমোময়।
নামধর্ম্ম বিনা জীবের সংসার নহে ক্ষয়॥
কলিতে জীবের নাহি অন্য প্রতিকার।
নামরহস্যেতে পার হইবে সংসার॥
পাপ সুনিষ্কৃত হৈলে কৃষ্ণে হয় মতি।
এইরূপে নামে জীবের হয় ত' সদ্‌গতি॥
সত্য সত্য বলি, লহ বিশ্বাস করিয়া।
'অচ্যুতানন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারিয়া॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাক শ্রীমধুসূদনে।
সর্ব্বরোগ নাশ করে শ্রীনামকীর্ত্তনে॥

জ্ঞানী মানবগণের কর্ত্তব্য দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্ত সঙ্গে ভগবদ্ভজন করা, নচেৎ পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে।

বিশ্ববিশ্রুত ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্প-তরু নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

দুর্ল্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু,—দুঃখ কহিব কাহারে॥
'সংসার' 'সংসার' ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়া-বাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥
এদেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি' না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি—মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি পরি চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি—এ দেহ ছাড়িব কোন দিন॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত॥
হায় হায়! নাহি ভাবি,—অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ-পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ লয়ে॥
যে দেহের এই গতি, তার অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান।
নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীব্রজমণ্ডলে দামোদরব্রত পালন
(মাসাধিকব্যাপী অনুষ্ঠান)

৩ কার্ত্তিক (১৪০৬) ; ২১ অক্টোবর (১৯৯৯) বৃহস্পতিবার হইতে ৬ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় ও পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও ব্রজধামে শ্রীদামোদরব্রত-পালন উপলক্ষে মাসাধিকব্যাপী ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান বিগত ৩ কার্ত্তিক (১৪০৬) ; ২১ অক্টোবর (১৯৯৯) বৃহস্পতিবার পাশাঙ্কুশা একাদশী তিথি হইতে ৬ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা-তিথি পর্য্যন্ত প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীব্রজ পরিক্রমার প্রাক্ ব্যবস্থাদির বিষয়ে সহায়তার জন্য কলিকাতা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ কতিপয় মূর্ত্তিসহ ১৩ অক্টোবর বুধবার এবং শ্রীল আচার্য্যদেব পুরীধামে পরমপূজ্য-পাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথিপূজায় যোগদানান্তে পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিয়া রাজপুরা সহরে প্রচারান্তে প্রচারসঙ্ঘসহ রিজার্ভ বাসযোগে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৩১ আশ্বিন, ১৮ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় উপনীত হন। মথুরা বাঙ্গালীঘাটে ভিওয়ানি ধর্ম্মশালা, মুরারী গিরিধর অতিথিভবন ও গিরিধর মুরারিওয়ালা গুজরাট সমাজ ধর্ম্মশালায় পরিক্রমাকারী সাধু ও ভক্তগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী ও ব্রহ্মচারী সাধুগণ সমভিব্যাহারে ২০ অক্টোবর বুধবার বৃন্দাবন মঠ হইতে মথুরা সহরস্থ নিবাস-স্থানে আসিয়া পেঁাছেন। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী কলিকাতা সহরের, পশ্চিমবঙ্গের ও আগরতলার ভক্তবৃন্দসহ বিজয়া দশমীর দিন রওনা হইয়া তুফান এক্সপ্রেসযোগে মথুরা ষ্টেশনে নামিয়া ভিওয়ানি ধর্ম্ম-শালায় নিবাসস্থানে পেঁাছেন। আগ্রা জংশন ষ্টেশনে যাত্রিগণের নামিবার কথা ছিল কিন্তু স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীভগবানস্বরূপের আত্মীয় রেলকর্ম্মচারীর ব্যবস্থায় ও পরামর্শে আগ্রায় না নামিয়া মথুরাষ্টেশনে সকলে নামেন। ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে বহুশত এবং বিদেশ হইতেও ভক্তগণ শ্রীব্রজ পরিক্রমায় যোগ দিতে এবং ব্রজধামে দামোদর ব্রতপালনে শুভাগমন করেন। পরিক্রমার প্রারম্ভে চারিশত ভক্ত, পরে ক্রমশঃ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া প্রায় সাতশত মূর্ত্তি হয়। প্রথমে ৭টি বাসে পরে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ১১টি বাস, দুইটী মটরকার ও একটি টাটা সোমোসহ ১০টি যান ব্যবস্থাপিত হয়। এইবার ব্রজমণ্ডলে ৭টি নিবাসস্থানে অবস্থান করতঃ ভক্তগণ ব্রজ পরিক্রমা ও দামোদরব্রত পালন করেন। কাম্যবনে বহু ভক্তের থাকার সুবিধা না হওয়ায় গোবর্দ্ধনে অবস্থান করতঃ বাসযোগে কাম্যবনে যাইয়া দুইদিনে কাম্যবনে দর্শ-নীয় স্থানসমূহ দর্শন করা হয়। নিবাসস্থান—মথুরা, গোবর্দ্ধন, বর্ষাণা, নন্দগ্রাম, কোশী, গোকুল মহাবন ও বৃন্দাবন।

	নিবাস	অবস্থিতি
১।	মথুরা—ভিওয়ানি ধর্ম্ম-শালা, মুরারী গিরিধর অতিথিভবন ও গিরিধর মুরারিওয়ালা গুজরাট সমাজ ধর্ম্মশালা	৩ কার্ত্তিক, ২১ অক্টো-বর হইতে ৭ কার্ত্তিক, ২৫ অক্টোবর পর্য্যন্ত
২।	গোবর্দ্ধন—শ্রীমাধব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের মঠ, মা আনন্দবাই ধর্ম্মশালা, লক্ষ্মীনারায়ণ মেমো-রিয়াল ট্রাষ্ট	৮ কার্ত্তিক, ২৬ অক্টো-বর হইতে ১৪ কার্ত্তিক, ১ নভেম্বর পর্য্যন্ত

৩। বর্ষাণা—ধাতরিয়া ধর্ম্ম-শালা, সন্ন্যাসিনী ধর্ম্মশালা, বেরিলি ধর্ম্মশালা, বীনানী ধর্ম্মশালা ও মোদি ধর্ম্মশালা	১৫ কার্ত্তিক, ২ নভেম্বর হইতে ১৭ কার্ত্তিক, ৪ নভেম্বর পর্য্যন্ত
৪। নন্দগ্রাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইণ্টার কলেজ, ভজন-কুটীর, পিলি কোঠী	১৮ কার্ত্তিক, ৫ নভেম্বর হইতে ২০ কার্ত্তিক, ৭ নভেম্বর পর্য্যন্ত
৫। কোশী—গয়ালাল স্মৃতি-ভবন ধর্ম্মশালা, হিন্দু বিশ্রান্ত কুঞ্জ (স্কুল) জৈন ধর্ম্মশালা	২১ কার্ত্তিক, ৮ নভেম্বর হইতে ২৩ কার্ত্তিক, ১০ নভেম্বর পর্য্যন্ত
৬। গোকুল মহাবন—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ	২৪ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর হইতে ২৯ কার্ত্তিক, ১৬ নভেম্বর পর্য্যন্ত
৭। বৃন্দাবন—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ মির্জ্জাপুর ধর্ম্মশালা মুঙ্গের ধর্ম্মশালা পাঁচিশিয়া ধর্ম্মশালা	৩০ কার্ত্তিক, ১৭ নভেম্বর হইতে ৬ অগ্রহায়ণ, ২৪ নভেম্বর পর্য্যন্ত

কোশীতে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজার দিন এবং বৃন্দাবনে উত্থানৈকাদশী তিথিতে গুরুপূজার দিন সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয় নাই। এতদ্ব্যতিরিক্ত দ্বাদশ-বনে প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধারাণীর, শ্রীললিতাসখীর ও শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরপার্ষদগণের লীলাস্থলীসমূহ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ দর্শন করা হয়। অষ্টযামে শিক্ষাষ্টক ও অষ্টকালীয় কৃষ্ণলীলা নিশান্তে, প্রাতে, পূর্ব্বাহ্নে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে পাঁচটি অধিবেশনে স্মরণ করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেন।

দর্শনস্থানসমূহের বিবরণ—

মথুরা—পিপ্পলেশ্বর মহাদেব, বিশ্রামঘাট, দ্বারকাধীশ মন্দির, শ্রীনাথজীর চরণচিহ্ন, আদিবরাহ, শ্বেতবরাহ, গতশ্রম নারায়ণ, শত্রুঘ্ন-শ্রুতকীর্ত্তি, পদ্মনাভ, ধ্রুবঘাট, মোক্ষতীর্থ ঘাট, সপ্তর্ষিটিলা (জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ-বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, গৌতম), বলি মহারাজের টিলা, অক্রুর, শ্রীকুব্জা-শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরঙ্গেশ্বর মহাদেব, কংসটিলা, শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, শ্রীমথুরাদেবী, শ্রীদীর্ঘবিষ্ণু পোতরাকুণ্ড, আদিকেশব, জন্মস্থান (শ্রীভাগবতাসন) ভূতেশ্বর-মহাদেব, গোকর্ণেশ্বর মহাদেব প্রভৃতি।

মধুবন—শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, কৃষ্ণকুণ্ড, শ্রীদাওজী, শ্রীমধুবন বিহারী, ধ্রুবটিলা প্রভৃতি।

তালবন—কুমুদবন—বহুলাবন প্রভৃতি।

সাতোয়া—শান্তনুকুণ্ড, শ্রীশান্তনুবিহারীজীউ।

পৈঠধাম—নারায়ণ সরোবর, নারায়ণ রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ।

পরাসৌলী—চন্দ্র সরোবর।

গোবর্দ্ধন—শ্রীমাধব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ (নিবাস-স্থান), শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, আনোয়ার গ্রাম, গোবিন্দ কুণ্ড, শ্রীরাধা গোবিন্দজীউ, শ্রীগিরিধারী জীউ, পুছরী-কি-লাঠা, অপ্সরা কুণ্ড, উদ্ধবকুণ্ড, শ্রীকুঞ্জবিহারী গৌড়ীয় মঠ, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি, শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদ কুঞ্জ, ললিতা-কুণ্ড, গোপকূয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈঠক, কুসুমসরোবর, শ্রীহরিদেব মন্দির, ব্রহ্মকুণ্ড, মানসীদেবী, মানসীগঙ্গা, মুখারবিন্দ, চাকলেশ্বর মহাদেব, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজনস্থলী, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মন্দির প্রভৃতি।

কাম্যবন—শ্রীবিমলাকুণ্ড, শ্রীগোবিন্দদেব-শ্রীমদন-মোহন-শ্রীগোপীনাথ মন্দির, চৌরাশি খাম্বা, কামেশ্বর মহাদেব, পঞ্চপাণ্ডব, ধর্ম্মকূপ, গয়াকুণ্ড, শ্রীগদাধর মন্দির, শ্রীচরণপাহাড়ী, পিছলপাহাড়ী, শ্রীবলরামের চরণচিহ্ন, ব্যোমাসুরের গোফা, ভোজনস্থলী প্রভৃতি।

বর্ষাণা—বৃষভানু কুণ্ড, সাঁখেরিখোর, গহ্বরকুণ্ড, দানগড়, জয়পুর রাজার মন্দির, শ্রীরাধারাণীর মন্দির, মহীভান-সুখদার মন্দির (শ্রীরাধার ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমা), বৃষভানুরাজ-কীর্ত্তিদাসুন্দরী-শ্রীদাম মন্দির, অষ্টসখীর মন্দির, আল্‌তা পাহাড়, দেহকুণ্ড, দেহ-বিহারীজীউর মন্দির, শ্রীরাধার চরণচিহ্ন, উচাগাঁও-শ্রীললিতাদেবীর মন্দির, পীলুখোর প্রভৃতি।

গাজিপুর—শ্রীগোপালমন্দির (বল্লভ সম্প্রদায়), প্রেমসরোবর, শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির।

সঙ্কেত—সঙ্কেতবিহারীজীউর মন্দির (নিম্বার্ক সম্প্রদায়), শ্রীযোগমায়ার মন্দির, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর ভজনস্থলী, উদ্ধব কেয়ারী প্রভৃতি।

নন্দগ্রাম—ইণ্টার কলেজ (নিবাসস্থান), পাবন সরোবর, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজনস্থলী, শ্রীনন্দ-ভবন, শ্রীনন্দীশ্বর মহাদেব, শ্রীযুগলমিলন মূর্ত্তি, দধি-মন্থনভাণ্ড, শ্রীনৃসিংহ মন্দির, হাউ, যশোদাকুণ্ড, শ্রী-কৃষ্ণেরচরণচিহ্ন প্রভৃতি।

খদিরবন (ওমরাওগাঁও)—শ্রীদাওজী-শ্রীরেবতী, কিশোরীকুণ্ড, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ভজনস্থলী।

টেরিকদম্ব—শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর ভজনস্থলী, কৃষ্ণকুণ্ড, আশেশ্বর মহাদেব, আশেশ্বর কুণ্ড প্রভৃতি।

কোকিলাবন—যাবট (আয়ান ঘোষের গৃহ), কিশোরীকুণ্ড ও শ্রীমন্দির প্রভৃতি।

কোশী—গয়ালাল আগরওয়াল স্মৃতিভবন (নিবাস স্থান), বড় বৈঠান, ছোট বৈঠান, বড় চরণ পাহাড়ী প্রভৃতি।

খেলনবন (শেরগড়)—রামঘাট, শ্রীদাওজী, শ্রীরাধামদনজীউ, শ্রীরাধাগোপীনাথ জীউ, শ্রীরাধা-বল্লভ জীউ প্রভৃতি।

রাভেল—শ্রীরাধাকৃষ্ণ জীউর মন্দির।

গোকুলমহাবন—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (নিবাস-স্থান), ব্রহ্মাণ্ডঘাট, শ্রীব্রহ্মাণ্ডবিহারী জীউ, পূতনাখাল, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন স্থান, নন্দভবন, উপানন্দ-ব্রজরাণী বসুদেব-রোহিনীদেবী-শ্রীবলদেব-শ্রীকৃষ্ণ, সাক্ষী-গোপাল, তৃণাবর্ত্তবিহারী, যোগমায়া মন্দির, মথুরানাথ দ্বারকানাথ মন্দির, রমণরেতি, গোপকূয়া, ব্রজ্রাঙ্গজী, রামখানের সমাধি প্রভৃতি।

লৌহবন—কৃষ্ণকুণ্ড, লৌহজঙ্ঘাসুরের গোঁদা, শ্রীগোপীনাথ মন্দির প্রভৃতি।

ভদ্রবন—

ভাণ্ডীরবন—ভাণ্ডীরবট, দাওজী, বংশীকূপ, শ্রী ভাণ্ডীরবিহারীজীউ প্রভৃতি।

মাঠবন—গোরে দাওজী।

রাধারাণী (মানসরোবর)—শ্রীরাধারাণীর মন্দির, মানসরোবর।

দাওজী—শ্রীদাওজী, শ্রীরেবতী দেবী।

অক্রুরঘাট—

ভাতরোল—

বৃন্দাবন—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (নিবাসস্থান), অদ্বৈতবট, শ্রীরাধামদনগোপাল, দ্বাদশাদিত্যটিলা, পুরাতন শ্রীমদনমোহন মন্দির, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মূল সমাধি মন্দির, নূতন শ্রীমদন মোহন মন্দির, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহা-রাজের ভজনকুটীর, শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের সমাধি মন্দির, কালীয়দহ, শ্রীরাধাদামোদর মন্দির, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর ভজন কুটীর ও সমাধি মন্দির, শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির, শ্রীরাধা গোবিন্দ জীউর মন্দির (নূতন ও পুরাতন) শ্রীহনুমানজী, ইমলিতলা, শ্রীগোপেশ্বর মহা-দেব, বংশীবট, ধীরসমীর, শ্রীরাধা গোপীনাথ জীউর মন্দির (নূতন ও পুরাতন), শ্রীরাধারমণ মন্দির, শ্রীরাধারমণ জীউর প্রকটস্থল, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর সমাধি, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর সমাধি, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সমাধি, শ্রীরাধা গোকুলানন্দ মন্দির, বৃন্দাকুঞ্জ প্রভৃতি।

বিল্ববন—শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দির।

(শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমা' গ্রন্থে দর্শনীয় স্থান ও স্থানের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য)

সৌভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবতী ভক্তগণ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে যে যে স্থানে ও যে যে তারিখে উৎসব ও বৈষ্ণবসেবা প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল

	নাম	স্থান	তারিখ
১।	শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, কলিকাতা মঠ	মথুরা ভিওয়ানি ধর্ম্মশালা	৪ কার্ত্তিক (১৪০৬) ; ২২ অক্টোবর (১৯৯৯) শুক্রবার
২।	শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী সংস্থাপিত শ্রীমাধব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, রাধাকুণ্ড রোড (শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ জিন্দল, নৌঝিল)	গোবর্দ্ধন	১৩ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর রবিবার

৩।	শ্রীমতী অরুণা কর, কলিকাতা	গোবর্দ্ধন	১৪ কার্ত্তিক, ১ নভেম্বর সোমবার বহুলাষ্টমী তিথি
৪।	আগরতলার ভক্তগণ	বর্ষাণা	১৬ কার্ত্তিক, ৩ নভেম্বর বুধবার
৫।	আসামের ভক্তগণ	নন্দগ্রাম	১৯ কার্ত্তিক, ৬ নভেম্বর শনিবার
৬।	কলিকাতার ভক্তগণ	নন্দগ্রাম	২০ কার্ত্তিক, ৭ নভেম্বর রবিবার
৭।	শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ-শ্রীমতী মথুরাদেবী, রামপ্রস্থ, দিল্লী	কোশী	২৩ কার্ত্তিক, ১০ নভেম্বর বুধবার
৮।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ	গোকুল মহাবন	২৮ কার্ত্তিক, ১৫ নভেম্বর সোমবার
৯।	শ্রীভগবানস্বরূপ জিন্দল ও শ্রীনারায়ণস্বরূপ আগরওয়াল, মথুরা	গোকুল মহাবন	২৯ কার্ত্তিক, ১৬ নভেম্বর মঙ্গলবার
১০।	শ্রীমদনলাল গুপ্তা, জম্মু	বৃন্দাবন	২ অগ্রহায়ণ, ১৯ নভেম্বর শুক্রবার, উত্থানৈকাদশী তিথি ও ৩ অগ্রহায়ণ, ২০ নভেম্বর শনিবার
১১।	শ্রীমতী অন্নপূর্ণা বসাক, ৺কৃষ্ণকুমার বসাকের সহধর্ম্মিণী, আগরতলা	বৃন্দাবন	৫ অগ্রহায়ণ, ২২ নভেম্বর সোমবার
১২।	শ্রীসুরেশ কুমার গর্গ, করনাল	বৃন্দাবন	৬ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর মঙ্গলবার
১৩।	শ্রীমতী লক্ষ্মী ভুইয়া, আগরতলা	বৃন্দাবন	৭ অগ্রহায়ণ, ২৪ নভেম্বর বুধবার

২ অগ্রহায়ণ, ১৯ নভেম্বর শুক্রবার উত্থানৈকাদশীতিথিবাসরে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের ৯৫তম বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব তিথিবাসরে শ্রীব্যাসপূজা এবং পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথিপূজা সুসম্পন্ন হয়। উক্তদিবস বিভিন্ন মঠ হইতে ত্রিদণ্ডি যতি ও ব্রহ্মচারী সাধুগণ স্থানীয় ব্রজবাসী ও ব্রজমণ্ডলের বিভিন্নস্থান হইতে ব্রজবাসী পাণ্ডাগণ প্রভৃতি অগণিত ভক্তগণের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখার ত্রিদণ্ডিবৃন্দ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তনমুখে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্তা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের পূজনীয় ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণকে শ্রীব্রজমণ্ডলের পাণ্ডাগণকে ক্রমানুযায়ী বস্ত্রার্পণ সেবা বিধান করেন। উত্থানৈকাদশীতে ব্রতানুকূল ফলমূল প্রসাদের দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করা হয় এবং পরদিন মহোৎসবে যোগদানকারী ভক্তগণ ও ব্রজবাসিগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

উত্থানৈকাদশী তিথিতে শ্রীমঠে রাত্রির সভায় 'গুরুতত্ত্ব' ও শ্রীল গুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাথনামুখে হরিকথা বলেন—শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীথ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

২৩ নভেম্বর রাসপূর্ণিমা তিথি বাসরে বহুনরনারী ভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, আগরতলা হইতে আগত পরিক্রমাকারি ভক্তগণ ২৫ নভেম্বর বাস যোগে দিল্লী পেঁৗছিয়া পরদিন ট্রেণ যোগে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রচার পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্-ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রযত্নে মাসাধিক ব্যাপী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

ইং ১৯৯৯ সালে বিদেশে—নেদারল্যাণ্ড (রোটারডাম, ডেনহাগ প্রভৃতি), ফ্রান্স (প্যারিস প্রভৃতি), শ্লোভেনিয়া, ভিয়েনা, রাশিয়া (মস্কো, পিটারপ্রুগ, বেলারুশের রাজধানী মিন্‌স), ওডেসা (ইউক্রেন) শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার

[৩০ বৈশাখ (১৪০৬), ১৪ মে (১৯৯৯) শুক্রবার হইতে ৯ আষাঢ়, ২৪ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫৫ পৃষ্ঠার পর]

Wiena (ভিয়েনা)

[২৯ মে শনিবার ও ৩০ মে রবিবার]

শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রী সুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা), শ্রীবিন্দুমাধব দাস প্রভু, শ্রীঅর্জ্জুনদাস, শ্রীমাধবদাস ও শ্রীজগদীশ দাস দুইটী মোটর যানে শ্রীদামোদর দাসের গৃহ ফ্রাঙ্কোলোভো (Francolovo) হইতে যাত্রা করতঃ অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় ভিয়েনায় পেঁ ৌছিলেও স্থানীয় শ্রীগৌর কিশোরজী প্রভৃতি ভক্তগণের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থানে Vruida Wiena Temple Zurvere Hrung-এ উপনীত হইতে অপরাহ্ন ৩টা হয়। শ্লোভেনিয়ার শ্রীমতী তুঙ্গবিদ্যা ও পুত্র শ্রীমদনগোপাল সহ কিছু বিলম্বে আসিয়া পেঁ ৌছেন। 'শ্রীবৃন্দা' আশ্রমে সাধুগণের এবং গৃহস্থ ভক্তগণের অন্যত্র থাকিবার ব্যবস্থা হয়। তথায় রাত্রির অধিবেশনে (সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীপুরুষোত্তম ব্রত' পালনের মহিমা এবং 'দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের একমাত্র কৃত্য কৃষ্ণভজন' সম্বন্ধে বিস্তার রূপে বলেন। জার্ম্মাণদেশীয় ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ পরমাদ্বৈতী মহারাজ ভিয়েনায় 'বৃন্দা' এই নামে শাখা প্রচারকেন্দ্র সংস্থাপন করিয়াছেন। পরদিন ৩০ মে 'বৃন্দা' প্রচারকেন্দ্রে প্রাতের বিশেষ সভায় বহু ভক্তের সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুসঙ্গের মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উক্ত দিবস স্থানীয় ইস্কনের একজন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণসূর্য্য দাসের সংস্থাপিত আশ্রমে আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীভাগবতের 'শ্রীকপিল-দেবহূতি'-সংবাদ আলোচনামুখে সাধুর লক্ষণ বিষয়ে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। সভাশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব নৃত্যকীর্ত্তন করিলে ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। সভাশেষে প্রশ্নোত্তর এবং অনেকের সহিত পরিচয় হয়।

রাশিয়ায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

[১৬ জ্যৈষ্ঠ (১৪০৬), ৩১ মে (১৯৯৯) সোমবার হইতে .. আষাঢ়, ২৪ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত]

মস্কো

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য সপার্ষদে—শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী সমভিব্যাহারে ভিয়েনা বিমানবন্দর হইতে বেলা ১১-৪৫টায় Aeroflot বিমানে যাত্রাকরতঃ ভিয়েনা সময় অপরাহ্ন ২-১০ ও মস্কো সময় অপরাহ্ন ৪-১০ মিঃ-এ মস্কো বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিপুণ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীকমলাক্ষদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী (ভিক্টর) ও শ্রীঅমানীমানদ দাস প্রভৃতি ভক্তগণ সম্বর্দ্ধনার জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে অবস্থান করেন Presbrazhenskaya Ploschad, 2nd Pugachyovoskaya Str., House No. 14, Building No. 2 App 84. অমানীমানদ দাস প্রভুর ফ্ল্যাটে (১৫ তলা বিল্ডিংয়ের ১১ তলায়)। অন্যান্য সকলের থাকিবার ব্যবস্থা হয় সিভিল ইঞ্জিনীয়ারস্ হোস্টেল (Civil Engineer's Hostel), Kibalchicha Street 7, Moscow. All Russia Exhibition Centre-এর নিকটে। All Russia Exhibition-এর অন্তর্গত Cultural Hall-এ অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি

৯টা পর্য্যন্ত ১লা জুন মঙ্গলবার হইতে ৬ জুন রবিবার পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচনামুখে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের পরে শ্রোতাগণের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতেও প্রত্যহ কিছু সময় ব্যয়িত হয়। ৩ জুন ও ৬ জুন পূর্ব্বাহ্নে হরিনাম-মন্ত্র দিতে হওয়ায় সেই দুইদিন বাদে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে সভা অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নকালীন সভায় ভক্তসমাবেশ অধিক হয়। ৩ জুন ও ৬ জুন হরিনামপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম (১) ভিক্টর Troshulin পরিবর্ত্তিত নাম শ্রীবলরাম দাস, (২) Sergi Ye, Bosarevshi, (৩) Uriy Vicktorvich Stupkow পরিবর্ত্তিত নাম শ্রীউপানন্দ দাস, (৪) Andrey Dmitriyevich Fedum পরিবর্ত্তিত নাম শ্রীঅদ্বৈত দাস, (৫) Michael Leyndovitch Volevich পরিবর্ত্তিত নাম শ্রীমধুসূদন দাস, (৬) Ivgoniy Borisovich পরিবর্ত্তিত নাম শ্রীরোহিণীনন্দন দাস।

শ্রোতাগণের মধ্যে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ থাকিলেও অল্প-সংখ্যক ব্যক্তি ইংরাজী বুঝেন, অধিকাংশ বুঝেন না। রুশদেশে মাতৃভাষার প্রতি অধিক আদর। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ রুশদেশীয় হইলেও ইংরাজী ভাষা জানেন ও ভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত, তিনি দোভাষীর (Interpreter-এর) কার্য্য করায় প্রচারে বিশেষ সহায়তা হয়। হরিনামমন্ত্র-প্রার্থিগণকে শ্রীল আচার্য্যদেবের ইংরাজী ভাষায় উপদিষ্ট বিষয় শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ সুন্দরভাবে রুশভাষায় বুঝাইয়া দিতেন। শ্রীল আচার্য্যদেব কখন কি বিষয়ে এবং কোন্ শাস্ত্রাবলম্বনে বলিবেন তাহা জানিয়া তিনি সেই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া বসিতেন এবং যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি বাংলাভাষাও কিছু বুঝিতে ও বলিতে পারেন। উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণের আদি ও অন্তে কএকটী বাক্য রুশভাষায় বলিলে শ্রোতাগণের উৎসাহ ও উল্লাস বর্দ্ধিত হইত।

সেণ্ট পিটারবুর্গ (St. Petersburg) Leningrad

[৭ জুন সোমবার হইতে ১০ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত]

"Saint Petersburg, Russian 'Sankt Petersburg', formerly (1914-1924) Petrograd or (1924-91) Leningrad city, extreme northwestern Russia. It is one of the most beautiful cities of Europe. The second largest city after 'Moscow' in Russia. St Petersburg has played a vital role in Russian history Founded as St. Petersburg by Peter I the Great in 1703, it was for two centuries the capital of Russian Empire (1712-1918). It was the scene of the February and October revolution in 1917 and was besieged and fiercely defended city during World War II. The modern city is important as a cultural and industrial Centre and as a Seaport. In 1924 it was renamed for the Soviet leader 'Vladimir Lenin', but it reverted to its original name in 1991.

St. Petersburg is situated on the delta of the Neva River where it debouches into the Gulf of Finland about 100 miles (160 km) from the Finnish border."

—The New Encyclopaedia Britannica
volume 10, page 332.

স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন স্বনামধন্যা খ্যাতনামা দুই মহারাণী (Great Empress) এই দেশকে শাসন করিয়াছিলেন পঞ্চাশ বৎসরাধিককাল এবং দেশের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন।

৬ জুন রবিবার মস্কো সহর হইতে রাত্রি ১০-৪৫ মিঃএ ট্রেণযোগে শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে শ্রী শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্-ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী ও শ্রীবৃন্দাবন দাস এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজের সহিত স্থানীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিপুণ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীকমলাক্ষ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোপাল দাস, শ্রীপাবনবিহারী কৃষ্ণদাস ও শ্রীঅমানীমানদ দাস—দ্বাদশমূর্ত্তি পরদিন ৭ জুন সোমবার প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় সেণ্ট পিটারবুর্গ রেলষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। রাশিয়ার রেলষ্টেশনে যেখানে গাড়ী থাকে শৌচাদি-

কার্য্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সেই সময় প্রস্রাবাদির বেগ হইলে কোন উপায় নাই। রেলষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিবার কিছুপূর্ব্ব শৌচাগার বন্ধ করা হয় এবং ষ্টেশন ছাড়িয়া কিছুদূর যাওয়ার পর শৌচাগার খোলা হয়। এক বিচারে ভাল, ষ্টেশনগুলি পরিষ্কার থাকে। স্থানীয় ভক্ত শ্রীপরমেশ্বর দাসাধিকারী পূর্ব্বনাম শ্রীপ্রবরজ্ঞ দাস Paravarajna প্রভৃতি কয়েকজন ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপ্রবরজ্ঞদাসের আবাসস্থান ১০ তলায় (9th Floor H. No :-177 Premorskaya-তে) অবস্থান করেন শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী। শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজের প্রচেষ্টায় কিছুদূরে অন্যান্য সকলের বাসস্থানের ব্যবস্থা হয় ভাড়া বাড়ীতে (Vasilyavski Ostrov Malyy Prospekt 65-49তে)। ধর্ম্মসভার ব্যবস্থায় মুখ্য উদ্যোক্তাদ্বয়—শ্রীসাধন দাস ও শ্রীপরমাত্মাদাস। ৭ই জুন সোমবার হইতে ৯ই জুন বুধবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত লেনিন সাংস্কৃতিক ভবনে (Ilyicha Cultural Hall-এ) Electrosila, Metro station-এর নিকটে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা আলোচনামুখে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ 'রুশ' ভাষায় বুঝাইয়া দেন। পাশ্চাত্যদেশে সর্ব্বত্রই ভাষণের পরে প্রশ্নোত্তরের জন্য অতিরিক্ত সময় সংরক্ষিত থাকে। ৮ ও ৯ই জুন প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেবের বাসস্থানে আসিয়া সমবেত হইলেন ভক্তগণ প্রশ্নোত্তরের জন্য। ১০ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ১২-৩০টায় সেণ্ট পিটারসবুর্গ সহরে Yekaterinah (Kateriana) একরকম চতুষ্কোণ পার্ক হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সদর রাস্তা NEVSKIY PROSPECT (Avenue) দিয়া চলিয়া পুনঃ তথায় আসিয়া সমাপ্ত হয় বেলা ২-৩০ ঘটিকায়। স্থানীয় ভক্তগণ বলিলেন এখানে নগ্নপদে পরিক্রমা নিষেধ, পাদুকাসহ রাস্তায় চলা বিধি। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন নগ্নপদে নগর সংকীর্ত্তন শাস্ত্রবিহিত, তিনি নগ্নপদেই চলিবেন। ইহা শুনিয়া সকলেই নগ্নপদে নগরকীর্ত্তন করিতে শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্য কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে পরবর্ত্তিকালে মূলকীর্ত্তনীয়ারূপে নৃত্য কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী। এই সব এলাকায় নগর সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠান বিরল। ভক্তগণ সংকীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইলে একজন তদ্দেশীয় বৃদ্ধা মহিলা শোভাযাত্রার অগ্রে বহু কায়দা করিয়া নৃত্য করিতে থাকিলে তৎদর্শনে হাস্যরসের উদ্দীপনা হয়।

মিন্স্ক (Minsk, Belorussia)

(১১ই জুন শুক্রবার হইতে ১৪ই জুন সোমবার পর্য্যন্ত)

শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী, শ্রীবৃন্দাবন দাস (Victor) প্রথম শ্রেণীতে, শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ, শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিপুণ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ (রুশদেশীয় সন্ন্যাসী), শ্রীকমলাক্ষদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমানিমানদ দাস, শ্রীপাবনবিহারী দাস, শ্রীবলরাম দাস, শ্রীমতী নারায়ণীদেবী দাসী প্রভৃতি রুশদেশীয় পুরুষ মহিলা ভক্তগণ সাধারণ শ্রেণীতে সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গ রেলষ্টেশন হইতে ১০ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় ট্রেণযোগে বেলেরুসের রাজধানী মিন্স্ক (Minsk)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২২ ঘণ্টা দিন থাকে, মাত্র দুই-দেড় ঘণ্টা রাত্রি। ভারতীয় সময়ে অভ্যস্ত বুঝিবার সৌকর্য্যার্থে সন্ধ্যা ৭টা লেখা হইয়াছে। লেনিনগ্রাডে ভারতীয় রাত্রি ১০টা দিনদুপুরের মত। আরও উত্তরে উত্তর মেরুতে (Arctic Region) নাকি ছয়মাস দিন, ছয়মাস রাত্রি। সর্ব্বত্রই মানুষ থাকিতে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। Arctic Region-এ অতিরিক্ত ঠাণ্ডাহেতু লোক-বসতির উপযুক্ত নহে। ১১ জুন শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় মিন্স্ক রেলওয়ে ষ্টেশনে সকলে আসিয়া উপনীত হন। ষ্টেশনে কতিপয় ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থানুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসহ শ্রীশ্রীকান্ত বন-

চারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী ও শ্রীবৃন্দাবন দাস (Victor) শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াদাসীর গৃহে দ্বিতলে অবস্থান করেন। শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াদাসীর পূর্ব্বনাম (Satsunkevich Larice), তাহার বাড়ীর ঠিকানা—Karlmarks Street 30, Dom Flat 5A, Minsk (Belorussia)। শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজের গুরুভ্রাতা শ্রীব্রজবিহারী প্রভু অন্যান্য সকলের থাকিবার ব্যবস্থা ভাড়া বাড়ীতে করেন। ১১ জুন শুক্রবার হইতে ১৪ জুন সোমবার পর্য্যন্ত Belorusky Institute of Law (বেলারুশ আইন বিষয়ক সংস্থায়) দ্বিতলে সভাকক্ষে প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫-৩০টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত এবং ১২ ও ১৩ জুন পূর্ব্বাহ্ন ১০টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত বিশেষ সভার আয়োজন হয়। ঠিকানা—Karola St. No. 8, Minsk. শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনবিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধে গীতা, ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করতঃ বিস্তারভাবে বুঝাইয়া বলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ রুশভাষায় তাহা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। ১৪ জুন পূর্ব্বাহ্নে ৫ মূর্ত্তি পুরুষ ও ৪ মূর্ত্তি মহিলা ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনামাশ্রিত বা হরিনামাশ্রিতা হন। স্নানাদির পর তাঁহাদের শরীরে তিলক অঙ্কনের সময় একজন স্থানীয় বাহিরের মহিলা হঠাৎ তথায় আসিয়া উহা দেখিয়া ভীত হইয়া পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ অবশ্য বিলম্বে আসে। তখন হরিনাম প্রদান-কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। হরিনামাশ্রিত পুরুষগণের নাম—(১) Valeriy Romanovich পরিবর্ত্তিত নাম শ্রীবীরভদ্র দাস, (২) Vosiliy Nikolayevich পরিবর্ত্তিত নাম শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন দাস, (৩) Yuriy Artemovich পরিবর্ত্তিত নাম শ্রীউদ্ধব দাস, (৪) Dmitriy Anatolyevich পরিবর্ত্তিত নাম শ্রীদেবকীনন্দন দাস, (৫) Laska Bronislav Kazemirovich পরিবর্ত্তিত নাম শ্রীবামন দাস।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ—১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। গীতার প্রতিপাদ্য
৪৯। বেণুগীত
৫০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা—যন্ত্রস্থ
৫১। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস
৫২। The Vedanta
৫৩। The Bhagabat
৫৪। Rai Ramananda
৫৫। Vaishnavism
৫৬। Sree Brahma-Samhita
৫৭। Saranagati
৫৮। Relative Worlds
৫৯। शिक्षाष्टक
৬০। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৬১। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৬২। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৬৩। भजन-गीति
৬৪। श्रीचैतन्यभागबत
৬৫। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬৬। परम तत्व-विचार
৬৭। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৮। साध्य-साधन-तत्व विचार
৬৯। मैं कौ हूँ ?
৭০। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৭১। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

Regd. No. RN-5335/61
Regd. No. WB/RNP-355

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

To
....
....
....
....
Pin ....

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বাষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীচৈতন্য-বাণী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
চত্বারিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা
আষাঢ়, ১৪০৭
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৩৬২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৪০শ বর্ষ { শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৪০৭
১৪ বামন, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, শুক্রবার, ৩০ জুন ২০০০ } ৫ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৬৩ পৃষ্ঠার পর]

রামানুজাচার্য্য বলেন,—বস্তু তিনটী—ঈশ্বর, চিৎ এবং অচিৎ। গৌরসুন্দর বলেন,—জীব যদি চিৎ পদার্থ হ'ন, তা' হ'লে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর কোথা হ'তে আসে ? বাহিরের অচেতন জিনিষগুলি কি ক'রে চেতনকে গ্রাস করে ? অন্য একটা শক্তি তা'কে পরাভূত ক'রতে পারে—fractional part (বিভিন্নাংশ) ব'লে। যেহেতু বিভিন্নাংশ, সেই জন্যই ভগবানের আর একটা শক্তি তা'কে পরাভূত ক'রতে পারে। জীবশক্তি বদ্ধাবস্থায় নীত হ'বার যোগ্য। জীব এদেশে এল কেন ? সে যখন অন্তর্জ্জগতের কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন বহির্জগৎ হ'তে পৃথক্ হতে পারে, বহির্জগৎকে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিতে পারে। তটস্থ-ভাবটী জ্যামিতির রেখার মত জিনিষ। স্থূলভাবে দেখাতে গেলে প্রত্যক্ষবাদীর দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে এসে যায়। চেতনের রাজ্যে দেখাতে গেলে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণহীন। এখন এইগুলি তাকে গ্রাস ক'রেছে।

দেশ-কাল-পাত্র কি ? পাত্র-বিচারে কেহ বলেন, —'আমি খোদা'। অপরে বলেন,—'আমি শরীরী', আমি—জীব,—বৃহৎ, ব্রহ্ম নই। বৃহতের ধর্ম্ম খণ্ডিতভাবে বিন্দু বিন্দু জীবে বিদ্যমান আছে,—যেমন তরঙ্গ ও সমুদ্র। নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গ সমুদ্রের জলরাশি বা সমগ্র সমুদ্র নয়। তরঙ্গের জলটা মাপা যায়— জীবাত্মাকে মেপে নেওয়া যায়, পরমাত্মাকে মেপে নেওয়া যায় না।

'বৈকুণ্ঠ' ও 'মায়িক' দুইটী পৃথক্। মায়িকের মধ্যে দু'রকম অবস্থা আছে—অচেতন এবং গ্রস্ত-চেতন। যখন আমাদিগকে মায়িক জগতের অন্তর্গত মনে করি, তখন আমাদের জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতি বিচার করি, কিন্তু তটস্থা শক্তি—নিত্যা, ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ নয়। কোন কোন ধর্ম্মমতে জীবের সৃষ্ট হওয়ার কথা আছে। কিন্তু কোন্ সময় সৃষ্ট হল ? Semetic thought (ইহুদীদিগের ধারণা অনুসারে) আদম হবা সৃষ্ট হ'ল, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে

এখানে এল, আখেরের দিনে বিচার হ'বে। অপর পক্ষীয়গণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন। তাঁ'রা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের বিচার বুঝ্‌তে পারেন। কেহ কেহ বলেন, সূক্ষ্ম শরীর ভগবানের সহিত এক হ'য়ে যায়। ঐ সমস্তই অজ্ঞান-প্রসূত বিচার—ভালরূপে ব্যাখাত হয় না—বাধাযুক্ত হ'য়ে পড়ে। এই সমুদয় বিচার সুষ্ঠুতা লাভ ক'রেছে—শ্রীচৈতন্যদেবের কথায়। যাঁ'রা শ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলনামূলক অধ্যয়ন করেন, তাঁ'রা ইহা বুঝেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্যে সকল কথা সুমীমাংসিত হ'য়েছে।

দাহিকা শক্তির সহিত যেমন অগ্নির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, জীবের সহিত ভগবানের সেরূপ সম্বন্ধ। ভেদ-বুদ্ধি করার প্রয়োজন হয় না—অথচ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায়।

জীব ভোগী বা ত্যাগী হ'য়ে উঠেছে। এটা ব্যারাম—জীব তখন রোগী। তা'র মুখটাকে কৃষ্ণের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার নাম চিকিৎসা। ইন্দ্রিয়ের শক্তি unassorted (প্রতিহত বা বাধা-প্রাপ্ত) হ'য়ে অন্ধকারের দিকে ফিরেছে। আলোর দিকে ফিরিয়ে দিলে completely dove-tailed (সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত) হ'য়ে unityর (ঐক্যের) বাধা দিবে না।

আমিত্ব-জ্ঞান তদীয়ের অতিরিক্ত নয়। তদতি-রিক্ত হ'লে মনে হ'বে,—ঈশ্বরই ত' আমি! হিরণ্য-কশিপুর ন্যায় কনক-কামিনী-ভোগের স্পৃহা প্রশমিত হয় না। দেহ, ঘর, দেশ—আমার সঙ্গে incorpo-rate (অংশভূত বা অনুস্যূত) ক'রে নেবার ক্ষমতা এসে পড়েছে। এ মতলবগুলো পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহাদের ingress (প্রবেশ) ও egress (বহির্গমন) সম্বন্ধেও অনেক বিচার আছে।

পরিবর্ত্তনীয় অবস্থাই কি আমি? Bliss (পরম-সুখ) বিরুদ্ধভাব আমাকে আচ্ছন্ন ক'র্‌বে না, এরূপ নয়। আমি অন্তরঙ্গা শক্তির পরিণামের Factor (উৎপাদক বা কারণ) নই। এখন বহিরঙ্গা শক্তি-পরিণতির Factor ব'লে অভিমানগ্রস্ত হ'য়েছি। আমি অভেদ-প্রকাশ, না ভেদ-প্রকাশ-দ্যোতক? অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবিচ্ছিন্নতা আছে—যা' আমাদের নাই। আমরা তটস্থা শক্তি-পরিণতির Factor (উৎপাদক বা কারণ)। External (বাহ্য) কিংবা astral bodyকে (সূক্ষ্মশরীরকে) জীব ব'লে ভুল ক'র্‌তে হ'বে না। সেরূপ বিচার ক'র্‌লে হয় 'ভোগী', না হয় 'ত্যাগী' হ'য়ে যেতে হ'বে। এ দু'য়ের জ্ঞান বিভিন্ন। তা'দের মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌লে "আমি কে" বুঝ্‌তে পার্‌ব না। আমার স্বরূপ তটস্থ। এখনকার প্রতীতি হ'তে মুক্ত হওয়া দর-কার। তা'হ'লে উৎক্রান্ত দশায় আর এখানে আস্‌তে হ'বে না—পরাগতি লাভ ক'র্‌ব। তখন কৃষ্ণকে কিরূপ সেবা ক'রতে হয়, জান্‌তে পার্‌ব।

সেবা—পাঁচ রকমের। গৌরসুন্দর যে সেবার কথা ব'লেছেন, সে সেবা সর্ব্বোত্তম। যে ঔষধ-দ্বারা বর্ত্তমান ব্যাধি আরোগ্য হ'য়ে সেবা-বৃত্তির উদয় হয়, গৌর-বিহিত কীর্ত্তনের মধ্যে সে ঔষধটা আছে। এই ঔষধ গ্রহণ করা সকলের কর্ত্তব্য। তা' হ'লেই শান্ত হ'তে পার্‌ব—মনের শান্তি—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়ার শান্তি হ'বে।

সেবা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ প্রকার রসে হয়। সেবা ভুলে এখানে আমরা প্রভু হ'য়ে গেছি। কৃষ্ণ (!) হ'বার ইচ্ছা হয়েছিল, এই জগৎ তা'র সুযোগ দিয়েছে। এই জগৎ সেই-জন্য সাজানো রয়েছে। ইহা স্বরূপের ধর্ম্ম নয়। "খোলসের সাজানো আমি"কে দেখে আমি মনে করি—"আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ" ইত্যাদি। এ অবস্থা নিত্য নয়। আমরা এইরূপে অশান্তির জগতে আছি। সেবাময় অবস্থাই—শান্তি। যখনই আমি একথা হৃদয়ের সহিত জান্‌তে পার্‌ব, তখনই আমার বহু-রূপিণী সাজানো অবস্থায় আমিত্বের আরোপ ক'র্‌ব না।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যপর সেবা-ময় আমিত্বের কথা শ্রবণের সৌভাগ্য যদি আমাদের কখনও হয়, তা' হ'লে কালের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে জন্ম-গ্রহণ ক'রে হিংসিত হ'বার অবস্থা হ'তে শান্তি প্রাপ্ত হ'ব। মনোধর্ম্মী হ'লে তা হ'বে না। অন্ধকারে ভ্রমণ মাত্র হবে। আলোকে পা বাড়ান হ'বে না।

মনকে অনুস্যূত (incorporate) ক'রে রেখেছে যে জিনিষটা, সেটা 'জীব' নয়। সাময়িক ঔপাধিক আবরণ-দ্বয় যাঁ'র, তাঁ'র কথা অর্থাৎ আত্মার কথা

আলোচনা করা আবশ্যক। স্বরূপ, স্বগুণ, স্বক্রিয়া আলোচনা কর্‌লে জান্‌ব,—আমরা বৈষ্ণব। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা প্রদান ক'রে 'স্বরূপের' কথা জানিয়ে দেন, 'স্বনাম' প্রকাশ ক'রে দেন, স্বগুণ ও স্বক্রিয়া শ্রীগুরুসেবা ফলেই প্রকাশিত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

প্রশ্ন - সম্বন্ধতত্ত্ব ও সম্বন্ধজ্ঞান কি ?

উত্তর—"সম্বন্ধতত্ত্বে তিনটী বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা আছে—জড়জগৎ বা মায়িক তত্ত্ব, জীব বা অধীনতত্ত্ব ও ভগবান্ বা প্রভুতত্ত্ব। ভগবান্ এক ও অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বাকর্ষক, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের একমাত্র নিলয়, মায়া ও জীবশক্তির একমাত্র আশ্রয়। তিনি মায়া ও জীবের আশ্রয় হইয়াও সর্ব্বদা সুন্দররূপে একটী স্বতন্ত্র-স্বরূপ। তাঁহার অঙ্গকান্তি সুদূরবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত। তাঁহার ঐশীশক্তি জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়া অংশে পরমাত্ম-স্বরূপে জগৎপ্রবিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্ব। ঐশ্বর্য্য-প্রধান-প্রকাশে তিনি পরব্যোমে নারায়ণ। মাধুর্য্য-প্রকাশে তিনি গোলোকবৃন্দাবনে গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার প্রকাশ ও বিলাস-সমুদয় নিত্য ও অনন্ত। তাঁহার সমান কেহ বা কিছুই নাই। তাঁহার অধিকের ত' কথাই নাই। তাঁহার পরা শক্তিক্রমে সমস্ত প্রকাশ ও বিলাস। পরা শক্তির বিবিধ বিক্রমের মধ্যে জীবের নিকট তিনটী বিক্রমের পরিচয়মাত্র আছে। একটীর নাম চিদ্বিক্রম—যদ্দ্বারা তাঁহার লীলা-সম্বন্ধে সমস্তই সিদ্ধ হইয়াছে। আর একটীর নাম জীব-বিক্রম বা তটস্থ-বিক্রম—যদ্দ্বারা অনন্ত জীবের উদয় ও অবস্থিতি। তৃতীয় বিক্রমের নাম মায়া-বিক্রম—যদ্দ্বারা জগতের সমস্ত মায়িক বস্তু, কাল ও কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। জীবের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবের ও জড়ের যে সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত ভগবান্ ও জীবের যে সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধের নাম সম্বন্ধতত্ত্ব। সম্বন্ধতত্ত্ব সম্যক্ জানিতে পারিলে সম্বন্ধজ্ঞান হয়। সম্বন্ধজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ কোনপ্রকারেই শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে পারেন না।" —জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

প্রশ্ন—সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত 'অহংতা মমতা' হেয় কি ?

উত্তর—

"এ ভক্তিবিনোদ কয়, অহংতা মমতা নয়,
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-অভিমানে।
সেবার সম্বন্ধ ধরি, অহংতা মমতা করি,
তদিতর প্রাকৃত বিধানে॥"

—'যামুনভাবাবলী', গীঃ মাঃ

প্রশ্ন—আম্নায় কি ?

উত্তর—"বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা নামক শ্রুতিসকলকে 'আম্নায়' বলা যায়।" —শ্রীমঃ শিঃ ২য় পঃ

প্রশ্ন—শ্রীচৈতন্যদেবের মূল-শিক্ষা কি ?

উত্তর—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ
পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতাং
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্র স্বয়ং সঃ॥"

—'দশমূলনির্য্যাস', স তোঃ ৯।৯

প্রশ্ন—দশমূল কি ?

উত্তর—"দশমূল এই—প্রমাণ একটি অর্থাৎ আম্নায়বাক্য এবং প্রমেয় নয়টি—(১) হরিই পরতত্ত্ব; (২) তিনি (শ্যামসুন্দর)—সর্ব্বশক্তিমান্; (৩) সেই শ্যামসুন্দর—পরম-রসময়, সংব্যোম বা পরব্যোমই তাঁহার ধাম; (৪) জীব অনন্ত, চিৎপরমাণু ও কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ এবং নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত-ভেদে জীব দুই প্রকার; (৫) কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ—মায়াবদ্ধ;

(৬) শুদ্ধভক্তগণ—মায়ামুক্ত ; (৭) জীব ও জড়ময় সমস্ত জগৎ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-প্রসূত নিত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ ; (৮) নববিধ কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব ; (৯) কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্ব।"

—'শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা', হঃ চিঃ

প্রশ্ন—তত্ত্ববস্তু এক,—না বহু ?

উত্তর—'তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
তত্ত্ববস্তু এক বই দুই নয়"

—'শক্তিমত্তত্ত্ব প্রকরণ', আঃ সূঃ ২

প্রশ্ন—শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা কোথায় লিপিবদ্ধ আছে ?

উত্তর—"শ্রীমহাপ্রভুর যে শিক্ষা, তাহা দুই গ্রন্থে সুষ্ঠু লিখিত হইয়াছে ; তত্ত্ব-শিক্ষাটি—শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এবং ভজন-শিক্ষাটি—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে।"

—'বিজ্ঞপ্তি', কৃঃ কঃ

প্রশ্ন—একমাত্র প্রমাণ কি ? বেদের প্রতিপাদ্য কি ?

উত্তর—"বেদশাস্ত্রে বিশুদ্ধ-ভক্তিই শিক্ষিত আছে। বেদবাদীদিগের প্রকৃতিদোষে নানাপ্রকার মত ও বহু প্রকার কর্ম্ম ও জ্ঞানের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ বেদই মানবের একমাত্র প্রমাণ ও শিক্ষাগুরু। তাহাতে মতবাদ প্রবেশ করাইয়া শুদ্ধভক্তি-শিক্ষা হইতে পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচারিত হইয়াছে।"

—'প্রমাণ-নির্দ্দেশ', ভাঃ মঃ ১।৬

প্রশ্ন—সচ্ছাস্ত্র কি ?

উত্তর—"এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইলে উভয়ে গিয়া কূপে পতিত হয় ; তদ্রূপ অসচ্ছাস্ত্র-প্রণেতৃগণ ও তাহাদের অনুগামী অন্ধ লোকসকল কুমার্গগত ও শোচনীয়। 'সচ্ছাস্ত্র' বলিলে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রকে বুঝিতে হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ১।২

প্রশ্ন—বেদ কি ?

উত্তর—"যে-সে-স্থানে-একখনি বেদ-গ্রন্থ পাইলেই সব স্থানে মানা যাইবে, তাহা নয়। কালে-কালে সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই বেদ' এবং যাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা অমোদের অস্বীকার্য্য।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

প্রশ্ন—গীতা, ভাগবত, সাত্বত-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র ও বেদের সহিত শ্রীচৈতন্য-বাণীর পার্থক্য কি ?

উত্তর—"গীতা শ্রীমুখ-বাক্য বলিয়া তাঁহাকে 'গীতোপনিষদ্' বলা যায় ; অতএব তাহা 'বেদ'। শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষিত দশমূলতত্ত্ব—শ্রীমুখ-বাক্য, সুতরাং তাহাও 'বেদ'। সমস্ত বেদার্থসার-সংগ্রহরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণচূড়ামণি। অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রোক্তি যদি বেদানুগা হয়, তাহাও সুতরাং প্রমাণ। তন্ত্রশাস্ত্র ত্রিবিধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ; তন্মধ্যে 'পঞ্চরাত্র' প্রভৃতি সাত্ত্বিক তন্ত্রসকল গূঢ় বেদার্থ বিস্তার করায় 'তন্—বিস্তারে' এই ধাতু-ক্রমে তাহারাও প্রমাণ-মধ্যে গণিত।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

প্রশ্ন—আম্নায়-ধারার নিত্যত্বের প্রয়োজনীয়তা কি ?

উত্তর—"No book is without its errors. God's Revelation is Absolute Truth, but It is scarcely receivec and preserved in Its natural purity. ....Truth when revealed is Absolute, but it geta the tincture of the nature of the receiver in course of time and is converted into error by continual exchange of hands from age to age. Now Revelations, therefore, are continually necessary in order to keep Truth in Its original purity."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

প্রশ্ন—সদ্গুরুর লক্ষণ কি ? কুলগুরু স্বীকার করিলে কি সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ হয় না ?

উত্তর—কালদোষে গুরু-সম্বন্ধে মানবগণের বিচার অত্যন্ত দূষিত হইয়াছে। আজকাল হয় কুলগুরুর নিকট অথবা যে-সে ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ করা হয়, তাহাতে পরমারাধ্য গুরুদেবের আশ্রয় হইতে পারে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ও আশ্রয়-প্রাপ্ত গুরুর নিকট আত্মার সেবাজিজ্ঞাসু ব্যক্তি গমন করত প্রপত্তি স্বীকার করিবেন।"

—'পঞ্চ সংস্কার, সঃ তোঃ ২।১

প্রশ্ন—কে গুরু-পদের যোগ্য ?

উত্তর—"পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।" —'গুর্ব্বজ্ঞা', হঃ চিঃ

প্রশ্ন—উচ্চবর্ণ দেখিয়া কি গুরু করা উচিত নহে? হরিভক্তিবিলাসে ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থকে গুরু-পদে বরণ করিবার কথা বলা হইয়াছে কেন ?

উত্তর—কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানই সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্বজ্ঞানের গুরু হইবার অধিকার-বিচারে এই-মাত্র সিদ্ধান্তিত আছে যে, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা বিপ্রই হউন বা শূদ্রজাতিই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, গুরু হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্য-পুরুষ থাকিতে হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়,—এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষী বৈষ্ণবপর ; অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত বিধিমতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে-বর্ণে বা যে-আশ্রমে পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করা বিধি।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৮।১২৭

প্রশ্ন—ব্রাহ্মণত্ব ও গৃহস্থত্ব—এই দুইটী কি গুরুর মুখ্য লক্ষণ নহে ?

উত্তর—"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥

যাঁহার এই স্বরূপ-লক্ষণ আছে, তাঁহার দুই একটা তটস্থ-লক্ষণ না থাকিলেও তিনি গুরু হইবার যোগ্য। ব্রাহ্মণত্ব ও গৃহস্থত্ব—এই দুইটী তটস্থ-লক্ষণ-মধ্যে গণ্য। স্বরূপযোগ্যতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই দুইটী তটস্থ-লক্ষণ থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু স্বরূপ-লক্ষণে যাঁহাদের দোষ থাকে, তাঁহাদের এই দুই লক্ষণের দ্বারা গুরুযোগ্যত্ব হয় না।"

—'তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন,' সঃ তোঃ ১১।৬

প্রশ্ন—দুষ্ট গুরু ও সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় কি ?

উত্তর—"গুরু দুই প্রকার অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। সমাধিস্থ আত্মাই আত্মার অন্তরঙ্গ গুরু। যিনি যুক্তিকে 'গুরু' বলিয়া তাহার নিকট উপাসনা শিক্ষা করেন, তিনি দুষ্ট গুরু আশ্রয় করিয়াছেন। নিত্যধর্ম্মের পোষকরূপে যুক্তির ছলনা পূতনার ছলনার সহিত তুলনা করা যায়। রাগমার্গের উপাসকগণ পরমার্থ-তত্ত্বে যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম-সমাধিকে আশ্রয় করিবেন। যে মনুষ্যের নিকট উপাসনাতত্ত্ব শিক্ষা করা যায়, তিনি বহিরঙ্গ গুরু। যিনি রাগমার্গ অবগত হইয়া শিষ্যের অধিকার বিচার-পূর্ব্বক পরমার্থ উপদেশ করেন, তিনি সদ্‌গুরু।"

—কৃঃ সং ৮।১৪

প্রশ্ন—বৈষ্ণব-শাস্ত্রমতে কে জগদ্‌গুরু হইতে পারেন ?

উত্তর—"বৈষ্ণব-ধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা, ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ অঃ ৫।৮৪-৮৫

প্রশ্ন—গুরুর একমাত্র স্বরূপ-লক্ষণ কি ?

উত্তর—"বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।"

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

প্রশ্ন—সদ্‌গুরু শিষ্যকে কি উপদেশ প্রদান করেন?

উত্তর—"বৈষ্ণব-গ্রন্থের সর্ব্বত্র শুদ্ধজ্ঞানের প্রশংসা আছে। মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতেই এই তিনটী কথা—সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয়-সাধন ও প্রয়োজন। ভগবান্ কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড়ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ,—ইহা ভাল করিয়া জানার নাম সম্বন্ধ জ্ঞান। তিনিই সদ্‌গুরু, যিনি এই সম্বন্ধ-জ্ঞান শিষ্যকে ভাল করিয়া উপদেশ দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পাইলে জীবের আর কি কোনপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বাকী থাকে? জড়ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যতপ্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান চলিতেছে, তাহা সকলই জানা যায়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

(ক্রমশঃ)

"বন্দে গুরূন্" শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ।।

দীক্ষা, শিক্ষা ও চৈত্ত্যভেদে গুরুত্রয়কে শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশসকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের লীলাবর্ণনের বিচারে প্রথমমুখে ব'লেছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞাটি কোন একটী নশ্বর লোকের সম্বন্ধে কথা-মাত্র নয়; ইহা ব্যাপকতা ধর্ম্মবিশিষ্ট। গুরূন্—গুরুদিগকে, বহুবচনের পদ; ঈশভক্তান্—ভাগবতপরমহংস বা বৈষ্ণবদিগকে; ঈশম্—ঈশ্বরকে, এখানে একবচন; আর ঈশাবতারকান্—ঈশ্বরের অবতারসমূহকে; তৎপ্রকাশান্—তাঁ'র প্রকাশদিগকে; তচ্ছক্তীঃ—তাঁ'র শক্তিদিগকে; —এদের সকলেই কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁ'দের পরস্পরের সেই পার্থক্য আলোচনা আবশ্যক। যাঁ'রা বলেন, ভগবদ্‌বস্তু নির্ব্বিশেষ, তাঁদের চিদ্‌বৈচিত্র্য চিদ্‌বিশেষের আলোচনার আবশ্যক হয় না। কিন্তু সবিশেষবিচারপর ব্যক্তিদিগের বিচারমধ্যে ভগবান্ এবং তাঁ'র যে বিশেষ অর্থাৎ প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য, তাহা তদন্তর্নিবিষ্ট আছে। অনেকে বিচার করেন—

"সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্"

—শ্রুতি একথা ব'লেছেন। বেদানুগসম্প্রদায় কিপ্রকারে এক অদ্বিতীয়বস্তুতে ভেদ কল্পনা করেন? 'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ' বিচারে, দ্বিতীয় বিচার যদি হয় অর্থাৎ একবস্তু ব্যতীত অনুভূতি থাকলে ভয় ব'লে একটা বৃত্তি এসে উপস্থিত হয়, সেই ক্ষেত্রে একবস্তুর সবিশেষ বিচারপরগণের বস্তুর বিশেষ রাহিত্যকল্পনাকারীর সহিত মতভেদ হ'চ্ছে। বস্তুটি যদি নির্ব্বিশেষ হয় অর্থাৎ জ্ঞেয়পদার্থের মধ্যে যদি বিচিত্রতা বা বৈশিষ্ট্য না থাকে, তবে জগতের বিশেষ বা বিচিত্রতা একের ব্যাঘাতকারক হয়। হয়। তাতে দু'টি বিচার এসে উপস্থিত হয়। জগতে কতকগুলি সংখ্যাকারী আছেন, তাঁ'রা বিচার করেন —২৪টি ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব আছে, তাতে তত্ত্ব ত' এক হ'ল না, ২৪টি হ'য়ে গেল। আবার ভাগবতে আঠাশটি তত্ত্বের কথা বলেন। তবে কি ভাগবতের বিচারপ্রণালীও বেদ হ'তে পৃথক্? তা' নয়।

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ।।

[যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষতত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য—ইহা বিচার করিলে সবিশেষতত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।]

যে সকল বেদমন্ত্র নির্ব্বিশেষের বিচার করেন, নির্ব্বিশেষ বিচার ক'রতে গিয়ে সেসকলের শেষে বিশেষের বিচারই লক্ষিত হয়। প্রাকৃতরাজ্যে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের বিচার-প্রণালী আছে। সেজন্য সাধারণ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রাকৃত জগতের ধারণা নিয়ে তদতিরিক্ত ধারণা কর্‌তে গেলে জড়সবিশেষবিচারকে রহিত ক'রে নির্ব্বিশেষবিচারকে আবাহন করে। এখানে দেখুন, এই যে 'নির্ব্বিশেষ' শব্দটী ব্যবহার হ'চ্ছে—যে বিশেষরহিত তিনি, বিশেষযুক্ত নন, এতে বুঝতে হ'বে—এই বিশেষটি প্রকৃতির অন্তর্গত। প্রকৃতির অন্তর্গত বিশেষে তিনি বিশিষ্ট নন, তা'র ব্যতিরেকভাব তাঁ'তে। এখানে প্রত্যেক বস্তু সসীম—সীমাবিশিষ্ট; তিনি অসীম—বৈকুণ্ঠবস্তু। এখানে প্রত্যেক বস্তু পরস্পরে বিরোধধর্ম্মী, তাঁ'তে যে বিশেষ, তা'তে সেরূপ বিরোধধর্ম্ম নাই, সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্মের সামঞ্জস্য রয়েছে তাঁ'তে। এখানকার বস্তু কালক্ষোভ্য ও পরিবর্ত্তনশীল; সেখানে তাদৃশ কোন কথা নাই। এখানকার প্রত্যেক

বস্তু বিকারযোগ্য, সেখানে তা নয়। এখনে বহুত্ব, সেখানে একত্ব।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥

[সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয়সাহায্যে কোন কার্য্য নাই; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃতদেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তিনি পরাৎপর বস্তু। তাঁহার সমান বা অধিক কোন বস্তু নাই। তিনি অবিচিন্ত্যা পরা শক্তির আধার। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা।]

এখানে যেমন কারণরূপ মৃত্তিকা হ'তে ঘটাদি বহুপ্রকার মৃন্ময় পদার্থ প্রস্তুত হয় এবং তাহারা বিশেষ ধর্ম্ম বা ভেদধর্ম্মে অবস্থিত হয়, সেরূপ সেখানে সেই একটী জিনিষ—তিনিই মূল নিমিত্ত কারণ, তা হ'তেই সকল বিশেষধর্ম্ম উদ্ভূত। সেখানে (অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে) নিত্যত্ব, এখানে (প্রাকৃতজগতে) তা'র অভাব; সেখানে পূর্ণজ্ঞান, এখানে অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হ'বার যোগ্যতা বর্ত্তমান, সেখানে পূর্ণানন্দ, এখানে আনন্দবাধ র'য়েছে—সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ। কালের দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত—পরিমাণযুক্ত ব্যক্তিসকল এখানে, সেখানে তাহা নহে। তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, বিশেষধর্ম্ম তাঁ'তে অবস্থিত। জড়-জগতের বিশেষধর্ম্মে যে অভাব ও আংশিকতা, তাঁতে সেরূপ নাই। তিনি চিৎ-সবিশেষ; জড়সবিশেষ ধর্ম্ম তাঁতে নাই। অজড়সবিশেষ তাঁতে ও জড়বিশেষ আমাদের বিচারে পার্থক্য এই যে, জড়বিশেষ আমাদের জড়েন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ্য আর চিৎবিশেষ তাদৃশ জড়েন্দ্রিয়ের ভোগ্য ব্যাপার নয়, পরন্তু আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা তিনি সেব্য। এই বিচারটা দেখাবার জন্য শ্রীল রূপপাদ তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ব'লেছেন—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

[সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম 'ভক্তি'। এই (স্বরূপ-লক্ষণময়ী) সেবার দুইটি তটস্থ লক্ষণ—যথা, ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলা থাকিবে।]

আমরা হৃষীকের দ্বারা বস্তুর সেবা করি না, বস্তু থেকে সেবা গ্রহণ করি। এখানে যে বস্তু আছে, তা' থেকে সেবা গ্রহণ করি, হৃষীকেশের ভোগ-বিবর্দ্ধনের যত্ন না ক'রে নিজের ভোগ-চেষ্টায় প্রমত্ত হ'য়ে পড়ি। কিন্তু জগৎকে ভোগ্য ব'লে বিচার ক'রে ব'সলেও ভগবদ্‌বস্তু আমাদের সে বিচারের অন্তর্ভুক্ত নন, তিনি ভোগ্য নন। সেজন্য বেদ ব'লেছেন—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" ইত্যাদি।

অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি, কার্য্য থেকে কারণ নয়। তিনি (ভগবান্) কারণজাতীয় বস্তু, কার্য্যজাতীয় নন। জগতের কার্য্য ধ্বংসশীল, পরিবর্ত্তন-যোগ্য; তাঁ'র কার্য্য সেরূপ নয়, তা' অপরিবর্ত্তনীয়। এখানকার ভার (ধ্বংসশীল) কার্য্যের (ধ্বংসশীল) কর্ত্তা তিনি নন। সেখানকার কার্য্যের সহিত অনুভূতি এখানকার কার্য্যের এক তাৎপর্য্যপর নহে। এখানকার কার্য্য কিরূপ?

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

যে-সকল ভগবৎসেবাপর জীব তাঁর সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সেই সেবাকার্য্যের ফলভোক্তা নন; ভগবানের সেবা-কার্য্য তাঁর সেবক-দ্বারা সাধিত হ'য়ে কার্য্যের ফল গ্রহণ ক'রছেন—ভোগ ক'রেন সেই ভগবান্‌ই। প্রাকৃত লোক যেমন বিষয় বুদ্ধিতে কার্য্যের কর্ত্তা অভিমানে কার্য্য করে, সেরূপ অভিমান তাঁতে নাই। এখানে যেন আমরা আমাদের করণের সাহায্য নিয়ে কার্য্য করি, তিনি তদ্রূপ কোন বস্তুর সাহায্য নিয়ে কর্ম্ম করেন না। তিনি শক্তিমদ্ বস্তু, শক্তিজাতীয় নন। তাঁহা হইতে জাত শক্তি। জনকের সহিত জাত একতাৎপর্য্যপর নহে। একের অধিক পদার্থসকলের মধ্যে সমান, উর্দ্ধ ও অধঃ বিচার আছে; কিন্তু তিনি অতুলনীয়, অসমোর্দ্ধ; তাঁহার তুলনা নাই, তিনি একটিই জিনিষ, 'অস্য' শব্দ একবচনের পদ; তিনি একজন, তাঁর শক্তি অনেক প্রকার। শক্তির জ্ঞাতা তিনি। শক্তিতে

তিনি যে জ্ঞাতৃত্বের বিধান করেন, তদ্দ্বারা শক্তিরাও শক্তিমৎএর অনুভবে সমর্থ হয়। যাঁরা শক্তির বিচারে শক্তিমদ্-বস্তুর আরোপ করেন, তাঁদের ভুল হয়।

'পরাঽস্য শক্তিঃ'—তাঁ'র পরাশক্তি—নিজশক্তি, তা' হ'তে জাত অন্যান্য শক্তি। অপরার সহিত পরা এক নয়। যেমন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়ম্ ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

পরাশক্তি কি? না যাতে হলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই ত্রিশক্তির বিভুত্ব ও অণুত্বের ক্রিয়া লক্ষিত হ'চ্ছে। অনুচিৎপদার্থেও এসব আছে। অনুসম্বিতে অনুসন্ধিনী ও অনুহলাদিনী আছে। কিন্তু এঁরা পরাশক্তিরই অংশবিশেষ, পৃথক্ শক্তিমৎতত্ত্ব নহেন। এজন্য জীবশক্তিকে তটস্থা বলা হয়। পরা শক্তির তটে অবস্থিত হ'লে জীব মুক্ত আর অপরা শক্তির তটে অবস্থিত হ'লে জীব বদ্ধ। জীব যখন পঞ্চভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের বিচারে প্রবিষ্ট হন, তখন অপরা শক্তির অন্তর্ভুক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব গুরু হ'য়ে জগতে মানব জাতির চেতনতা সম্পাদন ক'রলেন। অচেতন জীব জড়তা বা অপরা অচেতনশক্তির অন্তর্ভুক্ত ব'লে আপনাকে মনে করে। পরাশক্তির কথা তাদের নিকট অপূর্ব্ব ব'লে মনে হয়। অপরা শক্তি মায়ার দ্বারা মূঢ় হ'য়ে জীব নিজ বিবেচনাশক্তি হারিয়ে ফেলে, তাতে সে পরবস্তু হয়েও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক ব'লে মনে করে—"যয়া (মায়য়া) সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥" মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতির অভাবে অহঙ্কার ধর্ম্ম প্রবল হ'য়ে 'আমি কর্ত্তা' এবুদ্ধি প্রবল হয়। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীচৈতন্যদেব মূর্ত্তিতে গুরুর বেষ নিজে নিত্যকাল ধারণ করে—গুরুসকল হ'য়ে জীবের চেতন সম্পাদন ক'রলেন—প্রকৃত মঙ্গলবিধান ক'রলেন।

গুরুকে লঘুজাতীয়জ্ঞানে কৃষ্ণচৈতন্য হ'তে পৃথক্ মনে করা উচিত নয়। গুরু তিন প্রকার—(১) দীক্ষাগুরু—যিনি দিব্যজ্ঞান—পূর্ণবস্তুর জ্ঞান লাভ করান, (২) শিক্ষাগুরু—কি রীতি অবলম্বন ক'রে দিব্যজ্ঞানের বিচার লাভ করা যায়, তার ব্যবস্থা যিনি করেন, আর (৩) চৈত্ত্যগুরুরূপে উপস্থিত হ'য়ে দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরু-রূপে তিনি যে কথা বলেন, তা ধারণার সুবিধা দেন—ধারণা করবার শক্তির জন্য প্রেরণা দেন। চৈত্ত্যগুরু হৃদয়ে উপস্থিত হ'য়ে অদ্বয়-জ্ঞান-দাতা দীক্ষাগুরু এবং তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হ'বার জন্য যে ক্রিয়াকলাপ আবশ্যক, অনর্থ নিবৃত্তির শিক্ষক-সূত্রে তা' যিনি বলেন, সেই শিক্ষাগুরু—এতদুভয়েরই কথা-গ্রহণের শক্তি দেন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত মহান্ত (শিক্ষাগুরুই হউন আর দীক্ষা-গুরুই হউন) গুরুর কথা বুঝা যায় না, তাঁর কৃপা লাভ হয় না—চিত্তের মলিনতা দূর হয় না—শিক্ষা দৃঢ় হয় না। চৈত্ত্যগুরুই কৃপা ক'রে দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুর কৃপা-গ্রহণের যোগ্যতা প্রদান করেন। চৈতন্য-দেব স্বয়ংই দীক্ষাগুরু সূত্রে দিব্যজ্ঞান—অব্যাভি-চারিণী ভক্তি প্রদান করেন। নিজাভিন্ন শিক্ষাগুরু সকলকে প্রেরণ ক'রে সেই ভক্তি সংরক্ষণ করেন এবং নিজেই চৈত্ত্যগুরু হ'য়ে সেবোন্মুখ মুক্তজীব-হৃদয়ে সেই দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করবার শক্তি দেন।

"ঈশভক্তান্"—ঈশ্বরের সেবাকার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত যাঁরা, তাঁরাও চৈতন্যদেবের সেবক-বিগ্রহ। আশ্রয়-জাতীয় সেবকরূপে চৈতন্যদেব গুরুর অধীন লঘুপরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা গুরুর আনুগত্যের আদর্শ শিক্ষা দেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরা লঘু নন, গুরুর গুরু। যাঁরা তাঁদের গুরু স্থানীয় জ্ঞান করেন না, তাঁরা ভ্রমে পতিত। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা না হ'লে এই সকল উপলব্ধির বিষয় হয় না।

ঈশ্বরের ভক্ত পৃথক্ তত্ত্ব ন'নি। চৈতন্যদেব স্বয়ং তাঁদের উপাস্য। তাঁরা অন্য কা'কেও জানেন না। চেতন-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণই চৈতন্যদেবের উপাসনা করেন। অচেতন ধর্ম্ম আর কিছুই নহে—যেখানে চেতনের ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। ভক্তিহীন ব্যক্তিই অচেতন জড়প্রায় অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানিব্রুব।

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

জীবন আছে বল্‌ছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন-শূন্য অচেতন। ভগবৎসেবা না করায় তা'দের মধ্যে গুণাধীনতায় ভোগবিচারের জড়তা প্রবেশ করে এবং তা'রা অন্যচিন্তাস্রোতে ধাবিত হয়। মানুষের সর্ব্বক্ষণ—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবৎ-সেবার বিচার না থাকলে জড় অচিৎ এসে গ্রাস ক'রবে—অচেতন হ'য়ে প'ড়বে। অচিৎএর কবলে কবলীকৃত জীব হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হ'য়ে পড়ে, সকল বস্তুতে ভগবৎসম্বন্ধ না দেখার দরুণ সেই সকল বস্তুর ভোক্তা বা কর্ত্তা অভিমানে বিপথগামী হয়। ঈশ্বরের ভক্তগণ অন্যাভিলাষী ভোগপর কর্ম্মী বা ভোগরহিত অভক্ত নন; তাঁ'রা জড়ের সেবা করেন না। অভক্তই জড়ের সেবা ক'রে প্রভু হ'বার বাসনা করে। ভক্তিই ভক্তের সম্পত্তি। ভক্তের সেবা-প্রবৃত্তিটি কিরূপ? তিনি কাঁ'র সেবা করেন? তা'তে ব'লেছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত কোন স্থানে কোন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সেবা তাঁ'রা করেন না। অব্যাভিচারিণী কেবলা অহৈতুকী ভক্তি—আত্মারামারাধ্যা ভক্তি—নিত্য কালের আত্মার বৃত্তি ভক্তিদ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপাদ-পদ্মসেবাতেই তাঁ'রা নিযুক্ত হন।

"ঈশাবতারকান্" ঈশ্বরের অবতার সকল যেমন মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি; অর্চ্চা অন্তর্য্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর—এঁ'রা সবই অবতার। অবতারী-পরতত্ত্ব স্বতন্ত্র।

"তৎপ্রকাশান্"—তাঁহার প্রকাশসমূহ বিভিন্ন প্রকার—যেমন অর্চ্চা প্রকাশ, অন্তর্য্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর-প্রকাশ। এঁ'রা ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ।

"তচ্ছক্তীঃ"—তাঁর শক্তিসমূহ; যাঁরা শক্তিমানের পূজা করেন, শক্তিজাতীয় যাঁরা।

শ্রীচৈতন্যদেব হ'তে পৃথগ্‌বুদ্ধিতে যে বিবর্ত্তগ্রস্ত বিচার, তা'তে জ্ঞেয়ের অধিষ্ঠানের আরোপ করলে পূর্ণতম শ্রীচৈতন্যদেবকে নির্ব্ব্যলীক হয়ে আশ্রয় করা হয় না।

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ এই সব ভ্রম॥"

স্বরূপপ্রাপ্ত জড়ভোগী বা জড়ত্যাগী জীব শ্রীচৈতন্য-বিমুখ হওয়ায় তাহার নানাবিধ ঔপন্যাসিক রচনা জগজ্জঞ্জালের সহায়তা করে। সুতরাং শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত নিষ্কপট জনগণের অদ্ভুতক্রম পরায়ণশীল শিক্ষা লাভ করিলে পাপী জীব-সকলের শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের শ্রুতিবিমৃগ্য ধারণা শক্তি লাভ ঘটিবে। বক্রী বিচারভ্রষ্ট চৈতন্য-বিরোধিগণের অহঙ্কার বিমূঢ়াত্ম-তাই সিদ্ধ হয়।

পরম-পিতার উপদেশ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

পরমপিতা কাহাকে বলে? পিতার পিতাকে বা তাঁহার পিতাকেও পরমপিতা বলে; সংস্কৃত দেব-ভাষায় তাঁহাকে পিতামহ বলে। সেই সকলের পিতা ও পিতামহ হলেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; তিনি নিজমুখে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় নিজপ্রিয়তম সখা অর্জ্জুনকে এরূপ বলিয়াছেন—

"পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্য পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সাম যজুবের চ॥ ৯।১৭

আমি পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জনক-জননী, কর্ম্ম-ফল বিধাতা, পিতামহ, জ্ঞাতব্য বস্তু, পবিত্রকারী, ওঙ্কার এবং আমিই ঋক, সাম ও যজুর্ব্বেদ।

ভাবার্থ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় বিশ্বময়ত্ব

ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে যাহা বলিতেছেন, তাহা এই—আমি এই জগতের জনয়িতা পিতা, জনয়িত্রী মাতা, পোষয়িতা, কর্ম্মফল বিধাতা, পিতার পিতা—পরমপিতা। বেদতব্য বস্তু, শুদ্ধিবিধায়ক, ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনস্বরূপ ওঙ্কার, ঋক, সাম, যজুর্ব্বেদ। মূলের "এব" এই পদ দ্বারা আমিই সমস্ত, ইহাই সমর্থিত হইতেছে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ সর্ব্বজগৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এজন্য তিনি আপনাকে যে জগতের পিতৃ-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যুক্তি সঙ্গত হইয়াছে। মাতা যেমন স্বকীয় কুক্ষি-মধ্যে সন্তানকে ধারণ করেন, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন; এজন্য তিনি আপনাকে জগতের মাতা-স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই এই জগতের যাবতীয় প্রাণীকে পোষণ করিতেছেন; এইজন্য তিনি আপনাকে জগতের বিধাতা বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এই জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মারও তিনি পিতা; এজন্য আপনাকে জগতের পিতামহ বা পরম-পিতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের মহিমা কেবল অভিমানে, অহঙ্কার করিয়া বলেন নাই। তাঁহার পরম প্রিয়সখা অর্জ্জুনও তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

"পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন তৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম প্রভাব॥ —গীতা ১১।৪৩

হে কৃষ্ণ! আপনি এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের জনক (পিতা), আপনি ইহার পূজ্য; উপদেষ্টা এবং গুরু হইতেও অধিক; এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আপনার তুল্য অনন্ত মহিমাশালী কেহই নাই; সুতরাং আপনা হইতে অধিক প্রভাবান্বিত অন্য থাকিবে ইহাতো নিশ্চিত অসম্ভব।

ভাবার্থ—"পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য"—হে কৃষ্ণ! তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডে স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচরের পিতা অর্থাৎ স্রষ্টা। তোমা হইতেই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ সঞ্জাত হইয়াছে; অতএব তুমি পরম পূজনীয়। পিতা প্রত্যক্ষ পরমপূজনীয় দেবতা। সুতরাং পিতৃত্ব হেতু যে পরম পূজাস্পদ একথা বলাই বাহুল্য "ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্" —ইহার তাৎপর্য্য হইল যে, মানবমাত্রেই জাগতিক বা পারমার্থিক শিক্ষা যে ব্যক্তি বা গুরুর নিকট হইতে লাভ হয়, তিনি শিক্ষা প্রদানকারী গুরুদেব; সেই গুরুদেবেরও গুরু আপনি মহান-গুরু আপনিই অর্থাৎ পরমগুরু। গুরু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম পরম-গুরু। "ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব" সমগ্র ত্রিলোকে আপনার সমকক্ষ কেহই নাই, তখন আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতম আর কে হইতে পারে? তাই আপনার প্রভাব অতুলনীয় অর্থাৎ ত্রিভুবনে কাহারও সঙ্গে তুলনা করা যায় না। অতএব সর্ব্বযোনিতে যে জীবসমূহ সম্ভূত হয়, তাহাদের প্রকৃতি কারণ, ভগবান্ গর্ভাধান কর্ত্তা পিতা তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥
—গীতা ১৪।৪

ভাবার্থ—হে কুন্তীনন্দন! আমি প্রকৃতিরূপ পরম যোনিতে গর্ভাধানকারী পিতা। সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেই এই জগতের যাবতীয় মূর্ত্তি পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে অর্থাৎ দেব, পিতৃ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী-রূপ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জের উৎপত্তি হইয়াছে। তত্তাবৎ পৃথক্ পৃথক্ যোনিতে উদ্ভূত হইলেও প্রকৃতিই তাহাদের মাতৃস্বরূপা এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই পরমপিতা-স্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বপালক, সর্ব্ব-নিয়ন্তা ও পরম ঈশ্বর বলিয়া ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি ও দেবর্ষিগণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

'ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণম্॥
—ব্রঃ সঃ ৫।১

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্ব কারণেরও কারণ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, চৈতন্য চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় ।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।।

—চৈঃ চঃ আঃ ২।১০৬,

শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, সর্ব্বাশ্রয় অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে স্থাবর-জঙ্গমের সর্ব্বাশ্রয়, স্থিতি বা আধার, সর্ব্বশাস্ত্রে ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কৃষ্ণ যে মহান্ ঈশ্বর, তাহা শ্রুতিতেও কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ।। —শ্বেতাঃ ৬।৭

যজুর্ব্বেদীয় এই শ্রুতিতে বলিয়াছেন যে, সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা প্রভৃতি লোকপালদিগের পরম মহেশ্বর ; দেবতাদিগের পরমদেবতা, প্রজাপতিগণেরও অধিপতি, অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ, বিশ্বের অধিপতি ও স্তবনীয় বা পুজনীয়, সেই স্বপ্রকাশ দেবকে আমরা জানি অর্থাৎ মহর্ষিরা বলিতেছেন আমরা জানি ।

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পরতে । ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ । মৃত্যুধাবতি পঞ্চম্ ।।

—তৈঃ ২।৮

এই পরমপিতা পরমব্রহ্মের ভয়েই বায়ু নিয়মিত প্রবাহিত হয়, ইহারই ভয়ে যথা সময়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইহার ভয়ে ভীত হইয়াই অগ্নি, দেবরাজ ইন্দ্র এবং পঞ্চম স্থানীয় মহাভয়ঙ্কর মৃত্যুও প্রধাবিত হয়, অর্থাৎ লোকপালগণ শক্তিমান হইলেও তাঁহারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ; তাঁহারা কেহই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন না। সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ স্তব করিয়াছেন—

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ ।
নিত্যোহক্ষরোহজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ ।।

—ভাঃ ১০।১৪।২৩

হে কৃষ্ণ ! তুমি একমাত্র পরব্রহ্ম পরমাত্মা, পুরাণ পুরুষ, সত্যস্বরূপ, স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়, অন্তরহিত এবং বিশ্বের আদি, তুমিই নিত্য অক্ষরস্বরূপ, নিত্য শাশ্বত সুখস্বরূপ, নিরঞ্জন পূর্ণ অদ্বিতীয় মুক্ত পুরুষ, কেবল মায়াদ্বারা মানবরূপে পরিদৃষ্ট। স্মৃতিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিতেছেন—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মনিগণা ইব ।।

—গীতা ৭।৭,

হে ধনঞ্জয় ! আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বা তম আর কেহই নাই। আমাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহের ন্যায় বিরাজিত আছে। অর্থাৎ আমি সমস্ত জগতের কারণ, আমি ভিন্ন অন্য কিছুই আর কারণ নাই। 'পরতরম্'—পদটির দ্বারা সমস্ত কিছুর মূল কারণ জানাইতেছেন। মূল কারণের আগে আর কোনও কারণ নাই, অর্থাৎ মূল কারণের কোন উৎপাদক কারণ থাকে না বা থাকিতে পারে না। ভগবানই সকলের মূল কারণ। শ্রুতিতেও বলিতেছেন—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।। শ্বেতাঃ —৬।৮

ভাবার্থ—তাঁহার (ভগবানের) কোন করণীয় কার্য্য নাই, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক শ্রেষ্ঠতম কেহ নাই। তাঁহার নানা প্রকার শ্রেষ্ঠা শক্তিসমূহ আছে, স্বরূপভূতা জ্ঞানশক্তি, বল ও ক্রিয়া-শক্তির বিষয় এই শ্রুতিতেও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্ ।
ন কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য
কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপঃ ।। —ঐঃ ৬।৯

বিশ্বে তাঁহার প্রভু কেহ নাই, তিনিই সকলের প্রভু, তাঁহার নিয়ন্তাও কেহ নাই, তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা। তাঁহার নির্ণয় করিবার রূপ নাই, তিনি সর্ব্বরূপ। তিনি সকলের মূল কারণ, দেবতাদেরও অধিপতি ; তাঁহার কোন জনক বা অধ্যক্ষ নাই। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বেশ্বর। সমস্ত কারণেরও পরমকারণ শ্রীকৃষ্ণই ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"সচ্চিদানন্দ-তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস পূর্ণ ।।

—চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩৫,

সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বরসপূর্ণ স্বয়ং পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাপূণ্যভূমি কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে সমগ্র মানব জাতির পরমকল্যাণার্থে যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা যেন কোন বিশেষ মানব সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলেন নাই। তাঁহার উপদেশ সর্ব্বমানব এবং সর্ব্বকালীন। দেশ-কাল-বর্ণ-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রভৃতি সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া চিরভাস্বর হইয়া বিরাজমান্ অপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয় এই উপদেশ সনাতন, আত্মধর্ম্ম, দর্শন মার্গে এক মহান্ আলোকবর্ত্তিকারূপে প্রদীপ্যমান্।

এই উপদেশেই জগতে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' নামে প্রখ্যাত। সমস্ত বিশ্বে আজ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মানব-গোষ্ঠীর নিকট সমাদৃত। প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা কাঁহারও রচিত গ্রন্থ নহেন, স্বয়ং পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীর সমাহার।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশবাণী কোন কালের দ্বারা ব্যবচ্ছেদ রহিত হইলেও, বিশেষ ভাবে অল্পায়ু কলিকালের মানবকে উপলক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন। অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন—

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যপদ্রুতাঃ॥

এই কলিযুগে অধিকাংশ মানবই অল্পায়ুঃ, তাহাতে আবার তাহারা পরমার্থ চেষ্টাশূন্য, মন্দ, অলস, দরিদ্রতা, অত্যন্তমন্দমতি, নির্বোধ, মন্দভাগ্য, অর্থাৎ দুর্ভাগা, বিঘ্নসংকুল, অনেক অন্তবায়ুযুক্ত, দুরারোগ্য ব্যাধিকর্ত্তৃক প্রপীড়ত। সুতরাং সেইসব মানব দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে।

ইহা সর্ব্বজ্ঞ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ৫৭৪টি শ্লোকে যে মহোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাহার মধ্যে তিনটি শ্লোকের আলোচনা করা যাইতেছে—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃত জ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ৭।২০

নানারূপ কামনার প্রাবল্যে, বিলুপ্তবিবেক মানবগণ তত্তৎ বাসনা, সিদ্ধি বিধায়ক দেবারাধনোপযোগী নিয়ম পরিপালন পূর্ব্বক স্ব স্ব স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মদ্ভিন্ন (ভগবান্) অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে, অর্থাৎ পরমাত্মা ভগবানকে ভজনা করিয়া প্রাপ্তির জন্য যে বিবেকযুক্ত মনুষ্যদেহ লাভ হইয়াছিল, তাহাতে ভগবানকে ভজনা না করিয়া তাঁহারা নিজ কামনাপূর্ত্তি নিমিত্ত ব্যস্ত থাকে। তাহাদের বাসনা সিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু বারম্বার জন্ম-মরণরূপ যাতায়াত যাতনা হইতে নিবৃত্তি হয় না, লোকে আশু অকিঞ্চিৎকর ফলপ্রাপ্তির আশায় কতই না ঘৃণিত ও বিগর্হিত উপায় অবলম্বন করে। মনস্কাম-সিদ্ধির নিমিত্ত তন্ত্রোক্ত বশীকরণাদি প্রক্রিয়া সাধনার্থ ক্ষুদ্র পিশাচাদির শরণাগত হয়। কেহ বা অন্যকে মারণক্রিয়ার অনুষ্ঠানার্থ ভূত-প্রেতাদির সাধনেও প্রবৃত্ত হয়। বহুবিধ কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত মানব বহুবিধ দেবতার শরণ গ্রহণ করিয়া ভজনা করে, তজ্জন্য যে যে নিয়ম পরিপালন করা আবশ্যক, অবনত মস্তকে তাহাও সাধন করে। ভূতপ্রেতাদি সাধন নিমিত্ত উৎকট শ্মশান-ক্ষেত্রে নিশীথ কালে একাকী পুতিগন্ধ-পরিপূরিত শববক্ষে সমাসীন হওয়া আবশ্যক। পিশাচের প্রসাদলোলুপ মানব অনায়াসে সেই অতি ভয়ঙ্কর দুষ্কর সাধন অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহাদের পূজার নিমিত্ত নিরপরাধ ব্যক্তিকে বলি দিয়া শোণিতাহুতি প্রদান করে। সেইসব দেবতার প্রসন্নতাকামী কতই কায়কৃচ্ছ্র স্বীকার করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে সেই বিভৎস সাধন সম্পন্ন করে। পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কার বাসনাই তাহাদিগকে এই সকল দুষ্করকার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে; সেই পূর্ব্ববাসনাই তাহাদিগকে বশীভূত রাখিয়া এতাদৃশ অবৈধ ও নীচোপায় সমূহের অনুবর্ত্তী করিয়া রাখে।

"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা মামপি॥

—গীতা ৭।২৩

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের দেবতার পূজাফল ক্ষণ-স্থায়ী। কারণ তাহারা দেবতার আরাধনা করিয়া দেবলোকে যান আর আমার নিষ্কাম ভক্তেরা পরিণামে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া আমার লোকে আসেন। অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি মানবগণ অন্য ক্ষুদ্র দেবতার আরা-

ধনায় যে ফল লাভ করে, তাহা অচিরস্থায়ী ; কারণ দেব-পূজকগণ অন্তিমে বিনাশশীল দেবতাগণকেই প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমার ভক্তগণ চরমে আমাতেই উপগত হইয়া থাকেন।

শ্রীপাদ আচার্য্য শঙ্কর, এই শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন—"সম্পাদন্তবৎ সাধনব্যাপারা অবিবেকিনঃ কামিনশ্চ তে, অতঃ অন্তবদিতি। তন্তবদ্-বিনাশিতু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসামল্পপ্রজ্ঞানাম্ দেবান্ দেবযজো যান্তি দেবান্ যজন্তি ইতি। দেবযজঃ তে দেবান্ যান্তি, মদ্ভক্তা যান্তি মামপি। এবং সমানেঽপ্যায়াসে মামেব ন প্রতিপদ্যন্তে অনন্তফলায়াহো খলু কষ্টং বর্ত্তত ইত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্।

ভাবার্থ—কামনা যুক্ত ভক্তগণ অন্যান্য দেবপূজা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা ক্ষয়শীল ও নশ্বর, কিন্তু যাঁহারা অন্য কোন দেবতার শরণাগত না হইয়া একান্তমনে আমারই ভজন করেন, তাঁহারা চরমে যে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা চিরস্থায়ী ও অনন্ত। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইশ্লোকে উল্লিখিত অভিপ্রায় প্রকটিত করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, বিশ্ব-চরাচরে যতই দেবতা থাকুক না কেন, তাঁহারা সকলেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর সর্ব্বাত্মস্বরূপ বাসুদেবেরই প্রতিমূর্ত্তি মাত্র ; সুতরাং অন্য সকল দেবতার আরাধনায় শ্রীমদ্বাসুদেবেরই আরাধনা হইতেছে ; সুতরাং ভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার ভক্তের মনোঽভীষ্ট সিদ্ধিরূপ ফলও তিনিই প্রদান করিয়া থাকেন। তবে অন্য দেব-ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তের বিশেষ পার্থক্য কি ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীপরমগুর্ব্বষ্টকম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন আচার্য্য মহারাজ]

আবির্ভবন্নুৎকলতীর্থরাজে
যো ভক্তিসিদ্ধান্তমথাখ্যদুর্ব্ব্যাম্।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীং তং
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ১ ॥

উৎকলতীর্থরাজ পুরী শ্রীক্ষেত্রে বা পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যিনি আবির্ভূত হয়ে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত পৃথিবীতে ব্যাখ্যা করেছিলেন অথবা যাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তের খ্যাতি পরিমাপ করা যায় না অথবা যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তকে এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যাঁহার খ্যাতি অপরিমেয়, তিনিই সেই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, অস্মদীয় গুরুদেবের শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।

[দুর্ব্ব্যাম্ —পৃথিবীতে, যা পরিমাপ করা যায় না]
পূং বি-আ-মা

প্রত্যক্ষপারোক্ষমথাপরোক্ষং
(ত্ব)চাধোক্ষজাপ্রাকৃতকঞ্চ বেদম্।
(তত্রোত্তরন্তুত্তমমানন্তং)
তত্রোত্তরং নূত্তমমানন্তং
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ২ ॥

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত ভগবজ্জ্ঞানকে যিনি জানিয়েছিলেন এবং তার মধ্যে অপ্রাকৃত জ্ঞানই অনুত্তম শ্রেষ্ঠ যার কোন অন্ত নাই, যেখানে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির প্রকাশ সেই অস্মদীয় গুরুদেবের শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।

শ্রীগৌরনাম্নঃ প্রবলপ্রচারৈঃ
শ্রীগৌরধাম্নো মহিমপ্রসারৈঃ।
শ্রীগৌরকামং পরিপূরয়ন্তং
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীগৌর (বিহিত) নাম প্রবলভাবে যিনি প্রচার করেছিলেন, শ্রীগৌরধামের মহিমা যিনি প্রসার বা বিস্তার করেছিলেন, যিনি শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট পরি-

পূরণ করেছিলেন সেই আমার গুরুদেবের শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে বন্দনা করি।

শ্রীগৌরসংকীনর্ত্তমূর্ত্তিমন্তং
বৈরাগ্য-বিদ্যা-বিনয়াবতারম্।
শ্রীগৌরকান্তিং নয়নাভিরামং
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ৪ ॥

যিনি গৌরসংকীর্ত্তন মূর্ত্তিমন্ত, যিনি বৈরাগ্য, বিনয় এবং বিদ্যার অবতার, যাঁহার নয়নাভিরাম গৌর-কান্তিশ্রী, সেই আমার গুরুদেবের শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।

শ্রীকৃষ্ণনাম্নঃ শতকোটি জাপে-
রাচার্য্য যজ্ঞং বিহিতপ্রচারম্।
আচার্য্যলীলং হরিদাসরূপং
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ৫ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণনামের শতকোটী জপ-যজ্ঞ(১) অনুষ্ঠান ও প্রচার করেছেন সেই আচার্য্যলীলা প্রদর্শনকারী নামাচায্য হরিদাসরূপী আমার গুরুদেবের শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে (পরম গুরুদেবকে) বন্দনা করি।

[(১) যজ্ঞের মধ্যে 'জপ-যজ্ঞ' হলেন ভগবান—যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি]

ভক্তেঃ প্রতীপান্ চিতিকর্ম্মযোগান্
উদ্ধর্ম্মতামিশ্রমিবাক্ষিপন্তম্।
গুণৈর্বিহীনেষ্বপি সানুকম্পং
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ৬ ॥

যিনি ভক্তির প্রতিকুল জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও অধর্ম্ম অন্ধকার তিরস্কার-কারী অথবা ভক্ত-ভক্তির বিরুদ্ধ-বাদীদের, নির্ব্বিষয় জ্ঞানী-কর্ম্মী-যোগিদের অথবা কর্ম্মাদিতে যাহাদের চিত্ত লিপ্ত তাহাদের, উদ্ধর্ম্ম বা উন্মার্গগামীদের তামসিকতায় যাহারা ডুবে আছে অথবা ঐ তামসিকতায় অথবা ঐ ব্যক্তিদের দ্বারা যাহারা আকৃষ্ট হয়েছে তাহাদের এবং গুণহীন-জনদেরও যিনি সাগ্রহে অনুকম্পায় আকর্ষণ করেছেন সেই আমার গুরুদেবের গুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।

[প্রতীপান্—বিরুদ্ধ। আক্ষিপন্তম্—তিরস্কার করা, বাতরোগ,-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ আদি বাতরোগের মত বস্তু, বাত শরীরসঞ্চালনকে পঙ্গু করে দেয়, সেইরূপ ভক্তি-মার্গে সঞ্চালনকে এই সব উদ্ধর্ম্ম বা উন্মার্গ পঙ্গু করে দেয়। অনুকম্পা—দয়া, অন্যের অবস্থা দেখে আপনাকে তদস্থ জ্ঞান করা, যথা অন্যের দুঃখে দুঃখ অনুভব করা, অন্যের বিপদে কাতর হওয়া, অন্যের সুখে সুখী হওয়া, অন্যের মঙ্গল দর্শনে আহলাদিত হওয়া। চিতি—চিত, সংগ্রহ করা, কৃতচয়ন, সমূহ, রাশি, নির্ব্বিষয় জ্ঞান।]

আচারপুতৈঃ স্ববিনেয়সংঘৈঃ
সৎপত্রসচ্ছাস্ত্র-মঠ-প্রকাশৈঃ।
আপ্লাবিতং কৃষ্ণকথাব্ধিপুরৈঃ
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ৭ ॥

যিনি আচারপূত নিজ শিক্ষাসংঘ বা শিষ্যসংঘ দ্বারা পারমাথিক পত্র, ভক্তিগ্রন্থ ও মঠ প্রকাশ করে হরিকথা বা কৃষ্ণকথা সমুদ্রের প্রবাহ দিয়ে সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করেছেন সেই আমার গুরুদেবের শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।

[স্ববিনেয়—নিজ শাসিত, নিজশিক্ষণীয়, স্বশিক্ষিত, নিজ শিষ্য]

শ্রীরাধিকাকুণ্ড তটান্তকুঞ্জে
যুনোর্নবাশ্লেষ বিধানদাক্ষ্যাৎ।
বাল্লভ্যমাপ্তং ব্রজবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডতট সমীপ কুঞ্জে নবকিশোরদ্বন্দ্বের অশ্লেষ বা আলিঙ্গন বিধানের দক্ষতা দ্বারা ব্রজবল্লভের ভাল্লব্য বা প্রিয়ত্ব যিনি অধিগত করেছেন অথবা যিনি ব্রজবল্লভের ভাল্লভ্য অধিগতকরে শ্রীরাধাকুণ্ড-তট সমীপস্থ কুঞ্জে নবযুবদ্বন্দ্বের গাঢ়ালিঙ্গিত নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেছেন সেই আমার গুরুদেবের শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।

[দাক্ষ্য—দক্ষতা, নৈপুণ্য, প্রবেশ করা, অর্পণ করা। আপ্ত—যা পাওয়া গেছে, অধিগত, ভগবদ-ভক্ত]

"বিদ্ধি ভারত মাধবম্"

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময় পাণ্ডা]

মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্বে মাধবকে জানবার বা সাক্ষাৎকার লাভের জন্য ব্যাসদেব বলেছেন—মৌন, ধ্যান এবং যোগের দ্বারা তাঁর সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। "মৌনাদ্ধ্যানাচ্চ যোগাচ্চ বিদ্ধি ভারত মাধম্।" (মহাভারত উদ্যোগ ৭০।৪)। "মধুবিদ্যাববোধ্যত্বাদ্বা মাধবঃ।" বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেছেন—মধুবিদ্যা দ্বারা জানবার যোগ্য এই কারণে—ভগবান বিষ্ণু মাধব। "মায়াঃ শ্রিয়ঃ ধবঃ পতিঃ মাধবঃ" এমন ব্যাখ্যা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিষ্ণুসহস্র নামে করেছেন। লক্ষ্মীর ধব বা পতি হওয়ার জন্য ভগবান মাধব। "হিরণ্যগর্ভো ভুগর্ভো মাধবো মধুসূদনঃ" (বিষ্ণু সহস্রনাম ২১)। শ্রীদয়িত দাস বিনোদ বৈভব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন,—"আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত, বিষয় সমূহ, সকলি মাধব।" ঔষধে যেমন বিষ্ণুর চিন্তা, ভোজনে যেমন জনার্দ্দন, সংকটে যেমন মধুসূদন, জলমধ্যে যেমন বরাহ, পর্ব্বতে যেমন রঘুনন্দন, তেমনি সকল কাজে মাধব "সর্ব্বকার্যেষু মাধব।" হরিবংশ বলছেন—"মা বিদ্যা চ হরেঃ প্রোক্তা, তস্য ঈশো যতো ভবান্। তন্মাধবনামাসি ধবঃ স্বামীতি শব্দিতঃ॥" (৩।৮৮।৪৯)। "মাধব তিথি ভক্তিজননী পরম আদরে বরি।" মাধব এই নামের মহিমা তাৎপর্য্য জানবার প্রয়াসে এত উদ্ধৃতি। মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিতে সকল অক্ষরই ভগবানকে নির্দ্দেশ করে। তিনি সকল কিছুতে আবার সকলকিছু তাঁতে রয়েছে।

মৌন, ধ্যান এবং যোগের দ্বারা শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীব্যাসদেব মাধবকে জানাবার জন্য ভারতকে আহ্বান দিয়েছেন। সমগ্র বেদ বিভাজন করে, ইতিহাস পুরাণাদি রচনা করে যখন ব্যাসদেব অতৃপ্ত তখন নারদ ঋষির উপদেশে পুরাণ শিরোমণি ভাগবত রচনা করলেন, হরিগুণ-লীলা কীর্ত্তন করলেন, তাতে তিনি তৃপ্তিলাভ করলেন। "তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম" হরিকথার দ্বারা একসাথে মৌন, ধ্যান এবং যোগের সাধন হয়ে থাকে। যেখানে হরিকথা হয় সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৌনতা অবলম্বন করে শ্রবণ করেন, ধ্যান করেন, আবার যোগ যুক্ত থাকেন। মৌনতা মানে শুধু ত' বাক-রহিত হওয়া নয়? তবে ত' বহু বোবা জগতে রয়েছে? কোন কথা না বলে ভগবানেতে যুক্ত থাকা। "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"। হরিকীর্ত্তন শ্রবণে মৌনতার যে সাধনা তা অন্য পন্থায় সম্ভব নয়। শাস্ত্রে বহু কথা আছে কিন্তু তা সাধারণ মানুষ জানবে কি করে। ভক্তগণ অভিন্ন ভগবদ্ বিগ্রহ হয়েও আসেন জগজ্জীবকে জানাবার জন্য। তপ্তজীবনকে শীতলতা দান করতে তাপত্রয় উন্মূলনের জন্য, পতিতজনকে উদ্ধারের জন্য। মাধবাভিন্ন বিগ্রহ মাধব মহারাজ মাধবকে দান করতে, মাধবের সেবা শিক্ষা দিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আসমুদ্র হিমাচল, আরব সাগরতীর ভূমি থেকে ব্রহ্মপুত্র তীরভূমি সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কথা প্রচার প্রসার করে গিয়েছেন। 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্" বাণীকে জীবহৃদয়ে প্রোথিত করে গেছেন। লক্ষ মানুষ তাঁর দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ অধিকার পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছেন। প্রতিটি মানুষের যদি সেই দর্শন স্পর্শন শ্রবণ জনিত অনুভূতিকে একত্রিত করা গেলে হয়ত তাঁর সম্বন্ধে একটা দিগ্‌দর্শন দেওয়া যেতে পারে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর মাধব তিথি উত্থান একাদশী দিনে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে রাজচক্রবর্ত্তী পরিবারের শ্রীনিশিকান্ত শৈবলিনী ব্রাহ্মণ দম্পতি ক্রোড়কে উজ্জ্বল করেন। স্নেহশীল দম্পতির আদরের দুলাল হেরম্বচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় রূপে বাল্য, কৈশোর কাল যাপন সময়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে স্বাভাবিক রুচি পরিলক্ষিত হয়। আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘ দেহ, অপূর্ব্বদর্শন বদনকমল, অপূর্ব্ব চরিত্র সৌগন্ধ সকলকে আকর্ষিত করত। কি ক্রীড়া ক্ষেত্রে, কি সামাজিক, কি শিক্ষা ক্ষেত্রে সকলে তাঁর নেতৃত্ব কামনা করত। যৌবনের সকল আকর্ষণ বিকর্ষণ অতিক্রম করে শ্রীগুরূপসত্তিতে হয়গ্রীব ব্রহ্মচারীরূপে শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম সেবায় নিজেকে একান্তভাবে

নিয়োজিত করেন। তাঁর গুরুপাদপদ্ম তাঁর সেবা প্রচারে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে Volcanic energy বলে সম্বোধন করতেন। গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটকালে চল্লিশ বছর বয়সে শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজের নিকট পুরীতে টোটা গোপীনাথ মন্দিরে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ রূপে "আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ" বাণীকে সার্থক করেন। দুলাল হেরম্ব কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ গুরু-সেবক হয়গ্রীব থেকে ব্রহ্মাণ্ড-তারক মাধব রূপে-প্রস্ফুটন ও তার সৌগন্ধ বিতরণ—এ এক চিদ্‌বিলাস প্রক্রিয়ার অঙ্গ। অল্প কথায় এই অতিমর্ত্ত্য কথা বলা কঠিন তথাপি তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে আমার অনুভূতির কিছু অংশ তাঁর শ্রীচরণসরোজে নিবেদন করছি।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর গুরুমনোঽভীষ্ট পূরণে তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রয়াস সকলকে অভিভূত করেছিল। তাঁর আদর্শ বৈষ্ণব জীবন, সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ, বচন-ভঙ্গী, পরমোৎসাহের সহিত ব্রজমণ্ডল, গৌরমণ্ডল পরিক্রমা, শ্রীবিগ্রহ সেবা, বৈষ্ণবসেবার মাধুর্য্যশৈলী এবং তাঁর গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব স্থলী উদ্ধার করে সেখানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, সকল বিদ্বদ্‌জনকে আকৃষ্ট করা, মঠবাসীদের সকলের প্রতি কি স্নেহ ঝরে পড়ত যে না তার পদছায়ায় এসেছে সে অনুভব থেকে দূরে থেকে গিয়েছে। পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যালংকারের প্রতি এত স্নেহশীল ছিলেন যে আমার মত জীবাধমকে ছাত্রাবস্থায় দীর্ঘ ৭ বছর মঠে থাকার সুযোগ দান করেছিলেন। আমার জীবনে এমন স্নেহময় প্রেমল অথচ বজ্রকঠোর ব্যক্তিত্ব দেখি নাই। তাঁর কোন কদাচিৎ আদেশকে প্রাণভরে পালন করার চেষ্টা করতাম। তাঁর স্নেহ আমার দুঃখময় জীবন কে সমৃদ্ধ করে দিয়েছে। তাঁর হরি-কথা প্রাণভরে শ্রবণ করতাম। তিনি যখন রাধানয়ননাথ জিউর জয় দিতেন তা শ্রবণে আমার শরীরে রোমাঞ্চ আসত। তাঁর হরিকথা লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রশান্তি এনে দিয়েছে। তাঁর প্রকটকালে যা হেলায় হারিয়েছি সে নিয়ে এই দ্রুত অন্তিমের দিকে ধাবমান জীবনে বড়ই পরিতাপ পাই। "জীবনে জীবন যোগ করা না হলে ব্যর্থ হয় সে গানের পসরা।" গীতা পাঠ অনেকে করেন। কিন্তু এক একটি শ্লোকের জীব-নের সাথে কি যোগ তা তাঁর মুখারবিন্দ থেকে যে শ্রবণ করেছে হৃদয় দিয়ে অবশ্যই যে অনুভব করেছে মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ কেন ? 'ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসো', 'রসোবর্জ্জ্যং রসোপশ্য' "মম মায়া দুরত্যয়া প্রভৃতি শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা এখনও আমার মনে জ্বল জ্বল করছে। প্রতিটি কথায় তিনি জাগতিক উদাহরণ দিয়ে দুরূহ শাস্ত্রকথা সহজতর করে বুঝিয়ে দিতেন। মাধব মহারাজের হরিকথা মাধবকেই ভক্তহৃদয়ে প্রকাশ করে দিত। মাধব সে তোমার, মাধব দিতে পার, তোমার শকতি আছে। তাই ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ মাধবাভিন্ন বিগ্রহ। তাঁর সমগ্রজীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কি বিপুল বৈভবপূর্ণ প্রচার, কি বিপুল বৈভবপূর্ণ মঠমন্দির প্রকাশ করে শ্রীবিগ্রহসেবা, সাধুসেবা তিনি করে গেছেন। তখন গুরুদেবের "আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব"—কথাটি মাধব মহারাজের মধ্যেই তাৎপর্য্য পেয়েছে অনুভূত হবে।

তিনি প্রচারে যখন যাত্রা করতেন, সকল স্তরের মানুষের খোঁজ খবর নিতেন। উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায় প্রত্যন্ত দেশে গরুর গাড়ীর চালক ট্রাইবাল জনকে প্রশ্ন করেছেন—"জগন্নাথ ভল, না গড ভল ?" উত্তর পেয়েছেন 'জগন্নাথ ভল কিন্তু গড্ আউরি ভল কারণ গড্ খাইতে দেয়।' রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবী, বুদ্ধিজীবি, শিক্ষাবিদ রাষ্ট্রনেতা ন্যায়া-ধীশ, ধর্ম্মনেতা, ধর্ম্মীয় আচার্য্য এবং সাধারণ মানুষ সকলে তাঁর কাছে এসেছেন, তিনিও গেছেন—কেবল আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত, বিষয় সমূহ সকলি মাধব—এই শিক্ষাকে প্রথিত করতে। আগামী প্রজন্ম দ্রুত পরিবর্ত্তিত প্রেক্ষাপটে কিভাবে ভগবৎ সেবায় খাপ খাওয়াবে এই শিক্ষা যদি ছড়িয়ে দেওয়া না যায়। 'যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবে-শয়েৎ' এইটি তুলে ধরে যখন সকলকে কৃষ্ণের দিকে যখন আকৃষ্ট করতেন, সকলে অভয় বোধ করতেন। তাঁর প্রতিটি ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন। পূজ্য-পাদ বর্ত্তমান আচার্য্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ অনেক প্রয়াস নিয়েছেন। তাঁর হরিকথায়

মাধব মহারাজের অনেক স্মৃতি জাগরিত হয়। তথাপি মাধব মহারাজের গুণগ্রাহীদের সকলের থেকে তাঁদের লেখা অনুভূতি সংগ্রহ করে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়া দরকার। আগামী শতবর্ষের আগে এগুলি সংগৃহীত হওয়া দরকার। আমার চিন্তায় অসংলগ্নতা আছে। তাই পারম্পর্য্য হারিয়ে ফেলি। তাঁর স্নেহগর্ভ শাসনের একটি উদাহরণ তুলে ধরি। একবার আমার উপর ··· ··· ··· চটে গিয়ে জোর এক চড় বসিয়ে দেয়। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে আমি তাকে মারতে ছুটি। সাথে সাথে পূজ্যপাদ নৃত্যগোপাল প্রভু আমাকে আটকে দেন। মারা আর হয়নি। ক্ষুব্ধ হয়ে নালিশ জানাতে মহারাজের নিকট আসি। তিনি আমার আসার আগেই সকল জেনে গিয়েছিলেন। আমার তা অজানা ছিল। আমি তাঁর কাছে আসায় বসতে বললেন, সাথে সাথে দু চার সজ্জন এসে পড়লেন, তখন বললেন কি বল পরে শুনা যাবে। দ্বিতীয় দিন আসায় বললেন, এখন আমার বাথরুমে যাওয়া দরকার পরে শুনব কি বল? আমি মাথা নেড়ে চলে এলাম। যত দিন যায় ক্ষোভ তত শান্ত হয়ে যায়। তৃতীয় দিন বিকালে তাঁর হরিকথা বলার ঘরটিতে বসেছেন, আমি এসে প্রণাম করে বসলাম। তখন চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বললেন। জোতির্ম্ময় তোমার কাছে এ ব্যবহার আশা করিনি। তুমি ··· ··· মারতে উদ্যত হয়েছিলে, ওরা ত' এ ব্যবহার করতে পারে, তোমার মধ্যে কেন এমন হবে। তুমি মঠে থাক, তোমার চরিত্র যদি সকলকে প্রসন্ন করতে না পারে, তবে মঠজীবনে কি শিখলে? ধমক দিয়েই কথা বললেন। এবার বল তোমার কি বক্তব্য। আমি কথা বলব এমন সময় আমার পিতৃদেব এসে প্রণাম করছেন। মহারাজ সস্নেহ হাসি নিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন, দেখুন জোতির্ম্ময় আমার কাছে নালিশ জানাতে এসেছে. ওর কথা শুনে আপনি উপদেশ করুন আমরা সকলে শুনি। তবে জ্যোতির্ম্ময়কে আমি দু বার ঘুরিয়েছি আজ বসেছি ওর নালিশ শুনব বলে। এতে ওর রাগ পড়ে গিয়েছে। আজ ধমকও প্রথমে দিয়েছি। ও আমাদের কাছে হরিকথা শুনে, বৈষ্ণবদের কত সহিষ্ণু হতে হয়, সব জেনেও ও গিয়েছে ··· ··· উপর হাত তুলতে। যাই হোক, পণ্ডিত মশায়, আপনি বলুন। পিতৃদেব বললেন, "সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধু সঙ্গ ততো বরে" শ্লোকটি। কার সাথে মিশতে হয়, বন্ধুকে এ সময়ে দীর্ঘ কথা বলে কীরাতার্জুনীয়মের অর্জুন ও শিবের মৃগয়া কালীন গল্পটি শুনালেন। অর্জুন তার তীরের জন্য বন্যশুয়োরটির পাশে আসতেই বনেচর কীরাতচরেরা তীর নিতে বাধা দিল। অর্জুন তখন সমীক্ষা করলেন, এই সব নিম্ন মানের লোকদের সাথে ঝগড়া করলে, রাজা আমার অপযশ হবে। আবার যদি মৈত্রী করি, তবে রাজার গুণগুলো দূষিত হবে। এদের অবজ্ঞা করে যাওয়াই শ্রেয়। কীরাতার্জুনীয়মেব শ্লোকটি তখন মুখস্থ রেখে ছিলাম। এখন ভুলে গেছি। মহারাজ বললেন, জ্যোতির্ম্ময় তুমি কি বলতে চাও? না, আমি আর কিছু বলব না। 'অসন্তুষ্টাদ্বীজানষ্ট বলে—মনে সন্তোষ রায় বললেন। তবে পণ্ডিত মশায়, আমরা আপনার উপদেশ শুনে সমৃদ্ধ হলাম।

মহারাজ একবার আসামে গৌহাটীতে কিছুদিনের জন্য এক ব্যবসায়ীর আমন্ত্রণে অবস্থান করেছিলেন। তখন ব্রহ্মপুত্রের উপর ব্রিজ হয় নি। সেই ব্যবসায়ীর জাগতিক অনুভূতির একটি কথাকে ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যায় বলতেন। "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা সর্ব্বসাধিকা" শ্লোকের এই কৃষ্ণময়ীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলতেন, কৃষ্ণময়ী অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে যিনি কৃষ্ণ দর্শন করছেন, মেঘ, গাছপালা যা কিছু দেখছেন কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হচ্ছে। এটা কি সম্ভব! এটা একটা ভাবালুতা। না, এটা সম্ভব, এটা বাস্তব, ভাবালুতা নয়। এই বলে সেই গৌহাটীর ঘটনা বলতেন। তখন গৌহাটীতে কোন ঘরবাড়ী গড়ে উঠেনি ফাঁকা আর ফাঁকা। ব্যবসায়ীটি জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ আসামে আমার এই জায়গাটা কেমন লাগল? মহারাজ উত্তরে বললেন, স্থানটা খুব ফাঁকা এমনি আমার কোন খারাপ লাগেনি। মহারাজ! আপনি ত দেখছেন কেবল ফাঁকা জায়গা আর আমি দেখছি কেবল টাকা আর টাকা। এখানে টাকা উড়ছে। বলেই মহারাজ বলতেন ফাঁকা জায়গায় যেখানে আমরা কিছু দেখছি না ঐ ব্যবসায়ী কি করে টাকা

দেখছে ? টাকা মনস্কতা টাকা গত প্রাণ হওয়ার জন্য এটা সম্ভব। এটাও কিন্তু বাস্তব। ঐ ব্যবসায়ী যদি জগতে এমন দেখতে পায় রাধারাণীর কৃষ্ণদর্শন যে হয়েছিল এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।

'ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ যদি কৃপা করে' এটা বলবার সময় তিনি 'ডুবল যদি নাও ত' ডুবে ডুবে বাও' কথাটা বলতেন। আর তাঁর ছাত্রজীবনের স্টীমার যাত্রার অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। তিন বন্ধু কলকাতা থেকে ঢাকা যাত্রা করছেন পূজাবকাশে। এক বন্ধুর জ্বর ছিল। স্টীমার ফুটো হয়ে যাওয়ায় সকলকে লাইফবয় দিয়ে নামিয়ে দিল জলে আর স্টীমার চলতে থাকল। জল ঢুকতে থাকলেও শেষ পর্য্যন্ত এক চরে গিয়ে ঠেকে গেল স্টীমারটি তাতে সকলে উঠে সেখানে রাত্রি যাপন করতে থাকল। পরদিন সকালে নৌকা লঞ্চ প্রভৃতি করে ওপারে ভিড়ল। তখন তিনি উপলব্ধি করলেন ডুবে যাওয়া নৌকাকে কেন বেয়ে চলতে হয়। ভজনের ক্ষেত্রে কিছু উন্নয়ন ঘটছে না বুঝলেও ভজন করে যেতে হবে, কখন ভগবানের কৃপা এসে যায়, এই আশায়। চরের আশায় যেমন নৌকা বেয়ে চলতে হয়।

অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে। প্রতিটি ঘটনাকে তিনি কিভাবে দেখতেন তার দু একটী উদাহরণ দিলাম। রাধা-মাধবকে তাঁর বিশুদ্ধ হৃদয়ে ধারণ করে তাঁর কায়-মন-বাক্য কেমন 'বিশ্বে গোলক দর্শন' করত মাধব মহারাজের আচরণ বলা কওয়া বিশ্লেষণে তা অনুভূত হবে। তেমন মরমী ভক্ত যদি তা আমাদের কাছে তুলে ধরেন তা এ প্রজন্মের কাছে ভগবদ্ভজনের পাথেয় হবে। আসুন আজ সকলে মিলে মাধবকে জানার প্রয়াস করি।

হায়দরাবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থিত প্রতিষ্ঠানের দক্ষিণাঞ্চল শাখা-প্রচারকেন্দ্র শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট হায়দরাবাদ মঠের জরুরী সেবাকার্য্যের জন্য উক্ত মঠে উপস্থিতির অত্যাবশ্যকতার কথা বিশেষভাবে নিবেদন করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব আসাম-প্রচার সফরান্তে তথায় যাইবেন বাক্য দেন। তদনুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব সেবক শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে কলিকাতা বিমান বন্দর হইতে ২০ ফাল্গুন (১৪০৬), ৪ মার্চ্চ (২০০০) শনিবার সন্ধ্যা ৬ঘটিকার বিমানে যাত্রা করত রাত্রি ৯ ঘটিকায় হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। হায়দরাবাদ-বিমান বন্দরটী পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত। পুরুষ ও মহিলা বিমানকর্ম্মচারিদ্বয় শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করতঃ সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করেন। বিমানবন্দরের বাহিরে দর্শনার্থিগণের নির্দ্দিষ্টস্থানে শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীল আচার্য্যদেব মাল্যাদির দ্বারা অভ্যর্থিত হন। হায়দরাবাদ মঠেও বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। বিগত দুই বৎসর মে-জুন মাসে গ্রীষ্মকালে শ্রীল আচার্য্যদেবকে প্রচারসঙ্ঘসহ বিদেশে প্রচারে যাইতে হওয়ায় হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে পারেন নাই, স্থানীয় ভক্তগণ তজ্জন্য দুঃখভারাক্রান্ত। বর্ত্তমান বর্ষেও মে-জুন মাসে বিদেশে প্রচারভ্রমণ-সূচী থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে পারিবেন না বিধায় দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী অবস্থিতি কালে সহরের বিভিন্ন স্থানে বিপুল প্রচার-পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

৫ মার্চ্চ রবিবার হায়দরাবাদ-শহরে গৌলী পুরস্থিত জি ভেঙ্কটেশ্বরলুর (G. Venkateswar Lu

তাহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী জগদম্বার) বাসভবনে এবং তাহাদের গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীরামকৃষ্ণজীর আলয়ে শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে শুভ পদার্পণ করেন। জি-ভেঙ্কটেশ্বর লুর দ্বিতলে ভক্তসমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দীভাষায় মনুষ্যজীবনের বৈশিষ্ট্য ভগবদারাধনা' বিষয়টী শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তিসহ বুঝাইয়া বলিলে শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন। মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত বিমানবাহিনীর Surgent (সার্জেন্ট) শ্রীরাম-জনম ওডারের (শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারীর) উদ্যোগে হাকিমপেটস্থিত বিমানকর্ম্মচারিগণের নিবাসস্থানে তাহার গৃহের সম্মুখে সভামণ্ডপে সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের সারগর্ভ হৃদয়-গ্রাহী-ভাষণ শ্রবণ করিয়া সভায় যোগদানকারী বিপুলসংখ্যক নরনারী পরমোল্লসিত হন। বিমান-কর্ম্মচারিগণের সুরক্ষিত নিবাসস্থানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কেবলমাত্র বিমানকর্ম্মচারিগণের স্ত্রীপরিজনবর্গ সহ সভায় যোগ দেন। সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজনকীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত এবং সামুপস্থিত ভক্তগণকে মিষ্ট প্রসাদ-এর দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। শ্রীরামজনম ওডারের গৃহে যাওয়ার পূর্ব্বে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রী জে-পি সিং এর আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার আলয়েও পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে শ্রীদ্বারকানাথ দাসাধিকারী (এড্‌ভোকেট শ্রীদেওয়ান সিং নাগপাল) চণ্ডীগড় মঠ হইতে এবং শ্রীপুণ্যশ্লোক ব্রহ্মচারী নিউ-দিল্লী মঠ হইতে পূর্ব্বেই মঠের জরুরী সেবায় সহায়তা ও প্রচারানুকূল্যের জন্য অগ্রিম তথায় আসিয়া পৌছেন। নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জ নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীবালকৃষ্ণজী আগরওয়াল তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী ও পুত্র শ্রীঅমিত আগরওয়াল সহ হায়দরাবাদ মঠ দেখিতে আসেন।

৬ মার্চ্চ সোমবার হায়দরাবাদ-সহরে গোসামহ-লস্থ শ্রীহীরালালজীর (পত্নী-শ্রীমতী উমাবাইর) গৃহে, শ্রীমতী কমলাবাইর (পতি স্বধামগত মদনলাল গুপ্তার) বাসভবনে এবং শ্রীমহেন্দ্র আগরওয়াল, শ্রীমহেশ কুমার আগরওয়াল ও শ্রীচন্দ্রকান্ত আগর-ওয়াল পুত্রত্রয়ের নিজ নিজ আলয়ে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণসহ শুভপদার্পণ করেন। শ্রীমতী কমলা-বাইর গৃহে হরিকথামৃত পরিবেশিত হয়।

২৩ ফাল্গুন (১৪০৬), ৭ মার্চ্চ (২০০০) মঙ্গলবার শুক্লাপ্রতিপদ তিথিতে নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের তিরোভাব-তিথি পূজা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ১০-৩০ ঘটিকা হইতে বেলা ১ টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনভবনে বিরহসভার অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ডক্টর বি বাবুরাও বর্ম্মা ও প্রধান অতিথির আসনে বৃত হন কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারপতি কে-এস্ পুট্টাস্বামী (justice K. S. Puttaswamy)। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিরহাত্মক-ভজন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ জীউর ভোগরাগান্তে বহু শত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। উক্ত দিবসে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় গৃহস্থ ভক্ত শ্রী পি-দশরথের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে পদার্পণ করতঃ হরিকথা পরিবেশন করেন।

৮ মার্চ্চ বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকায় মঠাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য শ্রীকৃষ্ণশরণদাস ব্রহ্মচারীর (শ্রীকরুণা-করের) পিতৃদেব শ্রীদয়াকর মহোদয়ের উদ্যোগে শ্রীললিতানগরগ্রাম—জিলেলাগুড়াস্থিত তাঁহার নব-নির্ম্মিত বাসভবনে ধর্ম্মসভা ও মহোৎসবের আয়ো-জন হয়। শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপুণ্যশ্লোক ব্রহ্মচারী পূর্ব্বদিবস রাত্রিতে তথায় পৌছিয়া রন্ধনাদি সেবায় সহায়তা করে। কতিপয় মোটরযানযোগে মঠের ভক্তগণ মঠ হইতে তথায় ১১ ঘটিকায় আসিয়া উপনীত হন। স্থানটী মঠ হইতে প্রায় ১৪ কিলো-মিটার দূরে সহরের বাহিরে। সভায় ও উৎসবে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। উক্ত দিবস মঠে কতি-পয় ব্যক্তি শ্রীহরিনামমন্ত্রাদি গ্রহণ করায় শ্রীল আচার্য্য-দেব বেলা ১২-৩০ টায় তথায় শুভপদার্পণ করতঃ সাধুর স্বরূপ ও সাধুসঙ্গের মহিমা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে বর্ণিত কপিলদেবহূতিসংবাদ-প্রসঙ্গ

আলোচনামুখে ভাষণ প্রদান করেন। মহোৎসবে বহু নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে মঠাশ্রিত শিষ্যা শ্রীমতী জগদম্বার প্রার্থনায় তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরমেশের গৃহেও শ্রীল শুভপদার্পণ করেন। রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেব মঠের নিকটবর্ত্তী রেকাবগঞ্জস্থিত শ্রীঅশোক কুমার আগরওয়ালার বাসভবনে (মঠাশ্রিত শিষ্যা শ্রীমতী কিরণবাইর গৃহেও) সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

৯ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৬ টার বিমানে শ্রীল আচার্য্যদেব সেবকসহ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীহলধর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপুণ্যশ্লোক ব্রহ্মচারী, শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীজগৎ দাসজী, শ্রীনটরাজ, এড্ভোকেট শ্রীহরেন্দ্র সিং চোধুরী, শ্রী পি পূর্ণাকর, শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী (শ্রীরামজনম ওডার) শ্রী জে-পি সিং প্রভৃতির সেবা প্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ও উৎসবানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।
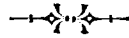
শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার শেষ পাই পর্য্যন্ত জগতের (ভ্রান্তিজন্য ক্লেশপর) ইন্দ্রিয়-তর্পণ বন্ধ ক'রে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথায় ব্যয়িত হয়।

—(বক্তৃতাবলী)

ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদগ্ধ বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের মঠ স্থাপিত হয় নাই। কেবল দুই একটি টাকা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে ; পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে। —(পত্রাবলী ৩য় খঃ ৭০)

শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃতলীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ-মার্জ্জন-সেবার উপকরণরূপ শতমুখী সূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জ্জন-কার্য্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।

—(গৌড়ীয়কণ্ঠহার-ভূমিকা)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ—১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। গীতার প্রতিপাদ্য
৪৯। বেণুগীত
৫০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা—যন্ত্রস্থ
৫১। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস
৫২। The Vedanta
৫৩। The Bhagabat
৫৪। Rai Ramananda
৫৫। Vaishnavism
৫৬। Sree Brahma-Samhita
৫৭। Saranagati
৫৮। Relative Worlds
৫৯। शिक्षाष्टक
৬০। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৬১। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৬২। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৬৩। भजन-गीति
৬৪। श्रीचैतन्यभागबत
৬৫। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬৬। परम तत्व-विचार
৬৭। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৮। साध्य-साधन-तत्व बिचार
৬৯। मैं कौ हूँ ?
৭০। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৭১। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

Regd. No. RN-5335/61
Regd. No. WB/RNP-355

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

To ....

....

....

....

Pin ....

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীচৈতন্য বাণী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
চত্বারিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৪০৭
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৩৬২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৪০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৪০৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা
১৫ শ্রীধর, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, সোমবার, ৩১ জুলাই ২০০০

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৮৩ পৃষ্ঠার পর]

অন্য দেবতা বিষ্ণুর আবৃত দর্শন। ব্রাহ্মণের নিত্য আচমনের বা অর্চ্চনের মন্ত্র—"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্য্যৎ পরমং পদম্।"

[আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক লাভে চক্ষুঃ যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রম প্রমাদাদি দোষবর্জ্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরমপদ, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ (প্রচার) করেন।]

নিত্য ভজনের মন্ত্র—"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎ সৎ।"

হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশ-রূপ সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ "সৎ" অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ ; অতএব ভয় ও দ্বেষাদি-স্থলেও শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তিলাভ হইবে ; কারণ "সাঙ্কেত্য" ইত্যাদি স্থলে নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ব শ্রুত হওয়া যায়।]

আমাদের নিত্য আরাধ্য বস্তু—সকলের রক্ষক ও পালক—গোপ। শান্ত-সেবক—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, কালিন্দী, কালিন্দী-তট, কদম্ব ইত্যাদি ; দাস্য-সেবক—রক্তক, পত্রক, চিত্রক ইত্যাদিকে আকর্ষণ করেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ অচেতনকে repel (নিবৃত্ত) করেন। যে জীব foreign (বিজাতীয়) জিনিষ incorporate (অনুস্যূত) কর্‌তে ব্যস্ত আছেন, তাঁকে কৃষ্ণ আকর্ষণ করেন না। তাঁ'র আবৃত দর্শন হয়। যখন আকর্ষণ করেন, তখন দিব্যজ্ঞান হয়। জান্‌তে পারি, এখন সাজাসাজিতে দিন কাটাচ্ছি,

নিজের প্রয়োজনীয় কথা বিচার করছি না। জন্ম-জন্মান্তর এই রকম করছি।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥

[হে ভগবন্, আমি কামাদিরিপুগণের কত প্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না; লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হইল না; হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।]

নশ্বর relativityর (আপেক্ষিকতার) মধ্যে দিন যাপন ক'র্লাম। আমার কৃত কাম-প্রভু, ক্রোধ-প্রভু, লোভ-প্রভু, মদ-প্রভু, মোহ-প্রভু, মাৎসর্য্য-প্রভুর সন্তোষের জন্য কতই তাণ্ডব নৃত্য না ক'রেছি! রিপুকে 'প্রভু' মনে ক'রেছিলাম। মৎসরতা ধর্ম্ম ত' আমার হাড়মাসে মজ্জাগত হ'য়ে র'য়েছে। লোকে কেন দু'বেলা খেতে পারে? সব সুবিধা আমার একার হ'বে। এখন বুঝ্তে পেরেছি, ওদের চাকরী করে কোনো সুবিধা হ'বে না। কৃষ্ণের পাঁচরকম নিত্য চাকরদের কাছে শিক্ষানবিশী যদি ক'র্তে পারি, তা' হ'লে এ জন্মে কিংবা পরজন্মে সুবিধা হ'বে। নিজেকে মন বিবেচনা করায় জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে ঘুর্লাম। ওসব ক'র্বার আর সময় নাই। সমস্তগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত হ'ব। এখন আমার বুদ্ধি ঠিক হ'য়েছে—ব্রহ্ম-গায়ত্রী জপ ক'র্তে ক'র্তে আমাকে তোমার একটা চাকরীতে নিযুক্ত কর।

মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় সাধনভক্তি উপস্থিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি সবই উপাদেয়ভাবে কৃষ্ণে আছে। কৃষ্ণের সেবায় সব বৃত্তিগুলি dove-tailed হ'য়ে যা'বে।

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ-গানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥

দিক্‌টা—লক্ষ্যটা পরিবর্ত্তন করা দরকার। গৃহস্থ থেকে সত্য কথায় একটুকু মন দিলে ওসব ইতর কার্য্যে আর প্রবৃত্তি হবে না। তখন হরিসেবা ব্যতীত আর কিছু কর্‌ব না। আর কোন জিনিষ দিয়ে ঢেকে রেখে তাঁর মুখোস দেখ্‌তে যা'ব না। তা'র নিজের রূপ দেখ্‌ব—শ্যামসুন্দর-রূপ দর্শন ক'র্‌ব। সে বিচারে পেঁছান কার্য্যটি চৈতন্যদেবের অতুলনীয়া দয়ার দ্বারাই এত সুলভ হ'য়েছে। সুতরাং মানুষ যদি তা' না শুনে, তা' হ'লে তা'কে জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশভোগ ক'র্তে হ'বে। চৈতন্যদেবের একজন দাস ব'লেছেন,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥"

আপনাদের সকলের দু'টি পায়ে ধ'রে বল্‌ছি। আপনাদিগকে অসাধু বিবেচনা ক'র্‌ছি না। আপনারা সাধু; সুতরাং আমাকে ভিক্ষা দিবেন। আপনারা বহির্জগতের বড় লোক, একথা ভুলে' যা'ন। সব ছেড়ে' দিয়ে আপনাদের আসক্তি—সহযোগ চৈতন্যচন্দ্রের চরণে হোক্—একটুকু হোক্। একটুকু হ'লেই আপনারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝ্তে পার্‌বেন যে, চৈতন্যদেবের কথার মধ্যে কোন অসুবিধার কথা নাই। সে কথা যাঁ'র কাণে সত্যি সত্যি যা'বে, তিঁনিই কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রে দেবেন। আমার ভাই-সকল, এমনভাবে অমঙ্গলের পথে কেন যাচ্ছেন? অন্য কথায় কি প্রয়োজন? সব সময়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বতোভাবে মুকুন্দের সেবা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিদ্বারা সেবা করা কর্ত্তব্য। পরম-মুক্ত মহাপুরুষগণের কৃষ্ণ-কথা বলা ছাড়া অন্য কৃত্য নাই।

"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিয়োজয়েৎ।"

[যে কোন উপায়ে হউক, মনকে কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে।]

আকর বস্তুকে ছেড়ে দিয়ে মাঝখানে যে-সব দর্শন হ'চ্ছে, সেগুলোকে ছেড়ে' দেওয়া আবশ্যক। কেউ মনে ক'র্‌বেন না যে, এত বড় কথায় আমার

অধিকার নাই। এ সব দৃষ্ট বস্তু থাক্‌বে না। যা' থাক্‌বে, তা'র জন্য একটুকু চেষ্টা করা উচিত।

বর্ত্তমানে আত্মা মনকে সব ভার দিয়ে রেখে ঘুমুচ্ছেন। একটুকু ঘুমভাঙ্গা দরকার। তিনি মনকে ভার দিয়ে ভাব্‌ছেন (?) বড় শান্তিতে আছেন! কিন্তু মন তা'র মস্ত অশান্তি করিয়ে দেবে। মনকে অধীন রাখা দরকার।

আমরা যেরূপ অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁ'কে ভুলে' থাক্‌লেই সব অমঙ্গল।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপস্য ততঃ কিম্॥"

[যদি (তপস্যা ব্যতিরেকে) হরি আরাধিত হন, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি তপস্যাদ্বারা হরি আরাধিত না হন তাহা হইলে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি (তপস্যা ব্যতিরেকে) অন্তরে ও বাহিরে হরি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? তপস্যাদ্বারা যদি অন্তরে ও বাহিরে হরি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি?]

তপস্বী, কর্ম্মকাণ্ডীদিগের যে ব্যাপার উপস্থিত হ'য়েছে, তদ্দ্বারা কি লাভ হ'চ্ছে? যদি হরিকেই ছেড়ে' দেওয়া যায়, তা' হ'লে ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ ক'রে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়। এত কৃচ্ছ্রতা ক'রে কি হবে? বুনো মহিষ চরিয়ে লাভ কি? এত কষ্টের ফলে হয় ত' একদিন 'নোটিশ পাওয়া যাবে—তোমার যা' কিছু আছে, এক মুহূর্ত্তেই সব ছেড়ে' যেতে হবে। সেসমস্তই পরের আয়ত্ত। আমরা অত্যন্ত অধীন। সে অবস্থায় কতই সঙ্কল্প কর্‌ছি। কিন্তু সেগুলো ঘুরে' ফিরে' সেই এক কথাতেই দাঁড়াচ্ছে। তা'তে কিছু সুবিধা হ'বার যো নেই। মনুষ্য জন্ম পেয়েছি—বোকামী কর্‌বার জন্য নয়—শয়তানী কর্‌বার জন্যও নয়। মনুষ্য-জন্মের normal condition (স্বাভাবিক অবস্থা)—ভগবানের সেবা করা।

"কৃষ্ণ, তোমার হও' যদি বলে একবার।
মায়াবদ্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"

কৃষ্ণ অচেতন পদার্থ ন'ন—Chaotic agent (অব্যক্ত পদার্থ) ন'ন; তাঁ'র personality (ব্যক্তিত্ব) নাই, এরূপ ন'ন। তিনি Personal, (ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন) তিনি Absolute (বাস্তববস্তু), তিনি Harmony (ঐক্য)। জীব সেই বস্তুর part and parcel (অপরিহার্য্য অংশ) জীবসমষ্টির প্রভু-সূত্রে তাঁ'র অধিষ্ঠানের কোন ব্যাঘাত হয় না। এই কাঠামে বিশ পঞ্চাশ বছরের স্মৃতি বেশ চ'লে আস্‌ছে—জন্মান্তরের সংস্কার রুচিরূপে চ'লে আস্‌ছে—জাতিস্মর নই ব'লে বুঝ্‌তে পারি না। সংস্কার দ্বারা অবস্থা-ভেদ হচ্ছে—ইহাই শাক্যসিংহের কর্ম্ম-ভূমিকা। এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির বিচারে আবদ্ধ থাক্‌লে আমাদের মঙ্গল হবে না—কৃষ্ণপাদ-পদ্ম আশ্রয় কর্‌লেই সকল সুবিধা হবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৮৫ পৃষ্ঠার পর]

প্রশ্ন—দীক্ষামন্ত্র-দাতা গুরু ও হরিনাম-প্রদাতা গুরুতে পার্থক্য কি?

উত্তর—"যিনি নাম-তত্ত্ব শিক্ষা দেন এবং নামের সর্ব্বোত্তমতা স্থাপন-পূর্ব্বক নাম বা নামাত্মক মন্ত্র প্রদান করেন, তিনিই নাম-গুরু। দীক্ষা-গুরুই নাম-গুরু। মন্ত্রই নাম। মন্ত্র হইতে নামকে পৃথক্ করিলে মন্ত্রত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে কেবল নাম-উচ্চারণেও মন্ত্র উচ্চারণ হয়।" —'গুর্ব্ববজ্ঞা,' হঃ চিঃ

প্রশ্ন—শিষ্য গুরুকে কিরূপ বিচারে দর্শন করিবেন?

উত্তর—"গুরুদেবকে মহৎস্বরূপ জানিবে, গুরুতে সামান্য-বুদ্ধি করিবে না।"—অঃ প্রঃ ভাঃ আ ১।৪৬

প্রশ্ন—গুরুবর্গ তাঁহাদের অপ্রকট-লীলায় জীবের প্রতি কি কৃপা বিতরণ করেন ?

উত্তর—"The souls of the great thinkers of the by gone ages, who now live spiritually, often approach our enquiring spirit and assist it in its development."

—The Bhagabat : Its Philosophy, its Ethies & its Theology.

প্রশ্ন—কাহাকে 'আচার্য্য' বলা যায় ? গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের কৃত্য কি ?

উত্তর—"যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কেবল বিতর্ক উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব লাভ হয় না। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে যাঁহারা আচার্য্য-পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অনর্থ-সকল দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ, ৪।১

প্রশ্ন—আচার্য্যান্বয়গণের প্রধান কার্য্য কি ?

উত্তর—"গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে চারিশত বৎসরের মধ্যে অনেক প্রকার অনর্থ উদয় হইয়াছে। সেই সকল অনর্থ সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করা আচার্য্য-সন্তান-দিগের প্রধান কার্য্য।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

প্রশ্ন—আচার্য্য কিরূপে জীবের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন ?

উত্তর—"যাঁহারা আচার্য্য-পদ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই প্রথমে স্বয়ং ধর্ম্মপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক অন্য জীবগণকে স্বীয় সচ্চরিত্র দেখাইয়া শ্রদ্ধা সংগ্রহ করিবেন। আচার্য্য-পুরুষের সদাচারই সকলে আদর করিয়া গ্রহণ করেন।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

প্রশ্ন—কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বা কপট ব্যক্তিকে কি বৈষ্ণবাচার্য্য-সন্তান বলা যাইবে ?

উত্তর—"বৈষ্ণব-মাত্রেই আমাদের প্রভু। যেখানে ভক্তি, সেইখানেই প্রভুতা (গুরুত্ব)। বংশ-মর্য্যাদা ভক্তি-তত্ত্বের অঙ্গ নয়। কোন সময়ে এক ব্যক্তি আমাদিগকে এরূপ বলেন যে, শ্রীশ্রীসীতানাথের পুত্র অচ্যুতানন্দ ব্যতীত আর কেহ গোস্বামি-পদবাচ্য ন'ন, যেহেতু স্বয়ং সীতানাথ তাঁহার অন্যান্য পুত্র-দিগকে গৌর-বিমুখ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে এক ব্যক্তি বলেন যে, শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর ঔরসজাত সন্তান না থাকায় কাহাকেও নিত্যা-নন্দ-সন্তান বলা যায় না এবং খড়দহের গোস্বামী-দিগকে প্রভু বলা উচিত নয়। আবার শুনিতেছি যে, বাঘনাপাড়ার গোস্বামীদিগকেও প্রভু বলিতে নাই, যেহেতু তাঁহারা শ্রীজাহ্নবা-মাতার শিষ্য-মাত্র। এই-রূপ কুতর্ক আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না। আমরা সকল বৈষ্ণবকেই কৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া পূজা করি এবং আবশ্যকমত আচার্য্য-বংশের যথাযোগ্য মর্য্যাদা করি। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বা ধর্ম্মান্তরগ্রাহ্য হইলে বংশ-মর্য্যাদা কোন ক্রমেই দিতে পারি না। খ্রীষ্টান বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি ব্রাহ্মণবংশ-মর্য্যাদা দেওয়া কর্ত্তব্য হয় ? তদ্রূপ প্রভু-সন্তান যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তবে তিনি আর বংশ-মর্য্যাদার আশা করিতে পারেন না।"

—'শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।১২

প্রশ্ন—ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞানহীন পণ্ডিত কি আচার্য্য ?

উত্তর—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্ব হইতেই দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা-বিষয়ে 'আচার্য্য' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং অধ্যাপক ও ভক্তি-প্রচারক হইয়া দেবানন্দের পাঠ ও অভক্ত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করত নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বহুদিন পরে ঐ দেবানন্দ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব অবগত হন।"

—'শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য', সঃ তোঃ ৯।১২

প্রশ্ন—ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা কি ক্ষতি হয় ?

উত্তর—"বৈষ্ণবের মধ্যে যিনি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধী আচরণ করেন, তিনি সম্প্রদায়ের অনর্থের মূল।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

প্রশ্ন—আচার্য্য বা গুরুদেব অসৎসিদ্ধান্তের সমা-লোচনা করিলে কি তিনি 'প্রজল্পী' বলিয়া গণিত হইবেন না ?

উত্তর—"শুকদেব শিষ্যোপদেশ-জন্য এইরূপ

বিষয়ীদিগের চর্চ্চা করিয়াও প্রজল্পী হন নাই। সুতরাং এরূপ কার্য্য হিতকর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশের জন্য স্বীয় শিষ্যদিগকে অসৎ বৈরাগীর বিষয় বলিয়াছেন।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রশ্ন—আচার্য্যগণের মধ্যে কি মতভেদ আছে?

উত্তর—"স্বস্বরূপস্থিত আত্মা ভারতে বসিয়া যাহা বলিবেন, স্বস্বরূপস্থিত অন্য আত্মা উত্তরকেন্দ্রে বসিয়া তাহাই বলিবেন। বৈকুণ্ঠস্থিত আত্মা সেই উত্তর দিবেন; কেন না, শুদ্ধ আত্মাদিগের সিদ্ধান্তে মায়িক চিত্রগুণ নাই, অতএব পৃথক্ হইতে পারে না।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২

প্রশ্ন—আচার্য্য কি নির্ব্বিচারে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন?

উত্তর—"পূজ্যপাদ মন্ত্রাচার্য্যগণ যথাশাস্ত্র সৎপাত্র থাকিয়া উপযুক্ত পাত্রকে মন্ত্র দান করিবেন। এতৎ সম্বন্ধে পরস্পর পরীক্ষা-বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লিখিত হইলেও কার্য্যে প্রচলিত হয় না। তন্নিবন্ধন গুরু-শিষ্যের উভয়েরই পতন ও তৎসঙ্গে সম্প্রদায়-বিকার অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।"

—'শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

প্রশ্ন—গৃহস্থ-বেষ-ধৃক্ পুরুষ কি আচার্য্য হইতে পারেন?

উত্তর—"গৃহস্থদিগের মধ্যে যাঁহারা নববিধ ভক্তি আচরণে পটু, তাঁহারাই ভক্তিকাণ্ডের আচার্য্যতা গ্রহণ করিবার যোগ্য।"

—'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

প্রশ্ন—গৃহস্থবেষী আচার্য্য কি সন্ন্যাস-প্রদানের আদর্শ দেখাইবেন?

উত্তর—"গৃহস্থ ভক্তগণ যে-স্থলে আচার্য্য হইয়া সন্ন্যাসের লিঙ্গ ও মন্ত্রাদি প্রদান করেন, সে-স্থলে সন্ন্যাস-গ্রহীতার বিশেষ অমঙ্গল হয়।"

—'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

প্রশ্ন—আচার্য্যের কি কোন দোষ আছে?

উত্তর—"মহাজনের কার্য্যে দোষ নাই।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রশ্ন—একান্ত সদাচারী আচার্য্যকেও লোকে দোষারোপ করে কেন?

উত্তর—"সকল আচার্য্যের আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু অবধূত হইলেও কখনই নিজ-চরিত্রে কোন দুষ্টাচার দেখান নাই। এমন নির্ম্মল চরিত্র প্রভুকে যাহারা দুষ্টাচারী বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদের জীবনে ধিক্। অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্য-চরিত্রে মিথ্যা-দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন! হা কলি! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা করিলে! অনেকগুলি ব্যক্তি কপট-বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীমহাপ্রভুতে যোষিৎসঙ্গ-দোষারোপ করিয়া তাহাকে নব-রসিক মধ্যে গণন করেন। নির্ম্মল-চরিত্র শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা-স্ত্রীসঙ্গ-দোষ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ',
সঃ তোঃ ৮।৯

প্রশ্ন—সাত্বত-আচার্য্য-চতুষ্টয়ের বৈশিষ্ট্য কেন?

উত্তর—"শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য—এই চারি জন বৈষ্ণবাচার্য্য। আরও যত বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াছেন, সকলেই এই চারি আচার্য্যের মধ্যে কোন-না-কোন আচার্য্যের অনুগত। রামানুজ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, মধ্ব—শুদ্ধদ্বৈতবাদী, বিষ্ণুস্বামী—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং নিম্বাদিত্য—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।" —'শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য', সঃ তোঃ ৭।৫

প্রশ্ন—শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীশ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দকে কি কি প্রচারের ভার দিয়াছেন?

উত্তর—"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রী-অদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন; শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি রস-তত্ত্ব প্রকাশ করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বৈধী ভক্তি এবং বৈধী ভক্তি ও রাগভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; গোকুলের প্রকটাপ্রকট সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্যও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীসনাতনের দ্বারা শ্রীশ্রীজীবকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি দেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

প্রশ্ন—শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর উপর কি ভার ছিল ?

উত্তর—"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন ; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কড়চা রচনা করেন—একভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্যভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা শ্রীদাস গোস্বামীর কণ্ঠে অর্পণ করেন, তাহা শ্রীদাস গোস্বামীর গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে ; বহিঃপন্থা শ্রীমদ্বক্রেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

প্রশ্ন—রায় রামানন্দের প্রতি রস-বিস্তারের ভারটী কে সম্পন্ন করিয়াছেন ?

উত্তর—"শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে যে রস-বিস্তারের ভার দিয়াছিলেন, তিনি সে-কার্য্য শ্রীরূপের দ্বারাই করিয়াছেন।" —জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

প্রশ্ন—গৌড়ীয়াচার্য্যগণের সেনাপতি কে ?

উত্তর—"শ্রীসনাতন গোস্বামী আমাদের গৌড়ীয়াচার্য্যদিগের মধ্যে সেনাপতি।"

—'তাৎপর্য্যানুবাদ', বৃঃ ভাঃ ২।১।১৪

প্রশ্ন—শ্রীসনাতনের নিকট বৈষ্ণব-জগৎ চির-বিক্রীত কেন ?

উত্তর—শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে সম্পূর্ণ শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার-জন্য কাশী হইতে তথায় প্রেরণ করিলেন। সনাতন মহাপ্রভুর শক্তি-সঞ্চারে প্রেমানন্দে বৃন্দাবনে গমন-পূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতা শ্রীরূপ ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া তীর্থ উদ্ধার, শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশ ও মহাপ্রভুর আদিষ্ট ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদ্য বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। পাঠক ! সনাতনাদি গোস্বামিপাদদিগের নিকট বৈষ্ণব-জগৎ সম্পূর্ণ ঋণী হইয়া আছেন।"

—'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

প্রশ্ন—শ্রীরূপের আচার-প্রচার কি ?

উত্তর—"শ্রীরূপ যে-দিবস নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভুর নাম কর্ণে শ্রবণ করেন, সেই দিন হইতেই মহাপ্রভুর দর্শন-লালসা তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করে। স্বভক্ত-তত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপের অন্তর জানিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমনকালীন রামকেলী-গ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীরূপকে দর্শন দেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর দর্শনে আপনাকে সফল-জীবন মনে করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। নিত্যমুক্ত কৃষ্ণভক্তগণকে মায়া কখনই আবদ্ধ করিতে পারে না। অল্পদিন-মধ্যেই শ্রীরূপ বিষয়াদি-সুখের মুখে শতমুখী (অর্থাৎ ঝাঁটা) মারিয়া মহা বৈরাগ্যের সহিত প্রয়াগ-তীর্থে গিয়া মহাপ্রভুর চরণ-প্রান্তে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপকে যথোচিত কৃপা-পূর্ব্বক শক্তি-সঞ্চার করিয়া রসতত্ত্ব-উপদেশ-প্রদানানন্তর শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ-সকল উদ্ধার করিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিলেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর অনুমতি শিরোধার্য্য করত ব্রজধামে গমন করিয়া, অন্যান্য ভক্তগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্রজস্থ লুপ্ত-তীর্থোদ্ধার এবং শ্রীমূর্ত্তিসেবা প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি পাপ-তাপাচ্ছন্ন কলি-জীবের হিত-কামনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিতত্ত্বপূর্ণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, লঘুভাগবতামৃত, হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, কৃষ্ণ-জন্মতিথি-বিধি, লঘু ও বৃহদ্গণোদ্দেশ-দীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দান-কেলি-কৌমুদী, উজ্জ্বলনীলমণি, প্রযুক্তাখ্য (আখ্যাত) চন্দ্রিকা, মথুরা-মহিমা, পদ্যাবলী, নাটক-চন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পতিতপাবন গৌরাঙ্গদেব রূপ-সনাতন-দ্বারা—দৈন্য, স্বরূপ-দামোদরের দ্বারা—নিরপেক্ষতা, ব্রহ্ম-হরিদাসের দ্বারা—সহিষ্ণুতা ও রায়-রামানন্দের দ্বারা—জিতেন্দ্রিয়তাধর্ম্ম প্রচার করেন। কোন কোন ভক্তের বাক্যে প্রকাশ আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীরূপের দ্বারা লীলা-তত্ত্ব, শ্রীসনাতনের দ্বারা ভক্তিতত্ত্ব, ব্রহ্ম-হরিদাসের দ্বারা নাম-তত্ত্ব ও রায়-রামানন্দের দ্বারা প্রেম-তত্ত্ব প্রচার করেন। যাহা হউক, ঐ সম্বন্ধে আমাদের কোন তর্ক নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ন্যাড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, রসিকশেখর, সহজিয়া প্রভৃতিরা মিথ্যা করিয়া ঐ মহাত্মাদিগকে স্বীয় স্বীয় মতের আচার্য্য বলিয়া প্রকাশ করায় মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি অধিকাংশ ভদ্র ব্যক্তির অশ্রদ্ধা দেখা যায়।"

—'শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৮

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥

অনেকে মনে করেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান যেমন এক একটী পথ, তদ্রূপ ভক্তিও একটী পথ মাত্র। এই অভিধেয়ের যখন প্রকারভেদ আছে, তখন কেবল ভক্তি আশ্রয় ক'রলে অসুবিধা হ'বে, ভুক্তি বা মুক্তি পা'ব না, ভক্তির আশ্রয়ে ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গল হ'তে বঞ্চিত হ'তে হ'বে। কেউ মনে করেন— ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'য়ে যাওয়ার ব্যাঘাত হ'বে; কিন্তু এই সকল পূর্ব্বপক্ষের নিরাস ক'রেছেন ঠাকুর বিল্বমঙ্গল উপরিউক্ত শ্লোকের দ্বারা। আপনাদের হয় ত' স্মরণ থাক্‌তে পারে, 'প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যায় ব'লেছি—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ যাঁ'দের বাঞ্ছনীয় তাঁ'রা নির্ম্মৎসর সাধুদিগের পরমধর্ম্ম বুঝতে পারেন না। "ঐহিক বা আমুষ্মিক ভুক্তি অর্থাৎ ইহ জগতে বা পরজগতে ভোগ অথবা মুক্ত হ'য়ে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়া প্রভৃতি লাভ হ'বে না, যদি ভক্তি লাভ করা যায়; ভক্তিটা একঘেয়ে কথা, ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষধিক্কারী ভক্তিপথে ঐসকল কথা বাদ যায়"— এরূপও অনেকের ধারণা। কিন্তু ঠাকুর বিল্বমঙ্গল সাহস দিয়েছেন যে তোমাদের সেরূপ আশঙ্কা ক'র-বার কোন কারণ নাই; যদি ভগবানে স্থিরতরা ভক্তি হ'য়ে থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্‌বস্তু পুরুষোত্তম উরুক্রমের সান্নিধ্য লাভ হ'বে—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনের দর্শন পাবে, কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না যদি সেবাপ্রবৃত্তি থাকে। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" তিনি ত' অচেতনপদার্থ নন, আমাদের প্রাপ্য বিষয় নিশ্চয়ই হ'বেন, যদি আমাদের ভক্তি—সেবা-চেষ্টা থাকে; তা'হ'লে তিনি সেবাও নিশ্চয়ই নেবেন, অন্য কিছু দিয়ে প্রবঞ্চনা না ক'রে ধরা দেবেন, ব'লবেন—আমাকে যদি চাও সেবা কর, তুমি bonafide servitor, আমি এসেছি সেবা কর। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁ'র নিজ সেবার ইচ্ছা ক'রলে তাঁ'কে পাওয়া যায়, তিনি চেতন—"ত্রেধা নিদধে পদম্"—তিনি আপনা হ'তেই এসে উপস্থিত হন। সেবক ঐকান্তিকী ইচ্ছা ক'রলে—ব্যবহিতরহিত সেবাবিধানে ব্যগ্রতা থাক্‌লে সেব্য ব'সে থাক্‌তে পারেন না, এগিয়ে আসেন। যেমন বেদে লেখা আছে—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥"

তিনি স্বয়ং কৃপা ক'রে প্রকৃত সেবকের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করেন, সঙ্গোপন করেন না। যদি বাস্তবিক আর্ত্তিসহকারে কেউ ডাকে, তিনি চুপ ক'রে ঘুমান না। পরমকমনীয়—পরমরমণীয়—পরম-সৌম্যমূর্ত্তি কৃষ্ণ বার্দ্ধক্যজনিত জড়কালক্লিষ্ট শ্লথচর্ম্ম-বিশিষ্ট নহেন, নবীনকিশোর চিন্ময়ী মূর্ত্তি নিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হন। তখন আমরা তাঁ'র সকল প্রকার সেবা ক'রতে পারি—পত্নীসূত্রে পতি-জ্ঞানে পিতামাতাসূত্রে পুত্রজ্ঞানে, সখাসূত্রে সখাজ্ঞানে, ভৃত্যসূত্রে প্রভুজ্ঞানে এবং নিরপেক্ষসূত্রে বিরোধাচরণে নিরস্ত হ'য়ে।

তিনি ছাড়া বস্তন্তর নাই। আমাদের নিরপেক্ষতা থাকা দরকার। আত্মম্ভরিতা-প্রকাশ না ক'রলে, সেবার নৈরন্তর্য্য থাক্‌লে, সেবাতে রুচি—আসক্তি হ'লে ভাবের সমাবেশে সামগ্রীসম্মেলনে স্থায়িভাব রতির সংযোগে রসলাভ হ'বে। 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" রসময় রসিক-শেখরের নিকট উপস্থিত হ'লে—হ্লাদময়কে পেলে ক্ষতি হ'বে না। ধর্ম্মার্থকাম—যা'র জন্য মানুষ আকাশপাতাল আলোড়ন ক'রে একটি, দুইটি বা তিনটিই লাভ করেন, তা'রা ভৃত্যসূত্রে হাত যোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে; যে গুলোর জন্যে পরিশ্রম ক'রে জন্মজন্ম পরে সুফল পায়, তারা কখন আজ্ঞা ক'রবেন, এজন্য মুখাপেক্ষী হ'য়ে তাঁবেদারের ন্যায় অপেক্ষা করে। আর মুক্তি—সমস্ত বন্ধন হ'তে মোচনপ্রাপ্তি-

রূপ যে অবস্থা, সেটি হাত যোড় ক'রে দাসীর ন্যায় অপেক্ষা করে। যম, নিয়ম প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে—কত তীব্র তপস্যা ক'রে সমাধিলাভের জন্য যে চেষ্টা—কৃচ্ছ্র সাধন, তদ্দ্বারা যে বস্তু লাভ হয়, তা' ভগবদ্‌ভক্তের নিকট দাসীর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভক্তি আশ্রয় করার দরুণ কর্ম্ম-জ্ঞানের জায়গায় পৌঁছান' যাবে না, তা' নয়, ওগুলো বা উহাদের চরমফল ভক্তিদ্বারা লাভ হ'য়ে যাবে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

মুক্ত পুরুষের নিত্যবৃত্তি পরিচালনের অবস্থার নাম ভক্তি। বদ্ধজীবের চেষ্টা—কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া। কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত হ'লে কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা লভ্য বস্তুগুলি আমাদের মুখাপেক্ষী হয়। ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'লে রসরাহিত্য,—কাব্যসাহিত্য শুকিয়ে গিয়ে রাহিত্য, শুষ্ক, দর্শনবাধ—যাতে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। ভক্তি ব্যতীত অভক্তিপথে অন্য জিনিষের প্রভু হ'বার জন্য চেষ্টা। কিন্তু ভক্তের কর্ম্মী হওয়া সম্ভবে না। ভোগবাসনাবশে অভক্ত ভগবানের প্রভু হইতে পারেন না। তাঁকে চাকর ক'রবার প্রয়াস ক'রলে বেশী অসুবিধায় প'ড়তে হয়। ভোগবাসনাবশে যে কর্তৃত্বাভিমান, তা' ভক্তের কখনই থাকে না; সেটা ছেড়ে দিলে ভক্তি হয়। কর্ম্ম অনাদি, কিন্তু বিনাশী—ধ্বংসশীল আর কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য—জড়রসভোগ। ভক্তিরস নিত্য—পূর্ণজ্ঞানময়—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। অভক্তিতে কর্ম্মাগ্রহিতা, সেটা আপাত আলেয়ার পেছনে দৌড়ান', পরে নৈষ্ফল্য। উহাতে বৈমল্য নাই, উহা নির্ম্মল নয়—মলিনতাযুক্ত।

রস দুই প্রকার—একটি জড়রস—আমরা বদ্ধবিচারে যার ভোক্তা; অপরটি ভক্তিরস—যদ্দ্বারা রসময় রসিকশেখরের সেবা হয়, এইটিই প্রয়োজনতত্ত্ব। রসরাহিত্য অপ্রয়োজনীয়।

আমরা 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে সংক্ষেপে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা ও 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকে অভিধেয়ের কথা আলোচনা ক'রেছি। এক্ষণে প্রয়োজন—প্রাপ্য পদার্থের বিচার করা হ'বে। সম্বন্ধের পরবর্ত্তি-সময়ে প্রাপ্যবিচারের কর্ম্মে নিযুক্ত থেকে পাব কি? তদুত্তরে বলা হ'য়েছে—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহোরসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥"

প্রয়োজন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভাগবত-শ্রবণ সকল লোকের ভাগ্যে হয় না। যাঁরা ভাবুক, ভাবের মর্য্যাদা জানেন, ভোগে ব্যস্ত নন, সেবাভাবে বিভাবিত তাঁদেরই প্রয়োজনপ্রাপ্তি হ'য়ে থাকে, তাঁদের সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়ে রুচি ও প্রয়োজনে সিদ্ধিলাভ হয়। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় যাকে তাকে দেওয়া হয় না, অনর্থযুক্তকে দেওয়া হয় না। অপ্রয়োজন বিচারে যারা স্নিগ্ধ, তাদের বিচার—"আমাদের কৃষ্ণভজনে রুচি নাই, আমরা আসব-সেবায় ব্যস্ত, রসলাভে রুচি নাই, প্রভুত্ব ক'রতে আনন্দ পাই—অন্যের চাকরী ক'রতে চাই না।" অনর্থযুক্ত অবস্থায় অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের এইরূপ অভিমান থাকে। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হ'লে যেমন পাঠে সুবিধা করতে পারে না, সেই রকম অনর্থযুক্ত ব্যক্তি প্রয়োজনজ্ঞানাভাবে ইতরবিষয়ে ধাবিত হয়। তা'দিগকে ভাবুক বলা যায় না; তাদের রসপ্রার্থনা নাই, রসরাহিত্য—যেমন চচ্চড়ী, উদাসীনের অভাবজ্ঞাপক শুকনো ব্যাখ্যা। আর না হয় পান্তা—রসাল হলেও জড়রস। জড়ভোগে ব্যস্ত লোকের প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। তা'রা ব'লে আমাদের এই সব বিষয়েই রুচি। তা'রা ভগবদ্‌ভক্তি-রসের কথায় মন দেয় না, তা'দের ভাগবত-শ্রবণে রুচি হয় না। কিন্তু ভাগবতরচয়িতা ব'লেছেন—'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।" ভাগবত কিসের ফল? কল্পতরুর ফল। যেমন আম, লিচু, কাঁটাল যেরকম গাছ সেইরকম গাছের ফল নহে; কিন্তু কল্পতরু—যে যা চায়, তা'কে তাই দেয়—সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদ। বেদ—কল্পতরু অর্থাৎ সুষ্ঠুজ্ঞানময়—চেতনময়। অচেতনের উপযোগী জ্ঞান ভাগবতে নাই। সেবাযুক্ত চিত্তের ধর্ম্মই চেতনের ধর্ম্ম, বহির্ম্মুখ চিত্ত অভক্তিযুক্ত, তাতে মলিনতা আছে, ঐগুলি কর্ম্ম-

জ্ঞান-শব্দে কথিত। ভাগবত কিরূপ ফল? কাঁচা, কষো বা ডাঁসা নয়; তা পাকা, আবার পাকার পরেও গলিত—রসপরিপূর্ণ, তাকে চিবুতে হয় না; যার দাঁত নাই, সেও গিলে খেতে পারে, এমন তরল গলিত ফল। ভাগবতবিরোধি-বিচারে যে রস, সেটা কষায়। ভাগবত শুকমুখ থেকে গলিত, যিনি সংসারে অপ্রমত্ত, সংসারের ক্লেশ পান নাই, তিনিই আস্বাদন ক'রেছেন। ভোগে প্রমত্ত হ'লে বিপথগামী হ'তে হয়। কেউ কেউ ভুক্ত ও অভুক্ত বৈরাগীর বিচার করেন। ভুক্ত বৈরাগী সংসার-ভোগ ক'রে ছেড়ে দেয়; আর অভুক্ত —যে সংসারে প্রবেশ করে নাই—অনভিজ্ঞ, তাতে আকৃষ্ট না হ'য়েছে। উভয়েই বিরাগধর্ম্মে অবস্থিত হ'লেও জড়বিচারে ভুক্ত বৈরাগীই বড় জিনিষ। জানার পরে আকর্ষণের হাত হ'তে রক্ষা পেয়েছে, বিপদে একবার প'ড়েছে।

শুকের মুখের পাকা ফলটি – শুকপাখী খেয়েছেন, তাঁর মুখ হ'তে অন্যে আস্বাদন ক'রবে ব'লে উচ্ছিষ্ট রেখেছেন, শুক নিজে খেয়ে অনুগত ব্যক্তিদের তা খাওয়াচ্ছেন, ব'ল্‌ছেন—বড় ভাল, তোমরা সকলে আস্বাদন কর। শুকের পঠনকার্য্য—বাবার কাছে যা পড়েছেন, সেইটি আউড়ে দিচ্ছেন। যেমন শুকপাখীকে পড়ায়—"পড় পাখী আত্মারাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" যা প'ড়েছেন হুবহু ব'লে দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনও ক'রেছেন। আস্বাদনে ভাল লাগার দরুণ জিনিষটাকে বিমর্দ্দিত—বিপর্য্যস্ত না ক'রে ঠিক ঠাক ব'লেছেন। মজঃফরনগর জেলায় শুকরতলে দ্বিতীয় বৈঠকে বহু ঋষি, সূত ও পরীক্ষিৎ মহারাজকে ব'লেছেন—যাঁরা আস্বাদনে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁ'দিগকে ভাগবতফল—কৃষ্ণলীলা-ফল আস্বাদন করিয়েছেন। সূত সেইটি শুনে তৃতীয় অধিবেশনে শৌনকাদির নিকট নৈমিষারণ্যে ব'লেছেন।

নিগম অর্থাৎ বেদ—বৃক্ষস্বরূপ; শুক তা'র গলিত অর্থাৎ পরম প্রপক্ক ফলের সুস্বাদ পাওয়ার দরুণ অন্যলোককে তাঁ'র অবশেষ দিয়েছেন। "কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম। ভক্তোচ্ছিষ্ট হইলে হয় মহামহাপ্রসাদাখ্যান।" যেমন করিরাজ গোস্বামী প্রভু দৈন্যভরে তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে ব'লেছেন—বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে আমার জন্য যে অবশিষ্ট রেখেছেন, আমি তাই আস্বাদনের প্রয়াস ক'রছি। শ্রীচৈতন্যলীলার পূর্ব্বার্দ্ধ—চৈতন্যভাগবত, পরার্দ্ধ—চৈতন্যচরিতামৃত।

'অমৃত অর্থে যা মরে না, নষ্ট হয় না, যা খেলে মানুষ মরে না,—সুধা। যে বস্তুটি দ্রব—অতি মসৃণ, একটুও কঠিন (Stiff) বা খসখসে নয়, সহজে গ্রহণীয় যাহা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ যার বিচার লিখেছেন—

সম্যঙ্ মসৃণিতঃ স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

সেই বস্তুটি প্রেমা। অমৃতদ্রবসংযুত গলিত ফল 'পিবত' অর্থাৎ পান কর। ভগবানের বিষয়, তাঁর প্রবন্ধ পান ক'রে আস্বাদন কর—আলোচনা কর। সেটি কি রস? তাতে জীবের ভোগের কথাই বলা হ'য়েছে। জীবের ভোগে নানা বাধা; ভোগ্য বিষয়ের বহুত্ব-হেতু একের সুখে আর একজন সুখী হ'তে পাচ্ছেন না। কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিষয় হ'লে সেখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"
"এক হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ॥"

—প্রভৃতি বিচার হ'লে কৃষ্ণকে একমাত্র একল অদ্বিতীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অসমোর্দ্ধ বিষয়-জ্ঞানে ভোগের বিচার থেমে গিয়ে সেবার বিচার আসবে।

'আলয়' অর্থে বাড়ী। রসশাস্ত্র আলোচনা কর। আলয়—জগৎ ধ্বংস হ'য়ে গেলেও যা'র বিনাশ নাই, সেই বস্তুর আলোচনা হউক—যেকাল পর্য্যন্ত আনন্দের পূর্ণতা না হয়। জড়রসশাস্ত্রে পণ্ডিত হ'লে বিদ্যাসুন্দর, সাবিত্রী সত্যবান্ প্রভৃতির আলোচনা হ'য়ে যাবে। ভাগবতে যে গোপীনাথের রসের কথা আলোচনা ক'রেছেন, জড়রসের সঙ্গে তা'র সৌসাদৃশ্য থাক্‌লেও সমান নয়। ছায়াকে বস্তু জ্ঞান ক'রলে মূঢ়তার পরিচয়ই দেওয়া হয়। ভগবান্ সেব্য, সেব্যবিষয়ের রসজ্ঞান আত্মানুভূতিতে হওয়া দরকার। রসিক ভাবুক হ'তে হ'লে ভাগবতরস পান কর।

ভুবি—পৃথিবীতে, ভাবুকাঃ—ভগবদ্‌ভাবে ভাবুক,

সেবানিপুণ, রসনিপুণ, ভাগবতগণ, রসিকসম্প্রদায় ভগবানের লীলাপূর্ণ ভাগবত পাঠ করুন।

অন্যান্য পুঁথিতে অনেক কথা বর্ণিত আছে। মহাভারতে মথুরেশ, দ্বারকেশের কথা আছে; কিন্তু বৃন্দাবনের ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা সুষ্ঠুভাবে নাই। জগতের মধ্যে যাঁ'রা থাক্‌তে চান, বাইরে যেতে চান না, তাঁ'রা মহাভারত পড়ুন; কিন্তু জন্মজন্মান্তরের—নিত্যকালের কৃত্য যাঁ'দের আলোচনার বিষয় হ'বে—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত না হ'লে কি কৃত্য থাকে, এটা যাঁ'দের বিচার, তাঁ'রা ভাগবত আস্বাদন করুন। তা' হ'লে রসের আলয়ে একেবারে নিমগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত ভাগবত প'ড়তে হ'বে।

এই গ্রন্থটি বেরসিকের হাতে দিতে নিষেধ। অনর্থযুক্ত—রসবিচার-রহিত, সংসাররসে আবদ্ধ যারা, ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগাকাঙ্ক্ষা যা'দের আছে, তা'দের জন্য ভাগবত নয়। অন্য নিবৃত্ত না হ'লে ভক্তির রাজ্যে অগ্রসর হ'তে পারে না। শ্রবণ অভাবে শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা না হ'লে সাধুসঙ্গ হয় না। ভক্তের কথায় যা'দের মনোযোগ নাই, যা'রা ইন্দ্রিয় তর্পণে লিপ্ত, ভোগের সুবিধা কি ক'রে হ'বে তাতেই মনোযোগী, তা'দের নিজমঙ্গলের জন্য চেষ্টা নাই। ভোগী বিচার 'প্রেয়ঃ' আর ভক্তের বিচার 'শ্রেয়ঃ'। জহরী না হ'লে মূল্যবান্ বস্তু কিন্‌তে গিয়ে ঠক্‌তে হয়। রস কি প্রকারে তৈরী হয় আলোচনা না ক'রলে ঠকে যাব। অভিধেয়-শ্লোকে যা' বর্ণন ক'রেছেন—যা কেবল ভক্তিরস, তা'র সন্ধান না পেলে অশ্রদ্ধা; আবার সন্ধান পেয়েই প্রয়োজনবোধ না হ'লে তা'তে অযত্ন হ'বে। "আমার সুবিধা হ'চ্ছে না যা'তে, যাতে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই সেটী চাই না,"—ঈদৃশী চিত্তবৃত্তি যা'দের, তা'দের জানা'বার জন্য ভক্তগণ সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব। আর যা'রা জেনে বাদ দেয়, তা'দের সঙ্গ বহু দূর হ'তে ত্যাগ ক'রে 'দূরত দণ্ডবত' বিচার করেন।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসাঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

অনর্থ থাক্‌লে কেবল ভোগের কথা ভাল লাগে, প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রয়োজনতত্ত্ব ভাল লাগে না; অসৎসঙ্গপ্রভাবে এই দুর্ব্বুদ্ধি হয়। আর সৎসঙ্গে কৃষ্ণ ভোক্তা—এই জ্ঞান হয়। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে 'কর্ম্মকাণ্ড', আর হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়তর্পণবিচারে 'ভক্তি'। দুঃসঙ্গপ্রভাবে অনর্থযুক্ত অবস্থায় থাক্‌তে হয়। অনর্থ-মুক্ত হ'লে প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয়ে রসাপ্তি, আস্বাদক কৃষ্ণের আস্বাদ্য রসের স্বরূপানুভূতি ও কৃষ্ণকে আস্বাদন করান' কার্য্য হয়। 'কৃষ্ণভোগী' 'গৌরভোগী', 'পুত্তলভোগী' প্রভৃতি অভক্তের কথা। তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। তা' হ'লেই ভাগবত শুন্‌তে পারা যাবে।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে জোর ক'রে প্রসাদ খাওয়াতে হ'বে, যা'র আদৌ ইচ্ছা নাই, তা'কে প্রসাদ দিতে হ'বে। প্রসাদ খেতে খেতে কনিষ্ঠাধিকার লাভ হয়। আমার সেবাবৃত্তি আদৌ না থাক্‌লে অপরে মন্ত্র প'ড়ে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে অন্যকে প্রসাদ দেয়। যেমন জগন্নাথের সেবকসম্প্রদায় নাকে মুখে কাপড় বেঁধে ভগবানের ভোগ দেয়। ভোগে নিঃশ্বাস পড়লে সেটা আর ভোগে লাগবে না। ভোগ দেওয়া হ'লে সেটি অন্যলোকে প্রসাদ ব'লে গ্রহণ করে। খাওয়ার পরে প্রসাদের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে প্রসাদ দরকার হ'লে দীক্ষিত হ'য়ে নিজে নিজে ভোগ দিতে হয় আর অপরকে দেওয়ার জন্য যত্ন আসে। এটা মধ্যম অধিকার। এদের বিচার—ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তের সহিত মিত্রতা, আগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেশ দান আর যে শুনবে না, সব জেনে নিয়েছি ব'লে সয়তানী ক'রবে, তাঁ'কে 'দণ্ডবত দূরত'। আর তৃতীয় শ্রেণীর বিচার—যেখানে যত কিছু আছে, সবই কৃষ্ণের, কৃষ্ণ যা' দেবেন সেইটুকুই তাঁ'রা পাবেন বা নেবেন। কৃষ্ণের প্রসাদদ্রব্য আমার কাছে এসেছে, গুরুপাদপদ্ম দয়া ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এটা মহাভাগবতের বিচার। যদি স্মার্ত্তবুদ্ধিতে "চুল প'ড়েছে, কুকুরে ছুয়েছে, ফেলে দাও" বিচার হয়, তা' হ'লে সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ত্রিদণ্ডিগণের বিচার—"নান্নদোষেণ মস্করী"

ত্রিদণ্ডিগণ রসুই করেন না, অন্যের রসুইটাতে স্পর্শদোষ হয় না। তাঁ'দের "কাঁচী বা পাকী নিমন্ত্রণ"

বিচার নাই। "যেখানে পাকী নিমন্ত্রণ সেখানে যাব, কাঁচীতে যাব না"—এটা জিহ্বা-বেগ।

জিহ্বার লাগিয়া যে বা ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

আমাদের গুরুপাদপদ্ম এ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দিয়েছেন,—ধনী লোকের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ ক'রবে না, তা'তে জিহ্বাবেগ আস্‌বে—'ভাল খাব' বিচার হ'বে। ভক্তি কিছুমাত্র থাক্‌লে ভগবান্ এমন বন্দোবস্ত ক'রে দেন যে, অনেক জিনিষ আপনা হ'তে আসে, ভগবান্ ভালমন্দ অনেক দ্রব্য পাঠিয়ে দেন। তিনি যা দেবেন, তাই মাথা পেতে পাওয়া দরকার। মধ্যমাধিকারীর কর্ত্তব্য ভগবন্মহিমা, ভগবৎপ্রসাদ-মহিমা অন্যলোককে জানান'। প্রসাদে রস আছে। নিজে খাব ব'লে দৌড়ুলে একদিন যদি ছাই পড়ে, বালি পড়ে, তবে খাওয়া নষ্ট হ'য়ে যাবে। পেটুকতার যে অসুবিধা —কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা, সেটা ভগবানের সেবা হ'তে স্বতন্ত্রা। সকল লোক সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করুক্। ভাগবত-কথা প্রচারিত হউক্। রসাপ্তিকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করা দরকার।

আস্বাদনটা রকম রকম আছে। চক্ষুর দ্বারা রূপদর্শন, কর্ণে শব্দশ্রবণ, নাসায় গন্ধগ্রহণ ইত্যাদি। সনকাদি ঋষিগণ ভগবানের গুনশ্রবণে যে সৌগন্ধ, তাতে আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন ঃ—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চ কার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥
—(ভাঃ ৩।১৫।৪৩)

সনকাদি মুনিগণ পদ্মপলাশলোচন শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিলে পর ভগবানের শ্রীচরণকমলের কেশরের সহিত সংলগ্ন তুলসীপত্রের গন্ধযুক্ত বায়ু মুনিগণের নাসারন্ধ্রযোগে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন সেই মুনিবৃন্দেরও চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং গাত্রে পুলক উৎপন্ন করিল।

ভগবান্ গুনহীন,—ইহা শুষ্ক-জ্ঞানীদের বিচার ; তাঁ'রা অখিল চিদ্‌গুনসমষ্টির আলোচনা না ক'রে জড়গুণের তিক্ত অভিজ্ঞানে ব্যস্ত। চেতনের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রবল হ'লে তা'তে আকৃষ্ট হই। কৃষ্ণগুণাখ্যানে বহুমুখ হ'য়ে যায়—বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মত। "আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে"। কৃষ্ণানুশীলন না হওয়ায়, কৃষ্ণ ভজনীয় বস্তু বিচার না আসায়, অনর্থ দূর না হওয়ায় ভোগ বা ত্যাগ বাসনার চেষ্টার দ্বারা চালিত হ'য়ে বাস্তব সত্য গ্রহণ করতে পারে না। তজ্জন্য ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'বার দুর্ব্বাসনা আসে। রসিক ও ভাবুকগণ সাধনভক্তিতে ভাব, তৎপূর্ণতায় প্রেম এবং তাহাতে সামগ্রীলাভে রসসংগ্রহ করেন। সুতরাং ভক্তিবর্ণনে তিনটী বিচার আছে—সাধনভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তি।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

এই শ্লোকের 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' এইটী অভিধেয় এবং "ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ"—এইটী ফল। তখন রসরাহিত্য কেটে যাবে। 'সৎসঙ্গ' পঞ্চপ্রকার ভক্তির একটী অঙ্গ। যে সাধু ভাগবত পড়েন, তাঁ'র সঙ্গ করতে হ'বে। যে উদভরণে ব্যস্ত, তা'র সঙ্গ কর্‌তে হ'বে না। যদি মিউনিসিপ্যালিটি হ'তে নোটিশ দেয় যে স্ক্যাভেঞ্জার গাড়ীতে বেশী পয়সা পাওয়া যায় তবে সে আর ভাগবত পাঠ ক'রবে না। ইঞ্জিনিয়ার হ'লে যদি বেশী পয়সা পাওয়া যায়, তা'হ'লে ভাগবত পাঠ বন্ধ হ'য়ে যাবে। তখন ভাগবতপাঠী তা'র অনুগ্রহের পাত্র হ'বে। তা' হ'লে ভাগবত শুন্‌তে পার্‌লো না। আত্মনিবেদন না হ'লে ভাগবত শোনা যায় না।

ভাগবত শুনিয়ে অর্থোপার্জ্জন প্রয়োজন হ'লে দুই একটা গল্প পাঠ কর্‌বে। অম্বরীষ উপাখ্যান পাঠ ক'রবে—না হয় আর কিছু।

ভাগবত পড়্‌লে "রসনোৎকর্ষতে কৃষ্ণঃ" বিচার বুঝতে পারবে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, রাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি অবতার সকলের নিজ নিজ রস। সেই লীলাময়ের কথা গুলির তার-তম্য বিচার কর্‌লে দ্বাদশ রসে রসময় কৃষ্ণপাদপদ্মের অভিজ্ঞান হ'বে। তাঁ'র সান্নিধ্যে যে মঙ্গল হয়, সেটা অন্য মঙ্গলের সঙ্গে সমান নয়। পূর্ণ-জ্ঞানময় কৃষ্ণে

অজ্ঞান নাই, অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যাপার নাই। তাঁ'র সৌখ্যবিধান কর্‌লে যে মঙ্গল, সেটা অন্য বিষয়ে হয় না।

তা' হলে এটী আলোচনা হ'লো যে সম্বন্ধজ্ঞান প্রথম শ্লোকে, অভিধেয় দ্বিতীয় শ্লোকে এবং প্রয়োজন তৃতীয় শ্লোকে।

কা'কে ভাগবত দেওয়া হ'চ্ছে ? অধিকারী কে ? অধিকার লাভ কর্‌লে কি পা'বে ?

পূর্ণপুরুষের আনন্দ হ'বে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তুর আনন্দ রাখ্‌বার থলি (Cavity) কতটুকু ? ভগবানের অসীম উদর। বায়ান্ন, চোয়ান্ন বার খা'ন, যত রকম ভোগ আছে, সকল ভোগের মালিক তিনি। খানিক্‌টা কেড়ে নিয়ে আমি ভোগ কর্‌বো এই চিন্তা-স্রোতে দৌরাত্ম্য আছে। তাঁ'র প্রসাদবুদ্ধিতে তদ্দত্ত অবশেষই গ্রহণ কর্ত্তব্য।

ভাগবতে কৃষ্ণভক্তিরস বর্ণিত আছে। রূপানুগত্যেই তা লাভ হয়। সেইজন্য রূপানুগগণকর্ত্তৃক শ্রীরূপের প্রণাম—

আদদানস্তৃণং-দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাৎ জন্মজন্মনি ॥

আমি যেন জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-পাদপদ্মের ধূলি হ'য়ে থাকতে পারি। রূপানুগত্য ব্যতীত যেন জীবনটা না যায়।

তা' হ'লে মোটামুটী আলোচনা হ'লো—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।"

বেদের প্রপক্ ফল যে ভাগবত, তাঁ'র গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা সুষ্ঠুভাবে আস্বাদন-যোগ্য ক'রে তিনটী শ্লোক পড়লেই হয়, তা' হ'লে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে সংশ্লিষ্ট 'যাবানহং যথাভাবঃ', "অহমেবাস-মেবাগ্রে," "ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়তে" "যথা মহান্তি ভূতানি", "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং", প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার; অভিধেয়বিচারে "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্ম" 'ভক্তিযোগেন মনসি' এবং প্রয়োজন-বিচারে 'আসামহো চরণরেণুজুষাং' 'তাং কিং নিশাঃ স্মরতি' প্রভৃতি শ্লোক প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা হ'বে। তখন আমাদের বিপ্রলম্ভবিচার প্রবল হ'য়ে উঠ্‌বে—রসশাস্ত্রবিচারের পূর্ণতম প্রাকট্য হ'বে। তখন ঃ—

"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নাচে গায় পরম আনন্দ ॥"

—ভক্তিরস বুঝ্‌তে পার্‌ব—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি আলোচনা কর্‌বার বিচার প্রবল হ'বে।

পরম-পিতার উপদেশ
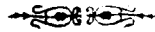
[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯৩ পৃষ্ঠার পর]

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে তাদৃশ দেব ও নিজ ভক্ত তথা ভক্তদ্বয়ের ফল পার্থক্য প্রদর্শন করিতেছেন। যাহারা আমার ভজনমার্গের অনুগামী না হইয়া অন্য দেবতা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ক্ষমতাবান্ বলিয়া মনে করে তাহারা বস্তু-বিবেক-বিষয়ে নিতান্ত অসমর্থ, সন্দেহ নাই। তাহারা একান্ত-মনে ইন্দ্রাদি দেবতান্তর শরণাগত হইয়া থাকে। আমার নির্দ্দেশে তাঁহারাও নিজাধিকারানুসারে স্ব স্ব ভক্তের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, আমার নির্দ্দেশানুসারে তাহারা ফল প্রদান করিলেও অন্য দেব-পূজকদিগের তাদৃশ ফল কখনই চিরস্থায়ী নহে; তাহা ক্ষয়শীল ও অচিরস্থায়ী। আমি মদ্ভক্তগণকে যে ফল প্রদান করি, তাহা অনন্ত ও অবিনাশী। কেন এরূপ পার্থক্য ? তাহা বলিতেছি—যাহারা যে

দেবপূজক, তাহারা সে দেবতাদিগকেই প্রাপ্ত হয়। দেবতা মাত্রেই অন্তবান্ অর্থাৎ বিনাশী। ইন্দ্র, সূর্য্য, বা অগ্নি প্রভৃতি কোন দেবতাই চিরস্থায়ী নহে। সন্নিহিত নিয়মানুসারে একদিন না একদিন অবশ্যই দেবতাগণ লোকসহ বিনাশ হইবে। মহাপ্রলয়ে সকল দেবতাও অন্যান্য সমূহ পদার্থেরই অবসান হইবে। বিশ্ব-চরাচরে একামাত্র আমি ভিন্ন আর কিছুই সে সময়ে থাকিবে না। যাহারা উল্লিখিত দেবতাবিশেষের ভক্ত, তাহারা স্বস্ব উপাস্য দেবতার লোকে গমন করিবে অর্থাৎ তাদৃশ গতি লাভ হইবে সত্য; কিন্তু সে উপাস্যদেব যখন বিনাশী, অচিরস্থায়ী, তখন তদ্ভক্তদিগের প্রাপ্ত ফলও অচিরস্থায়ী ভিন্ন আর কি হইবে? অর্থাৎ বিনাশই হইবে। মদ্ভক্তগণের মধ্যে মদ্ভক্তির পরিপাকহেতু চরমে পরমেশ্বর আমাকেই প্রাপ্ত হন; অর্থাৎ আনন্দময়, পরমেশ্বর আমি আমার ধামে তাঁহারা গমন করেন; মায়ামুক্ত হইয়া যান। তাঁহাদের সৃষ্টিকালে জন্ম ও মহাপ্রলয়েও মৃত্যু হয় না। "যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" গীঃ ৮।২১। যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর এই দুঃখময় জন্ম-মরণ সংসার দশায় নিপতিত হইতে হয় না। সেই ধামই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম। "মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতা॥ গীঃ ৮।১৫, আমাকে প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রকৃষ্টা মুক্তি লাভ করিয়া আর কখন দুঃখের আলয়-স্বরূপ অনিত্য সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" গীঃ ১৫।৬, অর্থাৎ যে স্থান প্রাপ্ত হইলে পর জীবকে আর দুঃখ-জ্বালাময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই স্থানই হইল আমার পরম উৎকৃষ্ট ধাম। পুনর্বার দৃঢ়তার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবমোঽধ্যায়ে এই বাক্য বলিতেছেন—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্
পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা
যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥ —ঐ ৯।২৫

যাঁহারা দেবোপাসনা করেন, তাঁহারা দেবলোক প্রাপ্ত হন্; যাঁহারা শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃ-পূজা করেন, তাঁহারা পিতৃ-লোক প্রাপ্ত হন, যাঁহারা ভূত-প্রেতাদির পূজা-পরায়ণ তাঁহারা ভূত-প্রেত প্রাপ্ত হন, এবং যাঁহারা একান্ত আমার পূজা পরায়ণ তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অন্য দেবতার উপাসকগণের ফলপ্রাপ্তি হয় না এমন নহে; তাঁহারাও দেবতান্তরের উপাসনাজনিত ফলস্বরূপে তত্তদ্দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা অশুভ ফল বলিয়া আপাততঃ মনে না হইলেও, বস্তুতঃ ইহা কদাপি শুভ ফলরূপে গণ্য হইতে পারে না; উপাস্য-দেব-লোক, প্রাপ্তিরূপ সেই ফল কখনই নিত্য স্থায়ী হয় না। অন্য দেবতাগণ নশ্বর, সীমিত অধিকার, এবং তত্তদ্দেবলোকও নশ্বর বিনাশশীল। সুতরাং তত্তদ্দেবোপাসকগণ যে ফলের অধিকাবী হইয়া থাকেন তাহা নশ্বর সন্দেহ নাই। একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবই অবিনশ্বর ও শাশ্বত নিত্য। তদ্ব্যতিরিক্ত বিশ্বের সকল দেবতা, সকল লোক, স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল পদার্থই এবং মনুষ্যাদি যাবতীয় জীব সকলই নশ্বর ও অনিত্য। সুতরাং অন্য দেবোপাসকগণ, বিশেষ-বিধি-সঙ্গত প্রণালীক্রমে অন্য দেবোপাসনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া চরমে তত্তদ্দেবলোক-প্রাপ্তিরূপ ফললাভ করেন বটে; কিন্তু সে কষ্টার্জ্জিত ফলও নশ্বর এবং অচিরাস্থায়ী, সুতরাং তাহা কখনই পরম ফল হইতে পারে না। "অহন্ত্বনশ্বরো নিত্যো মদ্ভক্তা অপ্যনশ্বরাঃ" শ্রুতিতে ভগবান্ বলিয়াছেন—আমিই অনশ্বর ও নিত্য, আমার ভক্তেরাও সুতরাং নিত্য ও অবিনশ্বর। যে সময়ে ব্রহ্মা-শিবাদি কোন দেবতার বিদ্যমানতা থাকে না, সেই বিশ্বেশ্বর শ্রীভগবান্ বাসুদেব তখনও বিদ্যমান্ থাকেন এবং তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তখনই অন্য দেবতার উদ্ভব হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়ে সকলেরই তিরোধান হয়; কিন্তু সেই সময়ে সনাতন পরমপুরুষ নাশ-রহিতভাবে বিরাজ থাকেন। তিনিই কেবল সমভাবে বিরাজ থাকেন। "ন চব্যন্তে চ মদ্ভক্তাঃ মহত্যাং প্রলয়াদপি।" শ্রুতিতে ভগবান বলিতেছেন—আমার ভক্তগণ সুমহৎ প্রলয়াগমেও পুনরাবর্ত্তিত হন না। "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যসন্তি চ।" আমার ভক্তগণ সৃষ্টিকালে আর জন্মেন না, সুমহ্য প্রলয়কালেও কোন দুঃখ অনুভব করিতে হয় না। সেই নাশরহিত পরমপুরুষের

ন্যায়, তাঁহার একান্ত ভক্তগণও নাশ-হীনত্ব প্রাপ্ত হন, পুনঃ পুনঃ যাতায়াতরূপ যাতনার অবসান হয়, তাহাই সুবিধি এবং তাহাই জীবের অবলম্বনীয়। অন্য দেবোপাসকও ভূত-প্রেত-উপাসকগণ তত্তদ্দেবলোক প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই উপলব্ধ হয় যে, সে ফলসমূহ কখনই প্রার্থনীয় পরম ফল নহে, দুঃখ-দায়ক। কারণ, তাহা ক্ষয়শীল, দুঃখকর ও অচিরস্থায়ী।

এই শ্লোকের সাধক-সঞ্জীবনীকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে—তামসিক স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি সকামভাবে ভূত-প্রেতাদির পূজা করে এবং তাহাদের নিয়মাদি ধারণ করে। যেমন, মন্ত্র-জপের জন্য গাধার লেজের লোম হইতে সূতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উটের দাঁতের বোতাম গাঁথা, রাত্রে শমশানে গিয়া শবদেহের উপরে আসীন হইয়া ভূত-প্রেতের মন্ত্রাদি জপ, মাংস-মদ্য ইত্যাদি মহা অপবিত্র বস্তু দ্বারা ভূত-প্রেতাদির পূজা করা ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা তাহাদের বড়জোর জাগতিক কামনাগুলি সিদ্ধি হইতে পারে। মৃত্যুর পর তো তাহার দুর্গতি হইবেই, অর্থাৎ সে ভূত-প্রেত যোনি প্রাপ্ত হইবে। তাই এখানে বলা হইয়াছে যে ভূত-প্রেতদের পূজক ভূত-প্রেতই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভূত-প্রেত, পিশাচাদি যোনিই অশুদ্ধ আর তাহা-দের পূজার নিয়মবিধি সামগ্রী আরাধনা ইত্যাদিও অপবিত্র। ইহাদের পূজকেরা ইহাদের প্রতি ভগবদ্ বুদ্ধিও করিতে পারে না এবং নিষ্কাম ভাবও রাখিতে পারে না। তাই তাহাদের পতন হয়। কয়েক বছর পূর্ব্বে এই ব্যাপারে একটি সত্য ঘটনা শুনিয়াছি। একজন ব্যক্তি কর্ণপিশাচিনীর উপাসক ছিল। তাহাকে কেউ কোন প্রশ্ন করিতে উদ্যত হওয়ার আগেই প্রশ্নটি বলে তার উত্তর জানিয়ে দিত। এইভাবে সে অনেক পয়সা রোজগার করিত।

তাহার বিদ্যার চমৎকারীতায় মুগ্ধ হইয়া এক ভদ্র-লোক তাহাকে ধরিয়া বসিল সেই বিদ্যাটি শিখাইবার জন্য। সে ব্যক্তিটি তখন সরলভাবে জানাইল যে, এই বিদ্যায় চমৎকারিত্ব থাকিলেও তা প্রকৃত হিত-কর বা কল্যাণকর নয়। তাহাতে অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনি অন্যের বিনা উচ্চারিত প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর কীভাবে জানিতে পারেন? তাহাতে প্রথম ব্যক্তি জানাইল যে আমি কানে বিষ্ঠা মাখাইয়া রাখি। যখন কেউ কোন প্রশ্ন লইয়া আসে তখন কর্ণপিশাচিনী আসিয়া আমার কানে ঐ ব্যক্তির প্রশ্ন ও উত্তরটি শুনাইয়া যায় আর আমি সেটি বলিয়া দিই। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মৃত্যু কীভাবে হবে—তা নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন কি? প্রথম ব্যক্তি জানাইল যে, আমার মৃত্যু হইবে নর্ম্মদা ধারে। সে নিজের মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া নর্ম্মদা নদীর দিকে যাইতেছিল, তখন কর্ণপিশাচিনী শূকরীর রূপে তাহার সামনে উপস্থিত হয়। শূকরীকে দেখে ঐ ব্যক্তি নর্ম্মদা দিকে যখন ছুটিয়া যাইতেছিল তখন রাস্তাতেই কর্ণপিশাচিনী তাহাকে হত্যা করিল। কারণ ঐ ব্যক্তি যদি নর্ম্মদা নদীতে গিয়ে মারা যাইত, তাহা হইলে সে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইত, কিন্তু কর্ণপিশাচিনী তাহার সদগতি হইতে দিল না, রাস্তায় হত্যা করিয়া তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া যায়। ভূত-প্রেত ইত্যাদির উপাসনাকারীদের কখনও সদ্‌গতি হয় না, দুর্গতিই হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, সাধক কর্ণ-পিশাচিনীর নিকট নিজের মৃত্যুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে কর্ণপিশাচিনী তাহাকে বলিল; তোমার মৃত্যু নর্দ্দমায় হইবে, সাধক তাহা জানিয়া ভাবিল নর্দ্দমায় মৃত্যু হইলে অসদ্‌গতি হইবে, তাহা জানিয়া সে ব্যক্তি নর্ম্মদা নদীর দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু পিশাচিনী যাইতে দিল না, তাহাকে শূকরীরূপে রাস্তায় নর্দ্দমায় ফেলিয়া মারিয়া নিজের সঙ্গে পিশাচ করিয়া প্রেতলোকে লইয়া গেল।

সুতরাং যোগী, ঋষি, জ্ঞানী, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি ও ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণ সাধনায় যে ফল লাভ করেন, ভূত-প্রেত যাজকগণেরও সেই ফল লাভ হয় বলিয়া যাহারা প্রচার করেন বা আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাদের এই আকাঙ্ক্ষা কেবল দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র, অলীক। তাই জনৈক কবি কীর্ত্তন করিয়াছেন—

কেন হেন দুরাকাঙ্ক্ষা কর অনিবার।
হেলায় ভেলায় সিন্ধু হইবে কি পার?

পূর্ব্বোক্ত সাধনানুসারে মানবগণ তারতম্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন। বিভিন্ন দেবতার সাধনানু-সারে মানবের উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট বৈষম্য স্থান লাভ

করিয়া থাকেন। তাহা সর্ব্ব-আদিপুরাণ বিষ্ণুপুরাণে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

"প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্।
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনাম্॥"
বিঃ পুঃ ১৷৬৷৩৪

ব্রাহ্মণ যদি অগ্নিহোত্র যাগ প্রভৃতি ক্রিয়াবান্ হয় তাহা হইলে তাঁহাদের পিতৃলোকে বাস হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় জাতি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ হইলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়।

"বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তিনাম্।
গন্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্য্যানুবর্ত্তিনাম্॥"
—ঐ ৩৫,

বৈশ্য কৃষিবাণিজ্যাদিতে অনুরক্ত হইলে দেবলোকে বাস করে। শূদ্র সেবা-পরায়ণ হইলে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"অষ্টাশীতি সহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতং তেষাং মরুৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্॥"
—ঐ ৩৬

অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা মহর্ষিগণ যে জনলোকে বাস করে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"সপ্তর্ষীণান্তু যৎ স্থানং স্মৃতং তদ্বৈ বনৌকসাম্।
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্ম সংজ্ঞিতম্॥"

সপ্তর্ষিগণ যে স্থানে বাস করেন সেই স্থানে অর্থাৎ তপোলোকে বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বীরাও গমন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ সদ্-গৃহস্থেরা পিতৃলোকে এবং সন্ন্যাসীরা সত্য লোক প্রাপ্ত হন।

"যোগিনামমৃত স্থানং যদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
ঐকান্তিনঃ সদা ব্রহ্মধ্যায়িনো যোগিনো হি যে॥
তেষাং তৎ পরমং স্থানং যৎ তু পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্র-সূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ॥"
বিঃ পুঃ ১৷৬৷৩৮

বিষ্ণুর পরম পদ যে অমৃতলোক, সেই স্থলে যোগিরা গমন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যে সকল জ্ঞানী লোক সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেই পরমস্থান অর্থাৎ জ্ঞানীরা নিরন্তর যাহা চিন্তা করেন, সেই অমৃত লোক প্রাপ্ত হন। চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ উক্তলোকে পুনঃ পুনঃ গমন করেন ও প্রতিনিবৃত্ত হন।

"অদ্যাপি ন নির্বত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ।"
—ঐ ৪০

কিন্তু যাঁহারা দ্বাদশাক্ষর (বাসুদেব মন্ত্র) ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ অমৃত লোক হইতে কদাপি প্রতিনিবৃত্ত হন না। অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও সাধনানুসারে ফলের তারতম্যের কথা বলিয়াছেন—

"সোঽসৃজৎ তপসা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ।
লোকান্ স পালান বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রিধা॥"
—ভাঃ ১১৷২৪৷১১

সেই বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা রজোগুণে যুক্ত হইয়া আমার অনুগ্রহে তপোবলে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনলোক এবং লোকপালগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অর্থাৎ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিকমলজাত ব্রহ্মা ভগবৎ কৃপা বলে তপঃ প্রভাবে ভূ-র্লোক. ভুবঃ, স্বর্গ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত ঊর্দ্ধলোক এবং নিম্নাংশে পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল এবং অতল ; এই সপ্ত পাতালের স্থিতি। এই চৌদ্দভুবন লোকই মায়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত।

"দেবানামেক আসীৎ স্ব র্ভূতানাঞ্চ ভুবঃ পদম্।
মর্ত্ত্যাদীনাঞ্চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পদম্॥"
—ঐ ১২

স্বর্লোক দেবগণের, ভুবর্লোক ভূতগণের এবং ভুর্লোক মনুষ্য প্রভৃতির নিবাসস্থান। এই ত্রিলোকের অতীত মহঃ প্রভৃতি লোক সিদ্ধ জীবগণের নিবাস স্থান।

"অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূসরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্ব্বাঃ কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্॥"
—ঐ ১৩

ব্রহ্মা ভূমির নিম্নদেশে অসুর ও নাগগণের আবাসস্থানরূপ অতল প্রভৃতি লোক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মবশতঃ জীব পাতালাদি লোকসমূহের সহিত ত্রিলোক মধ্যে দেবাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

"যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্‌গতিঃ॥"

যোগ, তপঃ ও ন্যাস-হেতু মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোকে বিশুদ্ধ গতি লাভ এবং মদ্ভক্তিহেতু বৈকুণ্ঠধাম ও আমাকে প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

তপস্যা, যোগ ও সন্ন্যাসাদি প্রভাবে নির্ম্মল গতি লাভ করেন। এই সকল লোক লাভ অল্পকালের জন্য সংঘটিত হয়। অর্জ্জিত কারণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সেই লোকসমূহ হইতে বিচ্যুতি লাভ ঘটে। কিন্তু নিত্য বাস্তব বস্তু ভগবানের সেবাযোগ প্রভাবে নিত্য বৈকুণ্ঠগতি লাভ ঘটে।

বিবৃতি—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর।

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥"

—ভাঃ ১১।৫।২-৩

শ্রীচমস ঋষি বলিলেন—হে রাজন্! আদি পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর মুখ হইতে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে সত্ত্ব ও রজোগুণে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে রজঃ ও তমোগুণে বৈশ্য এবং পদ হইতে তমোগুণে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ও তাহাদের সহিতই উদ্ভূত হইয়াছে। এই চতুর্বর্ণাশ্রমে স্থিত যে সকল পুরুষ নিজের উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ ঈশ্বরকে অজ্ঞানতঃ আরাধনা না করে অথবা তাঁহার কথা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা স্বস্ব বর্ণাশ্রমের সুষ্ঠু বিধি নিয়মানুসারে পালন করিলেও, স্বস্ব স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে বলিয়াছেন—এই চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাহারা স্বীয় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ভজন না করিয়া, নিজ নিজ বর্ণাশ্রমাহঙ্কারে তাঁহার ভজনে অবজ্ঞা করে, তাহারা স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। অর্থাৎ এই চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ-পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্ম্মানুসারে স্বস্ব বর্ণাশ্রমী ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করিলেও তাঁহারা একস্থানে গমন করিতে পারেন না। তাহা শিরোদ্ধৃত শাস্ত্রসমূহে প্রমাণ। আর বেদবিগর্হিত ধর্ম্ম, ভূত-প্রেতের ধর্ম্মাচরণ করিয়া শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের চরম প্রাপ্য স্থান পাইব বলিয়া যাহারা আশা পোষণ করে, তাহাদের আশাই সার। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতার উপসংহার বাক্যে বলিতেছেন—

"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎ প্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥"

—গীতা ১৮।৫৮

তুমি সতত মচ্চিত্ত হইয়া আমার ভজনা করিলে, আমার প্রসাদে (কৃপায়) যাবতীয় সংসার-দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারিবে; কিন্তু যদি তুমি আপনার পাণ্ডিত্য গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট অর্থাৎ সর্ব্ব-পুরুষার্থ ভ্রষ্ট হইবে। অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ভগ-বানের কর্ম্মানুসারে ভগবচ্চিত্ত হইয়া তাঁহার আরা-ধনা করিলে মানব তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে পারিবে, সেই অনুগ্রহবলে যাবতীয় সাংসারিক সর্ব্ব-প্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশা অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিবে। এ সংসার কেবল দুঃখের আলয়স্বরূপ পদে পদে মানবকে নানাপ্রকারে দুর্গতি-ভারে প্রপী-ড়িত হইতে হয়। এই দুঃখরাশি দূর করিবার নিমিত্ত এবং দুরাবস্থারূপ অপার সমুদ্র অতিক্রম করিবার বাসনায় মানব ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর বিবিধ উপায় অন্বেষণ করিয়া অন্যদেবতা ও ভূত-প্রেতের আরাধনা করিতে করিতে জীবনপাত করে; কিন্তু সকলেই তাহা নিষ্ফল হয়। কারণ সার ও প্রকৃত সত্য উপায় তাহারা সহজে নির্ণয় করিতে পারে না। শ্রীভগবানের প্রসন্নতাই একমাত্র অমোঘ উপায়। তাঁহারই প্রভাবে হেলায় সমস্ত কামনা পূরণ ও দুঃখ-নাশ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সেই প্রসন্নতা লাভ করা দুষ্কর কার্য্য নহে, ইহা অন্য দেব-যাজকগণ দেখিয়াও দেখে না। কেবল কামনা-বাসনা বশবর্ত্তী হইয়া অন্য দেব-দেবী ও ভূত-প্রেতের প্রসন্নতা লাভের প্রচেষ্টা করিয়া থাকে। তাহারা অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া আপনাকে সর্ব্ববেত্তা বলিয়া মনে করিয়া ভগবানের প্রদত্ত এই সার-উপদেশ অনুসরণে যত্নবান্ হয় না; তাহাদিগকে বিনষ্টই হইতে হইবে, তাহারা

আত্মমুক্তিরূপ পরম পথে আরোহণ করিতে না পারিয়া সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে এবং চিরদিন অনন্ততাপে দগ্ধ হইবে।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলিয়াছেন—

"জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মজন্ম তাপ।।"
—চৈঃ ভাঃ মঃ ১।২০২

শ্রীকৃষ্ণ হইতেই চেতন জীব-জগৎ ও অচেতন জড়-জগৎ উদ্ভূত হয় বলিয়া কৃষ্ণই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জনক (পিতা)। কৃতজ্ঞ-পুত্রের যেরূপ জনকের আনুগত্য ও পূজনই একমাত্র ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের বিশেষতঃ মানবের কৃষ্ণ-পাদপদ্মকেই সর্ব্ববিসর্গের সৃষ্টির মূল-জনক অর্থাৎ আকর চেতন জানিয়া তাঁহাকেই নিত্যকাল আনুগত্যের সহিত ভজনা কর্ত্তব্য। যে সকল জীব আত্মস্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বলোক-পিতামহ পদ্মযোনিরও জনক মূল নারায়ণ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-রহিত হয়, সেই সকল অকৃতজ্ঞ পুত্র-স্থানীয় জীব নানাপ্রকার সংসারক্লেশ লাভ করে। তাদৃশ অকৃতজ্ঞ, ধর্ম্মোল্লঙ্ঘনকারী অপরাধী পুত্ররূপি-জীবগণের দণ্ড-স্বরূপ সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আদি-দৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপের ব্যবস্থা আছে।
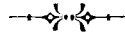
হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিখিল ভারত রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে, মঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নির্দ্দেশে অন্ধ্র-প্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২০ জ্যৈষ্ঠ (১৪০৭) ; ৩ জুন (২০০০) শনি-বার হইতে ২২ জ্যৈষ্ঠ, ৫ জুন সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক-অনুষ্ঠান বিশেষ সমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী প্রভৃতি ১১ মূর্ত্তি কলিকাতা—হাওড়া হইতে ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ৩১ মে বুধবার ফলকনামা এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া পরদিবস ১লা জুন বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১ টায় অর্থাৎ ১-৩০ মিঃ বিলম্বে সেকেন্দরাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিলে হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহা-রাজ, শ্রীকরুণাকর দাস, শ্রীরামজনম দাসাধিকারী ও শ্রীমহেন্দ্রজী সমুপস্থিত সাধুগণকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনটী মোটরকার-যোগে সেকেন্দরাবাদ হইতে বেলা ১-৩০ ঘটিকায় হায়দরাবাদ দেওয়ান দেউড়ীস্থিত শাখামঠে সাধুগণ আসিয়া উপনীত হন। এতদ্ব্যতীত পুরুষোত্তম ধাম হইতে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং দিল্লী হইতে শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (যোগেশ) ও শ্রীহরিপ্রসাদ দাস ব্রহ্ম-চারী (হারাধন) বিভিন্নদিনে উৎসবানুষ্ঠানে আসিয়া যোগদান করেন।

শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ-জীউ-বিজয়বিগ্রহগণ সুরম্য-রথারোহণে ৩রা জুন শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ৮-৩০ ঘটিকায় সংকীর্ত্তনশোভা-যাত্রা ও ব্যাণ্ডপার্টি সহ বাহির হইয়া হায়দ্রাবাদ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাগমন করেন। রথাগ্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত

বনচারী, শ্রীযদুনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি নৃত্যকীর্ত্তন করেন। রথসজ্জায় মুখ্যভাবে প্রযত্ন করেন শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী। তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীহৃষী-কেশ ব্রহ্মচারী। এবৎসর যথাসময়ে বারিবর্ষণ হওয়ায় এবং রথযাত্রা সময় আকাশ নির্ম্মল থাকায় সাধুগণের ও ভক্তগণের সংকীর্ত্তনে কোন কষ্ট হয় নাই। সকলেই পরমানন্দে রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছেন।

৩রা জুন শনিবার হইতে ৫ জুন সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে ও ৪ জুন রবিবার মধ্যাহ্নে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধি-বেশনে সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও মঠের বিশিষ্ট সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। ৪ জুন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ-গণের পূজা ও মহাভিষেক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হয়। তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন শ্রীশ্রীকান্ত বন-চারী ও পূজারী শ্রীহলধর দাস ব্রহ্মচারী। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের ভোগরাগ ও আরতি অনুষ্ঠিত হইলে উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানকারী বহুশত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

২রা জুন শুক্রবার ও ৫ জুন সোমবার সন্ধ্যায় হায়দ্রাবাদ ঘোষা মহলস্থ যথাক্রমে শ্রীবংশীলাল সারদাবাইয়ের ও M. Uma Hiralaljির আহ্বানে আহূত হইয়া মঠের বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের গৃহে শুভ-পদার্পণ করতঃ শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ হরি-কথামৃত পরিবেশন করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, পূজারী শ্রীহলধর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণাকর দাস, শ্রীগোপাল দাস, শ্রী-নারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী (নরেন দাস), শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (চান্দ্রাইয়াজী), শ্রীরামজনম দাসাধি-কারী, ডাক্তার নটবর দাসজী ও শ্রীমহেন্দ্রজী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রযত্নে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে আগত পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ আদি ৯ মূর্ত্তি (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ব্যতীত) এবং দিল্লী হইতে আগত শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (যোগেশ দাস) ও শ্রীহরি-প্রসাদ ব্রহ্মচারী (হারাধন) ৭ জুন বুধবার প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় সেকেন্দ্রাবাদ হইতে ইষ্টকোষ্ট এক্সপ্রেসে কলিকাতা ও পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন।

যশড়ায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্তর্গত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিষ্টার্ড) ও ভারতব্যাপী তৎশাখা মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে ও প্রতি-ষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও গত ১লা আষাঢ় (১৪০৭); ১৬ জুন (২০০০) শুক্রবার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা নদীয়া জেলান্তর্গত যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব বিপুল সমা-রোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ আমেরিকায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এই উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই।

এতদুপলক্ষে শ্রীপাটের মঠরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনন্দন স্বামী মহারাজ (প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর-দেব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত), শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে কলিকাতা মঠ হইতে ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ জুন বৃহস্পতিবার একটি রিজার্ভ মোটরকার যোগে প্রাতঃ ৫-২০ মিঃ-এ রওনা হইয়া প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় যশড়া শ্রীপাটে আসিয়া উপনীত হন। তৎপরে অপর একটি মোটর-কারে শ্রীপাদ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌতম ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন দাস ব্রহ্মচারী (রাশিয়া) ও শ্রীতুষার দত্ত প্রভৃতি ৫ মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ জিতেন্দ্রিয় মহারাজ, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী (বর্ত্তমানে চণ্ডীগড়) প্রভৃতি পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। স্নানযাত্রা দিবস কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ও গভর্ণিং বডির সদস্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ কৃষ্ণনগর মঠ হইতে, শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী (কাটোয়া) শ্রীমায়াপুর হইতে এবং নবদ্বীপ নয়নতারা ঘাট হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ প্রাতে ও পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ জুন বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা-অধিবাস দিবসে অপরাহ্ন ৫-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনন্দন স্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ জিতেন্দ্রিয় মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। সভার উপক্রম ও উপসংহারে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হয়। সন্ধ্যা-রাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা, সংকীর্ত্তন ভবনে অধি-বাস সংকীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সংকীর্ত্তনে নৃত্যকীর্ত্তন সকলকে আনন্দ প্রদান করে। আনন্দপুরের শ্রীবিশ্বনাথ দাসাধিকারী ও শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারীর মৃদঙ্গ বাদনসহ নৃত্য ভক্তগণকে প্রমুগ্ধ করে। শ্রীশীতল ভাণ্ডারী সঙ্গে ছিলেন।

১লা আষাঢ়, ১৬ জুন শুক্রবার স্নানযাত্রা দিবস প্রাতে শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী ও কতিপয় ভক্ত ব্যাণ্ড-পার্টি ও সংকীর্ত্তনসহযোগে প্রায় আড়াই মাইল দূর-বর্ত্তী গঙ্গাপ্রবাহ হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাভি-ষেকের জন্য কয়েক কলসী জল মাথায় বহন করিয়া লইয়া আসেন। এদিকে শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি খুব ক্ষিপ্রতার সহিত বেলা ১০-০০ ঘটিকার মধ্যে সম্পন্ন হইলে শ্রীবৃন্দা-দেবী, শ্রীল গুরুদেব, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীদামোদর-শালগ্রাম ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বেলা ১০-১৫ মিঃ শ্রীমন্দির হইতে স্নানবেদীতে ব্যাণ্ডপার্টি ও সংকীর্ত্তন-সহ শুভযাত্রা করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া স্নান-বেদীতে আসীন হইলে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে মহাভিষেক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। অষ্টোত্তরশত ঘটোদকে মহা-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান সম্পাদিত হয়। সহস্রধারা-স্নানকালে শ্রীসুবোধ বন্দোপাধ্যায়, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী-মদ্ভক্তিনন্দন স্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্ম-চারী প্রমুখ প্রভুকে স্নান করাইবার সৌভাগ্য বরণ করেন। অতঃপর স্নানক্রিয়া সমাপনের পর প্রভুকে নববস্ত্র ও রৌপ্যমুকুটাদি পরিধান করাইয়া পুষ্প-মাল্যাদি বিমণ্ডিত করিলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। অনন্তর স্নানবেদী বারচতুষ্টয় কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমান্তে জয়গান ও প্রণতি করিয়া ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। সর্ব্ব-সাধারণকে স্নানবেদী হইতে বুঁদে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে এবৎসর সর্ব্বসাধারণকে খেচরান্ন প্রসাদ বিতরণ করা সম্ভব হয় নাই। ভগবদিচ্ছায় যখন যাহা হয় মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকে। স্নানকালে বৃষ্টি না

হওয়ায় এবৎসর ভক্ত দর্শনার্থীর ভীড় ও মেলাও জমজমাট হইয়াছিল। বহুস্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ দুই-এক পশলা বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া প্রভুর স্নান সম্পাদন করিলেও তাহাতে অবশ্য মেলার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। কয়েকদিন পর্য্যন্ত মেলাটি স্থায়ী হয়। পতিতপাবন ভক্তবৎসল শ্রীজগন্নাথদেব সকলকে দর্শনদান করিয়া সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় পুনরায় নিজমন্দিরে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর সংকীর্ত্তন ভবনে ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে পূর্ব্বোক্ত মহারাজদ্বয়ের ও বৈষ্ণবগণের ইচ্ছায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা এবং শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথিতে তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। সময়াভাববশতঃ আর কেহ বলিতে পারেন নাই। সভার আদি ও অন্তে শ্রীশ্রীকান্ত বনচারীর সুললিত কণ্ঠের সুমধুর কীর্ত্তনে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই পরমানন্দ লাভ করেন।

মঠরক্ষক শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরঘুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎ কুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীনীলমাধব ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমোহিনীমোহন ব্রহ্মচারী (ভাণ্ডারী), শ্রীরুক্মিণীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপ্রতাপ দাস, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ ক'রবে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা।

—(বক্তৃতা—১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪)

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়। —(বক্তৃতা—১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪)

জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহামায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার, তা'হ'লে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে।

—(বক্তৃতা—১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ—১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। গীতার প্রতিপাদ্য
৪৯। বেণুগীত
৫০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা—যন্ত্রস্থ
৫১। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস
৫২। The Vedanta
৫৩। The Bhagabat
৫৪। Rai Ramananda
৫৫। Vaishnavism
৫৬। Sree Brahma-Samhita
৫৭। Saranagati
৫৮। Relative Worlds
৫৯। शिक्षाष्टक
৬০। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৬১। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৬২। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৬৩। भजन-गीति
৬৪। श्रीचैतन्यभागवत
৬৫। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬৬। परम तत्व-विचार
৬৭। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৮। साध्य-साधन-तत्व विचार
৬৯। मैं कौ हूँ ?
৭০। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৭১। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

Regd. No. RN-5335/61
Regd. No. WB/RNP-355

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee **Road**
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

To

....
....
....
....

Pin ....

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীচৈতন্য বাণী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
চত্বারিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা
ভাদ্র, ১৪০৭
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬, ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৭৯২১

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৬২০২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি) ফোন ঃ ৬৫৭৩০৬

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৩৬২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৪০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র ১৪০৭
১৭ হৃষীকেশ, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০০০ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১০৩ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীরূপ-শিক্ষা

[১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৪শে বৈশাখ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে কীর্ত্তিতা]

প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-গোস্বামীকে দশদিন ধ'রে কৃষ্ণের কথা ব'লেছিলেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥"

কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি জীবের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল-নিদান। কৃষ্ণের পদ—পূর্ণ কৃষ্ণ, পরিপূর্ণ-রস-পরাকাষ্ঠার কল্পবৃক্ষ।

বাহিরের ব্রহ্মাণ্ড—এই জগৎ ততদূর, যতদূর পর্য্যন্ত মানবের ধারণা, প্রাণীর ধারণা যায়;—যেমন ডিম্বের ভিতরের দিক্‌টা উহার বাহিরের কথা নয়। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টির চারিদিকে যেন একটা প্রাচীর দেওয়া আছে। ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশটী স্তর আছে।

যাঁ'রা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঢুকে প'ড়েছেন, তাঁ'রা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন—এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। চৌদ্দটি স্তর যথা—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য; অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। নীচে ৭টা, মাঝে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং উর্দ্ধে ৫টা লোক। আমরা এই চতুর্দ্দশ ভুবনে যাতায়াত করি। সত্য, জন, মহঃ, তপঃ ও স্বর্গ—এই ৫টী লোকে সূক্ষ্ম শরীরী থাকে। অন্যান্য ভুবনে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর-মিশ্রিত প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটি

ঊর্দ্ধ্বলোকে এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশে সূক্ষ্ম ব্যাপার-সমূহ অবস্থিত। ভূলোকে স্থূলব্যাপার। এই চতুর্দ্দশ ভুবনই ব্রহ্মাণ্ড। আমরা যখন স্থূলটাকে ছেড়ে দিই—নির্ম্মলতা লাভ করি, তখন ঊর্দ্ধ্বলোকে বিচরণ করি। যখন স্থূলপ্রার্থী হই, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম-জড়িত অবস্থায় এই সব লোকে বাস করি।

'আমি'র উপরের আবরণ সূক্ষ্মশরীর—অন্তঃ-করণ স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে রূপ-রস ইত্যাদি গ্রহণ করে। বিভিন্ন লোকে আমাদের গতি হয়। ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ।

কাহার ভ্রমণ হয়? জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ীয় শরীরসহ অবস্থান-কালে এইরূপ ভ্রাম্যমান্ হন, উহাই 'ভবঘুরে' অবস্থা—যাতায়াত—নাগরদোলায় উঠা-নামার মত কখনও সৎকর্ম্ম-বশে ঊর্দ্ধ্বলোকে গমন, কখনও অসৎ-কর্ম্মফলে নিম্নলোকে আগমন। ঊর্দ্ধ্বলোকে উঠ্‌লেই নিম্নলোকে আসতে হ'বে, নিম্নলোক হ'তে আবার ঊর্দ্ধ্বলোকে উঠ্‌তে হ'বে—পুনরায় নিম্নলোকে আসার জন্য। পুণ্য ক'র্‌লেই পাপ ক'র্‌বার প্রবৃত্তি হ'বে, পাপ ক'র্‌লেই পুনরায় পুণ্য ক'র্‌বার জন্য প্রবৃত্তি হ'বে—এইরূপ ঘুরপাক। যখন আমরা সন্ন্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী হই, তখন, সত্য, জন, তপঃ ইত্যাদি লোকে বাস করি; সদাচারী গৃহস্থ স্বর্গে গমন করেন।

জীবাত্মা সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হওয়ার পর কখনও স্থূল আবরণদ্বারা নিম্নলোকে আসেন। আবার তপস্যাদি প্রভাবে স্থূল দেহ ত্যাগ ক'রে সূক্ষ্ম দেহে পুনরায় ঊর্দ্ধ্বগতি লাভ করেন। আমরা ইহ-লোকে অবস্থানকালেও চিন্তাদ্বারা ঊর্দ্ধ্বলোকে গমন ক'র্‌তে পারি। কিন্তু গীতা তা' কর্‌তে নিষেধ ক'রেছেন,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে॥"

[যে ব্যক্তি হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়াও বিষয়সমূহকে মনে মনে স্মরণ করে, সেই মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি 'মিথ্যাচার' বলিয়া কথিত হয়।

তা'তে মনুষ্যের অমঙ্গল ঘটে। বহির্জ্জগতের স্থূল ও স্থূল হ'তে সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করায় অমঙ্গল ঘটে।

একমাত্র ভগবদুপাসনা আবশ্যক। ভগবান্ স্থূল সূক্ষ্মের অতীত। কিছুতে তাঁ'র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্বের বাধা দিতে পারে না। তাঁ'র সেবাদ্বারা সেবকযোগ্য তদনুরূপ অবস্থা লাভ হ'য়।

এই চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণের আমাদের যোগ্যতা আছে। এই ভুবনে নানা যোনিতে ভ্রমণের যোগ্য-তাও আছে। যে-যে খোলসে যে-যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা পরিপূরণের উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরণও লাভ হয়। বাসনা নির্ম্মুক্ত হওয়ার অনেক কৃত্রিম পন্থা কল্পিত হ'য়েছে। সেই সমুদয় পন্থার বিস্তারিত বিবরণাদিও লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান্ হন। কালক্ষোভ্য অবস্থা অবলম্বনে জীবসকল ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ করেন। দেবতাই হউন, মনুষ্যই হউন—এই যাবতীয় অবস্থা বস্তুতঃ হেয় ও নশ্বর।

গুরুর অনুগ্রহবশে আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হ'লে অস্মিতায় ভক্তিবীজ লভ্য হয়। গুরুর কৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা আলাদা নয়। একজন কৃপা ক'র্‌ছেন, আর একজন বঞ্চনা ক'রে কৃপা গ্রহণ ক'র্‌ছেন না—এরূপ নয়। প্রসাদ—যা' প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হ'য়ে প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ। আমাদের ব্যবহারোপযোগী যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, সেই অনুগ্রহ পাই। কি পাই? ভৃত্য হ'য়ে প্রভুকে সেবা করা—'ভক্তি'। পরে সেবা-কার্য্যে মতি-গতি হ'বে, তা'র বীজ ভক্তি বা সেবালতার বীজ।

জ্ঞান-কর্ম্ম বৃক্ষের বীজও নানা রকমের আছে। উহারাও বিস্তারশীল। সদ্‌গুরু বা কৃষ্ণের কৃপা-বঞ্চিত ব্যক্তির ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ বা আত্মবিনাশের জন্য ঐ সকল আপাতপ্রেয়ঃ বিষ বৃক্ষের বীজ লাভ হয়। কর্ম্মের ভোগ-প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের ত্যাগ-প্রবৃত্তিতে নিজের সুখ-তাৎপর্য্য আছে; কিন্তু সেবাবৃত্তি নাই।

"আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম্ম"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই "মালী হওয়া"। মালী যেমন বৃক্ষের সেবা করে—বীজ থেকে আরম্ভ ক'রে গাছ বড় হওয়া পর্য্যন্ত—তা'র পরেও ফলবিতরণ, ফলাস্বাদন কার্য্য, তদ্রূপ যিনি সেবন-ধর্ম্মের মালী হ'ন, তিনি বৃক্ষের বীজ লাভ করার সময় থেকে

শ্রবণ-কীর্ত্তন জল-সেচন ক'র্তে থাকেন, সযত্নে অঙ্কুরকে রক্ষা করেন, বৃক্ষ বড় হ'লেও সেচন কার্য্য পরিত্যাগ করেন না—সেবন-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না—ফলাস্বাদন, ফলবিতরণরূপে সেবন-কার্য্য কর্তে থাকেন—নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তন করেন।

আমরা কি সেবা ক'র্ব ? ভক্তিলতার বীজ—যা' গুরুর নিকট হ'তে প্রাপ্ত হ'লাম—যা' কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপাবশতঃ নিজে সেবক-গুরুরূপে কৃষ্ণই প্রদান ক'রলেন, সেই বীজ পেয়ে আমিও কৃষ্ণ-সেবাই ক'র্ব। ভক্তিলতার বীজ-লাভ গুরুর আদর্শ-সেবকের সেবা দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ আমার হয়, যদি নিষ্কপটে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করি। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে তখন আমার বিশ্রম্ভ সেবাবৃত্তির উদয় হয়।

কৃষ্ণসেবাবৃত্তি বিভিন্ন প্রণালীতে উদিত হয়—ভক্তপ্রসাদজ, কৃষ্ণপ্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ। তাঁহার ভক্তকে সেবা ক'র্বার জন্য ভগবান্ নিজ প্রেষ্ঠের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষকে সেবার অধিকার দিবেন। যদি গুরু বলেন,—আমি সেবা গ্রহণ ক'র্ব না, তা' হ'লে শিষ্যের সেবা লাভ হ'বে না। গুরু বলেন,—যে জিনিষটির আমি সেবা ক'রছি, তুমি সেই জিনিষটির সেবা কর। ভোগী-ত্যাগী হ'য়ে তা হ'তে তফাৎ হ'য়ো না। সেই সুযোগ আমি তোমাকে দোবো।

"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।"

ভগবানের সেবার উপকরণ আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হ'লে সেই উপকরণের সেবা, উপকরণ-দ্বারা সেবা সম্ভব হয়। যাঁ'র নিকট হ'তে সেবা শিক্ষা করি, তিনি যে-রকম সেবা ক'র্‌ছেন, সেইরূপ ক'র্‌লে সেবা হয়। তাঁ'র ফুলগুলো যদি তুলে এনে দিই, সর্ব্বতোভাবে তাঁকে সাহায্য করি, তা' হ'লে আমিও সেবক-শ্রেণীর মধ্যে এসে গেলাম। তখন আমার গুরুদেব ও তাঁ'র বন্ধু সাধুগণ আমার সেব্য, এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়। (ক্রমশঃ)
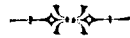
শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১০৬ পৃষ্ঠার পর]

প্রশ্ন—শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত কি সর্ব্বত্র আদরণীয় ?

উত্তর—"শ্রীরূপ সর্ব্বত্র শাস্ত্র-প্রমাণ দিয়া তাঁহার সযুক্তিক সিদ্ধান্তগুলিকে স্থাপন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের মনে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত ভাল লাগে না। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব পাইবার উদ্দেশে উপাসনা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীরূপের সিদ্ধান্তগুলি বড় ভাল লাগে।"

—'শ্রীলঘুভাগবতামৃত-সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।১৩

প্রশ্ন—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপানুগ-বর কেন ?

উত্তর—

"সন্ন্যাসের ছল করি', নীলাচলে সেই হরি,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতীশ্বর।
দামোদর রামানন্দ, ল'য়ে করি' পরানন্দ,
গূঢ়তত্ত্ব জানায় বিস্তর॥
রঘুনাথে সেই তত্ত্ব, শিখাইয়া পরমার্থ,
পাঠাইল শ্রীরূপের কাছে।
শ্রীদাস-গোস্বামী ব্রজে, রূপসহ কৃষ্ণ ভজে,
মনঃশিক্ষা-শ্লোক লিখিয়াছে॥"

—'শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা', ৫

প্রশ্ন—শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী প্রভুর প্রতি মহা-প্রভুর কি ভার ছিল ?

উত্তর—"শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্য প্রচার করাই শ্রীরঘু-নাথ ভট্ট গোস্বামীর প্রতি ভার ছিল।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

প্রশ্ন—শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর প্রতি কি ভার ছিল ?

উত্তর—"শুদ্ধ-শৃঙ্গার-রসকে বিকৃত করিতে না পারে এবং বৈধী ভক্তির প্রতি কেহ অযথা অশ্রদ্ধা না

করে, ইহার যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহা করার ভার শ্রীভট্ট গোস্বামীর প্রতি ছিল।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

প্রশ্ন—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর উপর কি ভার ছিল ?

উত্তর—"ব্রজরসানুরাগমার্গ যে সর্ব্বোপরি, তাহা জগৎকে বুঝাইবার ভার শ্রীসরস্বতী গোস্বামীর উপর ছিল।" —জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

প্রশ্ন—সার্ব্বভৌমের উপর কি প্রচার ভার ছিল ?

উত্তর—"তত্ত্ব-প্রচার-ভার সার্ব্বভৌমের উপর ছিল ; তিনি সে-কার্য্য নিজ কোন শিষ্যের দ্বারা শ্রীজীবে অর্পণ করেন।" —জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

প্রশ্ন—গৌড়ীয়-মহান্তদিগের উপর কি ভার ছিল ?

উত্তর—"শ্রীগৌর-তত্ত্ব প্রকাশ-পূর্ব্বক জীবগণকে শ্রীগৌরোদিত কৃষ্ণরসে শ্রদ্ধা জন্মাইবার ভার গৌড়ীয়-মহান্তদিগের প্রতি ছিল। কতকগুলি মহাত্মাকে রস-কীর্ত্তন-পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়া প্রচার করিবার ভারও অর্পণ করিয়াছিলেন।" —জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

প্রশ্ন—গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের তত্ত্বাচার্য্য কে ?

উত্তর—"শ্রীজীব গোস্বামিপাদ আমাদের তত্ত্বাচার্য্য ; সুতরাং শ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান।" —ব্রঃ সং ৫।৩৭

প্রশ্ন—শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর বৈশিষ্ট্য কি ?

উত্তর—"শ্রীশ্রীজীবগোস্বামীর নাম শুনিবা-মাত্রই বৈষ্ণব-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। ··· ··· শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপের নিকট সমস্ত ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুদিনের মধ্যে তত্ত্ব-শাস্ত্রে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে শ্রীজীবগোস্বামী একমাত্র আচার্য্য বলিয়া গৃহীত হইলেন। তদবধি শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন-ধাম পরিত্যাগ করেন নাই। সেই দীর্ঘকালের মধ্যেই শ্রীজীবগোস্বামী পঞ্চবিংশতি সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। ··· ··· বেদান্তদর্শন-বিদ্যায় শ্রীজীবের ন্যায় তৎকালে আর কেহ ছিলেন না। কথিত আছে যে, শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীবল্লভ নিজ-কৃত তত্ত্বদীপ-গ্রন্থ শ্রীজীবকে দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীজীবগোস্বামী অনেক বৈদান্তিক বিচার উত্থাপন করত তাঁহার মতের অসৌন্দর্য্য প্রদর্শন করান। বল্লভাচার্য্যও শ্রীজীবের পরামর্শ-মতে ঐ গ্রন্থের অনেকটা সংশোধন করেন। ··· ··· শ্রীজীবের ষট্‌সন্দর্ভ-গ্রন্থ জগতে একটী রত্নবিশেষ। ষট্‌সন্দর্ভ ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কোন বেদান্ত-বিচারই অজ্ঞাত থাকে না।"

—'শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।১২

প্রশ্ন—শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি ?

উত্তর—"গোপাল ভট্ট বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তিনি স্বীয় খুল্লতাত পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট যথানিয়মে বেদবেদান্তাদি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। যৎকালে শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য-মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যবাসিগণকে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য গমন করেন, সেই সময় গোপাল ভট্টের সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। গোপাল ভট্ট মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃপাময় মহাপ্রভু গোপাল ভট্টকে বিশেষ কৃপা-পূর্ব্বক শক্তি-সঞ্চার করেন। সেই শক্তি-গুণে গোপাল ভট্ট গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করত শ্রীমদ্‌রূপাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার ও ভক্তি-স্মৃতি প্রভৃতি অনেকানেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং শ্রীমদ্‌রূপগোস্বামী প্রভুর আদেশক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা প্রকাশ করেন।"

—'শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

প্রশ্ন—শ্রীজাহ্নবাদেবী কি তত্ত্ব ? তিনি বৈষ্ণব জগতের কি কার্য্য করিয়াছেন ?

উত্তর—"শ্রীশ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর জন্মোৎসব। ঐ দিন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণপরায়ণ মহাভাগবতদিগের আনন্দের দিন। আনুমানিক ১৪০৯।১০ শকে জাহ্নবাদেবী অম্বিকা কাল্‌নাস্থ মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের সৌভাগ্যশালিনী ভদ্রাবতী নাম্নী পত্নীর গর্ভ হইতে আবির্ভূতা হয়েন। উপযুক্ত সময়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সর্ব্বগুণসম্পন্না জাহ্নবার ও তদীয়া জ্যেষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী বসুধাদেবীর যথাবিধি পাণি-গ্রহণ করেন। ··· ··· জাহ্নবাদেবী আনুমানিক ১৪৬৫ শকে শ্রীবংশীবদনানন্দ-পুত্র শ্রীচৈতন্যাত্মজ রামচন্দ্রকে পাল্যপুত্র গ্রহণান্তর দীক্ষা প্রদান করেন। প্রভু-নিত্যানন্দশক্তি সাক্ষাৎ অনঙ্গমঞ্জরী জাহ্নবাদেবী

যে-সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব-মণ্ডলীর প্রায় অবিদিত নাই।"

—'শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবী', সঃ তোঃ ২।৪

প্রশ্ন—শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য-সাম্রাজ্যের আদি-কবি-সম্রাট্ কে?

উত্তর—"ঠাকুর বৃন্দাবনদাস কেবল বৈষ্ণব-জগতের রত্ন ন'ন, তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের একটি অলঙ্কার-স্বরূপ। ইংরাজী ভাষায় যেরূপ চসার (Chaucer) নামক কবির সম্মান আছে, বঙ্গীয় ভাষায় ঠাকুর বৃন্দাবন দাসেরও তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত-প্রস্তাবে ঠাকুর বৃন্দাবনের পূর্ব্বে আর কেহ বঙ্গভাষায় শুদ্ধভক্তির পদ্য-গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ··· ··· বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে ব্যাস-দেবের অবতার, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার সাধ্বী জননী সমস্ত বৈষ্ণবেরই পূজনীয়া।"

—'শ্রীশ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর', সঃ তোঃ ২।২
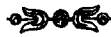
(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

নিন্দন্তং পুলকোৎকরেণ বিকসন্নীপপ্রসূনচ্ছবিং
প্রোদ্ধীকৃত্য ভুজদ্বয়ং হরি-হরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ।
নৃত্যন্তং দ্রুতমশ্রুনির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমুর্ব্বীতলং
গায়ন্তিনিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং স্তুমঃ॥

যাঁর পুলকাঞ্চিত গাত্র প্রস্ফুটিত কদম্বপ্রকাশকে নিন্দা করে, যিনি উর্দ্ধবাহু হ'য়ে মুহুর্মুহু উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন করেন, নৃত্যকালে যাঁহার অনর্গল অশ্রু-ধারা ভূমিতল সিক্ত করে এবং যিনি নিজ গীতকারী পার্ষদগণ-পরিবৃত, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি স্তব করি।

যে মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দের নামকীর্ত্তনকালে সকল ভাব-সমন্বিত হ'য়ে জগতের নিকট নিজের কথা জানিয়েছিলেন, যিনি বার্ষভানবীর রসের সহিত রসময়ের ভজনের কথা জগতে সাত্ত্বিকভাবভরে জানিয়েছিলেন, সেই সপার্ষদগায়কবেষ্টিত গৌর-সুন্দরকে নমস্কার করি।

আমরা গত কল্য প্রয়োজনতত্ত্বের বিশেষ কথা—ভাব ও প্রেমভক্তিতে যে রসের বিচার, সেই কথা—যা' ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হ'য়েছে, সে'টি আলোচনা ক'রেছি। রস অর্থাৎ যেটি আস্বাদন করা যায়। সেই রস আস্বাদন যিনি করেন, তিনি বাস্তবিক রসিক, তাঁকে যাঁরা আস্বাদন করেন, তাঁ'রাও সেই রসের প্রার্থী। ইহজগতে আমরা সক-লেই জড়রসের কথা জানি। বর্ত্তমানে আমরা যে জগতের অধিবাসী, সেই অচিদ্‌রাজ্যে আমাদের আনন্দবর্দ্ধন হয়—আস্বাদনসৌখ্য হয় জড়রসে। কিন্তু ভাগবত যে ভক্তিরসের কথা বলেন, তা'র কথা অনেকে জানি না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় ভজনীয় বস্তুর আস্বাদন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভগবান্ যে রস আস্বাদন করেন, সেই রসের সাদৃশ্য আমা-দের রসে থাক্‌লেও আস্বাদকসূত্রে ক্ষুদ্রতা ও নানা বাধা লাভ করার যোগ্যতা থাকায় রসিকগণাগ্রগণ্য ভগবানের সঙ্গে তুলনা হয় না। তিনি রসের পূর্ণ অধিকারী। তাঁ'র কাছ থেকে যদি সেই রস প্রার্থনা করি, তা' হ'লে ভক্তিদ্বারা তাঁর সেবায় সংশ্লিষ্ট হ'য়ে সেব্য বস্তু কি প্রকার রস আস্বাদন করেন, তা জেনে রসময়ী লীলার সেবার যোগ্যতা লাভ হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে মন ও দেহ আত্মজগতের ক্রীড়ার কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনার বিরুদ্ধে বাধা প্রদর্শন ক'রছে। ক্ষুদ্রতা, পরিচ্ছিন্ন অবস্থা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-রসের আশ্রয় হ'তে পারে না ব'লে ভগবানের রসের বিস্তারযোগ্যতা হ'চ্ছে না। অনর্থনিবৃত্ত হ'লে সেই রসে অধিকারলাভের যোগ্যতা হয়। অনর্থনিবৃত্ত হ'বার পর অগ্রসর হ'তে হ'তে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব সম্বর্দ্ধিত হ'লে স্থায়িভাব রতিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ব। তাহাতে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, অভ্যাগত

প্রভৃতি সামগ্রীর সম্মেলনে যে রসের উৎপত্তি হয়, তা'তে অধিকার পেয়ে ভগবৎপ্রীতি সংগ্রহ ক'রব। ভাগবতে রসময়ের যে লীলা বর্ণন ক'রেছেন, তা'তে কিছু অভিজ্ঞান থাক্‌লে অগ্রসর হ'তে পারবো। ভগবান্ বিভিন্ন অবতারে বিভিন্ন প্রকাশমূর্ত্তি ও লীলা প্রদর্শন করেন। যেমন জয়দেব ব'লেছেন—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূলোকমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যামাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায়
তুভ্যং নমঃ ॥"

সেই কৃষ্ণ দশপ্রকার বিভিন্ন আকার ধারণ ক'রে বিভিন্ন রসের লীলা প্রকাশ ক'রেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেই রসপূর্ণতা আছে। তিনিই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। তাঁ' হ'তে আংশিক ভাবসমূহ বিভিন্ন অবতারের মধ্যে কিছু কিছু আছে। যেমন হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ প্রভৃতি গৌনরসের মধ্যে করুণরসটি বুদ্ধে আছে। অবতারসমূহে সকলরসের পূর্ণতা নাই, কারুণ্য আছে মাত্র। তাঁরা করুণা-পরবশ হ'য়ে কিছু লীলা প্রকাশ ক'রেছেন। বুদ্ধ আবেশাবতার, স্বাংশ নহেন, জীববিশেষ; তাঁতে ভগবানের করুণাশক্তি নিহিত হ'য়েছে। বিষ্ণুর আবেশাবতারে বুদ্ধদেবের যে করুণা সেই পূর্ণ করুণা বুদ্ধের অনুগত জনের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁ'রা কৃষ্ণের কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝ্‌তে পারেন নাই, বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার ব'লে স্বীকার করেন নাই। তাঁরা জানেন, বুদ্ধদেব কোন তাপস, সাধন ক'রে সিদ্ধিলাভ ক'রেছেন, জগতে করুণা-বিতরণের লীলমাত্র প্রদর্শন ক'রেছেন। তাঁর দ্বারা বৈদিক আলভনবিধি—যজ্ঞবিধিতে যে পশুবধ, সেইটি নিবৃত্ত হ'য়েছে। দুর্ব্বল পশুর প্রতি অত্যাচার না করা, বলবানের দুর্ব্বলের প্রতি হিংসা না করা তাঁর দ্বারা প্রচারিত হ'য়েছে। তাঁ'তে তপস্যা প্রভৃতির যে বিচার, তদ্বিষয়ে আমরা জানি,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

এই ভগবদ্‌বিষয়ে বৌদ্ধগণ আলোচনা করেন না ব'লে তাঁ'রা তপস্যা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু নারদঋষি নারায়ণঋষি হ'তে যে তথ্য পেয়েছিলেন, যাহা ব্যাসের লিখিতগ্রন্থে প্রকাশিত, যে কথার ভাগবত-নামে পরে প্রসিদ্ধি হ'য়েছে, তা'তে ভগবানের ভক্তির কথা—দশাবতারের কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু ব্যাসের পরবর্ত্তিসময়ে বুদ্ধ আবেশাবতার হ'লেও তাঁর অনুগত জনগণ তাঁকে বিষ্ণু না জেনে, ইহজগতের লোক—একজন তাপস মাত্র জানেন। তিনি পরদ্রোহ ক'রতে দেন নাই—পশুজাতিকে, মানবজাতিকে আক্রমণ ক'রতে দেন নাই। পশুদের প্রতি দয়া ক'রেছেন, পশুবধ থেকে অবসর দিয়েছেন। নিম্নসৃষ্টির প্রতি দয়াবিধানের যে ব্যবস্থা, তা' নিম্নশ্রেণীর দয়া। পশুবধ ক'রতে হ'লে বেদবিধি—যজ্ঞবিধিতে করা কর্ত্তব্য, তা'র যে অপব্যবহার হ'চ্ছিল সেটি নিবারণ ক'রেছেন। বেদব্যাসও শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথা প্রচুর পরিমাণে লিখেছেন—

"লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্য-সেবা-
নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥"

"যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥"
—ভাঃ ১১।৫।১১।১৪

[জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ এবং মদ্যপান প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত থাকিলেও উহা শাস্ত্রবিধানের অনুজ্ঞা নহে, পরন্তু যদি এ সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষভক্ষণ এবং সৌত্রামনীনামক যজ্ঞের দ্বারাই মদ্যপানের নিয়ম বিধান করা হইয়াছে মাত্র। সুতরাং এ সমস্ত বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিতে হইবে।]

[ঈদৃশ ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ যে-সকল অসাধু, জড়-বুদ্ধি, সাধুত্বাভিমানী বর্জ্জন নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করে, পরলোকে নিহত পশুগণ ভোজনকারী হইয়া পশুমাংস-ভোজিগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।]

তাপসপ্রধান বুদ্ধের যে করুণার কথা বৌদ্ধগণ বিচার করেন, তা' পূর্ব্বকালেও ছিল, এটা ভাগবতেই

দেখ্‌তে পাচ্ছি। "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" কাহারও মনে ক্লেশ দেওয়া—শারীরিক, মানসিক বা বাচনিক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। যা'রা উদ্বেগ দেয়, তা'দেরও উদ্বেগ পেতে হয়। এইজন্য ভাগবতে "যে ত্বনেবংবিদঃ" শ্লোকে দেখি—যারা এপ্রকার জানে না, অথচ দাম্ভিকতা করে, 'আমি সব বুঝি, সব জান্তা' বিচারে পশুবধে ব্যস্ত, তা'রা স্তব্ধ; তাদের বিচারে এমন জড়তা যে, "পশুবধ একটা শাস্ত্রীয় বিধান, আমরাও ধর্ম্মকাজ ক'রছি" —এই বিচারে সাহসের সহিত ধর্ম্মের নাম ক'রে পশুবধ করে। "শাস্ত্র যখন একথা ব'লছেন—শাস্ত্রীয়বিচারে পশুবধ ক'রে তা'র মাংস খাওয়া দরকার, বৃথা মাংস খেতে হ'বে না, তা' হ'লে সাধু ব'লে অভিমান করতে পারা যা'বে।"—অবশ্য রজস্তমোধর্ম্ম প্রবল না হ'লে এই দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি পশুহিংসা করেন না। কিন্তু ওরা (রজস্তমোধর্ম্মী) মনে করে, তা'রাও সাধু। ধর্ম্মের নামে পশুবধ ক'রে তা'র মাংস খাওয়ার প্রক্রিয়া প্রচুর পরিমাণে চালান' ঠিক নয়। যেমন ভার্গবীয় মনু ব'লেছেন—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥"

প্রবৃত্ত ব্যক্তিমাত্রেই নিজ স্বভাব হ'তে পরহিংসা করে। কিন্তু—

"দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥"
—ভাঃ ১১।৫।১৫

—এই শ্লোকটির বিচার তা'রা জানে না। সকল ঘটেই হরি আছেন। উপাস্য-উপাসক তফাৎ হ'বার জো নাই। যিনি সেবা করেন এবং যাঁর সেবা করেন, তাঁরা দুইজন পৃথক্ নন। ভক্তের কার্য্য ভুলে গিয়ে যদি ভগবত্তার কথাটা বলা হয়, তা' হ'লে বিচার সুষ্ঠু হ'ল না। ভোগে চালিত হ'য়ে ভোগকার্য্যে ব্যস্ত হ'লে পরকায়ে বিদ্বেষ প্রবল হয়। 'অন্যের মাংস খেয়ে ফেলব', এবুদ্ধি ভাল নয়। ভগবানেরই সব মাংস, তিনি সব খেয়ে ফেলে দিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই সকল বস্তুর মালিক ও ভোক্তা; কিন্তু তাঁ'র অনুগত লোক খেতে পারেন না, তারা ভোক্তা নন। সর্ব্বস্ব দিয়ে ভগবানের সেবা ক'রতে হ'বে। এটা ভুলে গেলেই অসুবিধা। যেমন উপনিষদ্ ব'লেছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হ্যনীশয়া শোচতি
মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি
বীতশোকঃ ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং
পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং
সাম্যমুপৈতি ॥"

একটি বৃক্ষের দুটি জিনিষ—সেব্য-সেবক-ভাবপূর্ণ। যেমন দুটি দল নিয়ে একটি শস্য, দুটি অর্দ্ধেক নিয়ে একটা পূর্ণ। একজন সেব্য, একজন সেবক আছেন। তাঁদের পক্ষী বলা হ'য়েছে। তাঁরা উড়তে পারেন, তাঁদের ভাল পক্ষ বা ডানা আছে। তবে তাঁরা যে উভয়ে জড়জগতের কার্য্য সমাধা করার জন্য উড়েন তা' নয়। তাঁ'রা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ।

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥"

একজন পূজা গ্রহণ করেন, অন্যজন পূজা করেন। তাঁর পূজা নিয়ে অর্থাৎ তাঁ'কে পূজক সাজিয়ে নিজে তাঁ'র সেবা কার্য্য অনুমোদন ক'রে নিজেকে সেব্যের সেব্যবুদ্ধি করতে হয়। এই দু'টি নিয়ে একটি কার্য্য। সেব্য-সেবকভাবটি লীলা-বিকাশের পূর্ণতার কারণ। আমি ভোগ ক'রব, ভগবান্ যোগানদার (Order-supplier) হ'বেন—ভোগের যোগান দেবেন, এ বুদ্ধি হ'লে ভোগী হ'তে হয়। কর্ম্মিজ্ঞানীরা ভোগী, তাদের আত্মসুখবাঞ্ছা প্রবল, ভগবৎসুখবাঞ্ছা নাই। ভগবান্ সেবকের সেবা করুন, আমরা প্রভু হ'য়ে থাকি, এটা উল্টো বিচার। ভগবান্ এই বুদ্ধিটা নিরাস ক'রেছেন—'সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্' শ্লোকে। সাধুরা আমার সেবা করেন, আমি তাঁদের সেবা ক'রে থাকি। সাধু ২৪ ঘণ্টা আমার সেবা করেন, তাঁ'রা কুকুর, গরু, হাতী,

ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতির সেবা করেন না, কেবল ভগবানের সেবা করেন। অপূর্ণ বস্তুর সেবার নামে যদি নিজে সেবাগ্রহণের ফিকির করি, আমার সেবা অন্য লোকে ক'রবে তা'র একটা দাদন দিয়ে রাখি, তা' হ'লে ভগবানের সেবায় ঔদাসীন্য এসে গেল। ভগবানের সেবকগণই গুণবান্। (ক্রমশঃ)

বিপদ্-মোচক

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

বিপৎ কাহাকে বলে ? কোন প্রাণী প্রাণসঙ্কট দশায় পতিত হইলে তাহাকে বিপদ্ বলে। সেই বিপৎকে যিনি মোচন করিতে পারেন, তাঁহাকে বিপদ্ 'মোচক' বলেন। সমস্ত জীবের প্রাণসঙ্কট মোচন করিতে বা মুক্তি দিতে সমর্থ একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরি। তজ্জন্য শ্রীহরির অপর নাম 'মুকুন্দ'। যেমন অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ত্রিকূট নিবাসী গজরাজ কোন এক সময় সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত হইয়া হস্তি ও হস্তিনীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সুশীতল জল সংযুক্ত সরোবরে প্রবেশ করিয়া জলে স্নান-পান করিতেছিল। সেই মহাসরোবরে মহাবলশালী কোন এক কুম্ভীর বাস করিত, সে ক্রোধে ঐ গজরাজের চরণ আক্রমণ করিল। মহাবলশালী ঐ গজপতিও কুম্ভীর কর্তৃক বিপদে পতিত হইলে যথাসাধ্য নিজকে মোচনের জন্য প্রচেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু গজরাজ নিজকে মোচন করিতে সমর্থ হইল না। তদনন্তর হস্তি-হস্তিনীগণ নিজেদের যূথপতিকে প্রাণসঙ্কট মহাবিপদ-গ্রস্ত দেখিয়া সমবেত ভাবে তাহাকে মোচনের জন্য সাহায্য করিল। কিন্তু ঐ যূথপতিকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না। এইরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া জলে যুদ্ধ করায় গজেন্দ্রের মানসিক, শারীরিক ও ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি ব্যয় হইতে লাগিল। অর্থাৎ গজরাজ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। কিন্তু জলনিবাসী কুম্ভীরের তৎসমুদায় বিপরীত হইল। তাহার মনের ও শরীরের বল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন ঐ গজরাজ বিবশ হইয়া আপনাকে প্রাণসঙ্কট হইতে মোচন করিতে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুভয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করিল; অনন্তর এইপ্রকার বুদ্ধি স্থির করিল।

"ন মামিমে জ্ঞাতয় আতুরং গজাঃ
কুতঃ করিণ্যঃ প্রভবন্তি মোচিতুম্।
গ্রাহেণ পাশেন বিধাতুরাবৃতো-
হপ্যহঞ্চ তং যামি পরং পরায়ণম্॥

—ভাঃ ৮।২।৩২

জ্ঞাতিগণ আক্রান্ত আমাকে মুক্ত করিতে পারিল না, হস্তিনীগণের কথা কি? অতএব কুম্ভীররূপ বিধাতার পাশে আবদ্ধ আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বর শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করি। যে দুর্জ্ঞেয় প্রভাব-সম্পন্ন ভগবান্—অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও প্রচণ্ডবেগে ধাবমান অন্তকরূপ (মৃত্যুরূপ) মহাসর্প হইতে ভীত অথচ শরণাপন্নদিগকে রক্ষা করেন, মৃত্যুও যাঁহার ভয়ে পলায়ণ করে,—

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

—তৈঃ ২।৮।১

পরমেশ্বর শ্রীহরির ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, তাঁহারই ভয়ে সূর্য্য নিয়মিত প্রত্যহ উদিত হয়, অর্থাৎ স্ব-স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। আমি তাঁহারই শরণাগত হই। গজরাজ এইরূপ একান্ত শরণাগত হইয়া ভগবান্ শ্রীহরিকে অনেক স্তব-স্তুতি করিলে পর করুণাময় ভগবান্ শ্রীহরি তাহার অত্যন্ত কষ্ট দেখিয়া এবং কৃপাহেতু গরুড়স্কন্ধ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক সত্বর সরোবর সমীপে গমন করিয়া কুম্ভীরের সহিত গজরাজকে মোচন করিলেন, অর্থাৎ প্রাণসঙ্কট হইতে উদ্ধার করিলেন। অনন্তর স্রষ্টা দেবগণের

সমক্ষেই চক্রদ্বারা কুম্ভীরের মুখ বিদীর্ণ করিয়া গজেন্দ্রকে প্রাণসঙ্কট মহাবিপদ হইতে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। "গ্রাহাদ্বিপাটিতমুখাদরিণা গজেন্দ্রং সংপশ্যতাং হরিরমূমুচদুচ্ছ্রিয়াণাম্।" —ঐ ৮।৩।৩৩

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শোচকেও একটি আখ্যান এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

"পশ্চাতে অগাধজল, দুইপাশে দাবানল,
সম্মুখে জুড়িল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
তুমি নাথ মোরে কর ত্রাণ॥"

অর্থাৎ—কোন একসময়ে একটি হরিণী ভ্রমণ করিতে করিতে নদীতটে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সময়ে সম্মুখভাগে যম-সদৃশ ব্যাধ তাহাকে বধ করিতে বাণ জুড়িল। তখন দুইপার্শ্বে ভীষণ দাবানল হইতেছিল, পশ্চাদ্ভাগেও অগাধ নদীর জল। প্রাণসঙ্কট মহাবিপদে পড়িয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া হরিণী কাতরে বিপদ-মোচক দয়াময় শ্রীহরিকে ডাকিতে লাগিল। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীহরি তাহা জানিয়া তৎক্ষণাৎ বারিবর্ষণ করিয়া দাবানলকে নির্ব্বাপিত করিলেন এবং কাল সর্প কর্তৃক দংশন করাইয়া ব্যাধকে নিমেষের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত করাইলেন। এইরূপে প্রাণসঙ্কটে হরিণীকে করুণাময় শ্রীহরি মহাবিপদ হইতে মোচন করিলেন।

পশু-পক্ষীরাই কেবল প্রাণসঙ্কট বিপদগ্রস্ত হয় তাহা নহে। কর্ম্মবাধ্য মানবগণও নানাপ্রকার কর্ম্মফলানুসারে নানাপ্রকার প্রাণসঙ্কট মহাবিপদে পড়িয়া থাকে। কিন্তু মানবগণ ধন, বিদ্যা, বুদ্ধির কর্ত্তাভিমানে বিপদ মোচক করুণাময়, শরণাগতপালক ভগবান্ শ্রীহরির শরণাপন্ন কখনও হইতে চাহেন না। তাহারা আত্মীয়, পতি-পত্নী, পুত্র-কন্যার শরণাপন্ন হইয়া থাকে বিপদ মুক্তির জন্য কিন্তু মানবগণ ইহা কখনও চিন্তা করে না যে যাহাদের আমি শরণাপন্ন হইতেছি তাহারাও সর্ব্বদা একটা না একটি বিপদে পড়িয়া আপনাকে মুক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া মহাদুঃখে কালাতিপাত করিতেছে।

কেবল পশু-পক্ষী, মনুষ্যই নহে স্বর্গনিবাসী দেবতাগণও অসুর প্রভৃতি কর্তৃক মহাবিপদে পতিত হন, এবিষয়ে পুরাণ সমূহই প্রমাণ। অন্যের কা কথা, যাঁহার নামগ্রহণে ও স্মরণে মানবগণ বিপদ হইতে বিমুক্ত হয়, সেইমৃত্যুঞ্জয় দেবাদিদেব মহাদেবও এক-সময় অসুর কর্তৃক প্রাণসঙ্কট মহাবিপদে পতিত হওয়ার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে—মহাদেব একসময়ে বৃক নামক অসুরকে বরপ্রদান করিয়া যেরূপ প্রাণসঙ্কট বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, পৌরাণিকগণ প্রস্তাবিত বিষয়ে উদাহরণরূপে সেই প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া থাকেন।

শকুনি নামক অসুরের পুত্র দুর্ম্মতি বৃকাসুর একসময়ে পথে দেবর্ষি নারদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের মধ্যে কোন দেবতা সেবকগণের প্রতি সত্বর সন্তুষ্ট হন—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তখন নারদ বলিলেন যে—যিনি সামান্য গুণ বা দোষ-বশতঃই সত্বর তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া থাকেন সেই শঙ্করকে আরাধনা কর, তাহা হইলে সত্বর অভীষ্টলাভে সমর্থ হইবে।

"স আহ দেবং গিরিশমুপাধাবাশু সিধ্যসি।
যোঽল্পাভ্যাং গুণদোষাভ্যামাশু তুষ্যতি কুপ্যতি॥"
—ভাঃ ১০।৮৮।১৫

রাবণ এবং বাণাসুর বন্দিযুগলের ন্যায় তাহারা স্তুতি করিলে শিব তাহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া একজনের নিকট হইতে কৈলাস উৎপাটনরূপ এবং অপরের নিকট হইতে তাহার পুরপালন-রূপ মহাসঙ্কট প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নারদমুনির এইরূপ উপদেশে বৃকাসুর কেদার-ক্ষেত্রে গমন করিয়া নিজগাত্র হইতে মাংস গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মহাদেবের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া কঠোরভাবে আরাধনা করিয়াছিল। এইরূপ আরাধনায়ও নিজ ইষ্টদেবকে দর্শন লাভ করিতে না পারিয়া উক্ত অসুর সপ্তম দিবসে কেদারতীর্থের জলে মস্তকের কেশসমূহ অভিষিক্ত করিয়া খড়্গদ্বারা স্বীয় মস্তক ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ পরমদয়ালু মহাদেব যজ্ঞানল মধ্য হইতে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়া স্বকীয় হস্তযুগলদ্বারা তদীয় হস্তদ্বয় ধারণপূর্ব্বক মনুষ্য যেরূপ কোনপ্রকার দুঃখবশতঃ মৃত্যুকামনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুচেষ্টা হইতে নিবারিত

করে সেইরূপ মহাদেবও] তাহাকে শিরশ্ছেদ চেষ্টা হইতে নিবারণ করিলেন। তখন বৃকাসুরও তদীয় স্পর্শ লাভ করিয়া পুনরায় পরিপূর্ণকলেবর হইয়া উঠিল।

মহাদেব তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—হে বৎস! তোমার শিরশ্ছেদে আর কোন প্রয়োজন নাই। তুমি আমার নিকট যে ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদান করিব। আমি শরণাগত পুরুষগণের জলমাত্র প্রদানেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকি ; তথাপি তুমি নিরর্থক অতিশয় কষ্টকর কঠোর তপস্যা দ্বারা শরীরকে কষ্ট প্রদান করিয়াছ অতএব আর আত্ম-পীড়নের প্রয়োজন নাই। শিবের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ম্মতি বৃকাসুর এইরূপ বর প্রার্থনা করিল।

"দেবং স বব্রে পাপীয়ান্
বরং ভূত ভয়াবহম্।
যস্য যস্য করং শীর্ষ্ণি
ধাস্যে স ম্রিয়তামিতি ॥"

—ভাঃ ১০।৮৮।২১

পাপাত্মা অসুর শিবসন্নিধানে নিখিলপ্রাণিরও ভয়ঙ্কর এইরূপ বর প্রার্থনা করিল যে—আমি যাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিব, সেই ব্যক্তিই যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভগবান্ শঙ্কর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল দুঃখিতচিত্তের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক অনন্তর প্রকৃষ্ট হাস্যসহকারে সর্পকে অমৃত প্রদান করার ন্যায় তাহাকেও "তথাস্তু" বলিয়া অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। বর লাভ করিয়া ঐ অসুর বর সত্য কি না পরীক্ষার জন্য মহাদেবেরই মস্তকে নিজহস্ত প্রদানে উদ্যত হইলে তিনি নিজপ্রদত্ত সেই বরহেতু ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ অসুর তখন তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইল, তিনি অতিশয় ভীত হইয়া কম্পিত কলেবরে পরাঙমুখ হইয়া ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহাদেব উত্তর দিক হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গ, মর্ত, পাতাল এবং দিক্‌সমূহের সীমা পর্য্যন্ত ধাবিত হইলেন। ঐসমস্ত স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ থাকিলেও সকলেই এবিষয়ে কোন প্রতিকারে অবগত না হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে তিনি উপায়ান্তর হইয়া যে স্থানে সাক্ষাৎ শ্রীহরি রাগদ্বেষ-রহিত, শান্তচিত্ত পরমভক্ত সাধুগণের পরমগতিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যে স্থান একবার লাভ করিলে তাহা হইতে জীবের পুনরায় সংসারদশায় পতিত হইতে হয় না, সেই তমোগুণাতীত শুদ্ধসত্ত্বাশ্রিত সমুজ্জ্বল শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীহরি দুর হইতেই তাঁহাকে তাদৃশ প্রাণসঙ্কটাপন্ন দেখিয়া যোগমায়ায় বাল-ব্রহ্ম-চারীর বেশধারণ পূর্ব্বক মেখলা, অজিন, দণ্ড, এবং অক্ষমালায় সজ্জিত হইয়া হস্তে কুশগ্রহণসহকারে ব্রহ্মতেজে অগ্নিতুল্য প্রদীপ্তকলেবরে বৃকাসুরের সম্মুখে আগমন করিয়া শিষ্যের ন্যায় সেই অসুরকে অভি-বাদন করিলেন।

ভগবান্ শ্রীহরি বলিলেন—হে শকুনিনন্দন! আপনাকে দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়াছেন। আপনি কিজন্য এতদূরে আসিয়াছেন তাহা বলুন। সম্প্রতি ক্ষণকাল এখানে বিশ্রাম করুন ; যেহেতু পুরুষের এই শরীর সর্ব্ব-প্রকার অভীষ্ট প্রদানে সমর্থ ; এইজন্য এই শরীরের রক্ষা বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। হে প্রভো! ভবদীয় সঙ্কল্পিত কার্য্য আমাদের শ্রবণযোগ্য হইলে তাহা বলুন। যেহেতু পুরুষগণ প্রায়ই অপর পুরুষগণের সাহায্যে নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

"যদি নঃ শ্রবণায়ালং যুষ্মদ্ব্যবসিতং প্রভো!
ভণ্যতাং প্রায়শঃ পুম্ভির্ধৃতৈঃ স্বার্থান্ সমীহতে ॥

—ভাঃ ১০।৮৮।৩০

শ্রীহরির সুমধুর বাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে বৃকাসুর শ্রান্তিশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট যথাক্রমে যাবতীয় তপস্যা এবং বর লাভের বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। শ্রীহরি বলিলেন,—যিনি দক্ষ-শাপে পিশাচ বৃত্তি লাভ করিয়া কেবলমাত্র প্রেত-পিশাচগণেরই আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শিব যদি তোমাকে এইরূপ বলিয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা তাদৃশ বাক্যে শ্রদ্ধা করিতে পারি না ; অর্থাৎ আমরা তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারি না। হে দানবরাজ! যদি শঙ্করকে জগদ্‌গুরু-জ্ঞানে তদীয়বাক্যে তোমার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র নিজ মস্তকে হস্ত অর্পণপূর্ব্বক ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখ। হে দৈত্যবর! যদি তাঁহার বাক্যে কিঞ্চিন্মাত্রও মিথ্যা-রূপে প্রতীত হয়, তাহা হইলে যাহাতে পুনরায় এরূপ

মিথ্যাবাক্য না বলিতে পারে, সেইরূপ এই মিথ্যা-বাদীকে বিনষ্ট কর।

ভগবান্ শ্রীহরির এবম্বিধ মনোরম মায়াময় বিচিত্র বচনবিন্যাসে দুর্ব্বুদ্ধি বৃকাসুর ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া বরতত্ত্ব বিস্মরণ পূর্ব্বক নিজমস্তকে স্বীয় হস্ত সমর্পণ করিল। ঐ অসুর তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ মস্তকে বজ্রাহতের ন্যায় ভূপতিত হইলে আকাশে দেবগণ জয়-ধ্বনি, প্রণাম-বাক্যধ্বনি এবং শ্রীহরির প্রশংসাবাক্য-ধ্বনি উত্থিত হইল। শ্রীহরি কর্ত্তৃক মহাদেবও প্রাণ-সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইলেন।

"অর্থাপতদ্ভিন্নশিরাঃ বজ্রাহত ইব ক্ষণাৎ।
জয়শব্দো নমঃ শব্দঃ সাধুসারোহভবদ্দিবি ॥"
—ভাঃ ১০।৮৮।৩৬

"মোচিতং সঙ্কটাচ্ছিবঃ"। সর্ব্ব বিপদ মোচক শ্রীহরি শিবের প্রাণসঙ্কট মহাবিপৎ হইতে মোচন করিলেন।

প্রাণসঙ্কট বিপৎ কোন প্রাণীকেও ছাড়ে না। পক্ষীগণ আকাশে নিভৃতস্থলে বিচরণ করিয়াও ব্যাধ কর্ত্তৃক বিপদগ্রস্ত হয়, মৎস্যগণ সমুদ্রের অতলজলে থাকিয়াও চতুর ধীবর দ্বারা ধৃত হয়, এবিষয়ে দুর্নীতি বা সুনীতি কি আছে? আর বিশেষস্থান লাভেরই বা কি গুণ? কারণ কালই বিপদ্‌রূপ হস্ত প্রসারিত করিয়া দূর হইতেও প্রাণীসমূহকে আকর্ষণ করিয়া মহাবিপদ্‌রূপ মৃত্যু ঘটায়; বিপৎ প্রতিমুহূর্ত্তেই শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে নিরন্তর রাশি রাশি প্রাণীসমূহকে কবলিত করিতেছে। সুতরাং বুদ্ধিমান ও জ্ঞানিগণ তজ্জন্য বিপদ হইতে পরিত্রাণের জন্য বিপদ-মোচক করুণাময় পরম দয়ালু শ্রীহরির একান্ত শরণ গ্রহণ করেন। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণও নিজ প্রিয় সখাকে এইরূপ বলিয়াছেন—

"মচ্চিত্ত সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষসি ॥"
—গীঃ ১৮।৫৮

আমাতে একান্ত চিত্ত হইয়া শরণাগত হইলে আমার অনুগ্রহে সমস্ত প্রাণসঙ্কট মহাবিপদ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। যদি তুমি অহঙ্কারবশতঃ আমার কথা না শুন তবে নিশ্চিত বিপদে বিনষ্ট হইবে। যাহারা আত্মাভিমানে এই অভয় বাণী ভগবানের শ্রবণ বা গ্রহণ করিতে চাহেন না তাহারা অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন।

মুমূর্ষু পরীক্ষিৎ মহারাজও শুকরতল গঙ্গাতটে পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল শুকদেবের মুখবিগলিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ হইতে নবমস্কন্ধে সদ্ধর্ম্মপরায়ণ যদুবংশের বর্ণন শ্রবণ করিয়া যদুবংশে শ্রীবলদেবের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম পবিত্র চরিত লীলা শ্রবণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; সেই বিষয়ে দশমস্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে তাঁহার পিতামহগণ মহাবিপদ হইতে শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; তদ্বিষয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"পিতামহা মে সমরেঽমরঞ্জয়ৈ-
র্দেবব্রতাদ্যাতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ।
দুরত্যয়ং কৌরবসৈন্যসাগরং
কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ ॥"
"দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং
সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাম্।
জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো
মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ ॥"
—ভাঃ ১০।১।৫-৬

যিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণ-নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমার পিতামহাদি যুদ্ধে অমরজয়ী শ্রেষ্ঠ মহারথী ভীষ্মাদি তিমিংগিল ব্যাপ্ত তথা ভয়ানক কৌরব সৈন্যরূপী সমুদ্রকে গো-বৎস পদের ন্যায় অবলীলা-ক্রমে পার হইয়াছিলেন। আমার মাতা শরণাপন্ন হইলে পর যিনি গর্ভে প্রবেশ করিয়া সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া অশ্বত্থামার অস্ত্রতাপে দগ্ধপ্রায় কুরু-পাণ্ডব-গণের বংশা-বীজস্বরূপ আমার এই শরীরকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ হইতে কেহই বিরত নহে বা হইতে পারে না; কাহারও পক্ষে বিরত হওয়া উচিত নহে—এই শ্লোকের পূর্ব্বে প্রতিপাদিত করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে গুরুদেব! কোন জীবেরই শ্রীকৃষ্ণ কথা হইতে বিরত হওয়া ঠিক হইবে না; বিশেষতঃ আমার পক্ষে তো বিরত হওয়া কখনও উচিৎ হইবে না; কেননা শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কুলদেবতা, তাঁহার কৃপাতেই আমাদের কুলের বেড়া

পার লাগাইয়াছেন; না হইলে অপার সিন্ধুতে নিমজ্জিত হইত। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি কৌরবগণের সেনাপতিগণ কেহই সৌর্য্য, বীর্য্য, রণকৌশল আদিতে নগণ্য ছিল না। তাঁহারা অমর না হইলেও তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার কেহই ছিল না। ভীষ্মের মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন ছিল; দ্রোণাচার্য্যের কণ্ঠ-তালু ভেদ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদন করিয়া মৃত্যু হইয়াছিল; কৃপাচার্য্য অমর ছিলেন, পৃথিবী যদি রথচক্র গ্রাস না করিত তবে তো কর্ণের মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল না। জয়দ্রথের মস্তক যে ভূতলে নিক্ষেপ করিবে, তাহার মস্তকও চ্ছেদনপূর্ব্বক জয়দ্রথের মস্তক সঙ্গেই পড়িয়া যাইত। অতএব ইঁহাদের কাহারও মৃত্যু সাধারণ মনুষ্যের বলার কথা ছিল না। একারণ প্রত্যেকেই যুদ্ধে দুর্জ্জয় ছিলেন। ইঁহাদের রণনিপুণতার কথা কি, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

একাদশসহস্রাণি বোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্।
অস্ত্রশস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ
অভিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সম্প্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ।।

যিনি একাদশ হাজার ধনুর্ধরগণের অধিনায়ক হইয়া নিজ যুদ্ধ কৌশলে যুদ্ধভূমিতে সঞ্চালিত করে বা একাকী তাহাদের সঙ্গে স্বয়ং অস্ত্র-শস্ত্র বিদ্যায় প্রবীণ তিনি 'মহারথী' আর যিনি এবম্প্রকারের অসংখ্য ধনুর্ধারিগণের চালক হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি 'অতিরথ' নামে খ্যাত হন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচায্য প্রভৃতি সবাই অতিরথ ছিলেন। অপার কৌরব-সৈন্যসিন্ধুতে ইঁহারা তিমিংগিলের ন্যায় নিশঙ্কভাবে বিচরণ করিতেন,—

অস্তি মৎস্যস্তিমির্নাম শতযোজন-বিস্তৃতঃ।
তিমিংগিলগিলোঽপ্যস্তি তদ্গিলোঽপ্যস্তি রাঘবঃ।।

অর্থাৎ—শতযোজন-বিস্তৃত মৎস্যবিশেষের নাম 'তিমি'; তাহাকেও গিলে খাইবার সমর্থ জলজন্তু বিশেষের নাম 'তিমিংগিল' বলে। তিমিংগিলকেও গিলে খায় এবম্প্রকার মহামৎস্য 'তিমিংগিলগিল' বলে আর তাহাকেও উদরস্থ করে সেই মহামৎস্যের নাম 'রাঘব' নামে খ্যাত।

হস্তযুগলের দ্বারা সন্তরণ করিয়া পার করা তো দূরের কথা ঐপ্রকার কোন জলযান নাই যে, যাহার ওপর আরোহণ করিয়া তিমিংগিলাদি মহামৎস্য পরিপূর্ণ মহাসমুদ্রকে পার করিতে কাহারও সমর্থ হইতে পারে? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চরণরূপী নৌকাকে অবলম্বন দ্বারা শরণাগতিরূপী নাবিক সহায়ে এবং তাঁহার করুণারূপী অনুকূল বায়ুর সহায়তায় আমার পিতামহগণ এই মহাবিপদ-অপার সমুদ্র পার হইয়াছিলেন।

সাধারণতঃ নৌকায় চড়িয়া (আরোহণ) করিয়া বহুত পরিশ্রমে সমুদ্র পার হইতে পারে, ইহা দেখা বা শুনা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চরণের আশ্রয়ে আমার পিতামহগণ সেইরূপ মহাবিপৎ-কৌরবসৈন্য-সাগর পার হইতে হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয়ের ঐ প্রকার অপূর্ব্ব-মহিমা যে সেই সাগর শুষ্ক হইয়া গো-বৎসের পদ-চিহ্ন তুল্য হইয়া যায়; যাঁহারা সেই চরণ-তরির আশ্রয় লইয়া পার হয়, তাঁহাদিগকে কোন পরিশ্রম করিতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-চরণের-আশ্রয়ে সাগরও অতি তুচ্ছ হইয়া যায়। নৌকার সাহায্যে সমুদ্র পার হইতে পারে, এ-কথা ঠিক্; কিন্তু ঐপ্রকার নৌকা সুলভ নহে, সে এক বহুমূল্য বস্তু। সর্ব্বসাধারণ লোক সেইটিকে পাইতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ নৌকা-আশ্রয়ের জন্য অতি সুলভ। 'প্লব' অর্থাৎ—'ডোংগী' তাহা সবাই প্রাপ্ত হইতে পারে। অর্থাৎ দীন দারিদ্র, বর্ণাশ্রমের বা জাতির কোন-অপেক্ষা রাখে না।

মহারাজ পরীক্ষিৎ এইশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ আমার কুল-দেবতা, আমার কুলের গতি, অতএব তাঁহার কথায় রতি হওয়া আমার পক্ষে পরম কর্ত্তব্য—ইহা প্রতিপাদন করিয়া অন্তে বলিলেন যে,—হে গুরো! তিনি শুধু আমার কুলেরই নয়, আমারও জীবন প্রদাতা। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ সব জীবেরই জীবনদাতা, তথাপি যে প্রকার তিনি আমাকে মহাপ্রাণ সঙ্কটে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, সেইপ্রকার কাহাকেও কোথায়ও রক্ষা করিয়াছেন কি? ইহা শুনা যায় না। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ভূতল হইতে পাণ্ডব বংশকে শূন্য করিবার জন্য যখন অমোঘ-ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিল, তখন সেই অস্ত্রের তাপে মাতৃগর্ভে আমার শরীর দগ্ধপ্রায় হইয়াছিল, সেই সময়ে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ-চক্রাদি ধারণ করিয়া মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণসঙ্কট হইতে আমার এই শরীরকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমার শরীরকে যদি রক্ষা না করিতেন তবে তাঁহার পরম প্রিয় ভক্ত পাণ্ডবকুলের পিণ্ডোদক-ক্রিয়া লুপ্তই হইয়া যাইত। এই জন্য ভক্তবৎসল শ্রীহরি নিজের পরম ভক্ত পাণ্ডবগণের উপর কৃপা করিয়া আমার এই দেহকে রক্ষা করিয়াছেন। নচেৎ আমার নিজস্ব ঐকার কোন গুণ ছিল না, যাহাতে তাঁহার কৃপা আমার প্রতি সঞ্চারিত হইতে পারে। আজ তাঁহার অহৈতুকী কৃপাতেই আমার এই পরম পবিত্র গঙ্গা তটপর উপবেশন করিয়া আপনার মুখ-বিগলিত শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা শ্রবণ করিবার সমর্থ হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুবাদ শ্রবণে অন্যের কোন বিরক্তি হইতে পারে, কিন্তু যিনি আমার কুলের দেবতা, আমার জীবন প্রদাতা তাঁহার কথা হইতে কি প্রকারে আমার বিরক্ত হওয়া উচিৎ? অতএব হে জগদ্‌গুরো! ইহা চিন্তা করিয়া আমার বিরত হইয়া যাইবে, এইরূপ আপনি আমাকে বঞ্চিত না করিয়া পরম মধুর শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করাইয়া এ প্রাণসঙ্কটে আমাকে কৃতার্থ করুন। অতএব প্রাণী মাত্রই প্রাণ-সঙ্কট বিপদ-কালে করুণাময় ভগবান্ শ্রীহরির চরণাশ্রয় করিলে সমস্ত বিপদ্ হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়।
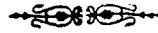
বিরহ-সংবাদ

শ্রীমতী মাধবী রায় (শ্রীহিমেশ রায়ের পত্নী), শোভাবাজার, কলিকাতা—৭০০০৬ ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্তা শিষ্যা শ্রীমতী মাধবী রায় বিগত ৯ আশ্বিন (১৪০৬); ২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৯৯) রবিবার কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিবাসরে অরুণোদয় কালে ৫-২৬ মিঃ-এ ৬৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় স্বধামপ্রাপ্তা হন। স্বধামপ্রাপ্তির পর তাঁহাকে দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আনা হইলে ঠাকুরের প্রসাদীমালা চন্দন ও চরণামৃত তাঁহাতে অর্পিত হয়। উত্তর কলিকাতার নিমতলা শ্মশানে যথাবিহিতভাবে দাহকৃত্য তাঁহার পুত্রগণ সম্পন্ন করেন। ২২ আশ্বিন, ৯ অক্টোবর শনিবার মহালয়া তিথিবাসরে দক্ষিণ কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণববিধান-মতে পারলৌকিক-কৃত্য সম্পন্ন হয়। ক-এক শত বৈষ্ণব ও নরনারীগণ মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগ-রাগান্তে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। স্বধাম প্রাপ্তিকালে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন পতিকে, দুইপুত্র ও এক কন্যাকে। পতি—শ্রীহিমেশ চন্দ্র রায়, দুইপুত্র—শ্রীজয়ন্ত রায়, শ্রীসুব্রত রায়, কন্যা—শ্রীমতী লিপিকা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে; ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে আসামে দরং জেলাসদর (বর্ত্তমান শোণিতপুর জেলা)

তেজপুর সহরে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠানের শাখা 'শ্রীগৌড়ীয় মঠ' এই নামে সংস্থাপিত করেন। ৯ মাঘ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে ; ২৩ জানুয়ারী, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়নমোহন জীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রকটিত হন। শ্রীহিমেশ চন্দ্র রায় স্ত্রী-পরিজনবর্গসহ তেজপুর সহরে অবস্থান করিতেন। পরবর্ত্তিকালে তাঁহারা শ্রীমঠে বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহে এবং নিয়মিতভাবে মঠের সান্ধ্যসভায় হরিকথা শ্রবণে যোগদিতে থাকেন। শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা ৫ মাঘ, ১৩৭৫ ; ১৯ জানুয়ারী, ১৯৬৯ তারিখে তেজপুর গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া শ্রীহরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। হিমেশ রায়ের দীক্ষা নাম—শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী মাধবী রায় পরমোৎসাহে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিত হইতে শ্রীল গুরুদেবের ও মঠের পূজনীয় বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন।

তেজপুরে থাকিয়া সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করা কঠিন হইলে শ্রীহিমেশ রায় স্ত্রী-পরিজনবর্গসহ কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং শোভাবাজার এলাকায় ভাড়া গৃহে অবস্থান করতঃ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিলে চিনাবাজারের তাঁহাদের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন একজন ধনী ও ধার্ম্মিক ব্যবসায়ীর সহায়তা লাভ করেন। তাঁহারই সহায়তায় তাঁহারই প্রদত্ত একটি ছোটস্থানে ব্যবসা আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে হিমেশ বাবু ব্যবসায়ে সমুন্নতি লাভ করিয়া ডালহৌসি স্কোয়ারের নিকট বোথরা মার্কেটে ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীটে 'রায় ষ্টোর্স' নামে নিজস্ব দোকান স্থাপন করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের শোভাবাজার ষ্ট্রীটস্থ গৃহে দ্বিতলে মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ভক্তগণসহ যাইয়া পাঠকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি ওল্ড চিনাবাজারে প্রথম দোকান স্থাপনকালে এবং পরবর্ত্তিকালে উহার 'রায় ষ্টোর্স' নামে দোকানের সমুন্নতি দেখেন। তাঁহারা কিছুদিনের জন্য গড়িয়া এলাকায় তাহাদের সংগৃহীত নূতন বাড়ীতেও আসেন তৎকালে তাঁহাদের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব নূতন বাড়ীতে যাইয়া পাঠকীর্ত্তন করেন ও মহোৎসবানুষ্ঠানে যোগ দেন কিন্তু থাকার স্থানটি দোকান হইতে অনেক দূরে হওয়ায় তাঁহারা পুনরায় শোভাবাজারেই ফিরিয়া আসেন। এইবার তাঁহারা শোভাবাজারের গৃহ ক্রয় করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। হিমেশ রায়ের পত্নী শ্রীমতী মাধবী রায় অসুস্থ শরীর লইয়াই মঠের সাধুগণের দর্শনের জন্য মঠের অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিতেন। তিনি ভক্তিনিষ্ঠাযুক্তা বৈষ্ণবী ছিলেন। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণসহ বিরহ-সন্তপ্ত। পূজনীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহার স্বধামগত আত্মার নিত্যকল্যাণের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

জম্মু, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ও মঠের প্রচারকবৃন্দ

[১০ আশ্বিন (১৪০৬), ২৭ সেপ্টেম্বর (১৯৯৯) সোমবার হইতে ৩০ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর রবিবার পর্য্যন্ত]

[জম্মুসহরে অবস্থিতি ২৭ সেপ্টেম্বর হইতে ১লা অক্টোবর]

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুণ হিমগিরি এক্সপ্রেস বাতিল হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ বিমানযোগে ২৭ সেপ্টেম্বর সোমবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় কলিকাতা বিমানবন্দর হইতে রওনা হইয়া নিউদিল্লী বিমানবন্দরে বেলা ১০টায় পৌঁছিয়া তথা হইতে জেট এয়ারওয়েজ বিমানে

চড়িয়া বেলা ১-১০ মিঃ-এ জম্মু বিমানবন্দরে পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে অতিথি-ভবনে সকলে অবস্থান করেন। শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস (যোগেশ), শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী, শ্রীতপন দাস, মাইকম্যান শ্রীবিনীত ও শ্রীতীর্থরাম দাস চণ্ডীগড় মঠ হইতে তিনদিন পূর্ব্বে অগ্রিম জম্মুতে আসিয়া পৌঁছেন প্রচারের ব্যবস্থার সৌকর্য্যার্থে। পরবর্ত্তিকালে ২৮ সেপ্টেম্বর নিউদিল্লী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ, শ্রীভূধারী দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (সুমন) ও শ্রীভাগ্যেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী ; ২৯ সেপ্টেম্বর চণ্ডীগড় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও তৎসহ তাঁহার সেবক শ্রীকৃষ্ণদাস জম্মুর বার্ষিক অনুষ্ঠানে আসিয়া যোগ দেন।

প্রত্যহ প্রাতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে এবং অপরাহ্নে সহরের কেন্দ্রস্থলে শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রাবলম্বনে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের পরে উভয় মন্দিরে মন্দিরপরিক্রমা এবং শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে নৃত্যকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। ১লা অক্টোবর শুক্রবার নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অপরাহ্ন ৫-১৫ টায় শ্রীরঘুনাথ মন্দির হইতে বাহির হইয়া মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীরঘুনাথ মন্দিরেই সমাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত ২৮ সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে শ্রীমতী শান্তা ভাটিয়ার উদ্যোগে শেতিয়ান্ নাগরুটায় শ্রীগোপালকৃষ্ণ মন্দিরে, ২৯ সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে গান্ধীনগর-গ্রীণ বেল্ট পার্কস্থিত মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুন্দরানন্দ দাসাধিকারীর (শ্রীসতীশ গুপ্তের) বাসভবনে তাঁহার পুত্রের চূড়াকরণ উপলক্ষে ধর্ম্মসভা ও উৎসবানুষ্ঠান, ৩০ সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে জম্মুর পুরাতন সহরে শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরের পূজারী শ্রীঅমরনাথ শর্ম্মার (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর) স্বধামপ্রাপ্তি উপলক্ষে শ্রীমন্দিরের পক্ষ হইতে বিরহসভা ও বিরহ উৎসব শ্রীকেবলকৃষ্ণ শর্ম্মার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

১লা অক্টোবর শুক্রবার গান্ধীকলোনিতে অতিথি ভবনে বার্ষিক মহোৎসবে নরনারীগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া, শ্রীমদন লাল গুপ্তা, শ্রীনন্দকিশোর রাইনা, শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র, শ্রীসতীশ গুপ্তা, শ্রীজিতেন্দ্র মিশ্র, শ্রীরবি, শ্রীশশি, শ্রীকেবলকৃষ্ণ শর্ম্মা প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পাঠানকোট (পাঞ্জাব)

[অবস্থিতি ঃ ১৫ আশ্বিন, ২ অক্টোবর শনিবার হইতে ১৮ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত]

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৩ মূর্ত্তি ত্রিদণ্ডিযতি,-বনচারী, ব্রহ্মচারী এবং ১২ মূর্ত্তি গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে মিশনরোডস্থিত শ্রীরঘুনাথ মন্দির—রামলীলা ময়দানে পূর্ব্বাহ্ন ১১·৩০টায় আসিয়া শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ মাল্যাদিদ্বারা সংকীর্ত্তনসহ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে ত্যক্তাশ্রমী সাধুগণ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সাধক সজ্জন মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (যোগেশ), শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীতবীন, শ্রীতীর্থরাম দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস। মাইকের সেবার জন্য আসে শ্রীবিনীত।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী (বৃন্দাবন), শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরগোপাল দাস কলিকাতা হইতে নিউদিল্লী হইয়া মুরিএক্সপ্রেসে পাঠানকোটে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় আসিয়া পৌঁছেন। পূজনীয় মহারাজগণ ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীতবীন—শ্রীরবীন্দ্র আগরওয়ালের গার্ডেন কলোনীস্থ বাসভবনে অবস্থান করেন। পার্টির অন্য সকলের থাকিবার ব্যবস্থা হয় রাজকর্ণী মহাজন হলে। শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া জম্মু হইতে পাঠানকোটে একই সঙ্গে আসিয়া অপরাহ্নে ফিরিয়া যান। জলন্ধর, হোশিয়ারপুর,

লুধিয়ানা, ভাটিণ্ডা ও উনা হইতে ভক্তগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দেন।

২, ৩ ও ৫ অক্টোবর অপরাহ্নে রামলীলা ময়দানে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। পাঞ্জাবের বনবিভাগের মন্ত্রী পণ্ডিত মাষ্টার মোহনলাল প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিরূপে এবং দ্বিতীয় দিন প্রেস্-ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট শ্রীসঞ্জীব সারদা প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দেন।

৩ অক্টোবর রবিবার পাঠানকোট সহরের সংলগ্ন শাহপুরকণ্ডী এলাকায় Gokul (Global Organisation of Krishna Chaitanya's Universal Love)—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের শাখা সংস্থাপনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় সম্পন্ন করেন। বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে প্রথমে শ্রীল আচার্য্যদেবের পরিচয় প্রদানমুখে ভাষণ দেন শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী।

প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া অভিভাষণ প্রদান করেন যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। ভাষণের দ্বারা আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তন ও নাম-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহুশত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

৪ অক্টোবর সোমবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় শ্রীরঘুনাথ মন্দির হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে রঘুনাথ মন্দিরেই আসিয়া সমাপ্ত হয়। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ টায় শ্রীল আচার্য্যদেব Angel garden Public school-এ বিশেষ সভায় তাঁহার ভাষণে ছাত্র-ছাত্রীগণের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেরণা প্রদান করেন। ছাত্র-ছাত্রীগণের কীর্ত্তিত 'নৃসিংহস্তব', 'পঞ্চতত্ত্ব' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন শুনিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ এবং তদ্বিষয়ে প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকগণের শুভপ্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমভিব্যাহারে উক্ত দিবস শ্রীরমেশ চন্দ্র, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীযুগলকিশোর, সর্দ্দার শ্রীহরমনস্ সিং সাহনীর গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীগিরিধারী কৌল ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রাজদুলারী কৌলের বিশেষ প্রার্থনায় তাঁহাদের গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ তিনি হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৫ অক্টোবর মঙ্গলবার একাদশী তিথিতে শ্রীরবীন্দ্র আগরওয়ালের গৃহে দ্বিপ্রহরে সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষ সেবায় ব্যস্ত থাকায় সভাশেষে আসিয়া হরিকথা বলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণের পূর্ব্বে একাদশীতিথি পালনের প্রয়োজনীয়তা ও মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ দেন যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ। শ্রীহরিবাসর তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে ১৫ মূর্ত্তি নরনারী ভক্তি-সদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

শ্রীনদীয়াবিহারী দাস (শ্রীনরেশ ধীমান্), শ্রীবালকৃষ্ণ ধীমান্, শ্রীরামকৃষ্ণ ধীমান্, শ্রীমুকেশ ধীমান্ শ্রীরথাঙ্গপাণি দাসাধিকারী (আর, কে, কক্কর), শ্রীরবীন্দ্র আগরওয়াল, শ্রীশ্যামসুন্দর দাস, শ্রীকেশব দাস প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় পাঠানকোটে গোকুল প্রতিষ্ঠানের উদ্ঘাটন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

উনা (হিমাচল প্রদেশ)

[অবস্থিতি : ১৯ আশ্বিন, ৬ অক্টোবর বুধবার হইতে ২২ আশ্বিন, ৯ অক্টোবর শনিবার পর্য্যন্ত]

শ্রীল আচার্য্যদেব ২১ মূর্ত্তিসহ রিজার্ভ বাসে ৬ অক্টোবর বুধবার প্রাতঃ ৮-৪৫ মিঃ-এ পাঠানকোট হইতে রওনা হইয়া হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত উনা সহরে নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান মিউনিসিপ্যাল কমপ্লেক্সে বেলা ১-৪০ মিঃ-এ আসিয়া উপনীত হইলে স্থানীয়

ভক্তগণ কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত হন। উনা সহরের মঠের গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরঘুনাথ দাসাধিকারী (য়্যাডভোকেট শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ সেখরী) শ্রীমঠের সাধুগণ ও ভক্তগণকে পাঠানকোট হইতে রিজার্ভ বাসে উনায় আনিতে এবং তাঁহাদের অবস্থান, ধর্ম্মসম্মেলন, মহোৎসব আদির যাবতীয় ব্যবস্থা নিজদায়িত্বে সম্পন্ন করেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় শ্রীগীতা মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নগর পরিষদ্ টাউন হলে আসিয়া রাত্রি ৭-৩০ টায় সমাপ্ত হয়। চণ্ডীগড় হইতে ৫৫ মূর্ত্তি ভক্ত রিজার্ভবাসে উনায় পৌঁছিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগ দেন। ৭ অক্টোবর হইতে ৯ অক্টোবর পর্য্যন্ত শ্রীগীতা মন্দিরের সভামণ্ডপে রাত্রি ৮ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ।

৯ অক্টোবর নগর পরিষদ টাউনহলে বিশেষ ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ। সভান্তে বেলা ২ টায় মহোৎসবে বিপুল সংখ্যক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীপ্রেম সেখরী ও শ্রীবাবুলাল মহোৎসবের রন্ধনসেবা সম্পাদন করেন। ৯ অক্টোবর ৬ মূর্ত্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত হন। উনা নিবাসী শ্রীবিপিন সাহনির আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার গৃহেও সাধুগণসহ শুভ পদার্পণ করেন।

ছেত্রি (হিমাচল প্রদেশ):— ৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীযোগরাজ সেখরী, ছেত্রিনিবাসী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপ্রেমচাঁদ সেখরীর ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎ সমভিব্যাহারে সাধু ও গৃহস্থ ভক্তগণ প্রায় ৭৫ মূর্ত্তি তিনটি মোটরকারে ও একটি রিজার্ভবাসে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৪৫ মিঃ-এ রওনা হইয়া ছেত্রিতে ১১-৩০ টায় শুভপদার্পণ করিলে শ্রীপ্রেমচাঁদ সেখরী ও তাঁহার পরিজনবর্গ সকলে পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তনসহ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন ও পূজাবিধান করেন। ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণের পর ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসবে নরনারিগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমভিব্যাহারে আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীপবন সেখরী, মাষ্টার শ্রীতিলকরাজ সেখরী, শ্রীরাজেন্দ্র সেখরী ও শ্রীহরিনারায়ণ সেখরীর গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। অতঃপর মোটরযানযোগে উনাতে নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থানে সকলের ফিরিতে অপরাহ্ন ৪-৩০টা হয়।

সন্তোষগড় (হিমাচল প্রদেশ):— ৮ অক্টোবর শুক্রবার সন্তোষগড় নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীশ্যামলাল পুরীর উদ্যোগে শ্রীযোগরাজ সেখরীর প্রেরণায় শ্রীহরিদাস সেখরী ও শ্রীপুরুষোত্তম সেখরীর সহায়তায় নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ধর্ম্ম-সম্মেলন ও মহোৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এইবৎসরও সন্তোষগড়ে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। তৎপরে তিনি সদলবলে শ্রীদেব কৌশলের গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ অপরাহ্ন ৪-১৫ টায় উনায় ফিরিয়া আসেন।

নুঁহো কলোনী—ঘনৌলি (রোপর, পাঞ্জাব)

[অবস্থিতি : ২৩ আশ্বিন, ১০ অক্টোবর রবিবার হইতে ২৫ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত]

শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী (শ্রীকস্তুরীলাল ভরদ্বাজ) প্রভৃতি নুঁহো কলোনীস্থিত ভক্তবৃন্দের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ ১০ অক্টোবর রবিবার উনা হইতে দুইটী মারুতিকারে ও একটি রিজার্ভবাসে পূর্ব্বাহ্ন ৯ টায় রওনা হইয়া নুঁহো কলোনীস্থ শ্রীহরিমন্দিরে মধ্যাহ্ন ১২ টায় শুভপদার্পণ করিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তনসহ বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে প্রথমে শ্রীহরিমন্দিরে প্রবেশ করেন। তথায় আরতি পূজাদি অনুষ্ঠানের পর পুনঃ সংকীর্ত্তন-সহযোগে নুঁহো কলোনীর কোয়ার্টার এলাকায় উপনীত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেবের ত্রিদণ্ডিযতিগণের, ব্রহ্মচারিগণের ও গৃহস্থগণের

জন্য নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থানসমূহে যাইয়া সকলে প্রবেশ করেন।

উনা হইতে নুঁহো কলোনীতে আসিবারকালে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতিগণ—চিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, যোগরাজ সেখরী সহ পাঞ্জাবে, কিরিতপুরস্থ শ্রীসুরজিৎ সিং কৌড়ার গৃহে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবকে পুরুষোত্তমধামে চক্রতীর্থে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব তিথি পূজানুষ্ঠানে যোগ দিতে ১১ অক্টোবর নুঁহো কলোনী হইতে চলিয়া যাইতে হইবে এইরূপ প্রোগ্রামের কথা শুনিয়া নুঁহো কলোনীস্থ ভক্তগণ ১০ই অক্টোবর একই দিনে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভ্যর্থনা, নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এবং শ্রীহরি মন্দিরে ধর্ম্মসভার প্রোগ্রাম রাখেন। নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার রাস্তা খারাপ থাকায় পদব্রজে ভক্তদের চলিতে কষ্ট হইয়াছিল।

১১ অক্টোবর ও ১২ অক্টোবর শ্রীহরিমন্দিরে সান্ধ্যধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ।

১১ই অক্টোবর মধ্যাহ্নে লোদিমাজারস্থিত শ্রীঅশ্বিনী কুমার বশিষ্ঠের গৃহে, ১২ অক্টোবর শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারীর বাসভবনে এবং ১৩ অক্টোবর পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবামন দাসাধিকারীর (শ্রীবেচন প্রসাদের) আলয়ে ধর্ম্মসম্মেলন ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মসম্মেলনে প্রত্যহই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং বিভিন্নদিনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী (শ্রীযোগরাজ সেখরী) ভাষণ প্রদান করেন। নুঁহো কলোনীস্থিত ও লোদিমাজার ভক্তগণের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

রাজপুরা (পাঞ্জাব)

[অবস্থিতি ঃ ২৬ আশ্বিন (১৪ ৬) ; ১৩ অক্টোবর (১৯৯৯) বুধবার হইতে ৩০ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর রবিবার পর্য্যন্ত]

২৬ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর বুধবার পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ—ত্রিদণ্ডিযতিচতুষ্টয়, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ ২৬ মূর্ত্তিসহ রিজার্ভ বাসে অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় নুঁহো কলোনী (রোপর) হইতে যাত্রাকরতঃ রাজপুরা টাউন (পাঞ্জাব)-স্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে অপরাহ্ন ৪-৩০ টায় আসিয়া পৌঁছেন। সনাতন ধর্ম্ম মন্দিরের দ্বিতল ভবনে সকলের থাকিবার ব্যবস্থা হয়।

১৩ ও ১৪ অক্টোবর শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরের সভামণ্ডপে ধর্ম্মসভার অধিবেশনদ্বয়ে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীল আচার্য্যদেব—শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা উৎসবে যোগদানের জন্য নুঁহো কলোনী হইতে ১০ই অক্টোবর সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারিসহ যাত্রাকরতঃ পথে গৃহস্থ ভক্ত শ্রীঅশ্বিনীর গৃহে পদার্পণ ও কিছুসময় প্রতীক্ষার পর চণ্ডীগড় মঠে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় উপনীত হইলে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব জরুরীকার্য্যসমূহ সমাপ্ত করিয়া চিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারীর সহিত চণ্ডীগড় ষ্টেশন হইতে শতাব্দী এক্সপ্রেস ধরিয়া অপরাহ্ন ৩-৩০ টায় নিউ-দিল্লী পৌঁছেন। পরদিন ১২ অক্টোবর শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারিসহ নিউদিল্লী বিমানবন্দর হইতে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় চলিয়া পৌনে একটায় ভুবনেশ্বর বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীললিত মাধব দাসাধিকারী এবং তাহার পুত্র পরিজনবর্গ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তথা হইতে শ্রীললিত মাধব দাসাধিকারীর (শ্রীলোকনাথ

নায়েকের) কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমনোরঞ্জন নায়েকের মোটরকারে শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারীকে লইয়া অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় পুরীতে গ্র্যাণ্ডরোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পেঁছেন। উক্ত দিবস শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণসহ তথায় যান, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপকান্তে তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা পূর্ব্বক সভায় যাইয়া যোগ দেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সভায় বিদেশী ভক্তগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে ইংরাজী ভাষায় বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ। সভায় গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন মহারাজ, সানফ্রান্সিস্কের শ্রীরাম দাস প্রভু এবং বহু সাধু ভক্তগণ। পরদিন শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা ও মহোৎসব অনুষ্ঠানে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণসহ যোগ দেন।

১৪ অক্টোবর শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারিসহ বিমানযোগে ভুবনেশ্বর হইতে নিউদিল্লীতে আসিয়া উপনীত হন। ১৫ অক্টোবর নিউদিল্লী হইতে শতাব্দী এক্সপ্রেসে চণ্ডীগড় ষ্টেশনে বেলা ১১ টায় পেঁছিয়া মোটরকারযোগে চণ্ডীগড় ষ্টেশন হইতে পাতিয়ালায় ত্রিপুরী অঞ্চলে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীভগবান দাস পাহুজার গৃহে পদার্পণ করিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্পূজিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আগমনের পূর্ব্বেই রাজপুরা নিবাসস্থান হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ, শ্রীরঘুনাথ শাল্‌দি ও কতিপয় ব্রহ্মচারী সেবক পূর্ব্বেই আসিয়া পেঁছিয়াছিলেন। শ্রীভগবান দাস পাহুজা সময়াভাববশতঃ এইবার ধর্ম্মসম্মেলন ও মহোৎসবানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবার সুযোগ পান নাই, কেবলমাত্র বৈষ্ণবগণেরই সেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে পারঙ্গতি লাভ করায় তিনি সুখী ও প্রসন্ন। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় মোটরযানযোগে সকলে শ্রীল আচার্য্যদেব সহ রাজপুরায় শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে পেঁছিলে অপেক্ষমান ভক্তগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন।

১৫ অক্টোবর শুক্রবার হইতে ১৭ অক্টোবর রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে রাত্রিতে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমতা সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিসহ ভাষণ প্রদান করেন। ১৭ অক্টোবর মহোৎসব দিবসে পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে সকলে আলোক সম্পাত করেন। উক্তদিবস প্রাতে কতিপয় ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত হন।

১৭ অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভাদিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে বিশাল সংকীর্ত্তন ভবনের ভিত্তি সংস্থাপন শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারীর সহায়তায় মহাসমারোহে সংকীর্ত্তনসহ সুসম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ভক্তগণকে মিষ্ট প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে আহূত হইয়া উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমহেন্দ্র লোথরার গৃহে শুভপদার্পণ এবং নিউদেশমেশ কলোনীস্থ মাষ্টার হরদয়াল অনিজার আলয়ে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

১৬ অক্টোবর শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় স্থানীয় একটি শিবমন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে আসিয়া সন্ধ্যা ৭-৩০ টায় সমাপ্ত হয়। চণ্ডীগড় হইতে ভক্তবৃন্দগণ বাসযোগে রাজপুরায় পেঁছিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগ দেন।

খান্না (পাঞ্জাব) ঃ— ১৬ অক্টোবর মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমূলরাজ বালিয়াজীর আহ্বানে শ্রীল

আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ৫৫ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে রিজার্ভ বাসে ও একটি মারুতি ভ্যান-যোগে খান্নায় (পাঞ্জাব) শ্রীবালিয়াজীর বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ সম্মেলন ও মহোৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ধর্ম্মসম্মেলনে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। অপরাহ্ন ৩-৩০ টার মধ্যে সকলে রাজপুরায় ফিরিয়া আসেন নগরসংকীর্ত্তনে যোগ দিতে।

শ্রীরঘুনাথ প্রসাদ সাল্‌দি, শ্রীকুলদীপ সাল্‌দি, শ্রীবলরাম সাল্‌দি, শ্রীকস্তুরীলাল সিংলা, শ্রীউতরেজাজী, শ্রীওমপ্রকাশজী, শ্রীঠাকুরদাসজীর এবং শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরের সদস্যগণের সেবা প্রযত্নে উৎসবানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগ দিতে প্রচারসঙ্ঘসহ রাজপুরা হইতে রিজার্ভবাসে ৩১ আশ্বিন, ১৮ অক্টোবর বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের পত্রে উপদেশ

আসাম প্রদেশে গুয়াহাটী সহর নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসজল চন্দ্র দাস (দীক্ষানাম শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী) তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রের বিয়োগে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়া আবেদন জানাইয়াছেন তাঁহার স্ত্রীকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য পত্র দিতে। তদনুসারে আগরতলা হইতে গত ১২ই জুলাই ২০০০ শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাহাদিগকে যে প্রবোধসূচক পত্র দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

To
শ্রীমতী আশা দাস
পতি— শ্রীসজ্জন চন্দ্র দাস (দীক্ষা নাম—শ্রীসঙ্কর্ষণ দাস)
6/8C Rly. Quarter. P. O. : Bamuni Maidan
New-Guwahati (Assam) 781021

কল্যাণীয়াসু

শ্রীসঙ্কর্ষনদাসের নিকট আপনাদের অপ্রাপ্তবয়স পুত্রের অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তির দুঃসংবাদে মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত হইলাম। পিতা-মাতার পক্ষে প্রিয়-পুত্রের শোক দুঃসহ। আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা আমার নাই। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব বলিতেন—'প্রারব্ধকর্ম্ম নির্ব্বাণং নভাতদ্ পাঞ্চ-ভৌতিকম্।' যে কর্ম্মের ফল আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে, তাহার নির্ব্বাণেই পাঞ্চ-ভৌতিক শরীরের পতন ঘটে। কেহ গর্ভে, কেহ বা জন্মিবার পর শিশুকালে, কেহ কিশোর বয়সে, কেহ যৌবনে, কেহ প্রৌঢ় বয়সে, কেহবা বৃদ্ধকালে প্রারব্ধ কর্ম্মের নির্ব্বাণফলে শরীর ত্যাগ করে। আমরা মনে করি যত্নের অভাবে, উপযুক্ত ডাক্তারের অভাবে, চিকিৎসার ভুলে দেহাবসান হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল রোধ হইলে কেহই জগতে থাকিতে পারেন না। শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীধাম-মায়াপুরে (গৌরপার্ষদ) শ্রীবাসপণ্ডিতের একমাত্র পুত্র গত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে জীবিত করিয়া তাহার দ্বারা এবং শ্রীমদ্ভাগবতে রাজা চিত্রকেতুর একমাত্র বালক-পুত্র গত হইলে শ্রীনারদ ঋষি মৃত পুত্রকে জীবিত করিয়া যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। মৃত পুত্রগণ জীবিত হইয়া 'যতদিন তাঁহাদের শ্রীবাসপণ্ডিত ও তাঁহার পত্নী মালিনীদেবীকে এবং রাজাচিত্রকেতু ও তাঁহার পত্নী কৃতদ্যুতিকে পিতা-মাতারূপে পাইবার যোগ ছিল ততদিন মাত্র পুত্ররূপে থাকিয়া অন্যত্র যাইতেছেন কর্ম্মফল ভোগের জন্য'—এইরূপ বলিয়া শোক-শাতন করিয়াছিলেন।

আপনি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন পুত্রকে সুস্থ করিতে, কিন্তু যাহা অনিবার্য্য তাহাকে প্রতিরোধ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে (২।২৭) শোক করিতে নিষেধ করিয়াছেন—'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু-

ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।' 'যখন জন্ম হইলেই ধর্ম্মক্ষয়ে নিশ্চয় মরিতে হয় ও মরণ হইলে কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য আবার নিশ্চিত জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তখন এমত অপরিহার্য্য-বিষয়ে শোকাকুলিত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে।' যাহার কোনও প্রতিকার নাই তাহার জন্য শোক করিলে স্বধামগত আত্মার এবং যিনি বা যাহারা শোক করেন উভয়েরই দুঃখ বৃদ্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় জীব আসে, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় যায়, মাঝপথে আমরা মায়ামোহিত হইয়া আমার মনে করিয়া কষ্ট পাই। 'পুত্র আছে' এই বোধে শোক নাই, 'পুত্র নাই' এই বোধে শোক। উচ্চ শিক্ষার জন্য পুত্র দূরদেশে গেলে সাক্ষাদ্ভাবে দেখিতে না পাইলেও পিতা মাতার শোক হয় না, যখন দেহ-ত্যাগের সংবাদ আসে 'পুত্র নাই' এই বোধে শোক হয়। বস্তুতঃ পুত্রের আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই। 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।'—গীতা ২।২০, যাঁহারা জীবের স্বরূপকে নিত্য জানেন তাঁহারা শোক করেন না। অজ্ঞানতা হইতে শোক হয়। শোক-তমোধর্ম্ম।

বস্তুতঃ জীবের সহিতই সকল বাস্তব সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণকে যখন আমরা প্রভুরূপে ভালবাসিনা তখন আমরা দণ্ডস্বরূপ নাশবান্ প্রভু লাভ করি, যখন কৃষ্ণকে বন্ধুরূপে প্রীতি করি না তখন নাশবান্ বন্ধু পাই, কৃষ্ণকে পুত্ররূপে ভাল না বাসার দরুণ নাশবান্ পুত্র, পতিরূপে ভাল না বাসায় নাশবান্ পতি পাই। এই জগৎ পরজগতের বিকৃত প্রতিফলন। নন্দ মহারাজ ও যশোদা মাতার পুত্র গোপাল নিত্য, কখনও মরে না। ভগবান্‌কে ভুলিয়া অন্য সম্বন্ধ করিলেই দুঃখ হইবে। শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে ভালবাসুন, শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসায় কখনও কেহ প্রতারিত হয় না। জগতের ভালবাসায় স্বার্থপরতা আছে, স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে ভালবাসা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের স্মরণেই সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হয়।

আপনারা সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেবের চারিটী মন্ত্র রাত্রিতে শয়নকালে প্রতিটী চারিবার করিয়া জপ বা কীর্ত্তন করিবেন, প্রাতঃকালে জাগরণের পরে এবং সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে জপ বা কীর্ত্তন করিবেন। তৎপরে পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র ৪ বার করিয়া জপ বা কীর্ত্তন করিবেন। শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় সমস্ত বিঘ্ন অপসারিত হয়।

আগামীকল্য আমরা বিমানযোগে কলিকাতায় পৌঁছিব। ঝুলনোৎসবের পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যাইব এবং শ্রীজন্মাষ্টমীর দুইদিন পূর্ব্বে পুনঃ কলিকাতায় ফিরিব।

আপনারা সকলে আমার প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন। স্বধামগত পুত্রের নিত্য কল্যাণের জন্য শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

উত্তর ও পশ্চিম ভারতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার

[১০ অগ্রহায়ণ, (১৪০৬); ২৭ নভেম্বর (১৯৯৯) শনিবার হইতে ১৯ পৌষ, ৪ জানুয়ারী (২০০০) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত]

ভাটিণ্ডা সহর (পাঞ্জাব)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপন

[অবস্থিতিঃ ১০ অগ্রহায়ণ (১৪০৬); ২৭ নভেম্বর (১৯৯৯) শনিবার হইতে ১৬ অগ্রহায়ণ, ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ—১৯ মূর্ত্তিসহ নিউদিল্লী হইতে নিউ-দিল্লী-গঙ্গানগর দৈনিক এক্সপ্রেসযোগে ২৭ নভেম্বর শনিবার বেলা ১-৩০ ঘটিকায় যাত্রাকরতঃ উক্তদিবস

সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় ভাটিণ্ডা রেল ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কএকশত ভক্ত কর্তৃক সংকীর্ত্তন, পুষ্পমাল্যাদিসহ সম্বর্দ্ধিত হন।

ভাটিণ্ডা সহরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষানুশীলনকারী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্ত সংখ্যায় সর্ব্বাধিক। এইজন্য স্থানীয় ভক্তগণের প্রবল হার্দ্দী ইচ্ছা তথায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা সংস্থাপিত হয়। শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীরাজকুমার গর্গ) অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেব, অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ প্রভৃতি শ্রীমঠের গভর্ণিংবডির সদস্যগণের নিকট আবেদন জানান ভাটিণ্ডা সহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখা 'শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ' এই নামে সংস্থাপনে অনুমতি দিতে। ভাটিণ্ডা সহরের ভক্তগণের প্রবল আগ্রহ দেখিয়া গভর্নিং বডির মিটিংয়ে প্রস্তাব রাখেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহারা 'শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ' এই নামে ভাটিণ্ডা সহরে শাখা মঠ সংস্থাপনে অনুমতি দেন, কিন্তু শর্ত্ত রাখেন মঠ হইতে কোনও ত্যাগী সেবক দিতে তাহারা বাধ্য থাকিবেন না। উক্ত শর্ত্ত স্বীকার করিয়াই ভাটিণ্ডা সহরে জমী সংগ্রহ ও গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহাদের নক্সায় সুউচ্চ মন্দির, সংকীর্ত্তন ভবন, সাধুনিবাস, অতিথি ভবন প্রভৃতি মঠের বিরাট কার্য্যসূচী আছে। বর্ত্তমানে যে দ্বিতল ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে দ্বিতলে তিনটী কক্ষের মধ্যে শ্রীল আচার্য্যদেবের জন্য একটি কক্ষ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ—ত্রিদণ্ডিযতিত্রয়ের জন্য একটী কক্ষ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারীর জন্য একটী কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ, শ্রীঅরবিন্দ লোচন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন ব্রহ্মচারী (যোগেশ), শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎ কুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী (তবীন), শ্রীসাধুচরণ দাসাধিকারী, শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ নিকটবর্ত্তী গৃহস্থ ভক্তগণের বাসভবনাদিতে অবস্থান করেন।

অবোহর (পাঞ্জাব)ঃ—২৮ নভেম্বর রবিবার পাঞ্জাব প্রদেশের অবোহর নিবাসী ডাক্তার হর্ষ ওয়াধায়ার আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ ভাটিণ্ডা হইতে দুইটী রিজার্ভ বাসে ও একটি মোটরযানে পূর্ব্বাহ্ন ৮-৩৫ মিঃ রওনা হইয়া বেলা ১১-০০ টায় অবোহর সহরে শ্রীগীতা মন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। ভাটিণ্ডা হইতে প্রায় একশত গৃহস্থ ভক্ত আসিয়াছিলেন। ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সকলকেই ব্যবস্থাপকগণ ফল-মিষ্টিআদি দ্বারা আপ্যায়িত করেন। তৎপরে গীতা মন্দির হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বেলা ১২টার পরে সভামণ্ডপে আসিয়া সমাপ্ত হয়। প্রারম্ভে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইলে পর সভায় ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অবোহর হইতে পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী অপরাহ্ন ৪টায় রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৫-৩০ ঘটিকায় ভাটিণ্ডায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ফিরিয়া আসেন। অন্যান্য সকলে দুইটী বাসে এক ঘণ্টা বিলম্বে পৌঁছেন। ডাক্তার ওয়াধয়া ভাটিণ্ডা নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীবেদপ্রকাশ লুম্বার জামাতা। এইজন্য ডাক্তারবাবু তাহার স্ত্রী পরিজনবর্গ বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য আন্তরিকতার সহিত যত্ন করেন।

২৮ নভেম্বর রবিবার হইতে ১ ডিসেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত ও ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার শ্রীমঠে রাত্রির বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীমঠের আচার্য্য প্রত্যহ ভাষণ

প্রদান করেন। ২ ডিসেম্বর পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব উপলক্ষে মধ্যাহ্নে বিরহ মহোৎসব ও রাত্রিতে বিরহসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রির বিরহসভার বিশেষ অধিবেশনে বিরহ বেদনা, কৃপা প্রার্থনা ও মহিমা কীর্ত্তন-মুখে ভাষণ প্রদান করেন যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

২৯ নভেম্বর সোমবার ভাটিণ্ডা সহর এলাকায় কিকর বাজারস্থ বাবা জয়রাম মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় প্রারম্ভ হইয়া সন্ধ্যা ৬-০০ টায় উক্ত মন্দিরেই সমাপ্ত হয়।

৩০ নভেম্বর মঙ্গলবার N. F. Colonyস্থ শ্রীপ্রেম সেখরীর গৃহে, ১লা ডিসেম্বর বুধবার শ্রীমতী সুরেশ অরোরার গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। উভয় গৃহেই মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমাভিব্যাহারে শ্রীঅবিনাশ শর্ম্মা, শ্রীসুধীরকান্ত, শ্রীকিষণ লাল, শ্রীরাজেন্দ্র কুমার পুরী, শ্রীবেদ প্রকাশ মিত্তল, শ্রীঅনিল গুপ্তা ও শ্রীপ্রেম গুপ্তার গৃহে আহূত হইয়া শুভপদার্পণ করেন।

৩ ডিসেম্বর ভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ ১৯ মূর্ত্তি নরনারী হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

বৈদ ওম প্রকাশ শর্ম্মা, শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (কুলদীপ চোপড়া), শ্রীওম প্রকাশ লুম্বা, শ্রীবেদ প্রকাশ লুম্বা, শ্রীদামোদর দাসাধিকারী (শ্রীদর্শন সিং), শ্রীসুধীরকান্ত, শ্রীরামপ্রসাদ দাসাধিকারী (ভাণ্ডারী), শ্রীপ্রেম সেখরী, শ্রীপ্রেম গুপ্তা, শ্রীঅশোক কুমার গর্গ প্রভৃতি ভাটিণ্ডাবাসী মঠাশ্রিত ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সুসম্পন্ন হয়।

দিলবাগনগর, জলন্ধর (পাঞ্জাব)

(অবস্থিতি ঃ ৪ ডিসেম্বর শনিবার হইতে ৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও দিলবাগ নগরস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সুরম্য রথারোহণে বিজয় বিগ্রহগণসহ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব ৩০ মূর্ত্তিসহ ৪ঠা ডিসেম্বর শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০-১৫ টায় রিজার্ভ বাসে ভাটিণ্ডা হইতে চলিয়া অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় দিলবাগ নগরস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে শুভপদার্পণ করেন। চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, জম্মু প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ রাত্রির ধর্ম্মসভায় শুদ্ধভক্তির অনুশীলনে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ আলোচনামুখে ভাষণ প্রদান করেন। প্রত্যহ সভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়।

৫ ডিসেম্বর রবিবার ভক্তি-সদাচার গ্রহণ করতঃ ১০ মূর্ত্তি হরিনামাশ্রিত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে মোটা সিং নগরস্থ শ্রীঅনিল কক্কর, মণ্ডীরোডস্থ কৃষ্ণ এণ্টারপ্রাইজার্সের শ্রীকীর্ত্তিকুমার সেবক, এড্‌ভোকেট্ শ্রীরাজেশ মেহতার গৃহে বিভিন্ন দিনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন। দিলবাগনগরস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং প্রতাপবাগস্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধামাধব মন্দিরের সেবকগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বার্ষিক উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

দিলবাগনগরস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির চেরিট্যাবল্ ট্রাস্ট
(রেজিষ্টার্ড)

Sri Radhakrisna Mandir Charitable Trust (Regd.)

প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ ঃ—

৫। শ্রীবনোয়ারিলাল শর্ম্মা কোষাধ্যক্ষ
৬। শ্রীললিত নায়ের যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ
৭। শ্রীসুরেন্দ্র আনন্দ জেনারেল সেক্রেটারি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (নিউদিল্লী)

[অবস্থিতি ঃ ২১ অগ্রহায়ণ, ৮ ডিসেম্বর বুধবার হইতে ২৪ অগ্রহায়ণ, ১১ ডিসেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত]

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে ও শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং পরিচালক সমিতির পরিচালনায় পূর্ব্বের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ৮ ডিসেম্বর বুধবার হইতে ১১ ডিসেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত ৪ দিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী, গৃহস্থভক্ত—২১ মূর্ত্তি জলন্ধর সহর ষ্টেশন হইতে পশ্চিম এক্সপ্রেসযোগে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ টায় যাত্রা করতঃ অপরাহ্ন ৫-৩০ ঘটিকায় নিউদিল্লী ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

৮ ডিসেম্বর বুধবার হইতে ১১ ডিসেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত মঠের নিকটবর্ত্তী শ্রীহরিমন্দিরে রাত্রির ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে 'সনাতনধর্ম্মে শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব' ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের মহিমা সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন।

৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া পাহাড়গঞ্জ এলাকায় মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীহরিমন্দিরে সমাপ্ত হয়। ১১ ডিসেম্বর শনিবার উক্ত মন্দিরেই শ্রীমঠের ধর্ম্মসভা পূর্ব্বাহ্নে, মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ ও শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। ১১ ডিসেম্বর শনিবার পূর্ব্বাহ্নে স্ত্রী-পুরুষ ৭ মূর্ত্তি ভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনামাশ্রিত হন। উক্তদিবস পূর্ব্বাহ্নে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত এড্ভোকেট শ্রীচেতন শর্ম্মার উদ্যোগে পুরাণা কেল্লা রোডস্থিত দিল্লী হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি কে, রামমূর্ত্তির বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার সংঘসহ শুভপদার্পণ করতঃ ইংরাজী ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ সংকীর্ত্তন করেন। জর্জসাহেব হরিকথা ও সংকীর্ত্তনের পূর্ব্বেই সাধুগণের জন্য প্রাতরাশের ব্যবস্থা করেন। ১০ ডিসেম্বর শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেব সাধু ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে তিনটি মারুতিকারে ও একটি রিজার্ভ বাসে পাহাড়গঞ্জ হরিমন্দির রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৪০ মিঃ-এ যাত্রাকরতঃ পরপটগঞ্জে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে একটী স্থানে নামিয়া সংকীর্ত্তনসহ সভার নির্দ্দিষ্ট স্থান পাঁচমহলস্থিত শ্রীমন্দিরে সকলে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব তথায় হরিকথা পরিবেশন করেন; হরিসংকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে শ্রীফাল্গুনী সখা দাসাধিকারীর (শ্রীফতেরাম গয়রলার) গৃহে বৈষ্ণবগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

মঠরক্ষক শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীসনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপুণ্যশ্লোক ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস প্রভু, শ্রীশ্যামসুন্দর দাস, শ্রীনগেন দাস, শ্রীস্বরূপ দামোদর দাসাধিকারী, শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারী, শ্রীঅশোক সাহানি প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রযত্নে উৎসবটী সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ— ১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। গীতার প্রতিপাদ্য
৪৯। বেণুগীত
৫০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা—যন্ত্রস্থ
৫১। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস
৫২। The Vedanta
৫৩। The Bhagabat
৫৪। Rai Ramananda
৫৫। Vaishnavism
৫৬। Sree Brahma-Samhita
৫৭। Saranagati
৫৮। Relative Worlds
৫৯। शिक्षाष्टक
৬০। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৬১। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৬২। अपराधशुन्य भजनप्रणाली
৬৩। भजन-गीति
৬৪। श्रीचैतन्यभागवत
৬৫। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬৬। परम तत्व-बिचार
৬৭। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৮। साध्य-साधन-तत्व बिचार
৬৯। मैं कौन हूँ ?
৭০। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৭১। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ঈশোদ্যান, পোঃ-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীচৈতন্য বাণী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
চত্বারিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা
আশ্বিন, ১৪০৭
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬, ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৭৯২১

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড়, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৬২০২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি) ফোন ঃ ৬৫৭৩০৬

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৩৬২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৪০শ বর্ষ { শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন ১৪০৭
১৮ পদ্মনাভ, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, সোমবার, ২ অক্টোবর ২০০০ } ৮ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১২৩ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কীর্ত্তন শ্রবণ ক'র্‌লে তাঁ'র শত করা শত পরিমাণ অপ্রতিহত সেবাধর্ম্ম যদি সুষ্ঠুভাবে দেখ্‌বার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তা' হ'লে আমরাও সেবা ক'র্‌তে পারি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁ'র বন্ধুবর্গ বহির্জ্জগতের বস্তু ন'ন ; আমি মূর্খ, যে ভাষায় বল্লে আমার মূর্খতা যায়, তাঁ'রা সেই ভাষায় ব'লে আমার মূর্খতা অপনোদনের যত্ন করেন ---আমাদিগের অন্তরে সাধুবৃত্তির সঞ্চার করেন। সাধুগণের বৃত্তি batterya actionএর (ব্যাটারির কার্য্যের) মতন। উহা অসদ্‌বস্তুকে repel (প্রতিরোধ) ও সদ্‌বস্তুকে attract (আকর্ষণ) করে। সাধুদিগের সঙ্গদ্বারা সাধুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্‌বস্তু ত্যাগ ও সদ্‌বস্তু গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য পরামর্শ প্রদান করেন না। যাঁ'রা অসাধু, তাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ অন্যান্য পরামর্শ প্রদান করেন—অন্যান্য কথাবার্ত্তা বলেন। সাধুর মুখে যখন অসদ্‌বস্তু ত্যাগ ও সদ্‌বস্তু গ্রহণের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়, তখন তাঁ'র তাৎপর্য্য অনুসন্ধান ক'র্‌তে হয়। সাধু-গুরু পৃথিবীতে সাজান আছে। সেবা-পথে কিছুদূর অগ্রসর হ'লে তা' বুঝ্‌তে পারা যায়। তৎপূর্ব্বে অসাধুসঙ্গ হ'য়ে যায়। তদ্দ্বারা আমার ভজনে ব্যাঘাত হয়,—

"জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা ।।"

গাধা যেমন জিনিষ ব'য়ে ব'য়ে মরে, কুবিষয়ের পিপাসায়ও জগতের লোক তেমন গাধার মতন সংসারের বোঝা বহন করে, কখনও বৃথা ত্যাগ-তপস্যা করে। ঐরূপ কৃষ্ণভজনহীন ত্যাগ-তপস্যাও —গাধার মতন বোঝা বহন করা। এই সকল ভজনের বাধা। ভজনের বাধা উপস্থিত হ'লে আমরা আত্মঘাতী হই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-বলে ভজনের

বাধা বাস্তবিক অপসারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ'লে সুবিধা হয়।

গুরুমুখ হ'তে—সাধুগণের নিকট হ'তে শ্রবণ হয়। তাঁ'দের নির্দ্দেশ মত পাঠাদি কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। নতুবা বিপথগামী হ'য়ে কখনও সৎকর্ম্মের গাধা হ'য়ে যাই—প্রচুর পরিমাণে নীতিবাদী হ'বার যত্ন করি—আইনকানুন বাঁচিয়ে চলি—আবার কখনও নির্ব্বিশেষভাব গ্রহণ ক'রে অলসতা সাধন করি। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভাবে এইরূপ দুর্গতি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুতি হ'লে এরূপ অসুবিধা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন—জল; সেচনকারী—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্বদা গুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য। আর পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার দরকার নেই। ভক্তিলতাকে সযত্নে পালন ক'র্‌তে হ'বে। সুষ্ঠুভাবে ভগবানের সেবা ক'র্‌ব—এই বুদ্ধি হ'তে বিচ্যুত হওয়ায় যত অমঙ্গল আস্‌ছে। সাধু-গুরুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। তাঁ'রা কৃপাপূর্ব্বক আমাদের কত সেবার সুযোগ দিয়েছেন। নিজেদের আদর্শ চরিত্র দেখিয়ে—আদর্শ-চরিত্র বর্ণন ক'রে তাঁ'রা আমাদের কত মঙ্গল-বিধান করেন। তাঁ'দের বর্ণন-সমূহ অনুভব কর্‌বার বুদ্ধি যদি হয়, তা' হ'লে কত সুবিধা।

"আমি নিজে পড়্‌ছি"—এটা দুর্ব্বুদ্ধি। "আমার পড়া অন্য লোক শুনুক্—এটা শ্রুত বাক্যের কীর্ত্তন হ'ল না।

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

বৈষ্ণবের নিকট হ'তে ভাগবত শ্রবণ ক'রতে হ'বে। "আমি ভাগবত প'ড়্‌ছি"—গৌড়ীয় মঠের অনুগত ব্যক্তি এরূপ কখনও বলেন না। গৌড়ীয়-মঠবাসী বলেন—"আমরা নিজের কোনো কথা প্রচার ক'র্‌ব না। পূর্ব্ব গুরুগণ যা' ব'লেছেন, এক-মাত্র তাই প্রচার কর্‌ব।" আমরা বেশী বোঝাতে পারি, পূর্ব্বগুরুবর্গ বোঝাতে পারেন নাই, তাঁ'দের কথা মনুষ্যজাতি বুঝ্‌তে শুন্‌তে পারে না"—ইহা দুর্ব্বুদ্ধি, নিজে না বুঝ্‌তে পারা। গৌড়ীয়মঠের কৃত্য—শ্রবণ-কীর্ত্তন—শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ ভক্তিলতা-বীজে নিত্য জল সেচন করা। তাঁ'দের এরূপ বিচার নয় যে, তাঁ'রা বোঝেন, অন্য কেউ বোঝেন না কিংবা তাঁ'রা সোজা করে অন্যকে বোঝাতে পারেন—এ সব দুর্ব্বুদ্ধি তাঁ'দের নাই।

জল-সেচন না ক'র্‌লে বীজ শুকিয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়। কোন সময় অতিরিক্ত জলে পচে যায়। অনধিকারী যদি শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল-সেচন ক'র্‌বার ছলনায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি শ্রবণ (?) বা কীর্ত্তনের (?) বাড়াবাড়ি করেন, তবে ভক্তিলতার বীজটুকু আর অঙ্কুরিত হয় না। পঞ্চম বর্ষের বালিকাকে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি শিক্ষা দিলে তা'র পক্ষে তা' "ইচড়ে পাকামী"র কাজ হয়, আর উপযুক্ত সময়ে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতির বিষয় স্বতঃই যুবতীর হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়, তখন সে প্রকৃত প্রস্তাবে তা' বুঝ্‌তে পারে।

সুষ্ঠু অভিজ্ঞান লাভ আবশ্যক। বিপরীত কথা হ'তে তফাৎ হওয়ার জন্য যত্ন আবশ্যক; নতুবা সাধু-গুরুর কথা ধর্‌তে পার্‌ব না। জয়দেবের কথা বুঝ্‌তে না পেরে বৃথা সময় যা'বে—ম'রে যা'ব। সময়ে যদি কাজ না করি, তা' হ'লে সুবিধা হ'বে না। কিন্তু যক্ষ্মারোগীর বনিতাভিলাষের উদাহরণের তাৎপর্য্যে কাজ ক'র্‌তে হ'বে না—যেমন পুরীতে ব্যাখ্যা হচ্ছে। পরীক্ষিৎ মহারাজের বিচার যেরূপ, সেরূপ বিচার আবশ্যক।

"উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।"

কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবা কর্‌তে হবে। ইন্দ্রিয়ের সেবাকার্য্যে ব্যস্ত হতে হবে না। ভক্তিলতা-বীজে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন ক'রে লাভবান হওয়া আত্মার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। শরীর পালন করা পশুরও ধর্ম্ম। নিত্য মঙ্গলের অনুসন্ধান না কর্‌লে মনুষ্য-জন্মের কার্য্য হ'লো না। আত্মঘাতী পশুপ্রকৃতি অপ্রাকৃত বস্তুর শ্রবণ-কীর্ত্তন করে না। যখন ভক্তি-লতা বাড়ে, তখন লতা একটা মাচা চায়। কোন্ জিনিষটা মাচার কার্য্য করে? কৃষ্ণপাদপদ্ম মাচার কার্য্য কর্‌বে। কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি বা আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেই লতা প্রফুল্ল ও পরিবর্দ্ধিত হ'তে থাকে। সত্য, জনঃ, মহঃ, তপঃ ইত্যাদি লোক গেলে লতা জ্ব'লে যাবে—পু'ড়ে যাবে। তা' হ'লে পশুপরিশ্রমে

পর্য্যবসিত হ'বে—খোলে কেবল চাটি দেওয়া মাত্রই সার হ'বে।

জগতে যে-সব বিভিন্ন মনোধর্ম্মের বিচারযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁ'দের সকলের ঐরূপ অসুবিধা হ'বে। ভক্তিলতা এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ ক'রে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা—একটা বড় গড়খাই। তা'তে জল—কারণ-বারি আছে। কারণ-বারি থেকে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হ'য়েছে। সেখানে রজোধর্ম্ম নাই—অজধর্ম্ম আছে—গুণসাম্যাবস্থা আছে। রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব একটা জিনিষ তিন ভাগে বিভক্ত হ'য়ে ত্রিধা চূর্ণ হ'য়ে পড়ে—বিরজাতে neutralised [ক্রিয়াশূন্য] হয়। এখানে সৃষ্ট বস্তুর কারণ প্রকৃতি বর্ত্তমান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১২৫ পৃষ্ঠার পর]

প্রশ্ন—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কি জগন্মঙ্গল বিধান করিয়াছেন ?

উত্তর—"কবিরাজ গোস্বামী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইহা তৎকৃত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীশ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত' ও 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র 'সারঙ্গরঙ্গদা' টীকা পাঠে সুন্দররূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। ... ... শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও পরম ভক্ত ছিলেন। এই বাক্য সপ্রমাণ করিতে আমাদিগের চেষ্টা করার কোন আবশ্যকতা করে না। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থাবলীই তাহার সুন্দর প্রমাণ। অপার-মহিম কবিরাজের দয়া দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। তিনি সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞান-বিহীন জনগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া কি সুন্দর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় যদি কবি-রাজ-প্রভু ঐ প্রকার করুণা প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে দর্শনাদি-শাস্ত্রজ্ঞান-পরিশূন্য মনুষ্যগণ শ্রীশ্রী-চৈতন্যমহাপ্রভুর উপদিষ্ট সনাতন-বৈষ্ণব-মত জানিতে পারিতেন না এবং তাঁহাদের গতি যে কি হইত, তাহাও বলা যায় না। ধন্য কবিরাজ ! তুমি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়কেই ঋণী করিয়া রাখিয়াছ। তোমার গুণ আমরা একমুখে কত গান করিব ? শুদ্ধ বৈষ্ণব-জগৎ তোমার গুণ সর্ব্বদাই গান করিতেছেন। কবিরাজ ! তোমার সিদ্ধ-বাক্য স্মরণ করিলে কোন্ পাষণ্ড তোমার চরণ আশ্রয় করিতে না চাহে ? তুমি চরিতামৃতে বলিয়াছ যে, "যদি বা না জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ" ইত্যাদি তোমার এই সিদ্ধ-বাক্য-গুণেই এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত (তথা-কথিত) বহু মূর্খের চরিতামৃতে উত্তম অধিকার দেখা যাইতেছে। তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম।"

—'শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ', সঃ তোঃ ২।১০-১১

প্রশ্ন—শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের কি উপকার করিয়াছেন ?

উত্তর—"শ্রীনিবাস বাল্যকালে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহা-প্রভুর চরণাশ্রিত স্বীয় পিতার মুখে মহাপ্রভুর গুণ-গান শ্রবণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হন এবং যৌবনা-বস্থা প্রাপ্তিতেই তিনি পিতা-মাতার আদেশ লইয়া বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য বৈরাগ্য-পথে পদার্পণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামে মহাপ্রভুর শক্তি শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে ও তাঁহার রক্ষক মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভুকে এবং মহাপ্রভুর লীলাস্থান-সকল দর্শনাভিলাষী হইয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধামে আগমন করেন। শ্রীনিবাস নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার মন্দিরে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া বংশীবদনা-নন্দের নিকট মহাপ্রভুর লীলা-কথা শ্রবণ ও তাঁহার লীলা-স্থান সমস্ত দর্শন করেন। তদনন্তর বিষ্ণুপ্রিয়া ও বংশীর নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্বাদশ পাট

এবং চৈতন্য-ভক্ত-বিরাজিত অন্যান্য পাটসকল দর্শন করেন। এইরূপ কিছুদিন ভক্তমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎকারাদি করিয়া তিনি শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম গমন করেন। ... ... শ্রীনিবাস পুরুষোত্তম হইতে গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করেন। তৎপরে শ্রীবৃন্দাবন-ধাম দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। শ্রীনিবাস ব্রজধামে উত্তীর্ণ হইয়া গোস্বামী প্রভুদিগের সংযোগে ব্রজপুর-দর্শন ও নিত্য নব-নব ভাবোপভোগ করিতে লাগিলেন। এই নিয়মে বহু-দিন ব্রজে অবস্থান করিয়া চিন্তামণি-ভূমি গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দুর্ম্মতি লোকসকলকে উদ্ধার করেন।" —সঃ তোঃ ২।১০-২১

প্রশ্ন—শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু বৈষ্ণব-জগতের কি করিয়াছেন ?

উত্তর—"শ্যামানন্দ উৎকল-প্রদেশে দণ্ডকেশ্বর গ্রামস্থিত করণ-বংশে চৈত্রমাসের পূর্ণিমার দিন জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর বয়ঃ-ক্রম পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থিতি করিয়া যৌবনাবস্থা-প্রাপ্তি-তেই গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া-ছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য সন্দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর ভক্তগণ তাঁহাকে "দুঃখী কৃষ্ণদাস" নাম প্রদান করেন। দীক্ষা-গ্রহণ-ব্যতীত ভজন নিষ্ফল জানিয়া তিনি প্রভু-পার্ষদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয় শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাদৌ যথাবিধি গুরুসেবা কর্ত্তব্য জানিয়া তিনি কিছুদিন গুরুর সন্নিধানে থাকিয়া সেবা করণানন্তর গুরুর অনুমতি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনাদি দর্শ-নার্থ গমন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুপাদদিগের বিশেষ কৃপা-ভাজন হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দের বৈরাগ্য-চেষ্টা অতি আশ্চর্য্য ছিল। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য-দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। তিনি আচার্য্য শ্রীনিবাস ও ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে বহুদিন অবস্থিতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রচার করিয়া অনেকানেক মূঢ়মতি পাষণ্ডকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এ সকল কথা বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলীতে সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। আমাদের বড়ই অভি-লাষ যে, ঐসকল মহাপুরুষের মহিমা বিস্তাররূপে প্রকাশ করি।"

—'শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী', সঃ তোঃ ২।৬

প্রশ্ন—শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে কেন 'গীতাচার্য্য' বলা হয় ?

উত্তর—"শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম-দাস ও শ্রীশ্যামানন্দ—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিন জনই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহা-মহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতীবিদ্যায় তিনজনই পারদর্শী। তিনজনই পরস্পর একপ্রাণ, একাশয় ও হৃদয়-বন্ধু। ... ... শ্রীজীবগোস্বামীর অনুমোদনে উৎসাহিত হইয়া গীতাচার্য্যত্রয় আপন আপন প্রদেশে গমন করিলেন। ঐ তিন মহাত্মা গৌড়ভূমির অলঙ্কার। তাঁহারা গোস্বামীদিগের ন্যায় সংস্কৃত-বিদ্যায় অধিক পণ্ডিত ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না ; কেন না, তাঁহাদের বিরচিত কোন সংস্কৃত-গ্রন্থ দেখা যায় না। তাঁহারা ব্রজরস-জ্ঞানে পরিপক্ব, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে পারঙ্গত ও গান-বিদ্যায় বিশারদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল। প্রভু-বংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় এবং নানামতবাদ প্রবেশ করায় গৌড়ভূমি আচার্য্য-শাসন-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু বীর-চন্দ্রের স্বতন্ত্রস্বভাব-বশতঃ সমস্ত গৌড়ভূমিকে তিনি আয়ত্তাধীন করিতে পারেন নাই। শ্রীল অদ্বৈত-সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোলযোগ। মহাপ্রভুর পার্ষদ-মহান্তগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগি-লেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কুপন্থী প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-নামে সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। স্বীয় স্বীয় কার্য্যো-দ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা দুর্ভাগা জীবদিগকে কুপন্থা শিখাইতে লাগিল। শ্রীজীব গোস্বামী তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি ব্রজ-বাসী থাকায় গৌড়মণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা-শ্রবণে সুদুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু, শ্রীনরোত্তমদাস,

ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে গৌড়ভূমির ধর্ম্ম-সংস্থারক আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ-সকল গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ সমস্ত গ্রন্থ পথিমধ্যে অপহৃত হইল। প্রেরিত প্রচারকগণ নির্গ্রন্থ হইয়া নিজ-নিজ-ভজনবলে আপন আপন গীত-পদ্ধতি অবলম্বন-পূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।"

—'সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥"

যারা যতক্ষণ ভগবানের সেবা করে না, ততক্ষণ তাদের কোন গুণ স্বীকার্য্য নয়—কোনগুণই থাক্‌তে পারে না। অনেকে বলেন, সুনীতিপরায়ণ লোক ভাল। কে ব'লে ? —যারা কিছু নিজ ইন্দ্রিয়তোষণ চায় তা'রা। কিন্তু জগতের ধনাগারে এমন ধন নাই, যাতে সকলের সন্তোষ হ'তে পারে। কেউ পূর্ণ-জিনিষ দিতে পারে না, এটা আমরা ভগবানের বামনাবতারে বলি-বামনসংবাদে জান্‌তে পারি। দাতার কাছে তত জিনিষ নাই, গ্রহীতা যত চায়। তা' হ'লে আমি দয়া ক'রতে পারি, পরার্থিতাধর্ম্মে দীক্ষিত (altruist) আমি, এ প্রকার দম্ভ আমার ভাল নয়। ভগবান্‌ বামনলীলায় এই শিক্ষা দিয়েছেন।

শ্রুতির বাক্য যেটি পাঠ ক'রলাম, তাতে ব'লেছেন, একটি গাছে দু'টি পাখী আছে, একটি খায় আর একটি খাওয়ায়। ভোগী পাখী যখন খায়, যখন প্রভু হ'বার আকাঙ্ক্ষা করে, যখন ভোগে ডুবে যায়, তার মনে যদি এই কথাটা উদয় হয়,—তিনি আমার প্রভু, তাঁর ভাণ্ডারের সব জিনিষ আমাকে দিচ্ছেন, যিনি ভোগ করাচ্ছেন, আমি তাঁর কি সেবা ক'র্‌ছি, তখন তা'র সেবা করবার বিচার আসে। 'অনীশা"—যে ভোগরাজ্যে ডুবে গেছে, ব'লছে "খানেওয়ালা আমি, সেবা করণেওয়ালা তিনি; ভোগকর্ত্তা আমি, ভোগদাতা তিনি; আমার প্রভু কেউ নাই—এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি হ'লে তখন কেবল 'দেহি' 'দেহি' রব। "রূপং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি দিশো জহি, মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্" ইত্যাদি বাক্যে সপ্তশতী পাঠকালে আবেদন করি। তিনি যোগান দেন আর আমি ভোগ ক'রতে থাকি। "আমি শালগ্রামের উপর ব'সে গেছি, শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভেঙ্গে খাচ্ছি, শালগ্রাম আমার চাকরী করুক"—এই বিচার-প্রণালীটাকে 'ধর্ম্ম' ব'লে চালান' কি ভীষণ সেবা-বিরোধিতা বা মূঢ়তা! যেহেতু প্রভু-সেবা-বঞ্চিত হ'য়ে প্রভুকে আমার ঘোড়া ক'রে ফেলেছি, সে আমাকে চিরদিন চড়াবে, ভক্তদের চাকর ক'রে ফেল্‌বো—এই বুদ্ধি হ'লে অসুবিধা আসে। কারো আশ্রয়ে না থাকায় প্রাপ্ত দ্রব্য হারাবার সময় শোক—অভাব এসে উপস্থিত হয়, মূঢ়তা লাভ হয়। প্রভুর সেবা না ক'রে ভক্তিহীন হ'য়েছি, ভজনীয় বস্তুর প্রতীতি নষ্ট হ'য়েছে। অথচ দুইটি একসঙ্গে না থাক্‌লে পূর্ণ হয় না। যখনই মাথায় ঢুক্‌বে যে আমি সেবা নিচ্ছি, আমি ক্ষুদ্র বৃহতের সেবা করা আমার কর্ত্তব্য, তিনি আমার প্রভু, তখন তাঁর মহিমা জান্‌তে পারলে শোক থাক্‌বে না। শোক হয় প্রাপ্তবস্তুর অভাবে, যখন প্রাপ্ত বস্তু ধ্বংস হয়। ভোক্তৃভোগ্য-বিচারহীনতাই দুর্ব্বুদ্ধি। 'বীতশোক কখন হয় ? যখন জানে, সব ভোগ তাঁরই, তিনি সেবা নেবেন, আমি তাঁর ভোগ্য। এই মহিমাজ্ঞান আগে হ'চ্ছিল না। দু'জনে বন্ধু—সর্ব্বতোভাবে পরস্পর সেব্য সেবকভাবে অবস্থিত (reciprocated) হ'লেও, একের জন্যে অন্যে ব্যস্ত

হ'লেও তিনি খাওয়াছেন, আমি খাচ্ছি—এই বিচার ছিল না। যখন বুঝ্‌তে পারি তখন বলি—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।"

আপনি দাতা, আপনি কৃপা ক'রে খেয়ে উচ্ছিষ্ট দিন—এই বিচার হ'লে তখন আমরা ভক্তি লাভ ক'রতে পারি।

আমি আমার জন্যে কাজ ক'রে সুবিধা সঞ্চয় ক'রবো এটা পুণ্য, এর বিপরীত পাপ। যখন দেখতে পায়, মূলবস্তু তিনি, কর্ত্তা তিনি আর আমি কর্ম্ম, কার্য্যের দ্বারা কর্ত্তার অভীষ্ট সাধন ক'রবো, তিনি ব্রহ্মযোনি, বৃহদ্‌বস্তুর মূল আকর বস্তু, সর্ব্বকারণ-কারণ তখন ওয়াকিফ্‌হাল হ'য়ে, মুক্ত হ'য়ে জগদ্দর্শনকার্য্য সমাধা ক'রে পাপপুণ্যের বোঝা ছেড়ে দিয়ে নিরঞ্জন—নিষ্পাপ হয়। পরম সমতা এসে যায়, বাস্তবিক পণ্ডিত হ'য়ে যায়। "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ"। স্বরূপের অভিব্যক্তি হ'লে সেবা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়ে যাবে। তখন অন্যের সেবা, কুকুর, ঘোড়া বা মানুষের সেবা ক'রবে না। তবে ভক্তের সেবা ক'রবে কেন? এ প্রশ্ন এলে ব'লতে হয়, যিনি ভগবানের সেবা ছাড়া আর কিছু করেন না, তিনি ভগবানের সঙ্গে সমান সেব্য পদার্থ। তিনি ভগবানের সিংহাসনে উঠে প'ড়েছেন তাঁর সেবার জন্য। তাঁর (সেবকের) সেবা না ক'রে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে হ'বে না।

মানুষকে পুণ্যবান্ ব'লে প্রশংসা বা পাপী বলে ঘৃণা ক'রতে হ'বে না, ক'রলে অসুবিধা আছে।

"পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।"

সমতা লাভ না ক'রলে সুবিধা হ'বে না।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিনঃ।।"

পাণ্ডিত্য হ'বে সমদর্শী হ'লে। সকলের উপকার ক'রবো—এ বুদ্ধি হ'লে হিংসার অবকাশ থাকে না। 'আমি বড়' এটা অনর্থপ্রণোদিত বুদ্ধি। 'অন্যলোক তাঁবেদার আমি প্রভু'—এটা অধঃপতনের কারণ। যে মঙ্গল চায় সে তৃণাদপি সুনীচ হ'য়ে সকলকে সম্মান ক'রবে। ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'বার ইচ্ছা থাক্‌লে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।" বিচার অনুধাবন ক'রতে হ'বে।

Ellipseএর দু'টো focus একটা নিকটের আর একটা দূরের blind focus. যে focusটা বৃত্তাভাসের পরিধির নিকট পৌঁছায় সেটা ঢের দূর। মানুষ empiricismএর দ্বারা অনেক দূরে পৌঁছাবে মনে করে; কিন্তু যে পরিধিটি নিকটে থাকে, একটু ছেড়ে দিলেই সেটা পাবে—যেটুকু মানুষের আছে, সেটা ছেড়ে দিলেই পাবে। কতকগুলি মানুষ মনে করে, খুব বেড়ে গিয়ে পরিধির নিকট পৌঁছাবে—ব্রহ্ম হ'য়ে যাবে, কিন্তু বেড়ে গিয়ে ব্রহ্ম হ'বার পিসাসা দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র। মানুষের কতটুকু আছে? ক্ষুদ্রতা ছেড়ে দেওয়া সহজ; কিন্তু অভাব পূর্ণ ক'রতে গিয়ে ফলাবটি ক'রে জগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'বার জন্য ব্যস্ততা অবিবেচনার কার্য্য।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্ব্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।।

— ভাঃ ৬।৩।২৫

—এই বিচারে অভাব পূরণ ক'রে নেব—জ্ঞানের অভাব, শক্তির অভাব, অর্থের অভাব দূর ক'রে প্রচুর জ্ঞান, অর্থ শক্তি সঞ্চয় ক'রে বড় হ'ব। কিন্তু মহাপ্রভু বলেন, তোমার কতটুকু আছে? আর কতটা অভাবই বা পূর্ণ ক'রবে। তার থেকে তোমার যা বিন্দুমাত্র আছে, সেটুকু ছেড়ে দাও না কেন? ভোগীর চেহারায় বিশ্বদর্শন-চেষ্টা, ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা ছেড়ে দাও—অভিমান-শূন্য হও। যে যা চায়, তা'কে তা' দিয়ে অমানী হ'য়ে যাও। তা' হ'লে অল্প প্রয়াসেই কার্য্য হ'বে। যদি সহ্য ক'রতে পার, কে তোমার কতটুকু অন্যায় ক'রতে পারবে? সমতা লাভ ক'রে ঝগড়া ক'রলে বড় হ'বার চেষ্টা আছে জান্‌তে হ'বে। বাকীটুকু পুরিয়ে নেবার চেষ্টা না হওয়াই ভাল। অনেকটা সুবিধা হ'বে যদি ভক্তিপথ আশ্রয় করা হয়। যোগসিদ্ধি, কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা স্বর্গসুখাদির চেষ্টা প্রভৃতির নিরর্থকতা সহজেই জানা যায়।

একটী বৃক্ষে দু'টী জিনিষ, সেবকের রস এক-প্রকার, সেব্যের রস অন্য প্রকার। সেব্য সেবা গ্রহণ

ক'রে সেবককে সেবার সুযোগ দেন ; ভগবান্ সেবকের সেবা করেন, সেবক ভগবানের সেবা করেন। একটা কথা আছে—'শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব' 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভুই শ্রেষ্ঠ, তাঁ'র আরাধ্য রামচন্দ্র। যেমন কথা আছে 'রামেশ্বর'। রাম ঈশ্বর যাঁর অথবা রামের ঈশ্বর যিনি। 'মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি' —অভক্ত-সম্প্রদায়-এর তাৎপর্য্য না বুঝতে পেরে কুব্যাখ্যা ক'রে অর্থবিপর্য্যয় করে। তা'রা চৈতন্যদেবের উপদেশ হ'তে পৃথক্ থাকে। তিনি কৃষ্ণভজনের কথাই ব'লেছেন, তাঁর উপদেশ না বুঝ্লে বিপথগামীই হ'ব। রসময়ের রসবৃদ্ধির যত্ন করা কর্ত্তব্য। রস শুকা'লে, জড়রস বৃদ্ধি ক'রলে সর্ব্বনাশ।

রস-বিচারটী সুষ্ঠুভাবে হওয়া দরকার। রসময় রসিকশেখর কোন্ রস কি ভাবে প্রকাশ ক'রে রসাস্বাদন ক'রছেন এ'টী বিচার ক'রলে আমরা জান্‌ব —'রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ' সবরস কৃষ্ণের পাদপদ্ম থেকে বেরিয়েছে, তা'র কতক স্বাংশগণে আছে, এঁ'দের নিজ নিজ বৈকুণ্ঠ আছে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, রাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি—এঁ'রা কোন্ কোন্ রস কি ভাবে আস্বাদন ক'রেছেন তাহা জানা দরকার। করুণাবতারের কথা বুঝ্‌তে না পেরে যে অমঙ্গল তা' হ'তে রক্ষা পাবার জন্য ভাগবত শুনা দরকার। অনেকের বিচার কৃষ্ণ অপেক্ষা বুদ্ধতে ভাল গুণ। ভোগীর ভোগ তা'দের জন্য রে'খে দিয়ে তিনি নিজে নির্ভোগ হ'য়েছেন। এটী ভাল। স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে গাছতলায় ব'সে তপস্যা ক'রেছেন, আর কৃষ্ণ কামদেব হ'য়ে নিজ বহু কামনা তৃপ্তি ক'রেছেন। তাই বুদ্ধ ও কৃষ্ণ আসামীদ্বয়ের মধ্যে বুদ্ধকেই রায় দিলাম। তা'র উত্তর নারদঋষি দিয়েছেন,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

কৃষ্ণের লীলা বুঝ্‌তে না পেরে বুদ্ধকে তপস্বিমাত্র বুঝ্‌লে—কৃষ্ণের অবতার জ্ঞান না করলে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যাওয়ার বিচারটারই বহুমানন হয়। অন্য সব নিষ্ক্রিয় হ'লে ভোগী সব মজা লুট্‌বে। এ'দের পাষণ্ডতা কত বেশী। সাধুরা জঙ্গলে থাকুক, আমরা ঘরে বাস ক'রে ইন্দ্রিয়-তর্পণ করব, তাদের সাধুতার কথা আমাদের কাছে না আসুক। ভোগ ক'রে কৌশলে লোক ঠকান। অনেকে বলেন, গৌড়ীয়-মঠে সারস্বত-শ্রবণ-সদন বড় হ'বে কেন? তা' থেকে আমাদের বেশ্যালয় বড় হ'ল না কেন? মোটরগাড়ীতে আমরা চ'ড়্‌ব—কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে এঁ'দের চড়ে কাজ নাই, তিনি নিরাকার বুদ্ধ হ'য়ে জঙ্গলে যা'ন্ ; কিন্তু বুদ্ধিমান নারদ ব'লেছেন হরি আরাধনায় জগতের সব দ্রব্য লাগিয়ে দেওয়া হউক, নচেৎ তপস্যা, ধর্ম্মকর্ম্ম, সবই শয়তানের প্রশ্রয় দেওয়া হ'বে, হরি আরাধনাই মূল বস্তু। বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য সব জিনিষ ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় লাগান। ভক্ত ভোগ করেন না, ত্যাগও করেন না, ভগবানের ভোগ দেন, কিন্তু বোকা লোক তা' বুঝে না। যে মুহূর্ত্তে 'আমি ভোগ ক'রব'বুদ্ধি হয় তখনই ভক্তি থেকে খারিজ হ'য়ে ব্যভিচাররত, অসৎ হ'য়ে পড়ে। ভোগের দ্রব্য মাঝ পথে মেরে নেবার বুদ্ধি হ'লে সর্ব্বনাশ। রসের একমাত্র ভোক্তা—ভগবান্, সুতরাং আমার তপস্বী জীবন হওয়াই ভাল। অন্যান্য সকলের জীবন দিয়ে ভগবানের সেবা করব' এই বিচারই ভাল। শুধু তপস্যা করার কোন মূল্য নাই। যেমন—এক সংখ্যার ডাইনে শূন্য বসা'লে দশ দশ গুণ বৃদ্ধি হ'য়ে যায়, কিন্তু সংখ্যা বাদ দিলে শূন্য ; তদ্রূপ ভগবানের সেবা বাদ দিয়ে যা' কিছু করা যায় সবই নিরর্থক হ'য়ে যায়, সুতরাং বৌদ্ধদিগের বিচারের সহিত ভক্তসম্প্রদায়ের বিচার পৃথক্।

যেমন বরাহ-উপাসকগণ 'বারাহী', নৃসিংহ-উপাসকগণ 'নারসিংহী', রামোপাসক 'রামাৎ', কৃষ্ণ-উপাসক 'কার্ষ্ণ' ব'লে উক্ত হন, তাঁ'রা সকলেই বৈষ্ণব, কিন্তু বুদ্ধের উপাসক বৌদ্ধগণকে কেন বৈষ্ণব বলা হয় না? তা'র উত্তর এই যে—বুদ্ধকে তা'রা বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকার করে না, তিনি একজন সাধক, তপস্যা ক'রে সংযত হ'য়ে কণ্টমুক্ত হ'য়েছেন—এই প্রকার বিচার করেন। তা'রা জানে না যে তা'রা নিজে বৈষ্ণব। সুতরাং তা'দের কর্ম্মের

সফলতার বদলে নিষ্ফলতা আসে। তপস্যা ত' ভগবৎসেবার জন্যই ক'রতে হ'বে।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

অচেতনের সেবার কি ফল। বৌদ্ধ-সম্প্রদায় কৃষ্ণলীলা বুঝ্‌তে না পে'রে বুদ্ধদেবে যে কারুণ্যরস আছে তা'র বহুমানন করে। বুদ্ধের করুণা বিস্তার ভাল কথা, কিন্তু তুমি করুণা গ্রহণ ক'রছ না কেন? বুদ্ধকে তপস্বী মাত্র দাঁড় করাও কেন? তিনি যে তপস্যা ক'রে জগতে করুণা বিতরণ ক'রেছেন সে'টী মূল বস্তুর উদ্দেশ্যে পরিচালিত ক'র্‌বার জন্য। বুদ্ধের বিচারপ্রণালীতে হরিভজনই আছে, কিন্তু অবুঝ বৌদ্ধগণ তপস্যার নিরর্থকতাকেই প্রয়োজন জ্ঞান ক'রেছেন, তা'তে সবই বিফল—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

এই প্রকার প্রত্যেক অবতারের যে যে রস আছে তা' বিচার কর্‌লে জান্‌তে পারব, সব রস অপেক্ষা কৃষ্ণের রসের উৎকর্ষ আছে। কৃষ্ণে ১২টী রস পরিপূর্ণভাবে আছে, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। সেই রস পান করা দরকার, এটী প্রয়োজন-তত্ত্বে বিচার করা হ'য়েছে। মায়িকরস, জড়রস আংশিক বা অপূর্ণ, সে'টা ফলপ্রদ নহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিকথা—হৃৎকর্ণরসায়ণ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

মুমূর্ষু মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকরতল গঙ্গাতটে শ্রীল শুকদেবের মুখবিগলিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথামৃত পান করিতে করিতে উন্মত্ত, যখন যদুবংশে-অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম পবিত্র লীলাবলী শ্রবণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; সেই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে নিবেদন করিতেছেন যে—হে জগদ্‌গুরো! যে প্রকার ক্ষুধার্থ মনুষ্য বহু ভোজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে পর তাহার ভোজন-বিষয়ে রুচি সমাপ্ত হইয়া যায়, সেইপ্রকার কিছু শ্রবণ করিবার পর কথা শ্রবণ বিষয়ক আমার (পরীক্ষিতের) উৎসুকতা সমাপ্ত হইয়া যাইবে, আপনি তাহা চিন্তাই করিবেন না। কেননা ভগবানের কথায় পরম মধুর রসের প্রাচুর্য্য এত যে তাহাতে কোন ব্যক্তিই ভগবদ্‌গুণানুবাদ শ্রবণে কখনও বিরক্ত হইতে পারে না।

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥

—ভাঃ ১০।১।৪

সাংসারিক বাসনা বিহীন শ্রীনারদাদি শুদ্ধভক্তগণ যাঁহারা সর্ব্বসাধারণের সার বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন এবং স্বয়ং নিরন্তর যাঁহার অনুষ্ঠান করেন, মুমুক্ষুগণ সংসাররূপী রোগকে নিরাময়ের জন্য একমাত্র উপায় বলিয়া যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাঁহার নাম শ্রবণে বিষয়াসক্ত পুরুষেরও কর্ণকুহর শীতলতা প্রাপ্ত হয় এবং যাঁহার অর্থ-জ্ঞান হইলে পর মনে অসীম-আনন্দের সঞ্চার হয়। তমোগুণরহিত ব্রহ্মাদি দেবগণের দ্বারা পরিসেবিত শ্রীকৃষ্ণের সেই নাম, রূপ, গুণ এবং লীলাকথায় শ্রবণ-কীর্ত্তনে আত্মঘাতী, আত্মক্লেশী অথবা পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি আছে যে, তাহা হইতে বিরত থাকে?

শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত পান করিবার জন্য উৎকট

লালসায় মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেবকে প্রকট লীলা-বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু ভগবানের লীলা অনন্ত, শ্রীল শুকদেব কত বর্ণন করিবেন আর মহারাজ পরীক্ষিতও কত শ্রবণ করিবেন? বিশেষতঃ যদি পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল শুকদেব বিস্তৃতরূপে লীলা-বর্ণন করিবার প্রারম্ভ করেন ত, কিছু সময়ের মধ্যে মহারাজ পরীক্ষিতের বিরক্ত উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব না হইতে পারে! ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যক্তি উৎকট ভোজনের লালসায় অধিক ভোজনের জন্য প্রার্থনা করে, কিন্তু উদরপূর্ণ হইলে পর ভোজনের অবশিষ্ট পদার্থে আর ভোজনের জন্য ইচ্ছা হয় না; উহার ভোজনে বিরক্ত হইয়া যায়। তদ্রূপ মহারাজ পরীক্ষিতের উৎকট লালসায় বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণন করিবার পর উঁহার লালসা নিবৃত্ত হইলে-পর অন্তে লীলাকথা শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহার বিরক্ত উৎপন্ন হইবে না, এই কথা কে বলিতে পারে? এই বাক্য মনে স্মরণ রাখিয়া শ্রীল শুকদেব শ্রীকৃষ্ণ-লীলার কথা বলিতে সন্দেহ না করেন, এইহেতু মহারাজ পরীক্ষিৎ—"নিবৃত্ততর্ষৈঃ" আদি শ্লোকে যুক্তি—তর্কদ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা কথায় কাঁহারও বিরক্ত উৎপন্ন হইতে পারে না।

মুক্ত, মুমুক্ষু এবং বিষয়ী—এই তিন শ্রেণীতে সাধারণতঃ মানবকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-কথা শ্রবণ করিতে এই তিন শ্রেণীর মানবের কাহারও বিরক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না, অথবা কেহই শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকথার শ্রবণে বিরত হইতে পারে না। মূলশ্লোকে হেতুনির্দ্দেশপূর্ব্বক এই তত্ত্ব সমালোচিত হইয়াছে।

"নিবৃত্তা বিগতা তর্ষা বিষয় ভোগবাসনা যেষাম্" —অর্থাৎ যাঁহার বিষয়ভোগ বাসনা নিবৃত্ত হইয়াছে, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে শ্লোকস্থ "নিবৃত্ততর্ষা" শব্দের অর্থ হয়—বিষয়ভোগবাসনারহিত, অর্থাৎ—মুক্ত। জীব অনাদিকাল হইতে বিষয়বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকারে দুঃখদারিদ্রের ঘাত-প্রতিঘাতকে সহ্য করিয়া নানা প্রকারের যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। কোন অজ্ঞাত সুকৃতির ফলে যদি শুদ্ধভক্ত সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে সম্যক্ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধনানুষ্ঠান করিতে থাকে ধীরে ধীরে তাঁহার তখন বিষয়বাসনা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। বাসনা-নির্ম্মুক্ত মানবের পুনঃ জন্ম-মরণাদি সাংসারিক ক্লেশ থাকে না; তিনি পরমানন্দপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দের কথা-প্রসঙ্গে নিমগ্ন থাকেন। যে ভক্তির অতিরিক্ত জ্ঞান অথবা যোগসাধন মার্গাবলম্বন করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন, তিনি পরব্রহ্মে সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি জ্ঞান অথবা যোগমার্গের অতিরিক্ত ভক্তি বা শুদ্ধ-ভক্তির সাধন করেন; তিনি সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া ভগবৎ-পার্ষদ-দেহ লাভ করেন। যাঁহার সাধন করিতে করিতে সাংসারিক বাসনা নিবৃত্ত হইয়া যায়; কিন্তু সাধকদেহ বর্ত্তমান থাকে এবম্প্রকারের মুক্ত পুরুষকে 'জীবন্মুক্ত' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। ইঁহাদের সাধকদেহের অবসান হইলে পর পার্ষদ-দেহ প্রাপ্তি হয় তিনি 'মুক্ত', শ্লোকস্থ 'নিবৃত্ততর্ষ' শব্দের মুক্ত এবং জীবন্মুক্ত দুইপ্রকারের অর্থ করা যায়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ বৈষ্ণবতোষণী টীকায় আলোচনা করিয়াছেন যে 'জ্ঞানিবর-ভক্ত' আর 'স্বভাব-ভক্ত' ভেদে মুক্তি দ্বিবিধ প্রকার হয় এবং তাহার জীবন্মুক্ত তথা সালোক্যাদি এই দুই ভেদ হয়। অতএব শ্লোকস্থ 'নিবৃত্ততর্ষ' শব্দে ইহার চতুর্ব্বিধ প্রকারের মুক্ত পুরুষগণ জানা যায়। শুদ্ধভক্তি এবং যোগ-জ্ঞানাদি মিশ্রিত ভক্তিরূপ দ্বিবিধ সাধন ভেদকে লইয়া মুক্তিভেদ করিয়া শ্রীবৈষ্ণবতোষণী টীকায় এই ভেদ নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত বিরোধ নাই।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
—ভাঃ ৩।২৯।১৩

আমার ভক্তগণ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, আর একত্ব (কৈবল্য) এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও আমার ঐকান্তিক সেবাপরায়ণ ভক্তগণ আমার সেবা সম্বন্ধরহিত হওয়ার দরুণ এইসব মুক্তিকে গ্রহণ করেন না।

ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের বাক্যে স্পষ্ট জানা যায় যে, মুক্তি পঞ্চ প্রকার। ইহাতে যে কৈবল্য মুক্তি প্রাপ্ত করে, তিনি পরব্রহ্মের চিৎসত্তায় লীন হইয়া যায়। যাহাতে সেবাবাসনা থাকে তিনি কৈবল্য মুক্তিকে গ্রহণ করেন না, পার্ষদ-দেহ লাভ করিয়া

যথাযোগ্য প্রভুসেবায় নিরত থাকেন। যে ব্যক্তি ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার লালসায় ভক্তির সহায়তায় জ্ঞান অথবা যোগের সাধন করেন ভক্তি-দেবী তাঁহাকে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করিয়া অন্তর্হিতা হন; অতএব সেবা-বাসনা না থাকার কারণ তিনি চিৎসত্তায় লীন হইয়া যায়। যে ব্যক্তি জ্ঞান এবং যোগমিশ্রিত ভক্তিসাধন করেন, তাঁহার ভক্তির ফলস্বরূপ সেবা বাসনা করেন অথবা জ্ঞান বা যোগের ফলরূপে চিদৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন, তিনি সালোক্যাদি মুক্তি প্রাপ্ত করিয়া পার্ষদ-দেহে ভগবানের ঐশ্বর্য্যময়ী সেবা-প্রাপ্ত হন। যে সকল প্রারম্ভ হইতেই শুদ্ধভক্ত সঙ্গে শুদ্ধভক্তির সাধন করেন, তিনি সেবা-বাসনা বিনা আর অন্য কিছু কামনা করেন না, তিনি নিজের সেবানুকূল সেবাযোগ্য অপ্রাকৃত শরীর লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকিয়া কৃতার্থ হন। জ্ঞান অথবা যোগমিশ্রিত ভক্তিসাধনায় অথবা শুদ্ধাভক্তি সাধনায় যে সংসার হইতে মুক্ত হন, তিনি সংসার হইতে মুক্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-গুণগান ও সেবা পরিত্যাগ করেন না। যে সকল ভক্তিমিশ্রিত যোগ অথবা জ্ঞানের সাধনদ্বারা সংসার হইতে মুক্তি হইয়া যায়, তাঁহারা সংসার হইতে মুক্তি হওয়ার পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে অথবা সেবাযোগ্য শরীর না থাকার কারণ তিনি চিৎসিন্ধুতে অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব পরিত্যাগ করিয়া একাকাররূপে অবস্থান করেন।

ভব-বন্ধন হইতে মুক্তব্যক্তি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া ঘোষণা করেন যে ঐপ্রকার আনন্দ আর কোন বস্তুতে নাই; ইহাই সর্ব্বোপরি বস্তু। মুক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ মুনি তথা মুক্ত জীবগণের পরিসেবিত ব্রহ্মা, শিব, অনন্তদেব প্রভৃতি দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণ গুণানুবাদেই মত্ত থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে ভব-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইলেও তাঁহার গুণকথারূপী সমুদ্র পার হইতে পারে না।

রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যখন রোগের যন্ত্রণায় অচেতন হইয়া যায়, তখন রোগের প্রতীকারের বাসনা থাকে না। বিকারাবস্থায় ঐ ব্যক্তি অনেক প্রলাপ করে; অন্য ব্যক্তিকে কার্য্য করায়, পরন্তু কোন ফল হয় না। তদ্রূপ ভবরোগগ্রস্ত মানবেরও ঐ অবস্থা হয়। তিনিও রোগের প্রভাবে চেতনাশূন্য হইয়া বিকারগ্রস্ত দশায় কার্য্য করে; কিন্তু ইহাতে রোগ কিছুতেই শান্ত হয় না। কোন প্রকার চৈতন্যতা আসিলে পর রোগী যখন নিজের অবস্থাকে জানিতে পারে, তখন সেই রোগী রোগের প্রতিকারের জন্য চেষ্টান্বিত অর্থাৎ সচেষ্ট হয়। ভব-রোগগ্রস্তও যখন শুদ্ধ-ভক্তের কৃপায় কিছু চেতনা হইয়া নিজের অবস্থাকে জানিতে পারে, তখন তিনি সেই রোগকে প্রতিকারের জন্য নানাপ্রকারের উপায়ের আশ্রয় নেয়। উক্ত ভব-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যখন নিজ অবস্থাকে জানিয়া রোগ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। মুমুক্ষু লোক ভব-রোগের প্রতিকারের জন্য হরিকথা-মৃতরূপ মহৌষধ সেবন করেন। এই রোগের অন্য কোন মহৌষধ নাই। অতএব শ্রীগোবিন্দ-নামগুণানু-বাদ মুক্ত আর মুমুক্ষু—এই দুই প্রকারের লোকের জন্য পরম উপাদেয়।

চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা রূপ-রস-প্রভৃতি বিষয়কে গ্রহণ করাই যাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, তিনি—'বিষয়ী'। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকথা শ্রবণ কর্ণের জন্য রসায়ন এবং অর্থ-জ্ঞানে মনকে তৃপ্তি প্রদান করেন। অতএব বিষয়ী লোকও ইঁহার পরম আদরপূর্ব্বক সেবন করেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে পর সব জানিতে পারেন যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী ও তাঁহার উচ্ছিষ্ট অধরামৃতের রস, উঁনার কথামৃত, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ তথা চরণের নির্ম্মা-ল্যের সুগন্ধ ঘ্রাণের সমান পরমোৎকৃষ্ট বিষয় আর কি হইতে পারে? যে ব্যক্তি এই বিষয়ের পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত বিষয়ে রত থাকে তিনি—'কুবিষয়ী' অর্থাৎ—কুৎসিত-বিষসমূহের সেবনকারী।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিবার পর, ইহা জ্ঞাত হইল যে মুক্ত, মুমুক্ষু অথবা বিষয়ী, কোন ব্যক্তিই শ্রীগোবিন্দের গুণানুবাদের শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে বিরত থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদে ঐপ্রকার অচিন্ত্য শক্তি আছে যে সমস্ত প্রাণীকে আকৃষ্ট হইতে হয়। মহারাজ পরীক্ষিতের অভিপ্রায় এই যে আমি মুক্ত অথবা মুমুক্ষু না হইয়া কেবল বিষয়ী। অত-এব তথা মননের জন্য রসায়নস্বরূপ শ্রীগোবিন্দের গুণানুবাদে আকৃষ্ট থাকিব ইহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব জগদ্‌গুরো শ্রীগোবিন্দের গুণানুবাদ শ্রবণ হইতে বিরত বা বিরক্ত হইয়া যাইব এইরূপ আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদে বিরত হওয়ার প্রয়োজন নাই।

মুক্ত, মুমুক্ষু আর বিষয়ী-ত্রিবিধ মানব শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদের শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে পর জানা যায় যে এই ত্রিবিধ মানবও আস্বাদনে কিছু তারতম্য আছে। লেশমাত্র বিষয় বাসনা হইতে শূন্য মুক্ত পুরুষের নির্ম্মল চিত্তে শ্রী-কৃষ্ণের ব্রহ্মানন্দাপেক্ষা কোটি কোটি গুণাধিকরূপে শ্রীগোবিন্দের লীলানন্দ অজস্র কোটি কোটি স্রোত নিসৃতঃ হইয়া তাহার অনন্তলোকে নিমগ্ন করিয়া গানরূপে মুখের দ্বারা নির্গত হইয়া বিশ্বকে প্লাবিত করে। তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুবাদের জন্য প্রযত্ন করিতে হয় না। তাঁহার মুখে স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণ-গুণানু-বাদ গান হইতে থাকে। শ্লোকস্থ—'উপগীয়মান' শব্দের আলোচনা করিলে ইহার অর্থই প্রতীত হয়। 'গীয়মান' শব্দ কর্ম্মবাচ্যে প্রযুক্ত হয়। কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মপ্রধান হয় আর কর্ত্তা গৌণ। মুক্ত পুরুষগণের শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-গানরূপী কর্ম্মপ্রধান হয়। মুক্ত কর্ত্তা হইয়াও গৌণ; কেননা তাঁহার গানের জন্য চেষ্টা বা প্রযত্ন করিতে হয় না। 'গীয়মান' শব্দ বর্ত্তমান-কালে প্রযুক্ত হওয়ায় জানা যায় যে তাঁহার গান সর্ব্বদাই উচ্চারিত বর্ত্তমান থাকে; কখনও তিনি গান করেন বা করিবেন—এই প্রকারে অতীত বা ভবিষ্যৎকাল প্রয়োগ হয় না। 'উপ' শব্দের অর্থ—'উৎকৃষ্ট অধিক্' বা প্রচুর। 'গীয়মান' শব্দের সহিত এই উপ-সর্গের যোগে অর্থে আরও চমৎকার আসিয়া যায়। মুক্তগণ অধিকরূপে অর্থাৎ সর্ব্বসাধন বা সাধ্যের শ্রেষ্ঠরূপে এই গানের অবলম্বন করেন।

মুমুক্ষু পুরুষের চিত্ত বিষয়-বাসনা শূন্য না হই-লেও তিনি জানেন সে বিষয়-বাসনা চিত্তের মল, ইহাকে শীঘ্রই দূর করিতে হইবে। রোগী যেপ্রকার রোগ দূর করিবার জন্য ঔষধ সেবন করেন, মুমুক্ষু লোকেও সেই প্রকার ভব-রোগ দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কথারূপ মহৌষধ সেবন করেন। রোগীকে যে প্রকার যত্ন বা চেষ্টা সহকারে ঔষধ উদরস্থ করিতে হয়, মুমুক্ষুগণও তদ্রূপ যত্ন বা চেষ্টার সহিত শ্রীকৃষ্ণকথারূপ মহৌষধকে কর্ণদ্বারা চিত্তস্থ করিয়া থাকেন। বস্তু স্বভাবের কারণে তাহার শ্রবণ-কীর্ত্তন-মননের জন্য রসায়ন হইয়া যায়, ইহাতে কিছুই সন্দেহ থাকিতে পারে না। রোগী যদি মিষ্টি ঔষধ প্রাপ্ত হয়, তবে কি অন্য তিক্ত ঔষধ সেবনের ইচ্ছা করিবেন? এই কারণে মুমুক্ষুলোক কখনও শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে বিরত হইতে পারে না। বিষয়ী লোকগণের চিত্ত সর্ব্বদা নানাপ্রকারের বিষয়-বাসনায় মলিন থাকে; অতএব তাহারা শ্রীকৃষ্ণের কথা-মাধুর্য্যের আস্বাদন করিতে পারে না। তাহারা ভব-রোগে সর্ব্বদা বেহুস থাকে, অতএব ঔষধরূপেও শ্রীকৃষ্ণ নামকে গ্রহণ করিতে পারে না; তাহারা শ্রবণ-সুখদ হওয়ায় বিষয় ভোগের সমানই শ্রীকৃষ্ণের কথা আস্বাদন করে।

মূলশ্লোকে—'নিবৃত্ততর্ষৈরূপগীয়মানাৎ' 'ভবৌ-ষধা' তথা 'শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ'—এই তিনটি বিশে-ষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কথায় মুক্ত, মুমুক্ষু আর বিষয়ী—এই ত্রিবিধ অধিকারী পুরুষগণকে সঙ্কেত করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবতোষণী টীকায় দেখা যায় যে—'এবং চতুর্থোঽপ্যধিকারী কল্প্যঃ।' ইহার অভি-প্রায় এই যে যাঁহারা ভক্তিমিশ্রিত যোগ, জ্ঞান অথবা শুদ্ধাভক্তি সাধন করিয়া ভব-বন্ধনকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছেন, তিনি 'মুক্ত' যে লোক ভব-বন্ধনকে দূর করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া সাধনে রত, তিনি 'মুমুক্ষু' এবং যে লোক-বিষয়ভোগকেই পুরুষার্থ মনে করে তিনি—'বিষয়ী'। এই তিন প্রকারের মানব ব্যতীত আর একপ্রকারের অধিকারী আছেন, যাঁহার ভব-বন্ধন দূর হয় না অথবা তাহার জন্য তিনি চেষ্টাও করেন না এবং বিষয়-ভোগকেও তিনি পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করে না। তিনি সদা-সর্ব্বদা প্রার্থনা করেন যে,—হে শ্রীকৃষ্ণ! কবে আমার এই শুভদিন উদয় হইবে? যখন আমি সর্ব্বতো-ভাবে বাসনাকে তিলাঞ্জলী দিয়া একান্ত তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন-যাপন করিব। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন আদির অবসরকে কখনও সুযোগ প্রদান করেন না। শ্রীকৃষ্ণকথা ও সেবাই যাঁহার জীবনের সার-সর্ব্বস্বরূপে বরণ

করেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে পর এই জ্ঞাত হওয়া যায় যে তিনি মুক্ত, মুমুক্ষু বা বিষয়ী নহেন। বৈষ্ণবতোষণীকার মতেই চতুর্থ অধিকারী তিনি ভক্তী অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির অভিলাষী। তাহার অধিকার দেবর্ষি প্রভৃতি মুক্তপুরুষগণ। মুমুক্ষু বা বিষয়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবতোষণী টীকাকার মতে শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবার চতুর্থ অধিকারী —'ভক্তীচ্ছু' অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তির অভিলাষী এই বাক্যের যুক্তিপূর্ব্বক ঈশারায় জানা যায়, এই সম্বন্ধে এক আর কথা বলিয়াছেন—"এবং সাধ্যত্বং সাধনত্বং চ, অতঃ সর্ব্বসেব্যত্ব মুক্তম্।" শ্রীভগবৎ কথায় মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী আর ভক্তীচ্ছু—এই চারপ্রকারের অধিকারী হয়। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলেপর জানা যায় যে শ্রীভগবৎ-কথাই সাধ্য এবং সাধন আর সাধকের সিদ্ধপর্য্যন্তসমস্ত দ্বারা সেব্য। (ক্রমশঃ)

উত্তর ও পশ্চিম ভারতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার

[১০ অগ্রহায়ণ, (১৪০৬); ২৭ নভেম্বর (১৯৯৯) শনিবার হইতে ১৯ পৌষ, ৪ জানুয়ারী (২০০০) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত]

নিউদিল্লী তিলক নগর সাতমঞ্জিলা (সাততলা) শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দির

[অবস্থিতি ঃ ১২ ডিসেম্বর রবিবার হইতে ১৫ ডিসেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত]

শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীওম প্রকাশ বরেজা) জনকপুরী A1 শ্রীহরিমন্দিরে সংস্কারকার্য্য চলিতে থাকায় তথায় ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া এইবার তিলক নগরস্থ সাতমঞ্জিলা শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে সভার আয়োজন করেন।

১২ ডিসেম্বর রবিবার সাতমঞ্জিলা মন্দির হইতে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া তিলক নগরস্থ মুখ্য মুখ্য রাস্তা দিয়া চলিয়া সন্ধ্যা ৭-০০টায় উক্ত মন্দিরেই আসিয়া সমাপ্ত হয়। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে নাট্য মন্দিরে প্রত্যহ অপরাহ্ণে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারীর প্রারম্ভিক ভাষণের পরে শ্রীল আচার্য্যদেব অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৫ ডিসেম্বর বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে ধর্ম্মসভা এবং মধ্যাহ্নে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১৩ ডিসেম্বর সোমবার মধ্যাহ্নে শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারীর ব্যবস্থায় A1 Block জনকপুরীতে নিজ গৃহের সংলগ্ন স্থানে নির্ম্মিত সভামণ্ডপে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন। সংকীর্ত্তনের পরে গৃহস্থগণকে সভামণ্ডপে ও সাধুগণকে ওম প্রকাশজীর নিজভবনে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

১৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে ২৬, চন্দরনগরস্থ শ্রীআত্মারাম শর্ম্মা তাঁহার পুত্র এ্যাডভোকেট্ শ্রীচেতন শর্ম্মার গৃহে ধর্ম্মসভা ও মহোৎসবের আয়োজন হয়। গৃহে প্রচুর লোকসংঘট্ট হইয়াছিল। তথায় শ্রীল আচার্য্যদেব জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করিলে সকলে প্রভাবান্বিত হন। ভাষণের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ সংকীর্ত্তন করেন। নিউদিল্লী L-Blockস্থিত মঙ্গলকারী সনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে রাত্রির অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব 'হরির আরাধনাই মনুষ্য জন্মের একমাত্র কর্ত্তব্য' বিষয়টি বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া বলেন। শ্রীঅরবিন্দলোচন দাস ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেবের পরিচয় প্রদানমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশবাণী গ্রহণ করতঃ মনুষ্য জীবন সার্থক করিতে আবেদন জানান। ১৫ ডিসেম্বর বুধবার চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমোহন লাল পাসির বাস-

ভবনে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। হরিকথার আদি ও অন্তে হরিসংকীর্ত্তন হয়। পাসি সাহেবের মিষ্ট ব্যবহারে ও নিষ্কপট সেবা প্রচেষ্টায় বৈষ্ণবগণ প্রসন্ন।

শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজা) তাঁহার পুত্র শ্রীতেজেন্দ্র (রাজু) স্ত্রী পরিজনবর্গ এবং তিলকনগরস্থ সাতমঞ্জিলা সনাতন ধর্ম্ম মন্দিরের সদস্যগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বার্ষিক উৎসবানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ছিন্দ্-কি-ধ্বানি, পাঁচুডালা (রাজস্থান)

[অবস্থিতি ঃ ২৯ অগ্রহায়ণ (১৪০৬); ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ২রা পৌষ, ১৮ ডিসেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত]

শ্রীল আচার্য্যদেব ৩৫ মূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ নিউদিল্লী তিলকনগর সাতমঞ্জিলা শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দির হইতে ১৬ ডিসেম্বর ৯-১০ মিঃএ রিজার্ভবাসে যাত্রা করতঃ বেলা ১-১০ মিঃএ 'পাওটায়' উপনীত হইলে শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারীর মধ্যম পুত্র শ্রীঅম্বরীশ শেখাওয়াতের ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব কএকমূর্ত্তিসহ জীপে অন্যান্য সকলে রিজার্ভবাসে 'ছিন্দ্-কি-ধ্বানি তে অপরাহ্ন ৩-৩০টায় আসিয়া পৌঁছেন। প্রচার সংঘের ত্যক্তাশ্রমী সাধুগণ—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ, শ্রীঅরবিন্দলোচন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (যোগেশ), শ্রীজীবেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীজগজ্জীবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীআনন্দলীলাময় বিগ্রহ দাস ব্রহ্মচারী (আশীষ), শ্রীতমালকৃষ্ণ দাস (তবীন), শ্রীপূর্ণানন্দ দাস। গৃহস্থ ভক্তগণ—শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (কুলদীপ চোপরা), শ্রীভূতভাবন দাসাধিকারী (ভূপেন্দ্র), শ্রীরামপ্রসাদজী. শ্রীকপীশ চোপরা প্রভৃতি।

শ্রীঅনিরুদ্ধ প্রভুর গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ ভাষণে ব্যতিরিক্ত ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর প্রাতঃকালীন সভায় হরিকথা বলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। ১৭ ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে শ্রীনারায়ণ সিং শেখাওয়াতের গৃহে, ১৮ ডিসেম্বর শ্রীঅনিরুদ্ধ প্রভুর গৃহে মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

'ছিন্দ্-কি-ধ্বানি' গ্রামের অধিবাসিগণ অধিকাংশ মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত, বাহ্যজগতের সঙ্গরহিত দুষ্প্রবেশ্য পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় বাহিরের আবিলতা কম, ভজন-গান ও কীর্ত্তনের সুযোগ থাকায় তাঁহারা উক্ত বিষয়েতেই অভ্যস্ত। গ্রাম হইতে বিদায় গ্রহণকালে তাঁহারা আর্ত্তির সহিত যেভাবে কীর্ত্তন করেন তাহা সত্যই অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। অনিরুদ্ধ প্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীওমরাও সিং শেখাওয়াত দীক্ষা-নাম শ্রীযুধিষ্ঠির দাসাধিকারী স্থানীয় রাজস্থানী ভাষায় রসদভাবে হরিকথা বলিয়া সকলকে সুখ প্রদান করিলেন। প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীতুলসী পরিক্রমাকালে নৃত্যকীর্ত্তনানন্দে ভক্তগণ প্রমত্ত হইলে পবিত্র বিমল আনন্দদায়ক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ কষ্ট করিয়াও এই দুর্গম স্থানে আসেন ভজনানন্দ লাভের জন্য। শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারীর পুত্রত্রয়—শ্রীরঘুবীর সিং শেখাওয়াত, শ্রীঅম্বরীশ শেখাওয়াত ও শ্রীহরি ওম্ শেখাওয়াত সেবা-ব্যবস্থার মুখ্যদায়িত্বে ছিলেন।

জয়পুর (রাজস্থান)

[অবস্থিতি ঃ ১৯ ডিসেম্বর রবিবার হইতে ২১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত]

নিবাসস্থান—জয়সিয়ারাম মন্দির, গঙ্গাপোল, জয়পুর।

মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীললিতা প্রসাদ রাওতের উদ্যোগে ও ব্যবস্থায় প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও জয়পুরে ধর্ম্ম সম্মেলন, নগর সংকীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্ত ৫৪ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে ছিন্দ্-কি-ধ্বানি হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৯-২০ মিঃএ রিজার্ভ বাসে রওনা হইয়া জয়পুরে গঙ্গামেলস্থ নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান জয়সিয়ারাম মন্দিরে বেলা ১২-১৫ টায় আসিয়া পৌঁছেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় পুরাণীবস্তীস্থিত শ্রীরাধাগোপীনাথ জীউর মন্দিরে সান্ধ্যধর্ম্মসভা এবং তৎপরেও ২০ ও ২১ ডিসেম্বর রাত্রিতে শ্রীগোপীনাথ মন্দিরেই ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে বলেন—সভায় ভক্ত প্রবর শ্রীমধুপণ্ডিতের সেবিত বিগ্রহ প্রয়োজনাধিদেব শ্রীরাধাগোপীনাথ। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমধু পণ্ডিত। শ্রী-পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য বংশীবটের নিকটে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। পরে এই গোপীনাথ বিগ্রহের সেবার অধিকার পান বৃন্দাবনবাসী শ্রীমধু পণ্ডিত। মধু পণ্ডিতকে অবলম্বন করিয়াই রাধা প্রকটিত হন।

পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
শ্রীমধু পণ্ডিত অতি গুণের আলয়॥
দোঁহা প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।
পরম দুর্গম চেষ্টা কহে সাধ্য কার॥
বংশীবট নিকট পরম রম্য হয়।
তথা গোপীনাথ মহানন্দে বিলসয়॥
অকস্মাৎ দর্শন দিলেন কৃপা করি।
শ্রীমধু পণ্ডিত হৈলা সেবা অধিকারী॥

—ভক্তিরত্নাকর ২।৪৭৪-৭৬, ৪৭৯

শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ ম্লেচ্ছের অত্যাচারকে ছল করিয়া বৃন্দাবন ধাম হইতে জয়পুরে আসেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের তিন মূল ঠাকুর শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীরাধাগোপীনাথ বৃন্দাবন হইতে প্রথমে জয়পুরে আসেন। জয়পুর রাজার কন্যার প্রেমেতে মদনমোহন পরে করৌলীতে যান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আরাধ্য মূল বিগ্রহগণ বৃন্দাবন হইতে রাজস্থানে শুভাগমন করায় গৌরভক্তগণের মহাকর্ষ-ণের স্থান জয়পুর ও করৌলী। শ্রীগোপীনাথ জীউর অশেষ কৃপায় গোপীনাথ মন্দিরে ২১ ডিসেম্বর রাত্রিতে এবং ২০ ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দিরে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রসাদ গ্রহণে সকলের সৌভাগ্য হয়। গোবিন্দ জীউর মন্দিরে শ্রীসত্যেন্দ্র ভান চতু-র্ব্বেদী বৈষ্ণবসেবায় আনুকূল্য বিধান করেন।

২০ ডিসেম্বর ও ২১ ডিসেম্বর শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবিত শ্রীরাধা গোবিন্দের পাদপদ্ম সন্নিধানে আসি-বার সৌভাগ্য লাভ করিয়া সকলেই ধন্য হন। প্রত্যহ সংকীর্ত্তন ও নৃত্যসহ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। পূর্ব্বাহ্নে দুইবার আরতি হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেবকে হরিকথা বলিতে দুইবার বসিতে হয়। রূপগোস্বা-মীর ভক্তিতে গোবিন্দবিগ্রহ বৃন্দাবনে গোমটিলায় প্রকটিত হন। সেই স্বয়ং প্রকটিত বিগ্রহ জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে বিরাজিত। জয়পুরবাসীর ভক্তগণের কত সৌভাগ্য। শ্রীল রূপগোস্বামীর বা শ্রীল গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত তাঁহাদের সেবা কেহ লাভ করিতে পারেন না।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতিগণ সমভিব্যাহারে আহূত হইয়া ২২ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে মিলাপনগরস্থ শ্রীমদন গোপাল কোলোয়ালের গৃহে ও তৎপরে শাস্ত্রী-নগরস্থ শ্রীললিতা প্রসাদ রাউতের আলয়ে শুভপদার্পণ করতঃ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রোৎসাহিত করেন।

শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ছিন্দ্-কি-ধ্বানি হইতে অগ্রিম ব্যবস্থা বিষয়ে সহায়তার জন্য সেবকসহ একদিন পূর্ব্বে জয়পুরে পৌঁছেন। তাঁহার তত্ত্বা-বধানেই বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়।

শ্রীললিতা প্রসাদ রাওত ও তাঁহার পরিজনবর্গ, শ্রীঅনিরুদ্ধ প্রভুর পুত্রত্রয় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আন্তরিকতার সহিত যত্ন করেন। শ্রীঅচ্যুত গোবিন্দ দাসাধিকারী (ওম্‌প্রকাশ ব্রজবাসী) শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে অন্যতম ব্যবস্থাপক ছিলেন।

মুম্বই (মহারাষ্ট্র)

[অবস্থিতি ঃ ৭ পৌষ (১৪০৬), ২৩ ডিসেম্বর (১৯৯৯), বৃহস্পতিবার হইতে ১৮ পৌষ, ৩ জানু-য়ারী (২০০০) সোমবার পর্য্যন্ত]

পূর্ব্বে অগ্রিম আগত প্রচার-পার্টি সহ শ্রীল আচার্য্য-

দেব দুইদিন অধিক ৫ জানুয়ারী পর্য্যন্ত অবস্থান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘসহ ৬ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর বুধবার জয়পুর হইতে জয়পুর—মুম্বই এক্সপ্রেসে বেলা ১-৪০মিঃএ রওনা হইয়া পরদিন ২৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার মুম্বই সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শুভ পদার্পণ করিলে শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী বিপুল সংখ্যক নরনারীসহ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। মুম্বই সহরে ধর্ম্ম সম্মেলনের ব্যবস্থা সৌকর্য্যার্থে শ্রীচিদ্‌-ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনদীয়াবিহারী দাস, শ্রীশ্যামসুন্দর দাস, শ্রীগোপাল দাস অগ্রিম আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত আগমনকারী প্রচার সঙ্ঘ—(১) পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, (২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, (৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, (৪) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, (৫) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ, (৬) শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, (৭) শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, (৮) শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, (৯) শ্রীদীন-বন্ধু ব্রহ্মচারী, (১০) শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, (১১) শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, (১২) শ্রীযদুনন্দন ব্রহ্মচারী (যোগেশ), (১৩) শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (হারাধন), (১৪) শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী, (১৫) শ্রীসনৎ কুমার ব্রহ্মচারী, (১৬) শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী (তবীন), (১৭) শ্রীআনন্দলীলাময় বিগ্রহ দাস ব্রহ্ম-চারী (আশীষ), (১৮) শ্রীকেবলকৃষ্ণ প্রভু (লুধিয়ানা), (১৯) শ্রীসাধুচরণ রায় (কাশীকোটরা)।

মুম্বই সহরে বিভিন্ন অঞ্চলে ২৩ ডিসেম্বর বৃহ-স্পতিবার হইতে ৪ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত হরিনাম-সংকীর্ত্তন-সম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হই-য়াছে।

মুম্বই সহরে বিভিন্ন অঞ্চলে হরিনাম-সংকীর্ত্তন-সম্মেলন

(১)

২৩ ডিসেম্বর হইতে ২৫ ডিসেম্বর
[শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দির, আর-সি-মার্গ, চেম্বুর, মুম্বই—৭৪]
সময় ঃ রাত্রি ৭-৩০ টা

(২)

২৬ ডিসেম্বর হইতে ২৮ ডিসেম্বর
[শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, জে-বি-নগর, আন্ধেরি (পূর্ব্ব), মুম্বই]
সময় ঃ রাত্রি ৭ টা

(৩)

২৯ ডিসেম্বর হইতে ৩১ ডিসেম্বর
[শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দির গীতা ভবন, হরিমন্দির, পাঞ্জাবীকলোনী (সায়ন কোলীওয়াড়া) জি-টি-বি-নগর, মুম্বই—৩৭]
সময় ঃ রাত্রি ৮ টা

(৪)

১লা জানুয়ারী (২০০০) হইতে ৪ জানুয়ারী
[শ্রীভক্তিধাম মন্দির, ভক্তিধামমার্গ, চুনাভট্টি, মুম্বই—২২]
সময় ঃ রাত্রি ৭-৩০ টা

উপরি উক্ত সহরের ৪টী এলাকায় শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-সম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেব বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রসঙ্গ ও মহাপুরুষগণের উপদেশবাণী উল্লেখ করতঃ হরিনাম-সংকীর্ত্তনের অসমোর্দ্ধ মহিমা বিস্তারভাবে বুঝাইয়া বলেন। রাত্রির সম্মেলনে চেম্বুরে ও কোলী-ওয়াড়ায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়। প্রত্যহ শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণের পর শ্রীচিদ্‌ঘনা-নন্দ ব্রহ্মচারী রসদ উদাহরণের দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহ বুঝাইয়া দেন। ভাষণের আদি ও অন্তে ব্রহ্ম-চরিগণ কর্তৃক সুললিত ভজন-কীর্ত্তন ও হরিনাম সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের 'শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-সম্মেলনের' উদ্বোধনে প্রদত্ত অভি-ভাষণের সারমর্ম্ম

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের ব্রহ্মচারি-প্রচারকগণ প্রতিবৎসর মহারাষ্ট্রে মুম্বাই সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে 'শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-সম্মেলনের আয়োজন করিয়া থাকেন। এইবারও সহরের চারিটী স্থানে 'শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-সম্মেলনের' আয়োজন করিয়াছেন। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সর্ব্বত্রই অধুনা দেখা যায় প্রচারপত্রের (leaflet-এর) উপর উক্ত শিরোনামা। পূর্ব্বে 'ধর্ম্মসম্মেলন', 'ভক্তি-ধর্ম্মসম্মেলন', 'ভাগবতধর্ম্ম সম্মেলন', 'বৈষ্ণব-সম্মেলন' পাঞ্জাবের কোন কোন স্থানে 'অমৃতবর্ষা' এইরূপ পত্রের 'শিরোনামা' দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ উত্তর ভারতে প্রায় সর্ব্বত্র প্রচার-পত্রে 'শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-সম্মেলন'—এই শিরোনামা দিয়া প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। এই শিরোনামার দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছা নির্দ্দেশিত হইতেছে—কলিযুগে মানবগণের শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন ব্যতীত আত্যন্তিক মঙ্গললাভের দ্বিতীয় কোনও বিকল্প পথ নাই। কলিযুগে মনুষ্যগণ স্বল্পায়ু। মনুষ্যজন্ম ভগবদ্ভজনের উপযোগী অথচ যে কোনও মুহূর্ত্তে এই সুযোগ নষ্ট হইতে পারে, মৃত্যুর পর পুনরায় মনুষ্য জন্ম হইবে এমন কোনও প্রত্যাভূতি (guarantee) নাই। অতএব কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি সাধনে সময় নষ্ট না করিয়া অবিলম্বে সর্ব্বতোভাবে 'শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনে' নিরত হওয়া উচিত। 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥'

—বৃহন্নারদীয় বচন

'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত-নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ এব কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তাঁর নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্ত এব কার॥'
'নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥'

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—'হরের্নাম.........' এই বৃহন্নারদীয় পুরাণ-বচন তিন স্থানে তিন বার উক্ত হইয়াছে—আদি ৭।৭৬, আদি ১৭।২১ ও মধ্য ৬।২৪২

এই শ্লোকের অর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইলে তিনি চমৎকৃত হইলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার রচিত শিক্ষাষ্টকে প্রথম শ্লোকে যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের জয়গান করিয়াছেন, 'শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন' অর্থে তাহাই উদ্দিষ্ট। শ্রীবেদব্যাস মুনি রচিত পদ্মপুরাণের প্রমাণানুসারে জানা যায় 'হরি'ই(১) 'পরমেশ্বর' ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায় প্রথম শ্লোকে কৃষ্ণ পরমেশ্বররূপে নির্দ্দেশিত। ভগবানের অনন্তস্বরূপে অনন্ত লীলা। বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদ নাই, লীলাতে ভেদ। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ সবই 'হরি' শব্দের দ্বারা উদ্দিষ্ট, কিন্তু 'হরি'র সর্ব্বোত্তম প্রকাশ 'কৃষ্ণ'। 'হরি' শব্দের অর্থ যিনি হরণ করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য কৃষ্ণকে চৌরাগ্রগণ্যরূপে সংজ্ঞিত করিয়াছেন তাঁহার রচিত 'চৌরাগ্রগণ্য পুরুষাষ্টকম্'এ—

"ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং,
গোপাঙ্গনানাং চ দুকূলচৌরম্।
অনেক জন্মার্জ্জিত-পাপচৌরং,
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি॥ ১॥
শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং,
নবাম্বুধশ্যামলকান্তি চৌরং।
পদাশ্রিতানাং চ সমস্ত চৌরম্।
চৌরাগগণ্যং পুরুষং নমামি॥ ২॥"

সুতরাং চরম প্রকাশ 'কৃষ্ণ'। 'শ্রীহরি' শব্দের অর্থ শক্তিযুক্ত অর্থাৎ সৌন্দর্য্যযুক্ত হরি। 'শ্রীকৃষ্ণ'

(১) 'হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥'
—পদ্মপুরাণ

শব্দের অর্থও তাই সৌন্দর্য্যযুক্ত কৃষ্ণ। কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য কৃষ্ণের (পূর্ণা চিচ্ছক্তি)। কৃষ্ণ নিজের আরাধনা নিজে যেরূপে করেন—তাঁহাকেই আরাধিকা শক্তি বা সংক্ষেপে রাধিকা বা আরও সংক্ষেপে 'রাধা' বলা হয়। সুতরাং 'শ্রীহরি' সঙ্কীর্ত্তনের অর্থ 'রাধা-কৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন'।

শাস্ত্রের শিক্ষা যদি অন্য দিক দিয়া বিচার করা হয় তাহাতেও দেখা যায়—দেব-দেবীর নামে সংসার মুক্তি বা সর্ব্বহভীষ্ট লাভ হয় না। পুরাণে উদাহরণ আছে শ্রীখট্টাঙ্গ রাজা দেবতাগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অসুরগণের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলেন। অসুরগণ পরাস্ত হইলে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া খট্টাঙ্গ রাজাকে বর দিতে আসেন। অগ্নিদেব আগ্নেয়াস্ত্র, পবনদেব পবনাস্ত্র, বরুণদেব বরুণাস্ত্র, দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দিতে আসিলে খট্টাঙ্গ রাজা দেবতাগণকে তাহার পরমায়ু কতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিলেন 'এক মুহূর্ত্ত' (৪৮ মিনিট)। উহা শুনিয়া খট্টাঙ্গ রাজা আসন্ন মৃত্যু হইতে তাহারা উদ্ধার করিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিলেন কোনও দেব-দেবী পারেন না, বিষ্ণু পারেন। খট্টাঙ্গ রাজা মুহূর্ত্তকালের জন্য বিষ্ণুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া সংসার মুক্ত হইলেন এবং বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ করিলেন। দৈনন্দিন জীবনেও ঋষিগণ কর্ত্তৃক শিক্ষা সমাজ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যিনি যে দেবতারই ভক্ত হউন না কেন, মৃত্যুর পরে মৃতদেহকে শ্মশানে লইবার সময় 'বোল হরি হরি বোল', পশ্চিম ভারতে 'রাম নাম সত্য হ্যায়' বলেন, অন্য নাম করেন না। ইহা প্রবর্ত্তিত হইলেও লোকে ইহার তাৎপর্য্য অনুধাবন করেন না।

পুনঃ বিষ্ণুনামের মধ্যেও প্রকাশের তারতম্যে মহিমার তারতম্য শাস্ত্রে লিখিত আছে। পদ্মপুরাণে —'বিষ্ণু' নাম অপেক্ষা রামনামের মহিমা অধিক নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এক সহস্র বিষ্ণু নাম করিলে যে ফল হয়, একবার 'রাম' নামে সেই ফল পাওয়া যায়।

পুনঃ 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে' 'কৃষ্ণ' নামের সর্ব্বোত্তমতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে—সহস্র বিষ্ণুনাম তিন বার আবৃত্তি করিলে—তিনসহস্র বিষ্ণু নামের ফল এক কৃষ্ণনামে, তিন রামনামের সমান এক কৃষ্ণনাম।(১) কৃষ্ণনাম অপেক্ষাও আরও একটী নামের মহিমা অধিক, কেবলমাত্র সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিরই তাহাতে বিশ্বাস। উহা 'চৈতন্য নিত্যানন্দের' নাম। "কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার। কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥" —চৈতন্যচরিতামৃত আদি ৮।২৪

"চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার। নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত আদি ৮।৩১

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"কেবল মনের দ্বারা মন্ত্র জপ হয়। সেই কালে জপকর্ত্তা মননকারী প্রয়োজন সিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলে জপের অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক কীর্ত্তন হইয়া যায়। কীর্ত্তন হইলে শ্রবণকারীর শ্রেয়ঃলাভ ঘটে।"(২)

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব একটী উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতেন—'এক ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, অন্যের উপর নির্ভরশীল নহেন, উহা শ্রেয়ঃ, কিন্তু যদি কেহ উপার্জ্জন অধিক করিয়া নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ এবং অপরকেও সহায়তা করেন উহা অধিক শ্রেয়ঃ। তদ্রূপ

---

(১) রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥—পদ্মপুরাণ
সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥
—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

(২) অঘচ্ছিৎ-স্মরণং বিষ্ণোর্বহবায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠ স্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্॥

যিনি হরিনাম জপ করেন, তিনি নিজের হিতসাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু কীর্ত্তন করিলে নিকটস্থ শ্রোতৃ-বৃন্দের কল্যাণ হয়, উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা দূরবর্ত্তী জীবগণের কল্যাণ সাধিত হয়, নগরসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ হয়।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—

পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শত গুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মাধ্যমে নামের মহিমা জগতে প্রচার করিয়াছেন। পুরুষোত্তমধামে সিদ্ধবকুলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত হরিদাস ঠাকুরের কথোপকথনে উচ্চ-সংকীর্ত্তনের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন হরিদাস ঠাকুরের নিকট হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত করিয়া বলেন—গো-ব্রাহ্মণের হিংসা সাধনকারি ম্লেচ্ছগণের হিত কিপ্রকারে সাধিত হইবে? হরিদাস ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন—পুরাণে উদাহরণ আছে একটী ম্লেচ্ছ শূকরের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঘৃণাভরে 'হা রাম' নাম উচ্চারণ করিয়া উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিনাম করেন, তাহাদের আর কি বলিব? 'দংষ্ট্রি-দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃ পুনঃ। উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥'—নৃসিংহ-পুরাণ। তৎশ্রবণে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ম্লেচ্ছ 'হা রাম' শব্দ উচ্চারণের দ্বারা উদ্ধার লাভ করিল, কিন্তু স্থাবর, জঙ্গম প্রাণী যাহারা উচ্চারণ করিতে পারে না, ভগবানকে ভুলিয়া সংসারে অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছে তাহাদের কি প্রকারে মঙ্গল হইবে? হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—কেন? আপনি ভক্তগণকে লইয়া নগরে নগরে উচ্চসংকীর্ত্তন করিতেছেন, তাহার দ্বারা সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ সাধিত হইবে। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—সঙ্কীর্ত্তন শব্দের [তিন প্রকার অর্থের মধ্যে (১) নিরপরাধে—দশ-প্রকার অপরাধ বর্জ্জন করতঃ কীর্ত্তন (২) কৃষ্ণের নাম, রূপ-গুণ-লীলা সবটার কীর্ত্তন (৩) বহুভক্ত মিলিত হইয়া ভগবানের নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন।] তৃতীয় অর্থে বুঝায় বহু ভক্ত মিলিত হইয়া ভগবানের নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন—উহা দ্বারাই ত' সম্মেলন নির্দ্দেশিত হইতেছে, পুনঃ হরিনামসঙ্কীর্ত্তনের সহিত 'সম্মেলন' শব্দ কেন যুক্ত হইল? উহাতে দ্বিরুক্তি দোষ হইল। বস্তুতঃ উহা দ্বিরুক্তি নহে। যাঁহারা ভগবানের মহিমা বুঝিয়াছেন তাঁহারাই হরিনাম-সংকীর্ত্তনে শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইবেন, অপরের শ্রদ্ধা হইবে না। ভক্তগণই হরিনাম-সংকীর্ত্তন করেন। কিন্তু ভক্তগণের উদার হৃদয় হওয়ায় তাঁহারা কলি যুগে নিজেরাই হরিসংকীর্ত্তন করিয়া উদ্ধৃত হইবেন, অপর সমস্ত জীব শ্রীহরিকে ভুলিয়া সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করুক ইহা চাহেন না বলিয়াই ভক্তগণ যাহারা ভক্ত নহেন, তাহাদিগকে সকলকেই আহ্বান জানান তাহাদের সহিত হরিসংকীর্ত্তনে যোগ দিতে। হরিনামসংকীর্ত্তনের সহিত সম্মেলন শব্দের প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই।

মুম্বাইসহরে ৪টী অঞ্চলে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

(১)

২৪ ডিসেম্বর শুক্রবার (১৯৯৯) শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে, চেম্বুর হইতে অপরাহ্ন ৩-৪৫ মিঃ হইতে ৫-৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত।

(২)

২৭ ডিসেম্বর সোমবার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, আন্ধেরি হইতে অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৫-৩০টা পর্য্যন্ত।

(৩)

২৯ ডিসেম্বর বুধবার শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দির, জে-টি-বি-নগর কোলীওয়াড়া হইতে অপরাহ্ন ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত।

(৪)

১লা জানুয়ারী (২০০০) শনিবার চুনাভট্টী শ্রী-ভক্তিধাম মন্দির হইতে অপরাহ্ন ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৬-৩০টা পর্য্যন্ত।

প্রত্যহ নগরসংকীর্ত্তনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়-গানমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে ভক্তগণ তাঁহার অনুসরণ করেন। মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীযোগেশ, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। নগরসংকীর্ত্তনে নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

২৫ ডিসেম্বর শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগায়ত্রী প্রসাদ পাণ্ডে, মুম্বইয়ের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ডক্টর শ্রীহীরানন্দানিজী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানকে জমী প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সরেজমিনে দেখিতে তথায় পৌছেন। স্থানটি সহর হইতে কিছু দূরে। কিছু দূর হইলেও মর্য্যাদাপূর্ণ ও মঠের বিভিন্ন প্রকল্প কার্য্যকরণে সমর্থযুক্ত।

এই বৎসর বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা মুম্বই সহরে চেম্বুরে সাধুগণের নিবাসস্থান শ্রীগায়ত্রী প্রসাদ পাণ্ডের গৃহে ১০ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর রবিবার কৃষ্ণাচতুর্থী তিথিতে সম্পন্ন হয়। শ্রীগায়ত্রী প্রসাদ পাণ্ডে প্রবল উৎসাহের সহিত উক্ত শুভ অনুষ্ঠান পালনের জন্য নিজ গৃহপ্রাঙ্গণে সুন্দরভাবে নির্ম্মিত বেদীতে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বিরহ তিথিতে বিরহাত্মক ভজনকীর্ত্তন, গুরুদেবের কৃপা প্রার্থনামূলক ও বৈষ্ণব মহিমাত্মক মহাজন পদাবলী এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত 'শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ......' এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত 'তুঁহু দয়া সাগর......' কীর্ত্তন যাহা শ্রীল প্রভুপাদ তাহার অন্তর্ধানের পূর্ব্বে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুকে যথাক্রমে কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং পরম পূজ্যপাদ শ্রীধরদেব গোস্বামী বিরচিত 'সুজনার্ব্বুদারাধিত পাদযুগং......' গীতটিও শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী কর্ত্তৃক সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণের প্রতি ২৩ ডিসেম্বর (১৯৩৬) তারিখে প্রদত্ত অন্তিমবাণী শ্রীল আচার্য্যদেব পাঠ করেন ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। বিরহ সভায় বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। সভান্তে ও ঠাকুরের ভোগরাগান্তে উপস্থিত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমভিব্যাহারে আমন্ত্রিত হইয়া কালেক্টর কলোনীস্থ শ্রীউপদেশ শর্ম্মা, তাঁহার গৃহের সংলগ্ন শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা ও আন্ধেরি (ইণ্ট) জে-বি-নগরস্থ শ্রীদেবেন্দ্র গোয়েল ও শ্রীমহাবীর গুপ্তা, সায়ন (ইণ্ট) কোলীওয়াড়াস্থ শ্রীবিনোদ কুমার, শ্রীমতী সরোজবালা, শ্রীশীতলাদেবী টেম্পল রোডস্থ শ্রীরোহিত মাদান, শ্রীতরেশ কুমার থাপের, শ্রীবিজয় কুমার কাপুর, শায়ন কোলীওয়াড়াস্থ শ্রীহরকিষণ লাল খোশলা, শ্রীদর্শন লাল খোশলা, শ্রীরমেশ কুমার খোশলা ও শ্রীবিজয় লাম্বা, চূণাভট্টীস্থ শ্রীভজনানন্দ রাজযোগী (ভক্তিধাম মন্দিরের প্রেসিডেণ্ট), আন্ধেরী (ওয়েণ্ট) শ্রীকৃষ্ণমোহন বাসুদেব, শ্রীমতী গীতা গ্রোবারের বাসভবনে বিভিন্ন দিনে শুভপদার্পণকরতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীযদুনন্দন ব্রহ্মচারী (যোগেশ) প্রভৃতি ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে সায়ন ইণ্টস্থিত শ্রীতেজপাল ফুল—শ্রীমতী সরোজ ফুলের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকীর্ত্তন ও হরিকথা পরিবেশন করেন।

২ জানুয়ারী (২০০০) রবিবার একাদশী তিথিতে কতিপয় নরনারী ভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনাম আশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

শ্রীদেবেন্দ্র গোয়েলের শ্বশুর শ্রীমহাবীর গুপ্তার ব্যবস্থায় আন্ধেরি ইণ্টে প্রচার সৌকর্য্যার্থে শ্রীল-আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘসহ চেম্বুর নিবাসস্থান হইতে আন্ধেরি ইণ্ট জে-বি-নগরস্থ শ্রীসত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা ভবনের ত্রিতলে এবং শ্যামকুঞ্জ ধর্ম্মশালায় নিম্নে

২৬ ডিসেম্বর রবিবার হইতে ২৮ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন, পুনরায় তাঁহারা ২৯ ডিসেম্বর বুধবার চেন্নুরে নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থানে ফিরিয়া আসেন।

কলিকাতা হইতে আগত ১২ মূর্ত্তি ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্ত মুম্বই—হাওড়া মেলে ১৯ পৌষ (১৪০৬), ৪ জানুয়ারী (২০০০) মঙ্গলবার মুম্বই ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাল ষ্টেশন হইতে রাত্রি ৮-১৫ টায় কলিকাতা যাত্রা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সেবক শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারীসহ পূর্ব্বাহ্ন ১০-২০ মিঃএ বিমানযোগে কলিকাতায় যাত্রা করেন।

শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী মুম্বইতে প্রস্তাবিত মঠ সংস্থাপনের কার্য্যের জন্য কএকজন সেবকসহ তথায় অবস্থান অত্যাবশ্যক বিবেচনায় থাকিয়া গেলেন। অন্যান্য সকলে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মুম্বইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারকার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনদীয়াবিহারী দাস, শ্রীশ্যামসুন্দর দাস, শ্রীগোপাল দাস, শ্রীযদুনন্দন দাস ও শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

ভ্রম-সংশোধন

সচিত্রব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জিতে ১৭ পৃষ্ঠায় শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথি-পূজা ৫ নারায়ণ ৩০ অগ্রহায়ণ ১৬ ডিসেম্বর শনিবার কৃষ্ণা-ষষ্ঠী তিথির পরিবর্ত্তে উহা ৪ নারায়ণ ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার কৃষ্ণা-চতুর্থী তিথি হইবে।

মুদ্রাকর প্রমাদ

শ্রীচৈতন্যবাণীর ৭ম সংখ্যার ১৪০ পৃষ্ঠায় শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের পত্রে উপদেশ প্রবন্ধের ১ম কলমে ১২শ লাইনে 'প্রারব্ধ কর্ম্ম নির্ব্বাণং নজ্ঞাতদ্' এর পরিবর্ত্তে 'প্রারব্ধকর্ম্ম নির্ব্বাণং নপতদ্' হইবে। এবং ২য় কলমে ৭ম লাইনে পতি—শ্রীসজ্জন চন্দ্র দাস এর পরিবর্ত্তে শ্রীসজল চন্দ্র দাস হইবে। এতদ্ব্যতীত ১৪১ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে ২২শ লাইনে 'বস্তুতঃ জীবের সহিতই' এর পরিবর্ত্তে 'বস্তুতঃ জীবের কৃষ্ণের সহিতই' পাঠ হইবে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ— ১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। গীতার প্রতিপাদ্য
৪৯। বেণুগীত
৫০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা—যন্ত্রস্থ
৫১। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস
৫২। The Vedanta
৫৩। The Bhagabat
৫৪। Rai Ramananda
৫৫। Vaishnavism
৫৬। Sree Brahma-Samhita
৫৭। Saranagati
৫৮। Relative Worlds
৫৯। शिक्षाष्टक
৬০। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৬১। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৬২। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৬৩। भजन-गीति
৬৪। श्रीचैतन्यभागवत
৬৫। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬৬। परम तत्व-विचार
৬৭। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৮। साध्य-साधन-तत्व विचार
৬৯। मैं कौन हूँ ?
৭০। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৭১। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ঈশোদ্যান, পোঃ-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চত্বারিংশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৪০৭

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬, ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৭৯২১

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৬২০২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি) ফোন ঃ ৬৫৭৩০৬

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৩৬২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৪০শ বর্ষ { শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক ১৪০৭
১৯ দামোদর, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, বুধবার, ১ নভেম্বর ২০০০ } ৯ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৪৭ পৃষ্ঠার পর]

খানিকটে প্রগতি [Progress] দেখিয়ে স্তম্ভ-ভাব এনে দেওয়া ব্রহ্মাণ্ডের স্বভাব। এখানে অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না—সেবা করার বস্তু পাওয়া যায় না।

বিরজার অপর পারে ব্রহ্মলোক। বিরজা-জলধির মধ্য দিয়ে লতা চল্‌লো। ব্রহ্মলোক নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় স্থান। সেখানেও লতা এমন কোন বস্তু পেল না—যা'র সেবা করতে পারা যায়।

ব্রহ্মলোকের পরে সবিশেষ ভগবদ্ধাম—মহাবৈকুণ্ঠ। সেখানে গৌরবের সহিত সেবা—শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিম্নার্দ্ধ বিরাজমান। মর্য্যাদা-পথে নারায়ণ-সেবাতে আড়াইটা রস আটক প'ড়ে যায়। ইহজগতে দেখ্‌ছি, রস পাঁচপ্রকার। কিন্তু বৈকুণ্ঠে আড়াই প্রকার দেখা যা'চ্ছে, আর আড়াই প্রকার দেখা যাচ্ছে না। গোলোক-দর্শন—সমগ্রতার দর্শন—সেখান থেকে উপরের অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে—সখ্যের উত্তরার্দ্ধ অর্থাৎ বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। যে দিক্ থেকে দেখা যাচ্ছে, সে দিক থেকে অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে।

"তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।"

তা'র উপরে উঠে পাঁচটাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আংশিক দর্শন ছাড়িয়ে পূর্ণ দর্শন। কৃষ্ণই পূর্ণ। বিষ্ণুর যাবতীয় অবতার—কৃষ্ণের অংশাংশ—কলা—বিকলা। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি দর্শন—আংশিক দর্শন, পূর্ণ দর্শন নহে। গোলোকে কৃষ্ণ আছেন। অন্যত্র কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—কৃষ্ণের অপূর্ণ দর্শন।

ভক্তির দ্বারা দর্শন—ভক্তিতে আড়াই প্রকার রসে আংশিক দর্শন। আংশিক দর্শনে কতকটা অসুবিধা হয়। পাঁচ প্রকার রসের যে কোনো রসে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়। কৃষ্ণ-সেবায় সর্ব্বরসের রসিক হ'তে পারে। অন্য অবতারসমূহে তা' হয় না। উৎকর্ষ-অপকর্ষ-তারতম্য-বিচারে অবতার-সমূহে আড়াইটা রসের অভাবে আংশিক দর্শন।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্—স্বয়ম্ ॥" —(ভাঃ ১।৩।২৮)

[রাম নৃসিংহাদি—পুরুষের (শ্রীহরির) অংশ

বা কলা (অংশাংশ)। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।]

চব্বিশটি অবতার। অংশ প্রথমভাগ। যেমন ডিগ্রী, সেকেণ্ড ইত্যাদিকে অংশ অংশাংশ প্রভৃতি বলা যায়। Minutes [মিনিট—এক ঘণ্টা বা ১ ডিগ্রির ৬০ ভাগের এক ভাগ], Seconds [সেকেণ্ড——মিনিটের ৬০ ভাগের এক ভাগ], thirds [তৃতীয়াংশ], fourths [চতুর্থাংশ] কলা বিকলা ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥"

[ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বি ২।৩২]

[নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপ দ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গার-রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।]

রসের দ্বারাই উৎকর্ষ-বিচার। কৃষ্ণ এবং অবতার-সমূহ বস্তুতঃ একই জিনিস। কৃষ্ণ কেন পূর্ণ ভগবান্ ? রসের উৎকর্ষ-প্রাকট্যের কম-বেশীতে কৃষ্ণের অংশ এবং অংশিত্ব বিচার।

গৌরসুন্দর অন্য অবতারদের কথা না ব'লে কেবল কৃষ্ণ-কথা বল্লেন। 'ইহা দোলো কথা, কিংবা গৌরসুন্দরের শিক্ষা দোলো শিক্ষা মাত্র'—এরূপ যাঁ'রা বলেন, তা'রা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা মোটেই বুঝ্‌তে পারেন নাই। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণালোচনা ক'রলে বুঝ্‌তে পারা যা'বে যে, গৌরসুন্দর বেফাস কথা বলেন নাই। কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষের জন্য এই সমুদয় অবিবেচনার কথা উপস্থিত হ'য়েছে। নিজেই ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য যে চেষ্টা করি, তা' যদি হরিসেবার দিকে নিয়োজিত করি—হরি-সেবকের সেবায় নিযুক্ত করি, তা' হ'লে ইন্দ্রিয়-তর্পণের দুর্ভোগ হ'তে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। শ্রীরূপ এবং তাঁহার অনুগ জনগণের ইহাই বক্তব্য।

এই সমুদয় জানা হ'য়ে গেলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়া হ'তে পার্‌বে। যদি চিত্তবৃত্তি সাধু-গুরুর চরণে থাকে, তা' হ'লে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ করবে। নতুবা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বৃদ্ধি হ'বে। যেমন কেউ বা প্রচারকের সজ্জায় সেজে জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে নিযুক্ত হ'য়ে গেলেন। এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা করা কর্ত্তব্য নহে। নিরন্তর সাধু-গুরু-কার্ষ্ণগণের সেবা ক'রলে সব সুবিধা হ'য়ে যাবে। তখন শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার বিশুদ্ধতা লাভ ক'র্‌বে—সমস্ত কথার মধ্যে প্রবেশ লাভ হ'বে—যা'র যেরূপ যোগ্যতাই থাকুক না কেন।

মনুষ্যজাতি কৃষ্ণেতর কথার যথেষ্ট আলোচনা ক'রছে। কিন্তু কৃষ্ণকথার ভীষণ দুর্ভিক্ষ। কৃষ্ণকথার নামে কৃষ্ণেতর কথা আবার জগতে পূতনার ন্যায় স্নেহস্তন্যদায়িনী মূর্ত্তিতে এসে পরমার্থজগতের শিশুগণকে বিনাশ ক'র্‌ছে। চৈতন্যদেব যাঁ'কে দয়া করেন, তাঁ'রই অকৈতব কৃষ্ণপ্রসঙ্গশ্রবণে রুচি হয়। নতুবা অচৈতন্য-কথা শ্রবণের মাদকতা যায় না। চৈতন্য-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অধিকার আমাদের নাই। অন্য প্রকারে ভক্তি-বৃদ্ধির উপায় নাই। কৃষ্ণের কথা শোনা, কৃষ্ণের কথা বলা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়েও লোক-শিক্ষার জন্য কৃষ্ণকথা শুন্‌বার ও কৃষ্ণকথা বল্‌বার লীলা প্রদর্শন ক'রেছেন।

গয়া গিয়ে কৃষ্ণের কথা শুন্‌লেন। পরে কৃষ্ণের কীর্ত্তন আরম্ভ ক'র্‌লেন। গয়া যাওয়ার পূর্ব্বে শ্রবণের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য প্রদর্শন ক'রেছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন সর্ব্বভাবে জয়যুক্ত হউন। "যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তি-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।"

কৃষ্ণ অক্ষজ বস্তু ন'ন। তিনি অধোক্ষজ। বিষয়-কথার মধ্যে তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। তা' হ'লে কি উপায়ে এগুলোর মধ্যে তাঁ'কে দেখ্‌তে পাওয়া যা'বে ? নির্ম্মল অন্তঃকরণে শ্রবণ ক'র্‌তে হবে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর্ত্তব্য। একটুকু শোনা হ'লে কীর্ত্তন আরম্ভ হ'বে। কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কর্ত্তব্য থাক্‌বে না। কেউ অন্য কথা শুনাতে আস্‌লে তা'কে মার্‌তে যা'বে। চৈতন্যদেব পড়ুয়াদিগকে মার্‌তে গিয়েছিলেন—গোপীর কথা তা'রা বুঝ্‌তে না পারার জন্য। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কৃষ্ণ-কথা বোঝা'বার জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হ'লেন। তাঁ'রা বুঝ্‌তে পার্‌লেন না—এখন পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারেন নাই, অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৪৯ পৃষ্ঠার পর]

প্রশ্ন—শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কে? শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তর—"বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একটী নক্ষত্রবিশেষ। তিনি এই সম্প্রদায়ের যে পরিমাণ উপকার করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ গোস্বামী-দিগের পরে আর কেহ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয় যে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য-পার্ষদদিগের মধ্যে একজন। কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে ইঙ্গিত আছে যে, চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীগোপীনাথ মিশ্র—যিনি সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত সূত্র-ভাষ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনিই ব্রহ্মা, সুতরাং ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের ভাষ্যকর্ত্তারূপে পরে বিদ্যাভূষণ হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। বৈষ্ণব-বাক্য—সকলই সত্য হইতে পারে এবং এই কথাটি সত্য বলিয়াও অনুমান হয়।

কোন কোন অর্ব্বাচীন লোক বলেন যে, বল-দেবের মতে গোস্বামীদিগের মত হইতে একটু নূতনতা আছে। আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি যে, শ্রীবলদেব ও শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর মত এক—কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। তবে এইমাত্র ভেদ আছে যে, বলদেব ভাষ্যকারের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া অধিক বৈদান্তিক প্রণালী ও শব্দজাত ব্যবহার করি-য়াছেন। তাহাতেও মতের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কি তত্ত্ব-বিষয়ে, কি উপাসনা-বিষয়ে দুই-জনেই একই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।"

—'সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্তপীঠক' সঃ তোঃ ৯।১০

প্রশ্ন—শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে ভক্তিবিনোদ কি বলিয়াছেন?

উত্তর—"হে জগন্নাথদাস প্রভৃতি অধুনাতন গৌরাঙ্গ-প্রিয় ভক্তগণ, আপনাদের চরণে আমরা দণ্ড-বৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রীমায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ করুন। এখন আপ-নারাই আমাদিগের গুরু; আর কাহাকে জানাইব?"

—বিঃ পঃ ১।৪

প্রশ্ন—যুগে যুগে নবোদিত আচার্য্যবৃন্দ পূর্ব্বাচার্য্য-গণের কি উদ্দেশ্য সফল করেন?

উত্তর—"The great reformers will always assert that they have come out not to destroy the old law, but to fulfil it. valmiki vyasa, ··· and Chaitanya Maha-prabhu assert the fact either expressly or by their conduct."

—The Bhagabat ; Its philosophy Its Ethics and its Theology

প্রশ্ন—নিরীশ্বর কর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিতগণের বিচার ও ব্যবহার কি?

উত্তর—"সর্ব্বদ্রষ্টা ও কর্ম্মফলদাতা চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর যখন নাই, তখন আর ভয় কি? কেবল সাব-ধান হও যে, তাহা অন্যে জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে অপযশ, রাজদণ্ড ও অসদনুকরণরূপ উপদ্রব অবশ্যই ঘটিবে; তাহা হইলে তুমি বা জগৎ কেহ সুখী হইতে পারিবে না। বোধ হয়, নিরীশ্বর কর্ম্মো-পদেষ্টা পণ্ডিতদিগের চরিত্র বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে এইরূপ ব্যবহার লক্ষিত হইবে।"

—তঃ বিঃ ১ম অনুঃ ৯-১২

প্রশ্ন—শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে হরিনাম বা দীক্ষা-দান কি সদ্‌গুরুর কার্য্য?

উত্তর—"যিনি দক্ষিণার লালসায় অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দান করেন, তিনি হরিনাম-বিক্রয়ী। অতি তুচ্ছ বিনিময়ের জন্য অমূল্য রত্ন ক্ষয় করিয়া স্বয়ং হরিভজন হইতে চ্যুত হন।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৪

প্রশ্ন—বুজ্‌রুক কি গুরু নহেন?

উত্তর—

"বুজ্‌রুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই,
তা'র সঙ্গ তোমারে নাচায়।
ক্রুর-বেশ দেখ যা'র, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি' পড় তা'র পায়॥"

—'উপদেশ' ১৬ কঃ কঃ

প্রশ্ন—গুরুত্যক্ত সন্ন্যাসিব্রুব কি আচার্য্য?

উত্তর—"রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য হই-য়াও শুষ্কজ্ঞানীদের সম্প্রদায়সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত লইয়া অধর্ম্ম-উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরী গোঁসাই তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া বর্জ্জন করেন। সেই

অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্ক-জ্ঞানোপদেশ —এই সকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ অঃ ৮

প্রশ্ন—বিদ্ধ ও শুদ্ধ আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত কি এক ?

উত্তর—“বেদ ও বেদান্ত আলোচনা-পূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈত-মত প্রচার করেন। তাহাই একপ্রকার সিদ্ধান্ত। নারদ, প্রহলাদ, ধ্রুব, মনু প্রভৃতি মহাত্মগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব প্রচার করেন। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত।” —শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

“নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥”

প্রথমে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকনিরূপণে ব'লেছি যে বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাধর্ম্মে যাঁদের প্রয়োজন, তাঁদের ভাগবতপাঠে অধিকার নাই এবং তদালোচনায় তাঁরা বেশী সুখলাভ করেন না। চতুর্ব্বর্গের সাধন-প্রয়াস উপাধিনাশ মাত্র। কিন্তু পঞ্চমবর্গের কথা আত্মার নিত্যধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ভাগবতের মহিমা নানাস্থানে কথিত থাক্‌লেও ইহা কতকগুলি ব্যক্তির রুচিপ্রদ হয় না। এমন কি ভাগবতের পাঠক এবং আলোচনাকারীদের মনস্তুষ্টির জন্য বিপরীত পথের পথিকগণও অনেকসময় ভাগবতের সাদর করেন। কিন্তু' তাঁদের ক্রিয়াকলাপে অনেক সময় ইহার সমধিক আদর প্রমাণিত হয় না। ভাগবতকে পুরাণ বা পঞ্চরাত্রান্তর্গত ব'লে অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্তু আগম ও নিগম একত্রে মিলিত আকারে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ত্তমান। আমরা ভাগবত আলোচনায় প্রথমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে ‘সাত্বতী শ্রুতী’ ব'লে একটি কথা পাচ্ছি। নারায়ণঋষি যখন নারদকে ভাগবত উপদেশ ক'রেছেন. তখন উহাকে ‘বেদসম্মিত’ ব'লেছেন। যেমন শ্রৌতপদ্ধতি অবলম্বন ক'রে বহু দেবতার স্তবকারী সাধারণ শাস্ত্রকেও বেদ ব'লেছে, সেইরূপ সাত্বতগণ ভাগবতকে বেদের সর্ব্বোত্তম অংশ ব'লে বিচার ক'রে থাকেন। প্রয়োজনতত্ত্বনিরূপণে ‘নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং’ শ্লোকে ‘নিগম’ শব্দ ব্যবহার হ'য়েছে। তা' ছাড়া উপনিষদের অনেক মন্ত্র ভাগবতে যথাযথ প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতের স্থানে স্থানে শ্রুতিবাক্য ন্যূনাধিক লিখিত হ'য়েছে—শ্রুতিকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে। যথা—

“অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥”

গীতার বিশেষ অর্থ ভাগবতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—ইহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ, বেদার্থপরিবৃংহিত এবং বেদমাতা গায়ত্রীর ব্যাখ্যা অবলম্বনে রচিত হ'য়েছে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে ভগবত্তার কথা প্রচুরভাবে বলা হ'য়েছে এবং কৃষ্ণের অন্যান্য অবতারগুলির বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে লিখিত আছে। যেমন স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে চারিটি অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে, গরুড়পুরাণে এবং আরও কতিপয় পুরাণে ভাগবতের প্রাধান্য লিখিত হ'য়েছে। সর্ব্বোপরি ভাগবতের অনুগসম্প্রদায় ইঁহাকে প্রমাণশিরোমণি ব'লে থাকেন।

এই ভাগবত-ব্যাপারটী কি, এর এত প্রশংসা আছে কেন আর এর প্রতি এত দৌরাত্মাই বা হয় কেন, এ বিষয়গুলি অবগত হওয়া দরকার। এটি কতকগুলি ব্যক্তির জীবিকার যন্ত্ররূপে পরিণত হ'য়েছে, পক্ষান্তরে পারমার্থিকের আদর্শ যাঁ'রা, তাঁদেরও ইহা পরম সেব্য। তদ্ব্যতীত সংসারে যাঁ'রা বাস করেন, বর্ণ ও আশ্রমচতুষ্টয় সকলেরই এই গ্রন্থ আরাধ্য। এমন কি জিনিষ ভাগবতে আছে,

যা' সকল শ্রেণীরই আরাধ্য। কতকগুলি কর্ম্মের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা আছে—যেমন ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতিগণের ধর্ম্মের বিষয় পৃথগ্‌ভাবে লিখিত আছে। বর্ণবিচারে বিভিন্ন বর্ণাদির লক্ষণ এবং তত্তল্লক্ষণের দ্বারা বর্ণনিরূপণের বিধান আছে। ভাগবতে দর্শনের কথা জ্ঞানিগণের সকল শ্রেণীর কথা সুতরাং ইহা সকলেরই পাঠ্য ও পরমপ্রয়োজনীয়। পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ, সংসারাসক্ত ও সংসারনির্ম্মুক্ত—সকলেরই আলোচ্য। ইহা ভগবদভিন্ন বস্তু।

দ্বাদশস্কন্ধে ভগবানের দ্বাদশ অঙ্গ ব'লে কথিত হ'য়েছে, কিন্তু এটি বিরাট্‌রূপের কল্পনার ন্যায় নহে। বাস্তব শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবান্ এতে অবস্থিত আছেন। এটা বিশেষরূপে আলোচনা কর্‌লেই বুঝতে পারা যায়।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে চেতন অচেতন সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তিনি অচেতন-দ্বারা আবৃত অবস্থায় পরিদৃষ্ট হন না। অর্থাৎ অচেতনমিশ্র ভাব নিয়ে তাঁ'কে দেখা যায় না। আবার আমরা যখন সমলজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট থাকি, তখন ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিমধ্যে অনেক মলিনতা লক্ষ্য করি। এটা নিজ নিজ দর্শনেন্দ্রিয়ের অপটুতা মাত্র। করণের ভেদজন্য এক বস্তুকে বিভিন্নভাবে দর্শন করি। যেমন—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

যখন রামের সহিত কৃষ্ণ কংসসভায় প্রবেশ ক'রেছেন, তখন তাঁকে বিভিন্ন রসের আস্বাদনকারিব্যক্তি বিভিন্নভাবে দর্শন কর্‌ছেন। কিন্তু অমলজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিগণ ওরূপভাবে দর্শন করেন না। সাধারণ স্ত্রীগণ অর্থাৎ গোপীর অনুগত নহেন যাঁ'রা, তাঁ'রা যে দর্শন করেন, সেটা কতকটা কামনেত্রে দর্শন হ'চ্ছে। নিজেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা-সংশ্লিষ্ট দর্শনে মলিনতা আছে। অনর্থমণ্ডিত অবস্থায় পূর্ণপ্রকাশ বস্তুর দর্শন হয় না যাঁ'রা ব্যবকলন জানেন, তাঁ'রা পার্থক্য বুঝতে পারেন। ব্যক্তিবিশেষ ও পরমমুক্ত পুরুষের দর্শনে পার্থক্য আছে।

অনেকসময় একই বস্তু বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হয় কেন? একথার উত্তর হ'চ্ছে—মলিনতার পরিমাণ অনুসারে। অনর্থ থাকা অবস্থার ও অনর্থাপগমের দর্শন পৃথক্। ধনবস্তু হ'তে যদি ঋণযোগ্য বস্তুর পার্থক্য নিরূপিত হয়, তা' হ'লে 'Differentia' ব'লে একটা বস্তু লক্ষিত হয়। ২৪ বৎসরের যুবার কাব্য-অধ্যয়ন ও শিশুর কাব্য-অধ্যয়নে অজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তির ভেদদর্শন হয় না; সে উভয়কে এক মনে করে; কিন্তু অভিজ্ঞব্যক্তি সেটা বুঝতে পারেন। অনেক সময় পার্থক্য-বোধের অভাব-হেতু আমরা বস্তুনির্ণয়ে ভ্রান্ত হই। এসকল বিচার সম্বন্ধ-পর্য্যায়ের আলোচনা কালে বিশেষভাবে বলা হ'বে। বিভিন্নস্তরের সকল ব্যক্তিরই ইহা আলোচনার বিষয়। তার্কিক, মূর্খ, তর্কজ্ঞানরহিত—সকলেই সর্ব্বাবস্থায় আলোচনা কর্‌লে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য নিরূপিত হ'তে পারে কোন প্রকার সংশয়-সমস্যা থাকে না। ভগবদ্দর্শনে সর্ব্বসংশয় দূর হয়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥"

পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু। তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিচারণ প্রভৃতিই ভগবদনুশীলন। বহির্জ্জগতের বস্তুদর্শনের কালে সঙ্গে সঙ্গে যদি ভগবদ্দর্শনের স্মৃতি উদিত হয়, তা'হ'লে সেই বস্তু-বিচারে আমাদের ভোগ বা ত্যাগ করার প্রবৃত্তি পরিচালনকালে সেই বস্তুর সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ আছে, আলোচিত হ'য়ে যায়।

ভাগবত হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রমাণ-দ্বারা শক্তিবিশিষ্ট হ'বার পরে আমরা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'তে পারি। প্রকৃষ্টরূপে মেপে নেওয়া ধর্ম্ম যা'তে, তাহাই প্রমাণ। ভাগবত নিত্যলীলাময় ভগবানের চরিত্রবর্ণনের প্রমাণ। ভাগবতের দ্বারা কি কার্য্য হয়? ইনি সমগ্র মানবজাতির ভীষণতম ব্যাধির সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঔষধ ও চিকিৎসক—উভয়ই। যে ভয়ানক ব্যাধি বিজ্ঞ দার্শনিকগণ মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে—বেদান্তসূত্রের নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা—ইংরাজী ভাষায় যাঁ'কে Impersonalism বলে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ

ব্যাধি। ভগবত্তাকে নির্ব্বিশেষরূপে স্থাপন ক'রে, নিজের জড়বিশেষের আস্ফালনে ব্যস্ত হওয়া প্রধান ব্যাধি। যেমন হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতির হ'য়েছিল। এই ব্যাধি চিন্তাশীল প্রাণিজগতের চরম মঙ্গলের প্রতি বাধা-প্রদর্শন জন্য—সর্ব্বাপেক্ষা Cogent Engine। ভাগবতধর্ম্মটিকে ধ্বংস করার জন্য কিভাবেই না প্রয়াস ক'রেছে! বর্ত্তমান সময়ে ঈশবৈমুখ্যভাব—কা'রও আনুগত্য ক'রব না, ইহাই আমাদের স্বভাব হ'য়ে পড়েছে। ভাগবত কখনই বুঝ্‌তে পারা যাবে না যদি বলা যায়—এতে নির্ব্বিশেষ-বিচার আছে। এই চরম ব্যাধির হস্ত হ'তে পরিত্রাণ পাবার জন্য বৈষ্ণবানুগত্যে অনুক্ষণ ভাগবত পড়া দরকার। যেমন নামাপরাধকারীর পক্ষে অনুক্ষণ নামগ্রহণই নামাপরাধবিনাশের উপায়।

(ক্রমশঃ)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা

[রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-মহামহোৎসবোপলক্ষে মহাপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম। দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে সংগৃহীত]

আমি আমার শিক্ষাগুরুবর্গের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমাদের নিত্যারাধ্য "শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা" সম্বন্ধে গুরুবর্গের নিকট যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছি, তাহা অনুকীর্ত্তনের চেষ্টা করিব। সুতরাং ঠাকুরের প্রিয়তম যিনি এবং তাঁহার প্রিয় যে সমস্ত বৈষ্ণব, তাঁহাদের শ্রীচরণে কৃপাভিক্ষু হইয়া ঠাকুরের অনন্ত মহিমার লেশ স্পর্শ করিবার যোগ্যতা যাহাতে হয়, তজ্জন্য কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

সমস্ত বস্তুর মালিক—ভগবান্‌। ভগবৎসেবা করিতে হইলে তাঁহারই বস্তু দিয়া তাঁহার সেবা করিতে হইবে; অন্য বস্তুর দ্বারা ভগবদ্ আরাধনা হয় না। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর"। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আরাধনা করিতে হইলেও সেইরূপ তাঁহার বস্তুর দ্বারাই তাঁহার সম্যক্ আরাধনা সম্ভব হইবে। সুতরাং শ্রীল ঠাকুরের অনুগত, প্রেষ্ঠ বা তদনুগত ব্যক্তিগণ যে সকল বস্তুর দ্বারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আনুগত্যে সেই সকল বস্তুর অনুসরণই একমাত্র প্রার্থনীয়।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও সেইরূপ আচার-প্রচারমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তিত বিষয় হইতেই তাঁহার শিক্ষা উপলব্ধির বিষয় হয়। আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ গত ৪৫০ গৌরাব্দে, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রকাশিত "সাময়িক সংখ্যা" গৌড়ীয়ে যে "শ্রীশ্রী-ভক্তিবিনোদদশকম্" নামক একটী সুন্দর স্তব রচনা করিয়া শ্রীল ঠাকুরের সেবা করিয়াছেন, আমি আজ তাঁহার কীর্ত্তিত সেই স্তবের অনুকীর্ত্তনমুখে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় শ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দশমূলরহস্যবিচারে প্রমাণ ও প্রমেয়তত্ত্বের এই শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিম্
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর জীবগণকে দশটি তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। তাহার প্রথমটি প্রমাণতত্ত্ব এবং শেষ নয়টি প্রমেয়তত্ত্ব। এই একটী শ্লোকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাসার বর্ণিত হইয়াছে। পরতত্ত্ববিষয়ে জ্ঞানলাভার্থ আম্নায় বা শ্রুতিধারা বা গুরুপারম্পর্য্য অবশ্য স্বীকার্য্য; তদ্ব্যতীত শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান-লাভ হইতে পারে না। অধোক্ষজ বস্তু সম্বন্ধে বদ্ধ-জীবের কিছুই বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। অতীন্দ্রিয় বস্তু কখনই জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। বিশুদ্ধ আম্নায়-ধারায় সেই অসমোর্দ্ধ পরতত্ত্বসম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এইজন্য প্রথমে আম্নায়ের কথা। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে যখন অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-বিষয়ক—জ্ঞান উপদশ করিলেন এবং তাহা ধারণ করিবারও যোগ্যতা প্রদান করি-লেন, তখনই ব্রহ্মা তাহা বুঝিতে পারিলেন। আবার ব্রহ্মা সেই জ্ঞানের কথা যাহাকে কৃপা করিয়া বলি-লেন, তিনিই বুঝিতে পারিলেন। এইরূপে নারদ-ব্যাস-শুকাদি-পারম্পর্য্যে সেই পরতত্ত্বজ্ঞান জীবের সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশিত হইতেছেন। এই গুরু-স্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। তাহা স্বীকার না করিলে পরতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই লভ্য হইতে পারে না। শ্রুতি বা শব্দই একমাত্র প্রমাণ। সেই প্রমাণমূলে উপলব্ধির বিষয় হয় যে তত্ত্ব, সেই পর-তত্ত্ব 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'; তিনি হরি বা কৃষ্ণ। সর্ব্বশক্তিমান্, অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন, রসাব্ধি, অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি—শ্রুতি যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলি-তেছেন, তিনি সেই বস্তু। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ বদ্ধ ও মুক্তভেদে সেই জীব দুই প্রকার। তন্মধ্যে কেহ মায়াকবলিত আবার কেহ বা মুক্ত। চিৎ অচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত, শুদ্ধভক্তি একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্য। এইরূপে ঠাকুর অতি সংক্ষেপে দশমূলসমষ্টি-শ্লোকে শ্রীমন্মহা-প্রভুর শিক্ষার সারমর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

এই স্বরূপবিস্মৃতি হইতেই নানাপ্রকার অনর্থ আসিয়া জীবকে গ্রাস করিয়া থাকে। তাটস্থ্যধর্ম্ম-বশতঃ জীবের উভয় যোগ্যতাই আছে; অর্থাৎ জীব তাহার স্বতন্ত্রতার সদ্‌ব্যবহারফলে মায়াকে পিছনে রাখিয়া কৃষ্ণাভিমুখে ছুটিতে পারেন, আবার স্বতন্ত্র-তার অপব্যবহারফলে কৃষ্ণকে পিছনে রাখিয়া মায়ার দিকেও যাইতে পারেন। সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় ব্যতীত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য উদিত হয় না। ভগবানের সহিত জীবের যে অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ আছে, তাহা গুরুকৃপায় না জানা পর্য্যন্ত জীব কিছু-তেই মায়ামুক্ত হইতে পারে না। যুগপৎ ভেদ এবং অভেদ—ইহা এক অচিন্ত্য ব্যাপার। জীব শ্রীভগ-বানের বিভিন্নাংশ। গীতায় শ্রীভগবান্ "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" শ্লোকে জীবকে তাঁহার অংশরূপে পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এই 'অংশ' অর্থে স্বাংশ নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" এই বাক্যে জীবকে ব্রহ্মের সহিত একাকার করিতেছেন। শঙ্কর শক্তিপরিণামবাদের পরিবর্ত্তে বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিবর্ত্তের কোনই প্রয়োজন নাই। 'ব্রহ্ম' বলিতে চেতন, বেদ, ভগবান্। শাস্ত্রে জীবকে কোন কোন স্থলে 'ব্রহ্ম' বলিয়া উক্তি থাকিলেও সেখানে 'চেতন' অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। "অতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধিঃ বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ" এবং "সতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধি-র্বিকার ইতি স্মৃতঃ" একথাটিতে শঙ্করাচার্য্যের ভয়ের কারণ ছিল, কিন্তু ভগবানের শক্তি বিবিধ,—

'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ'।

শক্তির পরিণামবিচারে আচার্য্য নির্ভয় থাকিতে পারিতেন। মণি যেমন বহু হেমভার প্রসব করিয়াও স্বরূপে অবিকৃত থাকেন, সেইরূপ পরতত্ত্ব এক অদ্বয়-জ্ঞান। তাঁহার চিচ্ছক্তি হইতে চিজ্জগৎ, জীবশক্তি হইতে জৈবজগৎ এবং মায়াশক্তি হইতে মায়িক জগৎ প্রকাশিত হইলেও তিনি অবিকৃতই থাকেন। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিকে অন্তরঙ্গা, মায়াশক্তিকে বহিরঙ্গা এবং তদুভয়ের মধ্যে তটস্থভাবে অবস্থিত জীব-শক্তিকে তটস্থাশক্তি বলা হয়। জীব তাহার তাটস্থ্য-ধর্ম্মবশতঃ মায়াবশযোগ্য হইলেও বস্তুতঃ মায়িকতত্ত্ব

নহনে। উপনিষদ্ জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥
(শ্বেতাশ্বতর)

জীব- চেতনবস্তু, তাঁহাতে অনুভূতি, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি আছে। জড়ে উহা নাই। জীব অণু-চৈতন্য হইলেও মায়া-মুক্ত হইয়া চিজ্জগতে যাইবার যোগ্যতা তাঁহার আছে। কিন্তু কর্তৃত্বাভিমান আসিয়া গেলে তাঁহার নিকৃষ্ট সঙ্গ আসিয়া যায়।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

জীব কৃষ্ণের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধযুক্ত ; এই সম্বন্ধহীন হইয়া তিনি মায়িক সম্বন্ধ বরণ করিয়া লইয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জীবব্রহ্মৈক্যবাদ খণ্ডন করিবার জন্য পঞ্চভেদ স্বীকার করিয়াছেন—ভগবান্ ও জীবে ভেদ, ভগবান্ ও জড়ে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, জীবে জড়ে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ—এই পঞ্চভেদবাদ। তবে ইহা মায়িক জগতের ভেদজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। এজন্য শ্রীমধ্বের শুদ্ধদ্বৈতবাদ, শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত-দ্বারা এই সকল মতের চিৎসামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। জীব ও ভগবানে কেবল ভেদও নহে, কেবল অভেদও নহে ; বিভুত্বে অণুত্বে ভেদ ও চেতনত্বে অভেদ। জীবচিন্তার অতীত বলিয়া ইহা 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-রূপে কথিত।

শুদ্ধভক্তিই জীবাত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাই জীবের সাধন এবং প্রেমই সাধ্য। উপায় ও উপেয় বা সাধন ও সাধ্য—একই বস্তু, ইহাই ভক্তিসিদ্ধান্তের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ভজনক্রম এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎক্রমঃ ॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সহজ পয়ার-ছন্দে উহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন' ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিকথা—হৃৎকর্ণরসায়ণ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৫৬ পৃষ্ঠার পর]

কর্ম্ম, জ্ঞান এবং যোগ সাধনে ভক্তি, মুক্তি আর সিদ্ধিও প্রাপ্ত হয়। অতএব কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ সাধনেও ভক্তি, মুক্তি এবং সিদ্ধিরও সাধ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিবার অভ্যাস করিলে পর ক্রমশঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির আগ্রহ বর্দ্ধিত হয় ; অন্তে প্রেমোন্মত্ত হইয়া দিবা-রাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকিবার অভ্যাসে পরিণত লাভ করে। অতএব শ্রীভগবৎ-কথা সাধকাবস্থায় সাধন এবং সিদ্ধাবস্থায় সাধ্য।

মুক্ত জীবের সাধন অপেক্ষা থাকে না, তথাপি তিনি সর্ব্বদা ভগবৎ-কথা প্রসঙ্গে কাল-যাপন করেন। ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, তাঁহারা সাধনের সিদ্ধি মুমুক্ষু এবং ভক্তির ইচ্ছুক সাধকগণ মুক্তি আর ভক্তি প্রাপ্তির সাধনরূপে শ্রীকৃষ্ণ-কথায়

আশ্রয় গ্রহণ করেন। যে লোক বিষয় ভোগের জন্য পুরুষার্থরূপে বরণ করে, তাহার বিষয়াসক্তিতে পূর্ণ অন্তঃকরণে যোগ-জ্ঞানাদি কোনও সাধন প্রয়োজন হয় না। পরন্তু শ্রীভগবৎ-কথারই কি অচিন্ত্য প্রভাব আছে যে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকেও কর্ণে অমৃতের ধারা প্রবেশ করাইয়া তাহার কামহত অন্তঃকরণকে প্লাবিত করিয়া দেয়। কামনা, বাসনার ক্রীতদাস বিষয়ী পুরুষ হইতে মুক্ত পুরুষ পর্য্যন্ত সমস্ত লোক শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণের অধিকার লাভ করেন; অতএব সর্ব্ব সেব্য। মহারাজ পরীক্ষিতও শ্রীল শুকদেবের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ-কথার সর্ব্বজনীনতা প্রদর্শন করাইয়া এই সঙ্কেত করিলেন যে হে গুরুদেব! আমি মুক্ত, ভক্তীচ্ছু বা মুমুক্ষু নহি; অতএব আনন্দের স্রোত অথবা ভব-রোগের ঔষধরূপে শ্রীভগবৎ কথাকে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আমার নাই; কিন্তু আপনার অহৈতুকী কৃপা হইলে পর বিষয়ী স্বভাবে শ্রবণ দ্বারা মনে শ্রীভগবৎ-কথার আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

মহারাজ পরীক্ষিৎ—"নিবৃত্ততর্ষৈরূপগীয়মানাৎ" আদি তিনটি বিশেষণে শ্রীভগবৎ-কথা সর্ব্বসেব্য প্রতিপাদন করিয়া অন্তে বলিলেন যে—"ক উত্তমশ্লোক গুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাত।" শ্রীমদ্ভাগবতের 'শ্লোক' অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্যাদি জনিত যশ উত্তম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দীনের প্রতি এতই কৃপা, দীনকে উদ্ধারের ঐ প্রকার চেষ্টা; অযাচিত ভাবে সর্ব্বজীবে এই প্রকার হিত সাধন শ্রীকৃষ্ণ বিনা আর কেহই করেন না। এই হেতু তাঁহাকে—'উত্তমশ্লোক' বলেন অথবা যে 'তমস' অজ্ঞানান্ধকারের বহির অবস্থিত—তিনি 'উত্তমস' বলেন। ব্রহ্মা, শিব, অনন্তদেব, প্রভৃতিকে শাস্ত্র কারণগণ 'উত্তমস' বলেন। 'উত্তমস' লোকগণও শ্রীগোবিন্দের গুণ-কীর্ত্তন করেন। অতএব তাঁহার নাম—'উত্তমশ্লোক'। গ্রন্থান্তরে—'উত্তমঃ শ্লোক' এবং 'উত্তমশ্লোক' এই দুই প্রকারের পাঠ দৃষ্ট হয়। টীকাকারগণ কোন একটি শব্দকে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যান করেন, ইহাতে বস্তুগত বা তত্ত্বগত কোন বিরোধ হয় না। শ্রীভগবান্ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন প্রাকৃত গুণ হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত দরুন—'নির্গুণ' কিন্তু ইহা বলিতে পায় না যে, তাঁহার ভক্তবৎসল্যাদি গুণ নাই। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিতেছেন যে—হে প্রভো! ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত প্রভৃতি দেবতা দ্বারা গীয়মান ঐপ্রকার মধুর শ্রীগোবিন্দ গুণাবলীর শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবার আত্মঘাতী বা পক্ষঘাতী জীব ব্যতীত অন্য কে আছে যে, তাহা হইতে বিরত হয়? কে বিরত হয়—এই বাক্যকে মহারাজ পরীক্ষিৎ—"কঃ পুমান্ বিরজ্যেত" এই ভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন। তাঁহার মনের ভাব এই যে, যে মনুষ্য রমণীর সমান পরাধীন অথবা নপুংসকের ন্যায় বিকলেন্দ্রিয়, তিনিই নিজ অসমর্থতার কারণ জানিয়া-শুনিয়াও শ্রীগোবিন্দ--কথা হইতে বিরত থাকিতে পারে। কিন্তু যাহার রসনা, কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ অথবা যে রমণীর সমান কোন ব্যক্তির অধীনতায় আবদ্ধ নাই, তিনি কেন এবম্প্রকার সুমধুর শ্রীগোবিন্দের-কথা হইতে বিরত হইবে? মহারাজ পরীক্ষিতের এই বাক্যে ইহা জানা যায় যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-কথা বিমুখ জনকে সংসাররূপী পতির অধীন থাকা রমণীর এবং 'মূকবধির' ন্যায় বিকলেন্দ্রিয় বলিয়া তিরস্কার প্রদান করিতেছেন। 'বৈষ্ণবতোষণী' টীকায় 'পুমান্' শব্দের আর এক অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পুমান্ জীব তেন অধিকার্য্যপেক্ষা নিরস্তা। শ্লোকস্থ 'পুমান্' পদ জীববাচক—ইহাতে এই অর্থ হয় যে, ঐ প্রকার মধুর শ্রীগোবিন্দ-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনে কোন্ জীব বিরত থাকিতে পারে? অর্থাৎ ইহাতে কোন জীবেরই বিরত হওয়া ঠিক নয়। যোগ, জ্ঞান, কর্ম্মাদি অনেক সাধন মার্গ আছে, ইহাতে কোন জীবের অধিকারী সমান হইতে পারে না, কেবল মানবই ইহার অধিকার আছে। মানবের মধ্যেও সকলে সমান অধিকার প্রাপ্ত হয় না; অর্থাৎ সমস্ত-গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই অধিকারী হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে ভক্তিযোগ, সকলে জীবের সমান অধিকারী।

শ্রীগোবিন্দ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে সর্ব্বজীবের সমান অধিকার আছে। ভক্ত এবং ভক্তীচ্ছু, মুমুক্ষু, মুক্ত আর বিষয়ী-আদি সবাই পরম আদরপূর্ব্বক তাঁহার সেবন করেন। 'বিনা পশুঘ্নাৎ' অর্থাৎ পশু-ঘাতী বিনা কেহই। শ্রবণ-কীর্ত্তন-ভজন হইতে

বিরত হয় না। শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"পশুঘ্ন অথবা অপশুঘ্ন" এই দুই প্রকারের লোক ব্যতীত কেহই বিরত থাকিতে পারে না। তাঁহার মতে পশুঘ্ন'র অর্থ—পশুঘাতী অর্থাৎ ব্যাধ, আর 'অপশুঘ্ন' শব্দের অর্থ আত্মঘাতী। যাহাতে কোনও 'শক্' অর্থাৎ শোক-দুঃখাদি হয় না, তাহার নাম—"অপশুক্' অর্থাৎ আত্মা। আত্মার পুনঃ পুনঃ সংসারে পতনই তাহার বিনাশ'। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ ছাড়িয়া বিষয়াসক্ত হইয়া যে পুনঃ পুনঃ আত্মাকে দুঃখময় সংসার-বন্ধনে নিক্ষেপ করে তিনিই —'আত্মঘাতী'।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন,—'পশুঘ্ন' শব্দে সকাম কর্ম্মনিষ্ঠ। সকাম কর্ম্মনিষ্ঠ মনুষ্যগণ স্বর্গ কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা কর্ম্মফলাসক্ত হওয়ার কারণ শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে বিরত থাকে। এইজন্য তাহাদিকেও 'পশুঘ্ন' বলা যায়। যেমন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ. ব্যাধ। আর আত্মঘাতী অথবা স্বর্গকামী কর্ম্মনিষ্ঠ লোক শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হইতে বিরত থাকিতে পারে। তাহারা মায়াপাশে আবদ্ধ; সুতরাং 'মুক্ত' নহে। মুক্ত বা ভক্তীচ্ছুর জন্যও তাহারা সচেষ্ট হয় না, বা হইতে পারে না; অতএব মুমুক্ষু বা ভক্তীচ্ছুও নহে। তাহারা বিষয়ী কি না ইহাতেও সন্দেহ আছে। বিষয় ভোগ যাহার পুরুষার্থ হয় এবং যে সর্ব্বদা বিষয়ভোগে ব্যস্ত থাকে; তাহাকেই 'বিষয়ী' বলে। আত্মঘাতী মনুষ্য আপাততঃ মধুর কু-বিষয়ে আসক্তিতে নিজকে (আত্মাকে) অধঃপতনে নিক্ষেপ করে; অতএব ইহাদিগকে প্রকৃত বিষয়ী বলা যায় না। কর্ম্মনিষ্ঠ লোক পারলৌকিক ভোগের বাসনা হেতু যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নানা প্রকারের ক্লেশ স্বীকার করিতে চাহে না। তাহারা ঐহিক বিষয় ভোগে বঞ্চিত থাকে, ইহার কারণে তাহাকে প্রকৃত বিষয়ী বলা যায় না। ব্যাধ অথবা ব্যাধ-প্রকৃতির মানব সমস্ত বিষয় ভোগকে তিলাঞ্জলী দিয়া জীব-হিংসায় ঐহিক জীবনকে অতিবাহিত করিয়া পরলোকে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে; সুতরাং তাহাকেও বিষয়ী বলিতে পারা যায় না। বৈষ্ণব-তোষণী টীকাকার এক প্রাচীন আখ্যান দৃষ্টান্ত, শ্লোক-উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে জ্ঞাত করিয়াছেন,—

রাজপুত্রং চিরং জীব মা জীব ঋষিপুত্রক।
জীব বা মর বা সাধো ব্যাধ মা জীব মা মর॥

অর্থাৎ—রাজপুত্র যতক্ষণ জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ নানাপ্রকারের বিষয় সুখ-ঐশ্বর্য্য-ভোগের অধিকারী থাকে, মৃত্যুপশ্চাৎ তাহার পুনঃ ক্ষণিকও সুখ-ভোগের সম্ভাবনা নাই। কেননা জীবনে ভোগোন্মত্ত থাকায় কোন ঐপ্রকার সে অনুষ্ঠান করে নাই, যেপ্রকারে পরলোকে পুনঃ সুখ ভোগের অধিকারী হয়। সুতরাং এই লোকেই সুখ। পরলোকে সেখানে কিছুই নাই। ঋষিপুত্র নানাপ্রকারের কঠোর তপস্যায় নিরত থাকিয়া ইহলোকের সুখভোগকে তিলাঞ্জলী দেয়; কিন্তু পরলোকে তাহার স্বর্গ-সুখ তৈয়ার। অতএব তাহার মরণেই লাভ; জীবদশায় তপস্যায় ক্লেশকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়-ভোগ প্রাপ্ত করিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ঋষি-পুত্রের এখানে কিছুই ভোগ নাই, সেখানে প্রচুর আছে। সাধু অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভজনে নিরত ব্যক্তির ইহলোকে শ্রীভগবানের নাম-গুণ-লীলা, শ্রবণ-কীর্ত্তনে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া পরমানন্দ-পূর্ব্বক জীবন যাপন করেন, আর পরলোকে মুক্ত হইয়া ভগবৎ সেবা উপযোগী পার্ষদ শরীর লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের সেবা সুখে নিজকে নিমগ্ন করেন অর্থাৎ সময় ব্যতীত করেন; অতএব তাহার পক্ষে জীবিত আর মৃত দুই-ই সমান সুখময়। সুতরাং ভগবদ্ভক্ত সাধুর এখানেও সুখ আছে, সেখানেও সুখ আছে। ব্যাধ অথবা ব্যাধ প্রকৃতি লোকের ইহলোকে প্রাণী হিংসায় সর্ব্বদা দুঃখময় জীবন যাপন করে আর পরলোকেও তাহার জন্য অনন্ত নরক-যন্ত্রণা বিদ্যমান। সুতরাং তাহার পক্ষে জীবন বা মরণ কোনই সুখ নাই। অতএব এখানেও নাই আর সেখানেও সুখের লেশমাত্র নাই।

জনশ্রুতি আছে যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে বেতাল এই রহস্যপূর্ণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—এখানে আছে, সেখানে নাই। সেখানে আছে, এখানে নাই। এখানেও আছে, সেখানেও আছে। সেখানেও নাই, এখানেও নাই। মহারাজ বিক্রমাদিত্য,—'রাজপুত্রং

চিরং জীব" শ্লোকের ভাবার্থের দ্বারা সেই রহস্যপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। রাজপুত্র পূর্ব্ব-জন্মের পুণ্যের বলে ইহলোকে ঐশ্বর্য্য-সুখের অধিকারী হইয়া তাহাতে উন্মত্ত থাকিয়া শ্রীগোবিন্দের ভজনে বিমুখ হইয়া থাকে। তাহার জন্য এখানে সুখ আছে, কিন্তু পরলোকে নাই। যাঁহারা গভীর বনে, নদীতটপর, পর্ব্বতের গুহায় নির্জ্জন-স্থানে অবস্থান করিয়া ফল, মূল, পত্র-কন্দ আহার পূর্ব্বক দুষ্কর তপস্যায় নিরত থাকেন, তাহার পক্ষে এখানে সুখের কিছুই নাই। কিন্তু পরলোকে সেখানে অতুল্য ঐশ্বর্য্য সুখরাশি বিদ্যমান। শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দে সেবায় নিরত ব্যক্তি মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের জন্য এখানেও আছে, সেখানেও অতুল-আনন্দ বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথার শ্রবণ, কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-সেবন, শ্রীমন্দির মার্জ্জন, শ্রীবিগ্রহের সেবা, শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথারূপ সুধাপান তথা শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর ব্রতের অনুষ্ঠান প্রভৃতি পরমানন্দ পূর্ব্বক জীবনকে অতিবাহিত করিয়া পরলোকে গোলোক ধামেও সেবাধিকারী অনুসারে নিজ সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় সেবারত থাকিয়া পরমানন্দে কাল যাপন করেন। যে ব্যক্তি কেবল পরহিংসা, পরপীড়ন করিয়া সমস্ত জীবন পরিশ্রমে ধনার্জ্জন আদির দ্বারা ক্লেশপূর্ব্বক জীবন যাপন করিয়া থাকে, ইহা বিনা কোনও শুভ-কর্ম্মানুষ্ঠানাদি করে না, তাহারা তপস্যাদি শুভকর্ম্ম করিবারও অবসর পায় না এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাদি অর্থাৎ—ভগবদ্-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনানুষ্ঠান করিবারও কোন অবসর লাভ করে না। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাবিমুখ লোক প্রায়ঃশই এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে গণ্য হয়। তাহারা ইহলোকে সুখের আশায় নানাপ্রকারের কুকর্ম্ম করিয়া ধনসঞ্চয় করিতে করিতে মানবজন্ম অতিবাহিত করে, তৎপশ্চাৎ পরলোক গমনেও ঘোর অন্ধকার দেখা দেয়।

"তস্মাৎ যো বিরজ্যেত স লোকত্রয়েঽপ্যাত্মক্লেশিত্বেন তদ্বিরাসাৎ পরেণ্বপি শল্যবদর্পণেন ব্যাধ এবেতি গালি প্রদানে তাৎপর্য্যম্"। শ্রীভগবান্ আর বিষয় দুইয়ে মানব আসক্তি-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যায়। যাঁহার শ্রীভগবানের ভজনে আসক্তি হয়, তাঁহার বিষয়ে আসক্তি হয় না, আর যাহার বিষয়ে আসক্তি হয়, তাহার ভগবানে কখনও আসক্তি হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বিষয়াবিষ্ট-চিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ। "যাঁহার ভগবানে চিত্ত আসক্তি হয়, তিনি সমস্ত গুণের অধিকারী হন এবং যাহার বিষয়ে আসক্তি হয়, সে সব দোষের খণি হয়। অতএব শ্রীভগবৎ-প্রসঙ্গে বিরত বিষয়ানুরাগী মনুষ্যের চিত্ত সর্ব্বদাই বিষয়ের তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া থাকে। তাহাতে সুখের লেশও প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরহিংসায় রত থাকে; সুতরাং ব্যাধশব্দ পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে আর কি-বা শব্দ বলা যায়? মহারাজ পরীক্ষিৎ—বিনা 'পশুঘ্নাৎ' এই পদের দ্বারা ভগবৎ-কথার প্রতি আদর না করিয়া থাকা ব্যক্তিকে 'ব্যাধ' বলিয়া গালি প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ যুক্তিপূর্ণ বাক্যে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণ-কথাকে সর্ব্বসেবনীয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-কথা বিমুখ ব্যক্তিকে সারহীন প্রতিপাদন করিয়া শ্রীল শুকদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—হে জগদ্‌গুরু দেব! আপনার অহৈতুকী কৃপায় পরম মধুর শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত-কথার শ্রবণে বিরত হইব না, অতএব আপনি পরমানন্দপূর্ব্বক লীলা কথা-কীর্ত্তন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন ও শ্রীবিগ্রহগণসহ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

[৪ মাঘ (১৪০৬) ১৯ জানুয়ারী (২০০০) হইতে ৮ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী পর্য্যন্ত]

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-শীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-

স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও বিগত ৪ মাঘ (১৪০৬), ১৯ জানুয়ারী (২০০০) বুধবার হইতে ৮ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মফঃস্বল হইতে এবং কলিকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। অতিথি গণের থাকিবার ও প্রসাদের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা মঠকর্ত্তৃপক্ষ করেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতি-রূপে বৃত হন যথাক্রমে কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী, আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্রীরবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅমর চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ ও বেহালা কলেজের অধ্যাপক ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পি-এইচ ডি, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে যথাক্রমে কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার নায়ক, শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য বংশোদ্ভূত শ্রীমৎ অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীগুরুদাস কলেজের অধ্যাপক শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী এবং শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট। বেহালা খড়্গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ দ্বিতীয় অধিবেশনে বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন—শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, বাঁকুড়া কেঞ্জেকুড়াস্থিত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূলমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ। সভার নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়—'শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য', 'অধোক্ষজতত্ত্ব আম্নায়বেদ্য', 'সনাতন ধর্ম্মে শ্রীমূর্ত্তি', 'অনন্যভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব', 'ত্রিতাপদগ্ধ জীবের শান্তির পথ',।

৬ মাঘ, ২১ জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে কলিকাতা মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জীউর বার্ষিক প্রকট তিথিতে শ্রীবিগ্রহগণের পূর্ব্বাহ্নে মহাভিষেক, পূজা, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিক সংকীর্ত্তনান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, পূজারী শ্রীপ্রাণপ্রিয় ব্রহ্মচারীর সহায়তায় শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেকপূজা যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হয়।

৮ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গান মুখে নৃত্য-কীর্ত্তন সহ অগ্রসর হইলে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ, বিশিষ্ট সদস্য শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর মুখ্য তত্ত্বধানে, ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের যাবত চেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

আসামে—তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী ও (পূর্ববাঞ্চল প্রচারকেন্দ্র) সরভোগস্থিত প্রতিষ্ঠানের চারিটী মঠে বার্ষিক উৎসব এবং গোলাঘাটে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

প্রচারকবৃন্দ সহ শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ

আসামের চারিটী মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এবং প্রচার-ভ্রমণে যোগ দিতে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও তৎসমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম্ যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও অনন্তরাম ব্রহ্মচারী বিগত ২০ মাঘ (১৪০৬) ৪ ফেব্রুয়ারী (২০০০) শুক্রবার কলিকাতা বিমান বন্দর হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা ১০মিঃ এ যাত্রা করতঃ প্রায় এক ঘণ্টা বাদে বেলা ১১টা ১৫মিঃ এ গুয়াহাটী বিমান বন্দরে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ, শ্রীভূতভাবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভাত দেব আদি বহু-ভক্ত মোটরযান ও বাস সহ উপস্থিত থাকিয়া পুষ্পমাল্যাদি সহ শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিযতিগণকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীহৃষীকেশ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (যোগেশ) শ্রীজীবেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকার্ত্তিক দাস, শ্রীসাধুচরণ দাস, রুশ-দেশীয় সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ ও রুশদেশীয় শ্রীসুন্দরগোপাল দাস ব্রহ্মচারী পর দিন ৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার কামরূপ এক্সপ্রেস ট্রেনযোগে গুয়াহাটীতে আসিয়া পৌঁছেন। নিউ দিল্লী মঠ হইতে শ্রীআনন্দলীলাময় বিগ্রহ দাস ব্রহ্মচারী (আশীষ দাস) ও গুয়াহাটী মঠে আসিয়া উক্ত দিবসে পৌঁছেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী ডিলাক্স বাসে বেলা পৌনে ১২ টায় রওনা হইয়া অপরাহ্ণ সাড়ে ৪ ঘটিকায় সকলে তেজপুর মঠে শুভাগমন করেন উক্ত মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে।

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে ও পরিচালক সমিতির পরিচালনায় আসাম প্রদেশের চারিটি মঠের—(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর [অবস্থিতি) ৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ১১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত]; (২) গোয়ালপাড়া মঠ [অবস্থিতি ১২ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ১৬ ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত]; (৩) গুয়াহাটী মঠ [অবস্থিতি ১৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ২০ ফেব্রুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত]; (৪) সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ [অবস্থিতি—২১ ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ২৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত]। প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও মঠসমূহের বার্ষিক অনুষ্ঠান বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হয়। তেজপুর, গোয়ালপাড়া ও গুয়াহাটী মঠে সুরম্য রথারোহণে শ্রীবিগ্রহগণের সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ নগর-ভ্রমণ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এবং মঠসমূহের বার্ষিক মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবও বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হয়।

গোয়ালপাড়া মঠে ১৫ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার রাত্রির বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি হন বি টি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীদেবেন্দ্রপতি গোস্বামী, প্রধান অতিথি আগিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীহরেশ্বর সূত্রধর এবং বিশিষ্ট অতিথি শ্রীপ্রণব ডেকা, এ, ডি, সি। বক্তব্য বিষয়—মঠ-মন্দিরের উদ্দেশ্য ও সাধুসঙ্গের মহিমা। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ২২ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার বরনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীশঙ্কর দাস; মাজ গাঁও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীধনেশ্বর নাথ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার সরভোগ গোরখীয়া গোঁসাই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন মজুমদার সভার অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে যুগধর্ম্ম শ্রীহরি-নাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রধান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজয় নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীনিত্যানন্দ দাস। অসমীয়া, বাংলা ও রাভা ভাষায় বক্তৃতা হয়। প্রতিটী মঠে বহু নরনারী শুদ্ধ ভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে অগণিত ভক্তের সমাবেশ হয়।

তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূষণ ভাগবত মহারাজ, গোয়ালপাড়া মঠের মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ, গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ ও সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ এবং তৎ তৎ মঠের ত্যক্ত্যাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্ঠায় উৎসবসমূহ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

গোলাঘাটে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

[২৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ২৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত]

আসাম প্রদেশে গোলাঘাট জিলার অন্তর্গত ধরমপুরস্থ গৃহস্থভক্ত শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধি-কারীর বিশেষ আমন্ত্রণে ও ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসহ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিযতি ত্রয় এবং বনচারী ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্তগণ রিজার্ভবাসে ২৭ ফেব্রুয়ারী, রবিবার গুয়াহাটী মঠ হইতে পূর্ব্বাহ্ন সাড়ে ৯ টায় যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস রাত্রি সাড়ে ৭-৩০ ঘটিকায় ধরম-পুরে শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারীর গৃহে আসিয়া উপনীত হন। গ্রামের অপেক্ষমান নরনারীগণ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সরুপাথর পর্য্যন্ত রাস্তা মোটামুটি ভাল, কিন্তু তৎপরে দুর্গম। প্রাচীন, নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থভক্ত ও সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীথানেশ্বর দাসাধিকারীর গৃহ এই অঞ্চলে অবস্থিত, অন্যান্য গৃহস্থভক্তগণ নানা দিকে ছড়াইয়া অবস্থান করিতে-ছেন। বরপেটা জেলান্তর্গত নিমুয়ানিবাসী শ্রীমদ্ নারায়ণ দাসাধিকারী প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীতপন মেধি এই অঞ্চলে শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় দেবকীনন্দন দাসের সম্মেলনের ব্যবস্থায় অনেক সহায়তা হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশ। সাধুগণ কুটিরেই অবস্থান করিয়াছিলেন। সাধুগণের সেবা ও সুখ বিধানের জন্য শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারীর, তাঁহার পরিজনবর্গের ও ভক্তগণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। গ্রামের দুর্গম পথ দিয়া নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাও বাহির হয়। গ্রামবাসীগণ প্রবল উৎসাহে সংকীর্ত্তনে যোগ দেন। মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে নরনারীগণ উল্লাসভরে প্রসাদ সেবা করেন।

ধরমপুর স্থানটির বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা অনুভূত হইল। শুনিলাম তথায় তেলের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ডিগবয় হইতেও উন্নত। বড় বড় ট্রাক যাওয়ার রাস্তা নির্ম্মিত হইতেছে। স্থানটি নাগাল্যাণ্ড সীমানায় অবস্থিত।

২৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধি-কারীর গৃহ-প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে এবং ২৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীতপন মেধির প্রচেষ্টায় স্থানীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। অসমীয়া ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারীর গৃহপ্রাঙ্গণে উভয়ে হরি-কথা পরিবেশন করেন।

১লা মার্চ্চ বুধবার রিজার্ভ বাস-যোগে পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মপুর হইতে যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস সন্ধ্যার পর গুয়াহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘ ও ভক্তগণসহ ফিরিয়া আসেন।
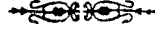
পুরীধামস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক-উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে এবং গভর্ণিং বডির পরিচালনায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব-পীঠস্থানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে দিবস-চতুষ্টয়ব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠান ১৫ আষাঢ় (১৪০৭), ৩০ জুন (২০০০) শুক্রবার হইতে ১৮ আষাঢ়, ৩ জুলাই সোমবার শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথি পর্য্যন্ত মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব বিদেশে—ইংল্যাণ্ডে, ইউরোপে ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রচার-ভ্রমণান্তে ২৫ জুন রবিবার নিউদিল্লী ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রাত্রি ১০ ঘটিকায় অবতরণ করেন। বিপুল সংখ্যক ভক্ত বিমান-বন্দরে উপস্থিত ছিলেন সম্বর্দ্ধনার জন্য। ২৬ ও ২৭ জুন নিউদিল্লী মঠে অবস্থান করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব সেবক শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সহ ২৮ জুন বুধবার নিউদিল্লী হইতে বিমানযোগে ভুবনেশ্বর বিমান বন্দরে বেলা ১ টায় শুভ পদার্পণ করিলে ভক্তগণ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। পুরী গ্র্যাণ্ড রোডে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিতে অপরাহ্ন ৩টা হয়।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ দ্বাদশ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে ২৫ জুন রবিবার কলিকাতা-হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে পুরী রেলষ্টেশনে পৌঁছিয়া প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় গ্র্যাণ্ড রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হন। দ্বাদশ মূর্ত্তি—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ জিতেন্দ্রিয় মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীনিবাস ব্রহ্মচারী, (শুভঙ্কর), শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌর গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীকমলাক্ষ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমধুসুদন ব্রহ্মচারী (রুশদেশীয়)। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ পূর্ব্বেই পুরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ হায়দ্রাবাদ মঠ হইতে ২৬ জুন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যান মূল মঠ হইতে ভক্তবৃন্দ সহ ২৯ জুন, এবং ওড়িষ্যা ময়ূরভঞ্জ জেলার উদালা শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ তৎপরে মঠের অনুষ্ঠানে আসিয়া যোগ দেন। ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীল আচার্য্যদেব বহু ভক্ত লইয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ ২৯ জুন শ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিক্রমা; ৩০ জুন শ্বেতগঙ্গা, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের স্থান গঙ্গামাতা মঠ, শ্রীরাধাকান্ত মঠ, সিদ্ধবকুল; ১ জুলাই শ্রীজগন্নাথ বল্লভ মঠ, শ্রীনরেন্দ্র সরোবর আঠারনালা; ২ জুলাই শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির, শ্রীনৃসিংহ মন্দির, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব দর্শন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যেক স্থানের মহিমা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৩০ জুন শুক্রবার হইতে ২ জুলাই রবিবার

পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনে সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতি পদে বৃত হন ওড়িষ্যা রাজ্য সরকারের প্রাক্তন অতিরিক্ত শাসন-সচিব ও শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের প্রশাসক শ্রীশরৎ চন্দ্র মহাপাত্র, উপযোজ্য পণ্যবিভাগ আদালতের চেয়ারম্যান শ্রীরাজকিশোর মহান্তি, শ্রীজ্যোতি প্রকাশ মিশ্র, য়্যাডভোকেট। তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যসভার সদস্য মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র। শ্রীবামদেব মিশ্র, য়্যাডভোকেট এবং পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ ঠাকুর (রামায়ণী) প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল 'শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার তাৎপর্য্য', 'সর্ব্বোত্তম ভক্তি শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন' ও 'পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ'।

তৃতীয় অধিবেশনে মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"সভায় কিছু বিদেশী শ্রোতা থাকায় তাহাদের বোধসৌকর্য্যার্থে আমি ইংরাজী ভাষায় বলিতেছি।

বস্তুতঃ আমি জানতাম না আজ আমাকে এখানে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় আসিতে হইবে, আজই আমি এখানে আসিয়াছি।

বিজ্ঞানের দৌলতে আজ পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্য একই পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই বিশ্ব পরিবারের কর্ত্তা কে? শ্রীকৃষ্ণই এই বিশ্বপরিবারের কর্ত্তা, আমরা ভ্রাতা-ভাগিনীরূপে অবস্থান করিতেছি। গীতাতে নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥"
—গীতা ৯।২২

অনন্যচিত্ত ভক্তের যাহা নাই তাহা ভগবান্ দেন, এবং যাহা আছে তাহা সংরক্ষণ করেন। ভগবদ্‌প্রপত্তিতে ও ভগবদ্‌স্মৃতিতে সুখ। আলোর বিমুখ হইলে যেমন অন্ধকার আসে তদ্রূপ ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তি ভগবান্‌কে ভুলিয়া অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হয়। ভগবান্ গীতাতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—তিনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।

'ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥'
—গীতা ১৮।৬১

যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমত ভ্রামিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জীব ভ্রামিত হয়। কথায় বলে ভগবদিচ্ছা ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়ে না। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাসযুক্ত—সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির রক্ষক ও পালক শ্রীকৃষ্ণ হওয়ায় তিনি সর্ব্বাবস্থায় প্রশান্ত থাকেন।

প্রত্যহ শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দীভাষায় এবং শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ ঠাকুর তৃতীয় দিবসের সভায় বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি মঠের ভক্তগণের থাকিবার ব্যবস্থায় সহায়তা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত মহিলা পুরুষ ভক্তগণ বিভিন্নদিনে বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপার ভাজন হইয়াছেন।

বিভিন্ন দিনে উৎসবদাতা—১। শ্রীমতী সুজাতা সাহা, কলিকাতা, রাত্রিতে মহাপ্রসাদ, ২৭ জুন (২০০০) মঙ্গলবার, ২। শ্রীঅদ্বয় জ্ঞান দাসাধিকারী (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সাহা) বারাসত, মধ্যাহ্নে, ২৯ জুন বৃহস্পতিবার, ৩। শ্রীদিলীপ পূজাপাণ্ডা ও শ্রীশরৎ পূজাপাণ্ডা, পুরী, রাত্রিতে মহাপ্রসাদ, ২৯ জুন বৃহস্পতিবার, ৪। শ্রীনৃত্য গোপাল ব্রহ্মচারী, কলিকাতা, মধ্যাহ্নে, ১ জুলাই, শনিবার, ৫। শ্রীমতী মীরা রায়, গুয়াহাটী, আসাম, মধ্যাহ্নে, ২ জুলাই, রবিবার, ৬। শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস, পুরী, রাত্রিতে মহাপ্রসাদ, ২ জুলাই, রবিবার, ৭। শ্রীবনোয়ারী লাল সিংহানিয়া, কলিকাতা, গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন তিথিতে শ্রীনৃসিংহমন্দিরে পরমান্ন প্রসাদ, ২ জুলাই রবিবার। ঐ রথযাত্রা তিথিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে সর্ব্বসাধারণে খিচুরী প্রসাদ ৩ জুলাই, সোমবার।

১৬ আষাঢ় ৩ জুলাই সোমবার এইবার পুরীতে শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবানুষ্ঠান যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। লক্ষাধিক নরনারী রথাকর্ষণে যোগ দিয়াছেন। শ্রীমঠের আচার্য্য সাধু ও ভক্তগণ-সহ রথে শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে বিপুল

সংখ্যক নরনারী সংকীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। উক্ত শুভ বাসরে পূর্ব্বাহ্নে ৮ মূর্ত্তি নরনারী ভক্তি-সদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত হইয়াছেন।

মঠরক্ষক বিশিষ্ট সদস্য শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস ব্রহ্মচারী, বিশিষ্ট সদস্য শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়দেব দাস, শ্রীযশোদানন্দন দাস, পূজারী শ্রীমুকুন্দবিনোদ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীআনন্দলীলাময়-বিগ্রহ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী, (গণেশ), শ্রীনীলকমল দাস, শ্রীদীনবন্ধু দাসাধিকারী, শ্রীরামচন্দ্র কাশী, শ্রীললিত মাধব দাসাধিকারী, শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী (তারক রায়) ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্র দাস প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পুরীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি

শ্রীমঠের উত্তর-পার্শ্বস্থিত অধিকৃত অংশে বহুদিনের পুরাতন ভগ্নপ্রায় দ্বিতল গৃহ ভাঙ্গিয়া শ্রীমন্দিরের পরিক্রমা রাস্তার প্রসারণ, নাট্যমন্দিরের উত্তর পার্শ্ব খোলা হওয়ায় মুক্ত বায়ুর পরিবেশে স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীমঠপ্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছা ছিল উত্তর পার্শ্বে শ্রীজগন্নাথদেবের লীলা এবং শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব স্থান ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন স্থানের স্মৃতি উদ্দীপক লীলাসমূহ প্রদর্শিত হউক। প্রদর্শনী কার্য্যে অভিজ্ঞ তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের নির্দ্দেশে উত্তর পার্শ্বের প্রাচীর সেইভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তিনি বাঁকুড়ার ও ওড়িষ্যার অভিজ্ঞ কারিগরের দ্বারা উক্ত প্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ করিবেন শীঘ্রই। উক্ত প্রদর্শনী প্রকাশিত হইলে উহার সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পাইবে শ্রীমদ্ ভাগবত মহারাজের উক্ত কার্য্যের সহায়ক শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী (শ্রীতারক রায়)।

আঠারনালা পাদপীঠ-মন্দিরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি

মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীললিতমাধব দাসাধিকারীর (শ্রীলোকনাথ নায়ক) তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা জ্যোৎস্নার সেবা-প্রচেষ্টায় আঠারনালায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পাকা দেওয়াল, মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে ভক্তগণ সুখাসীন হইতে পারায় সকলে উল্লসিত হন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধানয়নমণি—শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাদের নিত্যকল্যাণ বিধান করুন, এই প্রার্থনা জানাইতেছি।
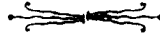
আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় এবং মঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন, শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে ২১ আষাঢ় (১৪০৭), ৬ জুলাই (২০০০) বৃহস্পতিবার হইতে ২৫ আষাঢ় ১০ জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ৯ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে শ্রীপুরুষোত্তমধাম হইতে ৩ জুলাই সোমবার জগন্নাথ এক্সপ্রেসে রাত্রি ৯-৫০ মিঃ এ (৩৫ মিঃ বিলম্বে) রওনা হইয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্ন ১০-১৫ মিঃ এ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছেন। কলিকাতা মঠে পৌঁছিতে বেলা ১১-৩০টা হয়। ৯ মূর্ত্তি—[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ

আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, (যোগেশ) শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅর্জ্জুন দাস (হল্যাণ্ড), শ্রীসত্যকৃষ্ণ দাস (মার্কিণ দেশীয়), শ্রীকমলাক্ষ দাস (রুশদেশীয়), শ্রীকরুণাকর দাস (হায়দ্রাবাদ)]। শ্রীকরুণাকরের জননীদেবীও সঙ্গে আছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন তপস্বী মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণাকর দাস দুই রাত্রি কলিকাতা মঠে অবস্থান করতঃ কলিকাতা বিমান বন্দর হইতে ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার বিমানযোগে রওনা হইয়া আগরতলা বিমানবন্দরে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় শতাধিক ভক্ত কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। বিমান বন্দর হইতে বহু মোটরযানে ও রিজার্ভ বাসে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-সহ নগর পরিক্রমা করিয়া পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হইলে তথায় ও শ্রীল আচার্য্যদেব সম্বর্দ্ধিত ও সম্পূজিত হন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী এবং নেদারল্যাণ্ডের শ্রীঅর্জ্জুন দাস আগরতলা মঠে পৌঁছিয়া উৎসবে যোগ দেন।

ত্রিপুরার মহামান্য রাজ্যপাল কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ মূর্ত্তি উদ্ঘাটন—

ত্রিপুরা রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপাল লেপ্‌টেন্যাণ্ট শ্রীকৃষ্ণমোহন শেঠ ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৪-৫০ মিঃ এ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীমঠে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির ও রথ রাখিবার ঘরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিশাল রমণীয় বিশ্বরূপ মূর্ত্তির উদ্ঘাটন অনুষ্ঠান সংকীর্ত্তন ও শঙ্খধ্বনি সহযোগে সম্পন্ন করেন। উক্ত মহদনুষ্ঠানে রাজ্যপালের সহধর্ম্মিণী ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে রাজ্যপাল মহোদয় শ্রীল আচার্য্যদেব সহ সংকীর্ত্তন ভবনে প্রবেশ মুখে অভ্যর্থিত হন। তিনি পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মমহাসভার উদ্বোধন প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া সম্পাদন করেন। শ্রীমঠের আচার্য্য মহামান্য রাজ্যপালকে শ্রীমঠের পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় তাহার প্রদত্ত স্বাক্ষাত সম্ভাষণে মহামান্য রাজ্যপালের ভগবদ্ স্মৃতি-উদ্দীপক জীবকল্যাণকর কার্য্যে সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান বৈশিষ্ট্য প্রেমধর্ম্মের বর্ত্তমান অশান্ত-বিশ্বে শান্তি-সংস্থাপনের উপযোগিতা বিষয়ে সংক্ষেপে বলেন। মাননীয় রাজ্যপাল ধর্ম্মসভায় তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন—দেশের যে বর্ত্তমান অশান্ত পরিস্থিতি তাহার জন্য ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রই খুবই চিন্তিত। হিংসার পরিস্থিতি পরিবর্ত্তন সাধুগণের দ্বারাই সম্ভব। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে প্রযত্ন করিতেছেন দেখিয়া উৎসাহিত হইলাম। পরিশেষে শ্রীঅগ্নি কুমার আচার্য্য অনুষ্ঠানের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করেন। রাজ্যপাল প্রস্থান করিলে ধর্ম্মমহাসভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মমহাসভায় সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে আগরতলা এম-বি-বি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর প্রভাষ চন্দ্র ধর, আগরতলা দূরদর্শন অধিকর্ত্তা শ্রী-ওয়াই-এন্-জওহরি, আগরতলার বিশিষ্ট আইনবিদ্ শ্রীকল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা পাবলিক্ সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন যুগ্ম-সচিব শ্রীঅগ্নিকুমার আচার্য্য, বিশিষ্ট ভাগবত কথক শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য্য। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ভোলানন্দ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কৃপালানন্দ গিরি মহারাজ, সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সুমঙ্গল সেন, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ দে, ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী ডঃ ব্রজগোপাল রায়। সভায় নির্দ্ধারিত আলোচ্য বিষয়—'মানবজীবনে সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা' 'ভক্তি ও ভাগবত-ধর্ম্ম', 'সর্ব্বোত্তম সাধন হরিনাম সংকীর্ত্তন', 'হিংসোন্মত্ত পৃথিবীতে ধর্ম্ম শিক্ষার-প্রয়োজনীয়তা', মানবজাতির ঐক্য বিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর-অবদান'। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন শ্রীমঠের সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে

সুললিত ভজন কীর্ত্তন করেন শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, ও শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, (শ্রীযোগেশ)

১৮ আষাঢ়, ৩ জুলাই সোমবার আগরতলা সহরে বৃহত্তম ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথ-দেবের সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও রাজ্য সরকারের ব্যাণ্ডপার্টি-বাদ্যসহ রথযাত্রা শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বাহির হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী-রোড, গণরাজ চৌমুহনী, মটর ষ্ট্যাণ্ড, কামান চৌমুহনী, সূর্য্য চৌমুহনী, প্যারাডাইস্ চৌমুহনী, হাসপাতাল চৌমুহনী, আর-এম্-এস্ চৌমুহনী, বিদুর কর্ত্তা চৌমুহনী, রবীন্দ্র ভবন চৌমুহনী হইয়া রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। আগরতলা সহরের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত নর-নারীর সমাবেশ হইয়াছিল। রথাকর্ষণে নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

২৬ আষাঢ়, ১১ জুলাই মঙ্গলবার শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথজীউ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা অনুষ্ঠান বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্য সরকার হইতে ব্যাণ্ডপার্টিও নিয়োজিত হইয়াছিল। উভয় অনুষ্ঠানে ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকার বিপুল সংখ্যক পুলিশ নিয়োগ করেন। পুনর্যাত্রানুষ্ঠানে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামদনমোহন ও শ্রীজগন্নাথদেবের জয়-গানমুখে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রানুষ্ঠান গুণ্ডিচামন্দির হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটি-কায় বাহির হইয়া রথযাত্রার পূর্ব্ব নির্দিষ্ট পথ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি ৭ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করত সিংহাসনে বিরাজিত হন। শ্রীমঠে প্রাত্যহিক প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানেও যোগদান করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা অনুষ্ঠান স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহে এবং দূরদর্শনের মাধ্যমে প্রচা-রিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘসহ আহূত হইয়া নিম্নলিখিত ভক্তগণের গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। প্রত্যেক গৃহেই বৈষ্ণব সেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হইয়াছিল।

১। শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী, কল্যাণী, আগর-তলা—হরিকথা ও মহোৎসব। ২। স্বধামগত জানকীবল্লভ দাসাধিকারী, কল্যাণী, আগরতলা—শুভ পদার্পণ। ৩। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা বসাক, টাউন প্রতাপগড়, আগরতলা—প্রাতঃরাশ ও হরিকথা। ৪। শ্রীযতীশ পাল, শিবনগর, আগরতলা—হরিকথা ও মহোৎসব। ৫। শ্রীকানাই লাল সাহা, সেণ্ট্রাল রোড, আগরতলা—নূতন দোকান উদ্ঘটন। ৬। শ্রীস্বপন পাল, নলগড়িয়া—হরিকথা ও মহোৎসব। ৭। শ্রীদুর্গাপদ চক্রবর্ত্তী—শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্ত্তী, উজান অভয়নগর—প্রাতঃরাশ ও হরিকথা। ৮। শ্রীহরিবল্লভ দাসাধিকারী, অরুন্ধতী নগর, ৭ নং গলি—হরিকথা ও মহোৎসব। ৯। শ্রীনেপাল চন্দ্র সাহা, যোগেন্দ্রনগর—সন্ধ্যায় শুভ পদার্পণ। ১০। শ্রীহরিপদ সাহা, যোগেন্দ্রনগর—হরিকথা ও ফল মূলাদি অনুকল্প গ্রহণ।

শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর নারসিংহ মহারাজ আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীহরি-পদ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী (পূজারী), শ্রীসনন্দন ব্রহ্মচারী (পূজারী), শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জন ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীসৎপ্রসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীহৃষীকেশ দাসাধিকারী, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীহলধর দাসাধিকারী, শ্রীগোবর্দ্ধন দাসাধিকারী, শ্রীজীব দাস, শ্রীগৌতম দাস প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রযত্নে উৎসবটী সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বিশ্বরূপ-উপাসনা

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥

—গীতা ৯।১৫

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকানুসারে এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'হে অর্জ্জুন, অনন্যভক্তসকল যে আর্ত্তাদি ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং 'মহাত্ম'-শব্দবাচ্য, তাহা আমি তোমাকে অনেক প্রকারে দেখাইলাম। সম্প্রতি অনুক্তপূর্ব্ব অথচ তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন আর তিন প্রকার ভক্ত আছে, তাহাদের কথা বলিতেছি। সেই তিনপ্রকার ভক্তকে পণ্ডিতগণ 'অহংগ্রহোপাসক', 'প্রতীকোপাসক' এবং 'বিশ্বরূপোপাসক' বলিয়া থাকেন। উক্ত তিনপ্রকার নূতন ভক্তদিগের মধ্যে অহংগ্রহোপাসকই প্রধান; তিনি আপনাকে ভগবান্ বলিয়া অভিমান-সহকারে উপাসনা করেন,—ইহাই পরমেশ্বর-যজনরূপ একপ্রকার 'যজ্ঞ'। এই অভেদ-জ্ঞানরূপ যজ্ঞ যজন পূর্ব্বক অহংগ্রহোপাসকগণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। প্রতীকোপাসকগণ—তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন। তাঁহারা ভগবান্ হইতে আপনা-দিগকে পৃথক্ জানিয়া সূর্য্য ও ইন্দ্রাদিতে 'ভগবদ্বি-ভূতি' বলিয়া উপাসনা করেন। তাঁহাদের অপেক্ষা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিশ্বরূপ বলিয়া ভগবান্‌কে উপা-সনা করেন। এই প্রকার জ্ঞানযজ্ঞের ত্রিবিধত্ব লক্ষিত হয়।'

পরবর্ত্তী চারটি শ্লোকে ধ্যান করতঃ বিশ্বরূপ-স্বরূপে উপাসনা নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

(গীতার একাদশ অধ্যায়ে ৫ হইতে ৭ শ্লোক পর্য্যন্ত) ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—'তুমি আমার যোগৈশ্বর্য্য দেখ, আমার শত-শত ও সহস্র-সহস্র নানা-বিধ দিব্য রূপ এবং নানা বর্ণাকৃতি প্রত্যক্ষ কর। আদিত্য সকল, বসুসকল, রুদ্রসকল, অশ্বিনীকুমার-দ্বয় ও মরুৎসকল এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রূপ দেখ। চরাচর জগৎ এবং যাহা কিছু দেখিতে চাও, সমস্তই আমার এই ঐশ্বর্য্য-স্বরূপস্থ। অতএব, হে গুড়াকেশ, সেই সমুদায়ই তুমি আমার কৃষ্ণরূপের একদেশে দর্শন কর।'

'ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥'
—গীতা ১১।৮

'তুমি আমার ভক্ত, অতএব তোমার নিরুপাধিক প্রেমচক্ষুদ্বারা আমার কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন করিয়া থাক। আমার যোগৈশ্বর্য্যময় স্বরূপটী—সাম্বন্ধিকভাব-গত, সুতরাং (অপ্রয়োজনীয় বলিয়া) নিরুপাধিক প্রেম-চক্ষুর্দ্বারা লক্ষিত হয় না। স্থূল জড়দর্শক চক্ষুও আমার ঐশ্বর-স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারে না। যে-চক্ষু সোপা-ধিক, কিন্তু স্থূল নয়, তাহাকে দিব্য চক্ষু বলা যায়, আমি তোমাকে সেই দিব্যচক্ষু দান করিতেছি; তদ্দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বরস্বরূপ দর্শন কর। যুক্তি-ময় দিব্যচক্ষু লব্ধ ব্যক্তিগণ আমার নিরূপাধিক কৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা সোপাধিক ঐশ্বর্য্যরূপে সহজেই প্রীতিলাভ করেন। যেহেতু তাহাদের নিরুপাধিক প্রেমময় স্বচক্ষু নিমীলিত থাকে।'

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

বিশ্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশে মুখ্যভাবে আনুকূল্য করেন
—শ্রীভোলানাথ সাহা, জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা

শ্রীমঠের দক্ষিণ-পশ্চিমে নবনির্ম্মীয়মান দ্বিতল সাধুনিবাসের দ্বিতলে তিনটী কক্ষের উদ্বোধন

২৫ আষাঢ়, ১০ জুলাই সোমবার প্রাতঃকালীন-কৃত্য হরিকথার পর শ্রীল গুরুদেব, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীবৃন্দাদেবী, শ্রীনারায়ণ শালগ্রামের অনুগমনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ চন্দনসরোবর পরিক্রমান্তে শ্রীমঠের দক্ষিণ-পশ্চিমে সাধুনিবাসে দ্বিতলে তিনটী কক্ষে শুভ প্রবেশের দ্বারা উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রীসনন্দন দাস ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক, শ্রীল গুরুদেব, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীবৃন্দাদেবী ও শ্রীনারায়ণ শালগ্রামের পূজা ও আরতি সম্পন্ন হয়। পূজা ও আরতিকালে নৃত্য ও কীর্ত্তনানন্দে ভক্তগণ প্রমত্ত হইয়া উঠেন। যোগদানকারী ভক্তগণকে ফল-মিষ্টি প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। স্বধাম-গত জানকীবল্লভ দাসাধিকারীর পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, দিবানিয়া নিবাসী শ্রীইন্দ্রজিৎ সাহা ও ধলেশ্বর নিবাসী শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ আনুকূল্যবিধান করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামদনমোহন, শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ— ১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। গীতার প্রতিপাদ্য
৪৯। বেণুগীত
৫০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা—যন্ত্রস্থ
৫১। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস
৫২। The Vedanta
৫৩। The Bhagabat
৫৪। Rai Ramananda
৫৫। Vaishnavism
৫৬। Sree Brahma-Samhita
৫৭। Saranagati
৫৮। Relative Worlds
৫৯। शिक्षाष्टक
৬০। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৬১। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৬২। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৬৩। भजन-गीति
৬৪। श्रीचैतन्यभागबत
৬৫। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬৬। परम तत्व-बिचार
৬৭। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৮। साध्य-साधन-तत्व बिचार
৬৯। मैं कौन हूँ ?
৭০। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৭১। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

Regd. No. RN-5335/61
Regd. No. WB/RNP-355

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

To

....
....
....
....
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ঈশোদ্যান, পোঃ-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চত্বারিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৪০৭

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন : ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬, ফোন : ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন : ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন : ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন : ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন : ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন : ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া) ফোন : ৪৭৯২১

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন : ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন : ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন : ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন : ৬২০২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি) ফোন : ৬৫৭৩০৬

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন : ৩৬২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন : ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৪০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ ১৪০৭ | ১০ম সংখ্যা
২০ কেশব, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১ ডিসেম্বর ২০০০

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৬৬ পৃষ্ঠার পর]

আগে গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রতে হ'বে। নচেৎ গুরু হ'য়ে (?) শোনা হ'য়ে যা'বে—থিয়েটারের অভিনয় দেখা শোনার মতন। প্রথমে নিজে লঘু হ'তে হ'বে। ইহার নাম—আশ্রয়। ভণ্ডকে যদি 'গুরু' বলে স্থাপন করা যায়, তা' হ'লে অসুবিধা হ'বে। শিষ্যের দান-গ্রহণকারী চোরকে 'গুরু' কর্‌তে হ'বে না। তা' হ'লে 'গুরু' করা না হ'য়ে চাকর হ'য়ে যাবে। সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ কর্‌তে হ'বে। আর যে গুরু (?) এক কপর্দ্দকও নিজের জন্য গ্রহণ কর্‌বেন, তিনি চোর হ'য়ে যাবেন। কৃষ্ণের দ্রব্য চুরি ক'রে নিলে আর গুরুপদবাচ্য হ'বেন না। যে-সকল গুরু (?) শিষ্যের (?) বিত্ত অপহরণ করেন, তা'রা লঘু। তাহাদিগকে আশ্রয় কর্‌লে আরো লঘু হ'য়ে যেতে হ'বে। প্রাকৃত গুরু লাভ হ'লে তিনি (শ্রীগুরুদেব) হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা কিরূপে হৃষীকেশের সেবা কর্‌ছেন লক্ষ্য কর্‌তে হ'বে, তা' হ'লে সুবিধা হ'বে। 'আদৌ গুরু-পাদাশ্রয়ঃ।' কৃষ্ণচন্দ্র আশ্রয়-মূর্ত্ত-বিগ্রহ হ'য়ে সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট উপস্থিত হন—ভাগ্যহীন জীবের নিকট উপস্থিত হন না।

বর্ত্তমানে আমাদের বিষয়ী আর যোষিৎ দর্শন হচ্ছে। গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হ'লে কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুপাদপদ্ম-দর্শন না হ'লে কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুপাদপদ্ম-দর্শনের পরেও যদি আবার যোষিৎ দর্শন হয়, তা' হ'লে পতন হ'য়ে গেল। তখন দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে, গুরু থেকেও বড় গুরু আছে। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, আর যদি গুরু-কৃষ্ণ-সেবা করেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হ'বে—কৃষ্ণ-বিষয়ে দিব্যজ্ঞান—দীক্ষালাভ হ'বে।

কৃষ্ণেতর বিষয়ের জ্ঞান প্রদানের জন্য ভণ্ডগণ কতই না চেষ্টা ক'র্‌ছে। যে কার্য্য ক'র্‌লে বিষয়ী ও যোষিৎকে আর দেখ্‌তে হয় না, সেই কার্য্য ক'র্‌তে হ'বে। তখন কৃষ্ণযোষিৎকে পরমপূজ্যা গুরু জ্ঞান

ক'র্তে পারা যা'বে। তখন 'যোষিতের ভোক্তা'—এই দর্শন হ'তে নিরস্ত হওয়ায় ভগবানের সেবাবৃত্তি উদিত হয়। তখন কৃষ্ণের সম্যক্ দর্শন হয়; 'আমি যোষিৎপতি'—এরূপ বিচার হয় না। কৃষ্ণই একমাত্র যোষিৎপতি—এইরূপ দর্শন হয়। কেবল কৃষ্ণ-ভজনের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। মানুষ তখন নিজেকে গুরুর পুত্র জ্ঞান করে; এ সকল পিতা-পুত্রের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না; তখন মঠবাস হয়। তখন শ্রীচৈতন্যদেব যা' ক'রেছেন, সেই কৃত্য ক'রবার অভিলাষ হয়। সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তন হয়—তখন জীব প্রকৃত প্রস্তাবে 'তৃণাদপি সুনীচ' হন, নিন্দা কর্‌বার প্রবৃত্তি থাকে না।

শ্রবণ কীর্ত্তন না হ'বার জন্য কৃষ্ণের দর্শন হ'চ্ছে না। আশ্রয় ত' ক'র্‌ব আমি। আমি আশ্রয় না ক'র্‌লে আর কি হ'বে? ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সদ্‌গুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া পেলেই সব হ'বে। তাঁ'র দয়া না হ'লে আমার শত চেষ্টা-দ্বারাও কিছু হ'বে না। তাঁ'র দয়াই মূল জিনিষ। যদি হৃদয়ের মধ্যে নিষ্কপট আর্ত্তি থাকে, যদি তাঁকেই সত্য সত্য চাই, তা' হ'লে তা'র নিশ্চয়ই দয়া লাভ হয়। যতক্ষণ অন্য বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণই জন্মৈশ্বর্য্যাদির অভিমানে সর্ব্বনাশ হয়। ভগবান্ কি বস্তু, যাঁ'রা আলোচনা ক'র্‌লেন না, তাঁ'রা ঐ সব অসার জিনিষের (জন্মৈশ্বর্য্যাদির) আলোচনায় সময় কাটিয়ে দিলেন। এই সব বিষয়ে বেশী আসক্ত হ'য়ে পড়্‌লে শ্রবণ হয় না। শ্রবণ না কর্‌লে বিষয়-ভোগ ছাড়া জীব আর কি কর্‌বে?

অনাত্মবস্তুর সৃষ্টি আছে। আত্মবস্তুর সৃষ্টি নাই। আত্মবস্তুর সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হ'লে পুন-রায় আমার স্বভাব প্রাপ্ত হ'ব। পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হ'বার অভিমান হ'বে না। বলদেব বুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'বে না। কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে জীবন নষ্ট কর্‌তে হ'বে না। F. R. S. D. C. L. হ'য়ে আধ্যক্ষিক হ'বার জন্য যত্ন হ'বে না।

আত্ম-পরীক্ষা না করার দরুণ—শ্যামাঘাসকে ধান গাছ বিবেচনা করার দরুণ দুর্গতি ঘট্‌লো। ব্রহ্মাণ্ডের সব সুবিধা পেয়ে গেলেই বা তা'তে কি হলো? তা'তে দুরাকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি হ'লো বই ত' নয়। আবার পরে সে সব ছেড়ে দিয়ে নির্ব্বি-শেষ চেষ্টা হ'বে। যোগভূমিকার প্রাপ্য পতঞ্জল ঋষির কৈবল্য পেয়েই বা কি লাভ? এ সব দুর্ব্বা-সনা কালসর্পের মতন। কামড়ালেই পশুর ন্যায় করে ফেল্‌বে। এ গুলোর বিষ দাঁত না ভেঙ্গে এদের সঙ্গে বাস ক'র্‌লে মারা পড়্‌তে হয়।

বিষয়ী হ'বার চেষ্টায় অভিভূত হওয়ায় যে অমঙ্গল ঘটে, সেই সব অমঙ্গল-বাসনার মুখে ছাই দেবার সুবিধা হয়—যখন ভগবানের দাসেদের সঙ্গে দেখা হ'বার সুযোগ হয়। নারদ যেমন নিজের সুবিধা ক'রে নেওয়ার লীলা দেখিয়েছিলেন। নারদের অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় হ'য়েছিল; সেই সুকৃতিবশে তিনি বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে, জাগতিক ব্যাপার আবশ্যক নয়,—

> এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
> জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
> হসত্যথো রোদিতি রৌতি
> গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ভাঃ ১১।২।৪০

[এবম্বিধ ব্রতশীল হইয়া প্রিয়তম শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনাদি-নিবন্ধন অনুরাগযুক্ত এবং বিগলিত-চিত্ত পুরুষ লোকের হাস্যপ্রশংসাদিতে অবধান-শূন্য হইয়া উন্মাদতুল্য উচ্চহাস্য, রোদন, চীৎকার, গীত এবং নৃত্য-বিষয়ে রত হইয়া থাকেন।]

পৃথিবীর লোক ইঁহাদিগকে নির্ব্বোধ, পাগল ব'লে বিচার করে। ভগবানে অনুরাগ হ'ল। ক্রিয়া কি দেখা গেল? হাঁসছেন—দেখছেন জগৎ কি করছে, অথবা তখন 'বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে', তাই তিনি আনন্দে হাসছেন—সর্ব্বত্র কৃষ্ণময় দর্শন; আবার কাঁদছেন—জগতের লোক কত অশান্তিতে র'য়েছে। অন্য লোক কি বিবেচনা করছে, তাঁর গ্রাহ্যের বিষয় হ'চ্ছে না।

মহাভাগবতের সঙ্গ-প্রভাবে অযাচিতভাবে যদি সেই জিনিষ লাভ হয়, তা' হ'লে শ্রবণের যোগ্যতা হয়। হঠাৎ এই সৌভাগ্য উদিত হ'তে পারে।

—০—

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৬৮ পৃষ্ঠার পর]

প্রশ্ন—সম্প্রদায়-প্রণালী কি সনাতন,—না অর্ব্বাচীন ?

উত্তর—"সম্প্রদায়-ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব আদিকাল হইতে সাধু লোকদিগের মধ্যে সৎসম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।"

—জৈঃ ধঃ, ১৩শ অঃ

প্রশ্ন—কাঁহারা বিশুদ্ধ-মত স্বীকার করেন ?

উত্তর—"যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যানাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ-মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ড-মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

প্রশ্ন—শ্রীচৈতন্য-দাসগণের গুরু-প্রণালী কি ? কাহারা তাঁহাদের প্রধান শত্রু ?

উত্তর—"শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদাসদিগের গুরু-প্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারেই দৃঢ় করিয়া স্বীয়-কৃত 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় গুরু-প্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

প্রশ্ন—কলির গুপ্তচর কাহারা ?

উত্তর—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা-সিদ্ধ-প্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর।"

—শ্রীমঃ শিঃ ২য় পঃ

প্রশ্ন—ভাবী কালে ভক্তি-তত্ত্বে একমাত্র কোন্ সাত্বত-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকিবে ?

উত্তর—"স্বল্প দিনের মধ্যে ভক্তি-তত্ত্বে একটীমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

প্রশ্ন—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কেন ?

উত্তর—"সকল সম্প্রদায়-বৈষ্ণবের এক মত। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ আছে। সকল বৈষ্ণবই জীবকে তত্ত্বতঃ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। সকলেই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।" —প্রেঃ প্রঃ, ৬ষ্ঠ প্রঃ

প্রশ্ন—সম্প্রদায়-প্রণালী কি জীবের পক্ষে অহিতকর ?

উত্তর—"সম্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। ... ... সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধু-পদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা, ধর্ম্মালোচন এবং ক্রমবৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক-বিতর্ক করিয়াও আত্ম-প্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায়-প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকেরই কার্য্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভাল দ্রব্য সর্ব্বদা পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজারের সংস্কার করাই বিধেয়; কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য যিনি বাজার-প্রণালী উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহার বুদ্ধিকে আমরা কোন প্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না। সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্যগণ জগন্মঙ্গল বিধান করিবার জন্যই সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" —'সম্প্রদায়-প্রণালী' সঃ তোঃ, ৪।৪

প্রশ্ন—সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ-মত কোন্ সময় সৃষ্ট হইয়াছে ?

উত্তর—"ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই পবিত্র ভারত-ক্ষেত্রে কখনই সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ মত ছিল না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে পর্য্যন্ত ভারতের সংস্রব হইয়াছে, সেই অবধিই কোন কোন লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন।"

—'সম্প্রদায়-প্রণালী', সঃ তোঃ, ৪।৪

প্রশ্ন—সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অধিক,—না গুণ অধিক ?

উত্তর—"নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ আছে। যাহাতে অধিকাংশ গুণ, তাহাতে কিছু কিছু দোষ থাকিলেও তাহা পণ্ডিতের পক্ষে আদরের বস্তু।"

—'সম্প্রদায়-প্রণালী,' সঃ তোঃ, ৪।৪

প্রশ্ন—অসাম্প্রদায়িকগণ কি স্বকপোল-কল্পিত অসৎসাম্প্রদায়িক নহে ?

উত্তর—"সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটি মত লইয়া আপনাদিগকে 'অসম্প্রদায়ী' মনে করে। ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাহারা একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে।"

—'সম্প্রদায়-প্রণালী,' সঃ তোঃ, ৪।৪

(ক্রমশঃ)

—০—

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৭২পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও তাঁহার ভজনরহস্য-গ্রন্থে অষ্টযামসাধনে উক্ত ভজনক্রম অনুসরণের উপদেশ করিয়াছেন। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ব্যতীত সাধুসঙ্গ লাভ হয় না এবং সাধুসঙ্গ ব্যতীতও ভক্তি লাভ হয় না। ঠাকুর তাঁহার জৈবধর্ম্মগ্রন্থে এ বিষয়ের বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভক্তই শ্রীভগবানের প্রিয়াপ্রিয়কার্য্য নির্দ্দেশ করেন; সুতরাং ভক্তের কৃপারই প্রাধান্য। "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়"—ইহাতে নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলেই জীবের অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে এবং সেই শ্রদ্ধার ফলেই শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে রত হইলেই জীবের ভজনোন্নতি হইতে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্ত্যঙ্গের বিচার আছে। তন্মধ্যে নামসংকীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু পঞ্চ ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

সাধুসঙ্গ নাম-কীর্ত্তন ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ ॥

নাম-সংকীর্ত্তন কি করিয়া সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে, নাম কি বস্তু,—ইহা বিশেষভাবে বিচার্য্য হওয়া আবশ্যক।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

—ভঃ রঃ সিঃ

শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের বিচার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'হরিনামচিন্তামণি'-গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঠাকুরঘরে গিয়া পূজা করিলেই যে ভগবান্ আমার পূজা গ্রহণ করিলেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তিনি আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু হইলে আমার দাম্ভিকতা-প্রকাশের খুব সুবিধা হইত। জিহ্বা নাড়াচাড়া করিয়াই মনে করি হরিনাম হইল। অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় বস্তুর নাম-রূপ গুণ-পরিকর-লীলা সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য কোথায়ও প্রকাশিত হন না। শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব ব্যতীত শ্রীবাসুদেব অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হন না। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"। আচার্য্যের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ভগবান্‌কে জানিতে পারেন। আচার্য্যের কৃপা ব্যতীত বিশুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয় না। বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যতীত শ্রীভগবানের নামাদি অন্য কুত্রাপি প্রকাশিতও হন না।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।

সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ॥
—ভাঃ ৪।৩।২৩

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ পর্য্যন্ত ভোগী ও ত্যাগীর বিচার প্রধাবিত হয়। কিন্তু ভক্তি-শাস্ত্রে ভুক্তি ও মুক্তির স্পৃহাকে বিশেষভাবে গর্হণ করা হইয়াছে। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তাঁহার শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি গীতাবলীতে গাহিয়াছেন—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাবিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত ॥

"ওরে মন! ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা কর দূর" ইত্যাদি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পারমহংস্য ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুরও তাহাই জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু "না উঠিয়া বৃক্ষোপরি টানাটানি ফল ধরি"। ন্যায়ে বর্ণাশ্রম-বিচার উল্লঙ্ঘন করিয়া সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া না যায়, এইজন্য ঠাকুর দৈববর্ণাশ্রমের কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন।

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥

—এই শ্লোকে কৃষ্ণৈকশরণ-বিচার পরিত্যাগ করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক সমাজে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন ঠাকুরের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে। আবার আসুরবর্ণাশ্রমী হইয়া দৈবী সম্পদ্ পরিত্যাগ করিবার কথাও ঠাকুর বলেন নাই। দেহ-মন ও তৎসম্পর্কিত বস্তুর সহিত সংশ্রব থাকাকালে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের বিচার প্রবল থাকে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু "নাহং বিপ্রো" প্রভৃতি শ্লোকে "গোপীভর্ত্তুর্পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ" বিচারে যে জীবস্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বুঝিবার যোগ্যতা হইলেই 'এত সব ছাড়ি' আর 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম'—এই বিচারটি অনুসৃত হইতে পারে। শ্রীরায়রামানন্দ-সংবাদে বর্ণাশ্রম-বিচারকে সর্ব্বনিম্নে স্থান প্রদান করা হইয়াছে। কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির বাহ্যত্ব প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানশূন্যা ভক্তিকে 'এহ হয়' বলিয়া আদর করিয়াছেন। ক্রমশঃ সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ কথিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামতত্ত্ব-শিক্ষা তাঁহার শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁহার শিক্ষাষ্টকে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের বিচার সুষ্ঠুভাবে বলিয়াছেন। 'হরের্নাম হরের্নাম' শ্লোকে নাম-ভজনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ও শ্রীরায়রামানন্দ, শ্রীসার্ব্বভৌম, শ্রীরূপ-সনাতনাদি পার্ষদবৃন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সমস্ত গ্রন্থেই বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া সমস্ত জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার রচিত শিক্ষাষ্টকের উপদেশ গৌড়ীয়বৈষ্ণবের মহামূল্য ভজনসম্পদ্। শ্রীল ঠাকুর তাঁহার পদাবলীসমূহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভভজনের কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে' 'শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষাবৈশিষ্ট্য ঠাকুর বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যদি আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়দয়ার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে আমরা জগতের অচৈতন্য বিচারে প্রধাবিত হইয়া আত্মবিনাশই বরণ করিতাম। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাও যাহা শ্রীভক্তিবিনোদবিগ্রহও তাহা। তাঁহার আচার, প্রচার ও লেখনীতে সর্ব্বত্রই তিনি শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাবৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা জগতের শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজ কেহই গ্রহণ করিতে পারিতেন না। আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মে সভ্যমানব সমাজের যে প্রীতি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা কেবল তাঁহারই অমন্দোদয়াদয়া ব্যতীত আর কিছু নহে। কতকগুলি অশিক্ষিত লোকের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলা কামক্রীড়াকে লোকে বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন। কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি হইতে

শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য বিচার পূর্ব্বক আচারে প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। জীবের স্বরূপ-ধর্ম্মই যে কৃষ্ণদাস্য এবং সেই ধর্ম্মযাজনে যে জাতি-কুলাদির কোন বিচার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তারস্বরে জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব তাঁহার গ্রন্থাদিতে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতের সারাংশ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধামবৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেবার তারতম্য কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা যাহাতে সেই শিক্ষাসার অনুসরণ করিতে পারি, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট তাহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয় হউক্।

—০—

শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

"কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার"॥
—চৈঃ চঃ মঃ ২০।৬৩

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রতি কৃপা-সমুদ্রের ন্যায় পারা-পার শূন্য। সমুদ্র যেরূপ পার-অপার সীমাহীন; তদ্রূপ গভীরতাও অন্তহীন। কখন কিরূপে কাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেন, ত্রিভুবনে বুঝিতে কাঁহারও সামর্থ্য নাই।

মহাপূণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডব রক্তক্ষয়ী মহাসংগ্রাম হইয়াছিল। এই ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম হইয়াছিল অষ্টাদশ দিবস। অষ্টাদশ দিবসে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। যুদ্ধ চিরকালই মহাদুঃখজনক ও বেদনাদায়ক। বিজয়ী এবং বিজিতা যুদ্ধে উভয়পক্ষেরই অপূরণীয় ক্ষতি সাধন হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও তাহাই হইয়াছিল। পরাজিত কৌরবপক্ষে যেমন হাহাকার ধ্বনি উঠেছে, তেমনি বিজয়ী পাণ্ডব পক্ষেও উঠেছে হাহাকার আর্ত্তনাদ। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধশেষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হতানাং যদি জনিষে পরিমাণং বদস্ব মে"॥ মঃ ভাঃ স্ত্রীঃ পঃ ২৬।৮, অর্থাৎ তুমি যদি এই যুদ্ধে মৃত সৈন্যগণের সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু জান, তবে আমাকে বল।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তদুত্তরে এইরূপ সংখ্যা বলিয়াছিলেন,—

"দশাযুতামযুতং সহস্রাণি চ বিংশতিঃ।
কোট্যঃ ষষ্টিশ্চ ষট্ চৈব হ্যস্মিন্ রাজন্
মৃধে হতাঃ॥
অলক্ষিতানাং বীরাণাং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
দশ চান্যানি রাজেন্দ্র শতং ষষ্টিশ্চ পঞ্চ চ॥"
—ঐ ২৬-৯-১০

হে মহারাজ! এই যুদ্ধে এক অর্ব্বুদ, ছেশট্টি (৬৬) কোটি, বিশহাজার যোদ্ধা নিহত হইয়াছে। আর ইহার অতিরিক্ত চব্বিশ হাজার একশত পঁয়ষট্টি জন বীর সৈন্য অদৃশ্য অর্থাৎ নিখোঁজ হইয়াছে। এই মহাসমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে আঠারোটি লোকও জীবিত ছিল না। মহাভয়ঙ্কর লোকক্ষয় হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য মধ্যে মাত্র দশজন অবশিষ্ট জীবিত ছিলেন। মুমূর্ষু মহারাজ দুর্য্যোধনকে অশ্বত্থামা বলিতেছেন,—

তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাসুদেবোঽথ সাত্যকি।
অহঞ্চ কৃতবর্ম্মা চ কৃপঃ সারদ্বতস্তথা॥
—মঃ ভাঃ সৌঃ পঃ ৯।৪৯

মহারাজ! এই সময়ে পাণ্ডবপক্ষের সাতজন—যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এই পঞ্চভ্রাতা, শ্রীকৃষ্ণ এবং সাত্যকি জীবিত আছেন। আর আমাদের পক্ষের আমি, কৃতবর্ম্মা ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য এই তিনজন অবশিষ্ট জীবিত আছি।

বহূনি চ সহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
কোট্যশ্চ লোকবীরাণাং সমেতাঃ কুরু জাঙ্গলে॥
—ভীঃ পঃ ৪।৬

এই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার জন্য বহু সহস্র, বহু অযুত, বহু কোটি ও বহু অর্ব্বুদ বীর সমবেত হইয়াছিল। তখন পৃথিবীর সহর ও গ্রামে কোন যুবা পুরুষই ছিল না, সবাই যুদ্ধে আসিয়াছিল।

সবংশে মহাভিমানী মহারাজ দুর্য্যোধনের নিধন হইয়াছে। তাহার কু-শাসনে প্রজারা ভয়ে দিন যাপন করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে সমরবিজয়ী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থের অধীশ্বর হইলেন। দুই রাজ্যই এখন এক। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সুশাসনে ও প্রজাবাৎসল্যে রাজ্যের প্রজারা সবাই আনন্দিত। চতুর্দ্দিকে উদ্ভাসিত নূতন জীবনের সুখশান্তি। আনন্দমনে নূতন জীবনকে প্রজারা স্বাগত জানাইয়াছেন। কিন্তু প্রজাগণের মনে সুখ-শান্তি লাভ করিলেও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মনে কোনও সুখ-শান্তি ছিল না। কেননা মহাসমরক্ষেত্রে পিতামহ সরশয্যায় শায়িত অবস্থায় একাকী আছেন। তাঁহাকে দর্শনের জন্য গমন করিলে তৎকালে শ্রীনারদ, ব্যাস, শ্রীল শুকদেব প্রমুখ বহু মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষিগণও সঙ্গে তথায় গমন করিলেন; আর শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনও সঙ্গে গমন করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্মদেব সকলের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যথাবিধি মনে পূজা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—

যত্র ধর্ম্মসুতো রাজা গদাপাণির্বৃকোদরঃ।
কৃষ্ণোহস্ত্রী গাণ্ডিবং চাপং সুহৃৎ কৃষ্ণস্ততো বিপৎ॥
—ভাঃ ১।৯।১৫

যে স্থানে রাজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, গদাধারী ভীমসেন, অস্ত্রধারী অর্জ্জুন, শরাসন গাণ্ডীব এবং পরম বান্ধবরূপে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন, অহো! সেই স্থানেও মহাবিপদ্ দুঃখ অবস্থান করিতেছে। অর্থাৎ পুণ্যবল, দৈহিকবল, নৈপুণ্যবল, শস্ত্রবল এবং সুহৃদ্বল এই চতুর্ব্বিধ অদ্ভুত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যে তোমাদের মহাবিপদ্ বা দুঃখ তাহা বড়ই বিস্ময়াবহ। অহো কি কাল-প্রভাব!

অহো কষ্টমহোহন্যায্যং যদ্ যুয়ং ধর্ম্মনন্দনাঃ।
জীবিতুং নার্হথ ক্লিষ্টং বিপ্রধর্ম্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ॥
—ভাঃ ১।৯।১২

হে ধর্ম্মনন্দন পাণ্ডবগণ! ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—এই তিনের আশ্রয়ে থাকিয়া তোমরা কঠোরভাবে কষ্টে জীবন যাপনের যোগ্য নহ। যেহেতু ইহা বড়ই নিন্দনীয় ও অনুচিত। অর্থাৎ তোমাদের এতাদৃশ কষ্ট হওয়া অনুচিত। অস্থানে অন্যায় ও কষ্ট হওয়া সম্ভব নয়, তোমরা রাজা তোমাদের ইহা অন্যায্য ও অত্যন্ত কষ্টকর। এইরূপ অত্যন্ত কষ্টভোগের দ্বারা তোমরা জীবন যাপন করিবার যোগ্য নহ, অপরে অর্থাৎ অন্যলোকে সেই-ভাবে জীবন যাপন করে করুক। কিন্তু তোমাদের হওয়া বড়ই কষ্টদায়ক ও আশ্চর্য্য। তাহা আমি সমস্তই কাল কর্ত্তৃক মনে করি।

সর্ব্বং কালকৃতং মন্যে ভবতাঞ্চ যদপ্রিয়ম্।
স পালো যদ্বশে লোকো বায়োরিব ঘনাবলিঃ॥
—ভাঃ ১।৯।১৪

হে পাণ্ডবগণ! তোমাদেরও যে এতাদৃশ নিরানন্দ ও বিপদ্ দুঃখ হইতেছে, তাহা আমি কাল দ্বারাই সম্পাদিত বলিয়া মনে করি। কেননা মেঘসমূহ যেমন বায়ুবশে পরিচালিত হয়, তদ্রূপ লোকপাল-গণের সহিত সমুদয় লোক কালের অধীনে অবস্থান করিতেছে। শ্লোকস্থ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকার ভাবার্থ এইরূপ—সমস্ত কিছুই কালকৃত বলিয়া আমি মনে করি—"কালকৃতং মন্যে ইতি ভ্রমে।" কাল হইতেছে প্রারব্ধ সুখ ও দুঃখ ভোগের আধার। এইজন্য সহকারিত্ব হেতু ঔপচারিক ভাবে—"কালকৃত মনে করি" এইরূপ বলিতেছেন। প্রারব্ধ পাপজনিত এই ক্লেশ বিপদ্ হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্মের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। অধর্ম্মের ফল ধর্ম্মে থাকা সম্ভব নয়। যদি বল—ধর্ম্মেরও প্রারব্ধ পাপ আছে? না এইরূপ

মন্তব্য করিতে পার না, কারণ ধর্ম্মের কি করিয়া অধর্ম্মত্ব হইতে পারে? অতএব অতি প্রবল, অতি দুর্নিবার, দুস্তর্ক্যকালই কারণ, ইহাই বলিতেছেন—সপাল অর্থাৎ লোকপালগণের সহিত সমস্ত লোকেই যে কালের বশবর্ত্তী হইতে হয়।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ॥

—কঠোপনিষদ্ ২।৩।৩

অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু এবং মৃত্যু ইঁহারা সবাই লোকপাল; তাঁহারাই কালের ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, তাঁহারই ভয়ে সূর্য্য নিয়মিত উদিত হইয়া উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকে, তাঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চম স্থানীয় মৃত্যু ধাবমান অর্থাৎ স্ব-স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কেবল জড়, চেতন জীব ও জগৎ এই কালের ভয়ে তাঁহার শাসন মানিয়া চলিতেছে তাহা নহে, লোকপাল দেবতাগণ অতীব পরাক্রমশালী হইলেও সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ কালরূপের অলঙ্ঘ্য বিধানের অধীন হইয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদন করিয়া থাকেন। যাঁহার ভয়ে সমস্ত প্রাণী ভীত হইয়া অবস্থান করে, সেই সর্ব্বসংহারক মৃত্যুও তাঁহার শাসনের অধীনে, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কাঁহারও স্বেচ্ছা বা স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার শক্তি নাই।

সাধারণ কর্ম্মবাধ্য জীব স্বকৃত শুভাশুভের কর্ম্মফল প্রারব্ধ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা পাণ্ডবগণের প্রারব্ধ পাপ বা কর্ম্মের ফল এইরূপ মন্তব্য করা যায় না; কেননা শাস্ত্রে বলিতেছেন,—

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়ন্তে বিষ্ণু ভক্তিরতাত্মনাম্ ॥

—পদ্মপুরাণ

ভগবদ্ভক্তি দ্বারা ভগবদ্ভক্তের প্রারব্ধফল, পাপফলোন্মুখী এবং পাপবীজ অর্থাৎ পাপ বাসনা ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে প্রকার প্রজ্জ্বলিতহগ্নি কাষ্ঠ রাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তি ভক্তের সর্ব্ববিধ পাপসমূহকে সম্যক বিনাশ করিয়া বিপৎ হইতে পরিত্রাণ করে।

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥

—ভাঃ ১১।১৪।১৯

ভগবদ্ভক্তিই ভগবদ্ভক্তের সর্ব্ববিধ ক্লেশ বিনাশ করে, ভক্তির প্রথম লক্ষণই হইল—"ক্লেশঘ্নী" অর্থাৎ ভক্তি ভক্তের যাবতীয় ক্লেশ, বিপদ্ বিনাশ করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ শুভদা—ভগবদ্ভক্তগণের অশুভরাশি সমূহকে বিনাশ করিয়া শুভরাশি প্রদান করেন—অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের কখনও অশুভ থাকিতে পারে না।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তে শারীরিকভাষ্যে বলিয়াছেন,—

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি-শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥

জীবের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ ভিন্ন ক্ষয় হয় না, কর্ম্মের ফল নাশ নাই। জগৎ কোটি কোটি বার ধ্বংস হইলেও শুভাশুভ কর্ম্মফল কখনও ধ্বংস হয় না। অতএব কর্ম্মফল শুভই হউক অথবা অশুভই হউক ভোগ করিতেই হইবে। এক জীবনে সকল কর্ম্মের ফল ভোগ সম্ভব হয় না। কৃতকর্ম্মের ফল যখন তাহাদের ভোগ করিতেই হইবে তখন জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম অবশ্যম্ভাবী। অতএব জীবের জন্মজন্মান্তর ভোগ করিয়া থাকিতেই হইবে।

লব্ধ্বা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত।
যথা যোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা ॥

অব্যক্ত নিমিত্তের বশে অর্থাৎ জীবের প্রারব্ধ অজ্ঞাত কারণের বশে জীব জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্ত হয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া অব্যক্ত হয়, বলবান্ প্রারব্ধবশে যাহাতে প্রারব্ধের সম্যক্ ভোগ হয় সেইরূপ পিতামাতার সংযোগে জীব জন্মগ্রহণ করে। ইহাই অসংখ্য জীবের দেহভেদের স্পষ্ট কারণ। সঞ্চিত কর্ম্মের উপর প্রারব্ধ নির্ভর করে, সেই প্রারব্ধ বশেই জীবের জন্মগ্রহণ। ইহার দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারি কর্ম্মফল অকাট্য, জন্ম জন্মান্তর তাহারই ফল। জন্মকালীন দেহ ভেদ কর্ম্মকরই ফল। মানুষের প্রারব্ধ দুর্ভেদ্য ও দুর্ল্লঙ্ঘ্য। তাহা দুর্ল্লঙ্ঘ্য হইলেও লঙ্ঘন করা যায়। বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীল

রূপগোস্বামিপাদ-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণনাম-স্তোত্রে এইরূপ বলিয়াছেন—

যদ্ ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতি নিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ ৪ ॥

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তা-দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না। কিন্তু হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফুর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায়—বেদ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। অর্থাৎ ভগবন্নাম গ্রহণমাত্রেই বিপদ্ বা দুঃখের মূলীভূত প্রারব্ধ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥

—ভাঃ ১০।২।৩৩

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বলিতেছেন,—হে মাধব! হে প্রভো! আপনাতে প্রীতিসম্বন্ধ ভক্তিযুক্ত পরমভক্তগণ কখনও সুপথ ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হন না, বরং তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্ক-চিত্তে বিঘ্নোৎপাদনকারিগণের পালক প্রভু অর্থাৎ বিঘ্নপ্রদানকারিগণের মস্তকের উপর পদ প্রদান পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

ভগবদ্ভক্তির বৈশিষ্ট্য

ডঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিদ্ধান্ত করেই শিরোনামটি বা আজকে বিষয়টি নির্ণীত হয়েছে।

ভগবানকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ পথ ভক্তি এবং সেই ভক্তিপথই শ্রেষ্ঠ কেন— তাই আলোচনার বিষয়।

যোগাস্ত্রয় ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥

শাস্ত্র ভগবানকে প্রাপ্তির তিনটি পথের কথা বলেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং গীতাতেও জ্ঞান, কর্ম্মের এবং ভক্তির কথাও আছে।

জ্ঞানের পথ এবং কর্ম্মের পথ শ্রেষ্ঠ নয় কারণ তা আয়াস সাধ্য। ভগবান নিজেই বলেছেন ক্লেশ-সাধ্য এবং তার দ্বারা পরিপূর্ণ কল্যাণও হয় না। তাই ভক্তিই পথ।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিবাপ্যতে ॥

—গীতা ১২।৫

অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত চিত্ত সেই সাধক-গণের সিদ্ধিলাভে অধিকতর ক্লেশ হয়। কারণ দেহধারীগণ অতিকষ্টে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করে থাকেন। জ্ঞানের পথে এই অবস্থা। আর কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে ভাগবতের উক্তি (১।৫।৩৪)।

"এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥"

এইরূপে মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্য-কর্ম্মসমূহ সংসার বন্ধন বা যোনি ভ্রমণের কারণ। কিন্তু সেই সকল কর্ম্মই ঈশ্বরে সমর্পিত হলে ভগবৎ বিমুখ অহং বুদ্ধি বিনাশে সমর্থ হয়। সুতরাং কর্ম্মযোগে সংসার নষ্ট হয় না। সুতরাং কর্ম্মের পথেও মুক্তি ঘটছে না। আবার এই দুঃসহ সংসার জীবনে ফিরে ফিরে আশা।

যোগীদের সম্পর্কে ভাগবত বলেছেন—

ইন্দ্রিয় নিগ্রহে যোগ সাহায্য করে। দেহ ভগ-বানের সেবার উপাদান। দেহের সুস্থতা প্রয়োজন ভগবানের সেবার জন্যে। যৌবন অতীত হইলে যোগের আসনটি করা যায় না। এইজন্য ভক্ত যোগ-চর্চ্চায় আগ্রহ দেখান না। সামান্য সময়টুকুও তাই

ভক্ত যোগ-চর্চ্চায় নিযুক্ত করে ভগবানের সেবার সময়টুকু নষ্ট করতে রাজী হন না।

বৌদ্ধযুগের শেষে শঙ্করাচার্য্য বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গ ও কুমারিল ভট্ট বৈদিক কর্ম্ম-মার্গের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন এবং কালক্রমে এই দুটি পথই নিরীশ্বর হয়ে পড়েছিল। জ্ঞান ও কর্ম্মের সঙ্গে ভক্তির কোন সম্পর্ক ছিল না।

জ্ঞানের চর্চ্চায় ছিল শুধু শুষ্ক পাণ্ডিত্যের লক্ষণ আর কর্ম্মের তো অন্ত ছিল না। বেদের তেত্রিশ দেবতা তেত্রিশ কোটি হয়ে ছিলেন। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে ধর্ম্মের বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছিল। প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা, কামিনী কাঞ্চনের কলুষিত চিত্তে এই সকল ধর্ম্ম-কর্ম্ম বা ধর্ম্ম-বাণিজ্য সম্পন্ন হত—এর মধ্যে ভক্তির প্রসঙ্গ ছিল না। এইভাবে যখন শোচনীয় ধর্ম্মের গ্লানি। তখনই ভগবান শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব। ভক্তি-হীন জ্ঞান-মার্গ ও কর্ম্ম-মার্গকে সম্পূর্ণ পরিহার করে শুধু প্রেমভক্তি ও হরিনাম প্রচার করে তিনি ভক্তিযোগের প্রতিষ্ঠা করলেন এবং শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করলেন ভক্তিযোগের।

ভক্তির সংজ্ঞা কি? নারদ ভক্তিসূত্রে—"সা কস্মৈচিৎ পরমা প্রেমরূপা" কারুর প্রতি প্রেমভাব। 'শাণ্ডিল্যসূত্রে' বলা হল—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" ভক্তি—ভগবানে যৎপরোনাস্তি অনুরক্তি। ভগবৎপদে যে একান্ত রতি, তারই নাম ভক্তি।

এই ভক্তিই রাগাত্মিকা, অহৈতুকী বা মুখ্যা ভক্তি। কোন চেষ্টা না করে আপনা থেকে যে প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়, তাকেই বলে রাগাত্মিকা ভক্তি।

অহৈতুকী ভক্তি অন্য অভিলাষ শূন্য। যে ভক্তিতে ভগবান ভিন্ন আর কিছুই চায় না।

পুত্রং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি এরূপ কোন প্রার্থনা নেই। এমনকি মুক্তিরও প্রার্থনা নেই। প্রার্থনা ঐ শ্রীচরণ। মহাপ্রভুর ভাষায়—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।"

—শিক্ষাষ্টক ৪র্থ শ্লোক

তারই নাম 'অহিতুকী ভক্তি'। 'ভালবাসি' বলে ভালবাসি'—'আমাদের স্বভাব এই। তোমা বই আর জানিনে'—অহৈতুকী ভক্তির এই মূল সূত্র।

আর আছে বৈধী ভক্তি। বৈধীভক্তি শাস্ত্রও অনুকূল তর্ক সাপেক্ষ। শাস্ত্র শুনে জানলাম ভগবান কত বড়—কত শক্তিশালী তিনি, বুঝলাম। তাঁকে ভজন করলে কত সুখ-শান্তি ইহকালে পরকালে এই স্থির করে ভগবানে যে ভক্তি জন্মাল তাহাই বৈধীভক্তি।

আগেই বলা হয়েছে—ভগবানের প্রতি আকর্ষণ জনিত যে ভক্তি। তাহাই রাগাত্মিকা ভক্তি।

এই ভক্তি ব্রজমণ্ডলেরই মহাসম্পদ। ব্রজেই আছে, অন্যত্র নেই। আর ব্রজের অনুকরণে, অনুসরণে, আনুগত্যে যাঁরা ভজন করেন, তাঁদের হৃদয়ে আছে।

ভক্তি মানুষের হৃদয়ে আছে অনাদিকাল থেকেই। কিন্তু ঢাকা পড়ে আছে। মেঘে ঢাকা সূর্য্যের মত সামান্য বিষয়-বাসনা এই ভক্তিকে ঢেকে রাখে। হরিকথার বাতাস যদি লাগে তাহলে বাসনার মেঘ কেটে যায়। ভক্তি-সূর্য্য প্রকাশিত হয়।

রাগাত্মিকা ভক্তিকে শ্রীরূপ বলেছেন 'স্ব-ভক্তি'। 'স্ব' শব্দের অর্থ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি হচ্ছেন ভক্তির বিষয়—ব্রজ-জাতীয় ভক্তি ছাড়া জীব আর কোন উপায়ে চরমশান্তি লাভ করতে পারে না। জগতের কেউই আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে না। পারেন একমাত্র ভগবান।

ভক্তি বস্তুটি নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের চরণের সঙ্গে জড়িত, দৃঢ় সংলগ্ন—সুতরাং ভক্তি-রজ্জুর একদিক অপ্রাকৃত রাজ্যে শ্রীগোবিন্দের চরণে প্রতিষ্ঠিত। তিনি যদি কৃপা করে দড়িটির অপরদিক সংসারে হাবুডুবু খাওয়া মানুষের দিকে ছুঁড়ে দেন। তবেই তা ধরে মানুষ অনায়াসে শান্তিময় ভূমিতে পৌঁছুতে পারে।

ব্রজভক্তির প্রধানতঃ ৪টে শ্রেণী—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। ভক্তির আশ্রয় ভক্ত—এক এক ভাবে, এক এক ভক্ত ভগবানকে আস্বাদন করেন।

যখন শ্রীনন্দমহারাজের কোলে গোপাল, তখন তিনি বাৎসল্যরসময়। আবার যখন তিনি শ্রীমতী সন্নিধানে, তখন তিনি শৃঙ্গার রসরাজ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেম বস্তুটি আছে তা নন্দরাজের সান্নিধ্যে

এলে বাৎসল্যের রূপ ধরে—আর রাধারাণীর কাছে এলে মধুর রসে পরিণত হয়।

ভক্তি অপার্থিব বস্তু। কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান সেই ভক্তি লাভ করে।

ভাগ্যবান কে? ভক্তিমান সজ্জনের সঙ্গ করে যাঁর হৃদয়ে ভক্তি তরঙ্গিত হয়েছে। তিনিই ভাগ্যবান। ভক্তিমান সজ্জনই হলেন শ্রীগুরুদেব। গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ শক্তির মূর্ত্তি। তাঁর কৃপাতেই শিষ্যের হৃদয়ে ভক্তিবীজ রোপিত হয়—তারপর শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ জল সিঞ্চনে ঐ বীজ তরুতে রূপান্তরিত হয়—এবং শেষে ঐ তরু ব্রহ্মলোক, পরব্যোম ভেদ করে গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পতরুতে আরোহণ করবে। এটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

ভক্তির মহিমার শেষ নেই। একমাত্র অনন্য-ভক্তিই তাঁকে পাবার উপায়। যিনি কারুর অধীন নন, তিনি হন ভক্তিবশ, এর কারণ কি? আসলে ভক্তি শ্রীভগবানের আনন্দ শক্তির একটি বৃত্তি। তার কাজ হল ভগবানকে বহন করে ভক্তিমান-জনের হৃদয়ে এনে বন্দী করা। তাই ভগবান বলেন—'অহম্ ভক্তম্ একয়া গ্রাহ্য'। ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারাই শ্রীহরি পূর্ণভাবে লভ্য।

ভক্তিপথের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি দিক—যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণ চরণের সেবা-বাসনা ছাড়াই অন্য লৌকিক বিষয়ের কামনা-বাসনা ছাড়াই অন্য লৌকিক বিষয়ের কামনাযুক্ত মন নিয়েও কৃষ্ণ ভজনা করে তাহলেও পরম কারুণিক কৃষ্ণ অশেষ কৃপা-পরবশ হয়ে তার অন্তর থেকে অন্য বস্তুর ভোগ লালসা দূর করে দিয়ে নিজের শ্রীচরণে টেনে নেন। ধ্রুব পিতার সিংহাসন পাবার জন্য শ্রীহরিকে আকুলভাবে ডেকে-ছিলেন। পাঁচবছরের শিশুর আর্ত্তিতে বিচলিত ভগ-বান নারদকে পাঠিয়েছিলেন তার কাছে। নারদ ধ্রুবকে কৃপা করলেন। তাঁর হৃদয়ে শ্রীহরির মাধুর্য্য ক্রমে বিকাশ পেতে লাগল। শ্রীহরি তখন ধ্রুবকে দর্শন দিয়ে বললেন—"ধ্রুব বর নাও।" ইতিমধ্যেই নারদের উপদেশে ও শ্রীহরির কৃপায় ধ্রুবের চিত্তের সকল মলিনতা ও বিষয়-বাসনা দূর হয়েছে। তাই তিনি বললেন—'ভগবান আমি সামান্য কাঁচ খুঁজ-ছিলাম কিন্তু ভাগ্যক্রমে মহামূল্যবান রত্ন পেয়েছি। এখন আর কাঁচে দরকার নেই। রাজপদ চাইতে গিয়ে আপনার অভয় পদ পেয়েছি। এখন আর অন্য বর চাই না। আমার আশার অতীত বস্তু পেয়েছি।

ভক্তিপথের ফল দুটি। যেমন সূর্য্য উঠলে অন্ধ-কার সরে যায়, আলো ফুটে ওঠে—সেইরকম শুদ্ধা-ভক্তির উদয়ে দুঃখ-জ্বালাময় সংসারের ক্ষয় হয়—আর ভক্তির মুখ্য ফল হিসেবে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম লাভ হয়।

ভগবান নিজেই এই ভক্তির মাহাত্ম্য উদ্ধবের কাছে কীর্ত্তন করেছেন :—

যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈঃ অপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা অন্যান্য শ্রেয়ঃ সাধন যা আছে। তা সব কিছুই আমার ভক্ত ভক্তি দ্বারা লাভ করে।

ভগবান কৃষ্ণকে লাভ করার উপায় যে একমাত্র ভক্তি, সেই ভক্তি-সম্পদ দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানুষকে দান করবার জন্য নেমে এলেন স্বয়ং ভগবান পরম করুণাময় গৌরহরি রূপে—

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুম্ উন্নত উজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ॥

এতেই নির্ণীত হয়ে গেল—ভগবানকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায়—"ভক্তিই"

ভক্ত কবির তাই আকুল প্রার্থনা—

কী করিলে বলো পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।
এত প্রেম কোথা পাব নাথ,
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।
আর কারো পানে চাহিব না আর,
করিব হে আমি প্রাণপণ—
তুমি যদি বল এখনি করিব,
বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন ॥

—০—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে পশ্চিমবঙ্গে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ও প্রচারকবৃন্দ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ীবাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

[অবস্থিতিঃ ঃ—৮ চৈত্র (১৪০৬) ২২ মার্চ্চ (২০০০) বুধবার ও ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার]

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগর (গোয়াড়ী বাজার) স্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীমঠের বার্ষিক বিশেষ দিবসদ্বয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ বুধবার ও ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার উদ্‌যাপন করেন। তাঁহারই আমন্ত্রণে ও ব্যবস্থায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্ত ৮৩ মূর্ত্তি সহ রিজার্ভ বাসযোগে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানাস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ২২ মার্চ্চ বুধবার বেলা ১২-৩০ টায় রওনা হইয়া অপরাহ্ণ ১-৩০ ঘটিকায় কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী বাজারে শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীমঠের নবনির্ম্মিত সুরম্য নাট্য মন্দিরের উদ্‌ঘাটন-অনুষ্ঠান শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে রাস্তার পার্শ্বস্থিত মুখ্য প্রবেশদ্বার দিয়া সংকীর্ত্তন সহযোগে প্রবেশ করতঃ সুসম্পন্ন করেন। উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানকারী ত্রিদণ্ডিযতিগণ—(১) পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ (২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ (৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ (৪) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ (৫) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ (৬) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ (৭) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ (৮) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ (৯) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ গোবিন্দ মহারাজ (১০) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ বিষ্ণুদৈবত মহারাজ (১১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ জিতেন্দ্রিয় মহারাজ। শ্রীমদ্‌শেষশায়ী দাস বাবাজী মহারাজও উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নব প্রকাশ শ্রীমূর্ত্তি পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও পূজারী শ্রীসনাতন দাসের সহায়তায় সমারোহে সংকীর্ত্তন-সহযোগে সম্পন্ন হয়। দুইদিবসই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী নরনারীগণ মহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীমঠের নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তন ভবনে ধর্ম্মসভার বিশেষ প্রাত্যহিক সান্ধ্য অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ বিষ্ণুদৈবত মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ জিতেন্দ্রিয় মহারাজ। সভায় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণের সারমর্ম্ম ঃ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য অবধারণে অসমর্থ। বস্তুর দুইটী দিক—বাহ্য আকৃতিক দিক (Morphological aspect) এবং তাত্ত্বিক দিক্ (Ontological aspect)। বদ্ধজীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির উপলব্ধ বস্তু বস্তুর বাহ্য আকৃতিক দিক, অবরোহ-পন্থায় শরণাগতের হৃদয়ে প্রকাশিত তত্ত্ব বস্তুর তাত্ত্বিক দিক্। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক ইমানুয়্যাল কাণ্ট তাঁহার Critical philosophy-তে প্রতিপাদন করিয়াছেন—বস্তু যাহা বাহ্যে প্রতীত হয় (Thing as it appears) তদ্বিষয়েই মনুষ্যের জানিবার যোগ্যতা আছে, কিন্তু বস্তু তত্ত্ব বিষয়ে (Thing-in-itself) জানিবার যোগ্যতা মানুষের

নাই। কিন্তু ব্রিটিশ দার্শনিক এফ্-এইচ-ব্র্যাড্লি উহা (Immanuel kant) নিরসন করিয়া প্রতিপাদন করেন Through immediate presentation and feeling one can have realisation of the thing-in-itself—স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ ও অনুভূতিতে তত্ত্ব বস্তু জানা যায়। প্রাচ্য আস্তিক্য বিভাগের দার্শনিকগণ বলেন—বস্তু যদি বস্তু হন, তিনি সর্ব্বদাই বিদ্যমান। সসীম মনুষ্যের সসীম বুদ্ধির দ্বারা নিরূপিত বস্তু বস্তু নহে। বস্তুর দর্শন কি প্রকারে হয় তদ্বিষয়ে পথ-নির্দ্দেশককে দর্শন শাস্ত্র নামে অভিহিত। Philosophy ও দর্শন শাস্ত্র সমার্থক নহে। 'Philosophy' গ্রীকশব্দ 'Philo' 'Sophia'। Philo—liking, fond of Sophia—wisdom। Oxford Dictionary তে 'Philosophy'-র অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে—'use of reason and argument in search for truth and knowledge of reality'। 'wisdom' শব্দে 'Empirical knowledge'-কে নির্দ্দেশ করিতেছে। Empiric knowledge—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান। প্রাচ্য আস্তিক্য বিভাগের দার্শনিকগণ উক্ত বিষয়ের নিরসন করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অপরা প্রকৃতি হওয়ায় তদ্দ্বারা তত্ত্ব বস্তু জ্ঞেয় হইতে পারে না। তত্ত্ব বস্তু স্বতঃসিদ্ধ।

বদ্ধজীব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে অবলম্বন করতঃ বিচার করিতে গিয়া ভগবান রামচন্দ্রকে, শ্রীকৃষ্ণকে ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁহাদের বাহ্য আকৃতিক দিকে অভিজ্ঞানে সাধারণ মনুষ্য পর্য্যায়ে আনিয়া বিচার করিতে গিয়া অতিমানব, মহামানব, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ্ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা আখ্যা প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ এইজন্য গীতাতে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্'' 'গীতা ৯।১১ (মূঢ় লোকসমূহ আমার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে আমি প্রপঞ্চ বিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি। আমি যে এই স্বরূপেই সমস্ত ভূতের মহেশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। অতএব অবিদ্বৎ প্রতীতির দ্বারা আমাতে একটী ক্ষুদ্রভাব অর্পণ করে। যাঁহাদের বিদ্বৎ প্রতীতি উদিত হইয়াছে, তাঁহারা আমার এই স্বরূপকে নিত্য সচ্চিদানন্দতত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে পারেন,—শ্রীল শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

অন্যের কা কথা, দ্বিপরার্দ্ধকাল প্রায় সমন্বিত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে গিয়া নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে এবং বৃহস্পতির অবতার শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম নিজ বিদ্যার গরিমায় বুঝিতে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়াছিলেন। আধ্যক্ষিক বিচার পরিত্যাগ করতঃ শরণাগত হইলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পরতমতত্ত্বরূপে দর্শন করিলে এইরূপ লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরীতে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি আজও নিত্য সেবিত হইতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম মায়াবাদ বিচার পরিত্যাগ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান জানিয়া এই ভাবে স্তব করিয়াছেন—

(১) বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীর ধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

বৈরাগ্য বিদ্যা, নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী এক সনাতন পুরুষ সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

(২) কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং
কৃষ্ণচৈতন্যনামা
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং
চিত্তভৃঙ্গঃ॥

কালে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাড়ে তিন জন অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে অন্তরঙ্গতম ভক্তদ্বয় শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায়রামানন্দ। শ্রীস্বরূপদামোদর তাঁহার কড়চায় নিত্যরচিত শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন—

'রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মনাবপি ভুবি পরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌর-সুন্দর। অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর।

দক্ষিণভারতে গোদাবরীতটে কভুরে শ্রীরায়রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত গৌর-সুন্দররূপে দর্শন করিয়াছেন।

'পহিলে দেখিনু তোমার সন্ন্যাসীস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন—পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥
তাহাতে প্রকট দেখি স-বংশী বদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন ॥

—মঃ ৮।২৬৭-২৬৯

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়াছেন এই মন্ত্রে—'নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণ-চৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।'

মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণ-চৈতন্যনামা গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।"

সংসারকারাগারে ত্রিতাপদগ্ধ হইয়া চিরকাল থাকিবার জন্য যাহারা বদ্ধ পরিকর তাহারা সর্ব্বদাই ত্রিতপদগ্ধ বদ্ধজীবের মন্তব্য সমূহের বহুমাননকারী। যাঁহারা ভগবান এবং পার্ষদ শুদ্ধভক্তগণের বাক্যসমূহে আস্থাবান্ তাঁহারা স্ব-পর আত্যন্তিক কল্যাণ লাভের অধিকারী হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পরতমতত্ত্ব হওয়ায় তাঁহার শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাবৈশিষ্ট্য সর্ব্বোত্তম। শ্রীনাথ-চক্রবর্ত্তী একটী শ্লোকে মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূ বর্গেন যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভো র্মতমিদং তত্রাদরো ন পরঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মঠে, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বৈশিষ্ট্য সমস্ত বৎসর আলোচনা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদ দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত ও গবেষণার বিষয়রূপে আলোচিত হইতেছে।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার অন্তিমবাণীতে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য।

"সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মের ধূলি হওয়াই আমাদের চরম অকাঙ্ক্ষার বিষয়। শত বিপদ শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়িবেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করিতেছে না দেখিয়া নিরুৎসাহিত হইবেন না, নিজভজন নিজসর্ব্বস্ব, কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়িবেন না, তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিবেন"।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের প্রচেষ্টায় কৃষ্ণনগর মঠের উত্তরোত্তর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি দেখিয়া ভক্তগণ উল্লসিত হন।

শ্রীরঘুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীসনাতন দাস, শ্রীকার্ত্তিক দাসাধিকারী, শ্রীঅনিল দাস ও শ্রীকালাচাঁদ দাসাধিকারী প্রভৃতির সেবা প্রযত্নে উৎসবানুষ্ঠান সাফল্য মণ্ডিত হয়।

রাজবেরিয়া (উত্তর ২৪ পরগণা) ঃ—

শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগৌর-গোবিন্দ দাসাধিকারীর (শ্রীগৌতম দেবনাথের) পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের রাজ-বেরিয়াস্থ গৃহে তাঁহাদেরই ব্যবস্থায় রিজার্ভ বাসে কৃষ্ণনগর মঠ হইতে ১০ চৈত্র ২৪ মার্চ্চ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ টায় যাত্রাকরতঃ ২৪ মূর্ত্তিসহ বেলা ১১ টায় শুভ পদার্পণ করিলে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত ও পূজিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আগত প্রচারসংঘের প্রচারকবৃন্দ—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী (গোকুল মহাবন), শ্রীসনৎ কুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারঞ্জন ব্রহ্মচারী, এবং শ্রীমধুসূদন দাস, শ্রীপুরুষোত্তম দাস প্রভৃতি রুশদেশীয় চারিমূর্ত্তি ভক্ত। কৃষ্ণনগর মঠ হইতে অচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুন্দর গোপাল ব্রহ্মচারী, যশড়া শ্রীপাট হইতে শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী রন্ধনাদি সেবার জন্য অগ্রিম তথায় আসিয়া পৌছেন। শ্রীমায়াপুর ধাম হইতে শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী ও ডাক্তার শ্রীকালীপদ দেবনাথ (শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী) ও যশড়া শ্রীপাট হইতে পরবর্ত্তিকালে শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী আসিয়া উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দেন বেতপুল (মছলন্দপুর) হইতে শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারী স্ত্রীপরিজনবর্গসহ এবং শ্রীমায়াপুর হইতেও ডাক্তার বাবুর কনিষ্ঠপুত্র শ্রীঅনিল দেবনাথ পরে আসিয়া পৌছেন। রাত্রির ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনদ্বয়ে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত রাত্রির সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং প্রাতের সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ সাধন ভক্তির বিবিধাঙ্গ বিষয়ে পর্য্যালোচনা মুখে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় দিবস সভান্তে রাত্রিতে কএক শত নরনারীকে মহোৎসবানুষ্ঠানে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীঅন্নদাচরণ দাসাধিকারী, তাঁহার দুইপুত্র—শ্রীবাসুদেব দাসাধিকারী ও শ্রীগৌর গোবিন্দ দাসাধিকারী ও জামাতা শ্রীসহদেব দাসাধিকারী (শ্রীসন্তোষ দেবনাথ) এবং গৃহের স্ত্রীগণ ও পরিজনবর্গের বৈষ্ণব সেবা প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। ২৬ মার্চ্চ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে দুইটী মোটরযানে কলিকাতা যাত্রাকালে শ্রীসহদেব দাসাধিকারীর প্রার্থনায় তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ কিছুসময়ের জন্য সকলে অবস্থান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন—মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া স্বীয় ধাম ও পার্ষদগণ সহ অবতীর্ণ হইলেন সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের জন্য। উক্ত কৃপা লাভের একমাত্র উপায় ছয় প্রকার শরণাগতির কথা বলিলেন। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীবাসপণ্ডিতের অনন্যভক্তি ও প্রপত্তি স্মরণীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করত নবদ্বীপধাম ছাড়িয়া পুরী গমন করিলে, শ্রীবাসপণ্ডিত মহাপ্রভুর তীব্র বিরহে নবদ্বীপে থাকিতে না পারিয়া কুমার হট্টে গেলেন এবং সর্ব্বদা মহাপ্রভুর চিন্তায় মগ্ন হইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং পার্ষদগণ সহ শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে পদার্পণ করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদগণকে পাইয়া মহানন্দে সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীপরিজন বর্গ সহ তাঁহাদের সেবায় নিয়োজিত থাকিলেন, সংসার ব্যয় নির্ব্বাহে অর্থোপার্জ্জনে ধ্যান দিলেন না। মহাপ্রভু চিন্তান্বিত হইয়া শ্রীবাসপণ্ডিতকে ডাকিয়া কুটুম্ব ভরণপোষণের জন্য অর্থোপার্জ্জনে যত্ন করিতে উপদেশ দিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত তিনটী তালি বাজাইলেন। মহাপ্রভু তালির তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন—'এক উপবাস, দুই উপবাস, তিন উপবাস তৎপরে গঙ্গায় ঝাঁপদিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। উহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন কি শ্রীবাস তুই না খেয়ে মরবি, যদি লক্ষ্মীকেও ভিক্ষা করিতে হয়, তোর গৃহে অভাব হইবে না। ভগবানই একমাত্র রক্ষক পালক এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসে শ্রীবাস পণ্ডিত সর্ব্বোতভাবে বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিত রহিলেন।

—★—

ইং ১৯৯৯ সালে বিদেশে—নেদারল্যাণ্ড (রোটারডাম, ডেনহাগ প্রভৃতি), ফ্রান্স (প্যারিস প্রভৃতি), শ্লোভেনিয়া, ভিয়েনা, রাশিয়া (মস্কো, পিটারসবুর্গ, বেলারুশের রাজধানী মিন্স্ক), ওডেসা (ইউক্রেন)-এ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার

[৩০ বৈশাখ (১৪০৬), ১৪ মে (১৯৯৯) শুক্রবার হইতে ৯ আষাঢ় ২৪ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত চত্বারিংশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৮০ পৃষ্ঠার পর]

বেলারুশের রাজধানী মিন্স্কে (Minsk-এ) ১৪ জুন শেষ সান্ধ্য অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন তাঁহাকে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনের সুযোগ প্রদান করিয়া কৃষ্ণ কার্ষ্ণ সেবায় নিয়োজনের জন্য। রুশ ভাষায় বলিলে রুশদেশীয় ভক্তগণ সন্তুষ্ট হন বলিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব রুশ ভাষায় 'ভগবান্ আপনাদের নিত্য কল্যাণ বিধান করুন' এইরূপ আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলে তাহারা সুখী হইয়া 'হাততালি' দেন। ইংরাজী অক্ষরে রুশ ভাষায়—ya Molus' Bogu o vashem blage অর্থ (I pray to god for your eternal welfare

দ্রষ্টব্য :—ইংরাজী অক্ষরের সঙ্গে রুশ ভাষায় অক্ষর সব মিলে না। কোনও অক্ষর দেখিতে এক রকম হইলেও উচ্চারণের পার্থক্য।

ওডেসা (odessa) ইউক্রেন্ (Ukraine) কৃষ্ণসাগরের (Blacksea-র) তটে [১ আষাঢ় (১৪০৬) ১৬ জুন (১৯৯৯) বুধবার হইতে ৫ আষাঢ় ২০ জুন রবিবার পর্য্যন্ত]

শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দাসীর (Satsunkevich Larice এর) নিবাস স্থান (Kalmarks street 30 Dom Flat 5A Minsk, Belorussia) হইতে ১৫ জুন মঙ্গলবার প্রাত ৭টা ১০ এ যাত্রা করিলেও সকলে এক সঙ্গে না আসায় কোন্ প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে ট্রেন ছাড়িবে বুঝিতে না পারায় খুবই বিভ্রাট হয়। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সকলে আসিয়া পৌছেন। রুশদেশীয় একজন বৃদ্ধা মহিলা স্নেহপরবশ হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে থাকেন 'কৃষ্ণ' নাম বার বার উচ্চারণের দ্বারা। এখনও সেই সুস্নিগ্ধা বৃদ্ধার স্নেহময় আচরণের কথা স্মৃতিপটে উদিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব, তৎসহ শ্রীস্বদেশ কুমার শর্ম্মা শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীবৃন্দাবন দাস (ভিক্টর) প্রথম শ্রেণীতে এবং অন্যান্য সকলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওডেসা (Odessa) যাত্রা করেন। যাত্রিগণ সাধুগণের কীর্ত্তন শুনিয়া সুখী হন। বর্ত্তমানে ইউক্রেইন রুশ রাষ্ট্র হইতে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র, তাহার রাজধানী 'কিভ' (Kiev), বেলারুশ ও ইউক্রেনের সীমান্তে (border এ) বেলারুশ পুলিশ-বিভাগের লোক পাসপোর্ট (Passport) ও ভিসা (Visa) দেখিয়া বলেন উহা যথারীতি হয় নাই কারণ ভারতীয় ও আফ্রিকা দেশীয় লোকের পৃথক্ অনুমতি লইতে হয় সামরিক বিভাগ হইতে। ভারতে ইউক্রেন Embassy (দূতাবাস) হইতে Visa (প্রবাসাজ্ঞা—ছাড়পত্র) দিয়াছেন, উক্ত দূতাবাস বলে নাই যে ভারতীয়গণকে সামরিক বিভাগ হইতে পৃথক অনুমতি লইতে হইবে। রুশভাষায় কথা বলায় এবং তাহারা ইংরাজী ভাষা না জানায় রুশদেশীয় ভক্তগণ যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছেন। যাহা হউক শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা কোনও প্রকারে বুঝাইয়া সুরাহা করিয়াছেন। ইউক্রেন বর্ডারে কোনও অসুবিধা হয় নাই। রুশদেশে ট্রেনের যাত্রিগণ ট্রেণ-এর স্টেশন-Stoppage-এ (ট্রেনের গমন বিরতিতে) শৌচে যাইতে পারে না, নিষিদ্ধ। স্টেশনে পৌছিবার কিছু পূর্ব্বে শৌচাগার Lock (তালাবদ্ধ) করে এবং স্টেশন ছাড়িয়া যাইবার কিছু পরে খুলিয়া দেয়। স্টেশনগুলি পরিষ্কার রাখিবার জন্যই এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু যাত্রিগণের শৌচের বেগের সময় শৌচাগারে যাইতে না পারিলে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে।

১৬ জুন বুধবার বেলা ১১-৩০ টায় (দেড়ঘণ্টা বিলম্বে) ওডেশা রেলস্টেশনে সকলে পৌছিলে শ্রীকোশীকৃষ্ণ দাস বনচারী (Epimakov Kostyantin), শ্রীপারকব্রহ্ম দাস (Pavel Chmilevsky) প্রমুখ ব্যবস্থাপকদ্বয় প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন।

The Acharya Srila Bhakti Ballabh Tirtha Goswami Maharaj Ji

alongwith devotees in Red Square at Saint Vasil near Cathidrailer MOSCOW (RUSSIA)

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার প্রচারপার্টি সহ অবস্থান করেন Black Sea (কৃষ্ণসাগরের) নিকটে এক-জন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীইভজোনি (দীক্ষান্তে শ্রীগৌর-হরি দাসের) গৃহে (দুইটী কক্ষ, একটী রন্ধন শালা এবং একটী শৌচাগার ও স্নানাগার যুক্ত)। বাড়ীর ঠিকানা—Mr Evgeniy. 12. Station Fonton Kristtniy Pereulok। ইভজোনি-র গৃহে দ্বিতলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজের, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিপুণ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীকমলাক্ষ ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য সকলের নিকটস্থ Sanatory-Profiloktory-তে থাকিবার সুব্যবস্থা হয়।

সন্ধ্যা ৬-৩০টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার আয়োজন হয় সাধুগণের বসতি স্থানের নিকটে Sanatory—Profiloktory. ollpotreb Soyuza Pereulok Grashina 3. Odessa Ukraine-এ শ্রীল আচার্য্যদেব দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব-সম্রাট শ্রীকুলশেখর-রচিত শ্রীমুকুন্দ-মালা স্তোত্রের

"ইদং শরীরং শতসন্ধিজর্জরং
পতত্যবশ্যং পরিণামপেশলম্।
কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে
নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব" ॥

শ্লোকটী বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া অন্যান্য শাস্ত্র প্রমাণ সহ বুঝাইয়া বলেন প্রায় এক ঘণ্টা। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ সুন্দরভাবে রুশ ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝাইলে শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন।

ODESSA—"Seaport and adminis trative centre of odessa (province) Sonthern Ukraine. It stands on a shallow indentation of the Black Sea coast. Odessa became the third city of Russia and the second port after St. Peters burg. Odessa is also an inportant cultural and educational centre. It has university founded in 1865 and numerous other institutions of higher education."—

—New Encyclopaedia
Britannica volume 8
page 873

BLACK SEA—"Russian and Bulgarian-'CHERNOYE MORE'; Ukranian-'CHORNE MORE', Turkish-'KARA-DENIZ', Romanian—MAREA NEAGRA, large inland sea situated at the south-eastern extremity of Europe. It is bordered by ukraine to the North, Russia of the North East, Georgia to the East, Turkey to the South and Bulgaria, Romania and Meldova to the west.

The Black Sea is connected to the distant waters of the Atlantic Ocean by suscession Bosporus (a strait at the Black Sea's south-western corner), the sea of Marmara the Dordenelles, The Aegian Sea and the Mediterranean Sea, The Black Sea's water—surface area is about 178,000 square miles (461,000 square km) and its minimum depth is more than 7,250 feet (2.210 m) The Black Sea has few coastal lowlands most of which are in the North. The 'Danube', Dnieper, Dniester and Don are the largest-rivers emptying into the sea. The salinity of the Black Sea is almost half that of the world's oceans,

An unusual feature of the Black Sea is that oxygen is dissolved only in the upper levels of the waters which alone can support a rich sea life as a result, The run off of industrial and municipal wastes into the 'Danube' Dnieper and

other feeder rivers caused increasing levels of pollution and consequent reduction in fish populations.

The Black Sea remains an important shipping artery linking Ukraine, Bulgeria, Romania and South-western Russia with world markets. The sea's Northern coast, particularly the 'Crimea' is a major recreational area for Eastern European vacationers."

—The New Encyclopaedia Britannica volume 2 page 258 Ib

২ আষাঢ়, ১৭ জুন বৃহস্পতিবার হইতে ৫ আষাঢ়, ২০ জুন রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ন ১০টা হইতে বেলা ১ টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ন ৬ টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত উপরি উক্ত একই স্থানে ধর্ম্ম সম্মেলনের অধিবেশন হওয়ায় এবং সভাকক্ষটী প্রশস্ত থাকায় সভায় তিন শতাধিক ভক্তের সমাবেশ হয়। স্থানীয় নরনারীগণ ব্যতীত রাশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতেও ভক্ত সাধুমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণের এবং সাধু-সেবার জন্য তথায় আসেন সম্মেলনে যোগ দিতে।

শ্রীল আচার্য্যদেব 'সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব', শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের-'কপিল দেবহূতি সংবাদ', শ্রীভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধের 'প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গ'—'অজামিল উপাখ্যান' 'নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর-প্রসঙ্গ', 'শ্রীরূপ শিক্ষা', 'যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন' বিষয়সমূহের উপর বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণসহ ইংরাজী ভাষায় আলোক সম্পাত করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ শাস্ত্র গ্রন্থসহ বলিয়া যথাযথভাবে রুশভাষায় উহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশ ইংরাজী ভাষা বুঝেন না, এজন্য অনুবাদক দোভাষীর প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ রুশদেশীয় হইলেও বাংলা-সংস্কৃত, শিক্ষা করিয়াছেন এবং ভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত। শুদ্ধভক্তির মহিমা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিস্মিত এবং চমৎকৃত হন। সভান্তে শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন কালে সকলে নৃত্য কীর্ত্তনে বিভোর হইয়া পড়েন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত আগত প্রচারসঙ্ঘের সেবকগণ রুশদেশীয় নরনারীগণের সরলতা ও শ্রদ্ধা দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হন।

রুশদেশীয় মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীবৃন্দাবন দাসের (শ্রীভিক্টরের) পিতা (অবসরপ্রাপ্ত জজ) তাঁহার জননী ও ভগ্নী শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত বিভিন্ন দিনে দেখা করিতে আসেন। তাঁহারা রুশ ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানেন না, পুত্রই দোভাষীর কার্য্য করে। পিতাকে দেখিলাম স্নেহবশতঃ পুত্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। জননীদেবী প্রীতির সহিত আচার্য্যদেবের সহিত কথাবার্ত্তা বলিলেন। রুশদেশীয় শ্রীকমলাক্ষ ব্রহ্মচারীর জন্ম স্থান—ওডেসা।

ওডেসা—শহরের কেন্দ্রস্থলে একটী পার্ক (নগরোদ্যান) হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় বাহির হইয়া প্রধান রাস্তা (Main Road—Deribasowskay) দিয়া চলিয়া পুনঃ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসে। স্থানীয় বহু ভক্ত নগর-সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। তথায় নগ্নপদে রাস্তায় চলা নিষিদ্ধ হইলেও শ্রীল আচার্য্যদেব নগ্নপদে চলায় সকলেই নগ্নপদে চলিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তিনি নৃত্য-কীর্ত্তন সহ চলিলে অন্যান্য সকলে তাঁহার অনুসরণ করেন। তৎপরে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে নৃত্য কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। শ্রীবৃন্দাবন দাসের (ভিক্টরের জননী পরমোৎসাহে সংকীর্ত্তনে যোগ দেন। তিনি বলিলেন তিনি বৃদ্ধা এবং অসুস্থ, তথাপি কি করিয়া সমস্ত রাস্তা সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার সহিত চলিলেন চিন্তা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। যাহার বাড়ীতে সাধুগণ ছিলেন মিঃ এভজোনি নগরসংকীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইয়া নিজেই প্রস্তাব দেন শ্রীহরিনাম গ্রহণের জন্য।

নামাশ্রিতের তালিকা, বাংলায় পরিবর্ত্তিত নাম

(1) Stukalov Sergi Mironovich

(শ্রীসত্যগোবিন্দ দাস)

(2) Alimov Andrey Anatolievich

(শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস)

(3) Evgeniy (শ্রীগৌরহরি দাস)
(4) Vasily Suponev (শ্রীবিশ্বরূপ দাস)
(5) Klimenko Valdimir Mihaylovich (শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস)
(6) Ivanov Arlyom valdimirovich (শ্রীঅর্জ্জুন দাস)
(7) Kozachencko Anderi Anatolyevich (শ্রীঅরবিন্দলোচন দাস)
(8) Bodnar Alexander Nikolaevich (শ্রীঅভিমন্যু দাস)
(9) Usatyuk Evgenni Vladimirovich (শ্রীজগন্নাথ দাস)
(10) Mitsenko Valentin (শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস)
(11) Martynyuk Vasilli Vasilyevich (শ্রীপদ্মনাভ দাস)
(12) Merkulov Sergi Ivanoveich (শ্রীসঙ্কর্ষণ দাস)
(13) Gudetskii Vyacheslav Iosyfovich (শ্রীগৌরগোবিন্দ দাস)
(14) Bzuk Nikolay Ivanovich (শ্রীনরোত্তম দাস)
(15) Podlepsky Stanislav valentinovich (শ্রীসদাশিব দাস)
(16) Klepatskii Sergei Vladimirovich (শ্রীসত্যব্রত দাস)
(17) Stepanoia Anna (আভিরিনাশী দাসী)
(18) Anjelika Aleshina (সুদেবী দাসী)
(19) Lazisa Seleznova (লক্ষণা দাসী)
(20) Sedlachik Tatyane (চম্পকলতা দাসী)
(21) Sedlachik Tatyana (সুচিত্রা দেবী)
(22) Hrushova Inna Andreevna (ইন্দুরেখা দাসী)
(23) Hrushova Alina Alexandrovna (অন্তরঙ্গা দাসী)
(24) Natalia Bondarenko (ভদ্রা দেবী)
(25) Felenchak Ezabella (বেদগম্য দাসী)
(26) Kurilova Alina Petrovna (আনন্দ দাসী)
(27) Rayevaya Tatyana Petrovna (রঙ্গদেবী দাসী)
(28) Lyudmila Kunitskaya (ধনিষ্ঠা দাসী)
(29) Irina Grigorievna Dikusar (পৃথা দাসী)

২০ জুন রবিবার বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত হইতে চাহিলে তুলসী মালার অভাব হওয়ায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কাহাকেও কাহাকেও হরিনামমন্ত্র দিতে না পারায় তাহারা হতাশ হন। উক্ত দিবস ২৬ মূর্ত্তি নরনারী হরিনামাশ্রিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব হরিনাম গ্রহণের নিয়মসমূহ ইংরাজী ভাষায় বলিলে শ্রীপাদ নারসিংহ মহারাজ উহা রুশভাষায় বুঝাইয়া দেন। পরদিনও মস্কো যাত্রার প্রাক্কালে মালাসংগৃহীত হওয়ায় তিন মূর্ত্তি হরিনামাশ্রিত হন। ওডেসায় বহু ভক্ত হওয়ায় তাহাদের মিলনের জন্য একটী মঠ সংস্থাপনের প্রস্তাব ভক্তগণ গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিপুণ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীকমলাক্ষ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোপাল দাস, শ্রীবৃন্দাবন দাস ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার বিপুলভাবে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘ ও রুশদেশীয় ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সহ পনের মূর্ত্তি ২১ জুন সোমবার ট্রেনযোগে মস্কো যাত্রা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসহ তিনমূর্ত্তির বাতানুকূল কক্ষে এবং অন্যান্য সকলের দুইটী দ্বিতীয় শ্রেণী কক্ষে ব্যবস্থাপিত হয়। মধ্যরাত্রে ইউক্রেনের রাজধানী কিভে (Kieve এ) পৌঁছিলে দুইজন গৃহস্থভক্ত শ্রীল আচার্য্যদেবকে দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। প্রাতঃ সাত ঘটিকায় রাশিয়ায় প্রবেশের পূর্ব্বে সরকার পক্ষের লোক পর্য্যবেক্ষণের জন্য আসেন এবং পাসপোর্ট ও ভিসাদি দেখেন। ২২শে জুন মঙ্গলবার সকলে মস্কো ষ্টেশনে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় পৌঁছেন। রাশিয়াতে পূর্ব্বাহ্ন, অপরাহ্ন কিছু বুঝা যায় না, রাত্রি ১২-৩০ টার এর পরে তথায় রাত্রি আরম্ভ হয়, রাত্রি ১০ টা সেখানে সম্পূর্ণ দিনের মত।

মস্কো (রাশিয়া)

[অবস্থিতি ৭ আষাঢ় (১৪০৬), ২২ জুন (১৯৯৯) মঙ্গলবার ৮ আষাঢ় ২৩ জুন বুধবার]

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার প্রচার সঙ্ঘের ৪ মূর্ত্তি, রুশদেশীয় ত্যক্তাশ্রমী সাধু ৫ মূর্ত্তি (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিপুণ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীকমলাক্ষ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোপাল দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবৃন্দাবন দাস) এবং ৬ মূর্ত্তি গৃহস্থ ভক্ত—মোট ১৫ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে ওডেসা (ইউক্রেন) হইতে ২১ জুন রওনা হইয়া ২২ জুন মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় মস্কো রেল ষ্টেশনে যথা সময়ে আসিয়া উপনীত হন। মস্কো সহরে নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থানে বুলভার-Bulvar স্থিত গৃহস্থভক্ত শ্রীসর্ব্বানন্দ দাস প্রভুর গৃহে মোটরযানযোগে যাইতে সময় লাগিল ৫০ মিনিট, রুশদেশীয় ঘড়িতে তখন অপরাহ্ণ ৫ টা (কিন্তু রুশদেশে উহা অপরাহ্ণ নহে, সেখানে রাত্রি হয় ভারতীয় রাত্রি ১২-৩০ টার পরে। ভারতীয় রাত্রি ১১-৩০ পর্য্যন্ত দিন থাকে।) শ্রীসর্ব্বানন্দ প্রভু কার্য্য ব্যপদেশে তৎকালে অন্যত্র ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাধুগণের থাকিবার ও প্রসাদের ব্যবস্থা করেন ব্রহ্মচারিগণের সহায়তায়। অপরাহ্ণ ৭ টায় সকলে প্রসাদ সেবা করেন।

পরদিন ২৩ জুন বুধবার শ্রীসর্ব্বানন্দ প্রভুর গৃহে সভার আয়োজন হয় দিনে বেলা ১১ টা হইতে ১-৩০ টা পর্য্যন্ত। মস্কো সহরের বিভিন্নস্থান হইতে বহুভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। ব্রহ্মচারিগণ দ্বারা সংকীর্ত্তন হওয়ার পর শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশনকালে বলেন হরিনাম মন্ত্র গ্রহণের পর নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ জলসেচন না করিলে অভীষ্ট বস্তু কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয় না। শ্রোতাগণের মধ্যে অধিকাংশ হরিনামাশ্রিত। তাহারা বহু প্রকার প্রশ্ন করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব ইংরাজী ভাষায় তাহার যথাযথ উত্তর প্রদানকরতঃ বুঝাইয়া দেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ রুশভাষায় অনুবাদ করেন।

শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর (শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা) ভারতে ফিরিতে বিমানের টিকেট সম্বন্ধে এবং অন্যান্য জরুরী কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। গৃহস্বামী শ্রীসর্ব্বানন্দ প্রভু উক্ত দিবস রাত্রিতে তাহার গৃহে আসিয়া পৌঁছেন। সর্ব্বানন্দ প্রভুর বাড়ীর ঠিকানা :—Sarbananda Das, Moscow Novocherkassky Bulvar, 3-23 Pin ; 109651 (Russia) Telephone : 3571238

২৪ জুন বৃহস্পতিবার শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী প্রচার সঙ্ঘসহ মস্কো বিমান বন্দর হইতে এয়ারুফ্লুট বিমানে পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস ৬ ঘণ্টা বাদে ভারতীয় সময় রাত্রি ৮ ঘটিকায় অবতরণ করেন। নিউদিল্লী বিমানবন্দরে অগণিত নরনারী পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

২৬ জুন শনিবার শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারীসহ নিউদিল্লী হইতে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ বিমানযোগে প্রাতে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় কলিকাতা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। মোটরকারযোগে কলিকাতা মঠে পৌঁছিতে পূর্ব্বাহ্ণ ১০-৩০ টা হয়।

—★—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ— ১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। গীতার প্রতিপাদ্য
৪৯। বেণুগীত
৫০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা—যন্ত্রস্থ
৫১। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস
৫২। The Vedanta
৫৩। The Bhagabat
৫৪। Rai Ramananda
৫৫। Vaishnavism
৫৬। Sree Brahma-Samhita
৫৭। Saranagati
৫৮। Relative Worlds
৫৯। शिक्षाष्टक
৬০। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৬১। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৬২। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৬৩। भजन-गीति
৬৪। श्रीचैतन्यभागवत
৬৫। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬৬। परम तत्व-बिचार
৬৭। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৮। साध्य-साधन-तत्व बिचार
৬৯। मैं कौन हूँ ?
৭০। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৭১। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

Regd. No. RN-5335/61
Regd. No. WB/RNP-355

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

To

....
....
....
....

Pin ....

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে এক-পৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ঈশোদ্যান, পোঃ-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীচৈতন্য বাণী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
চত্বারিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা
পৌষ, ১৪০৭
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬, ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৭৯২১

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৬২০২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি) ফোন ঃ ৬৫৭৩০৬

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৩৬২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৪০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ ১৪০৭ | ১১শ সংখ্যা
২০ নারায়ণ, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, রবিবার, ৩১ ডিসেম্বর ২০০০

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

ভগবদ্‌বিমুখ জীবগণ প্রথমে ব্রহ্মা হয়, তৎপরে মানুষ হয়। পুরুষাভিমানী ব্যক্তিমাত্র বংশবৃদ্ধির কামনা করে। তাহারা ব্রহ্মার অনুকরণ করিতে গিয়া বংশ-বৃদ্ধিব্যাপারে রত হয়। জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়ারাজ্যে পতিত হইয়াছে। পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মই বন্ধন। জীব কর্ম্মফলে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি জাগতিক হিসাবে লোভনীয় পদ প্রাপ্ত হয়। এই সকলই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের দণ্ডপ্রাপ্তি। কৃষ্ণ-ভক্তের নিকট ব্রহ্মার পদ অতি তুচ্ছ। পতিত জীব প্রথমে বিরিঞ্চি হইয়াছে। মায়ার ভোক্তা বা কর্ত্তা হইতে গিয়া অনেক জীব ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিলেন।

জীব স্বরূপতঃ আত্মায় পুরুষ বা স্ত্রী নহে। স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি দেহের পোষাক মাত্র। জীব দেহ নহে, জীব আত্মা। জীব জড় নহে, জীব চেতন। আত্মা পরমাত্মার দর্শন পায়, উহার সহিত কথা বলিতে পারে। আত্মাই আত্মাকে দর্শন করে।

জীব যথার্থ সদ্‌গুরুর আনুগত্যে ভজন রাজ্যে চরম উন্নতি লাভ করিতে পারে। হরিসেবাফলে প্রাকৃত অভিমানরহিত হইলে জীবের গোলোকপ্রাপ্তি হয়। জীব কৃষ্ণের ভেদাংশ হইলেও জাগতিক খণ্ডিত ভেদাংশ নহেন। জীব নিষ্কপট সেবাফলে মুক্তগণের এমন কি, নিত্যমুক্তকুলের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না। জীবমাত্রই প্রথমে শুদ্ধভক্ত হউন, আর অন্তরঙ্গ ভক্ত-গণ ভাবরাজ্যে উন্নতি লাভ করুন।

মহাপ্রসাদে ডাল-ভাত-বুদ্ধি করিতে নাই। মহা-প্রসাদ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামি চালান উচিত নয়। যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপ-স্থিত হয়, তখন তখনই ভগবান্ অথবা তাঁহার কোন নিজজন উহা দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। ধর্ম্ম-সংস্থাপন এবং উহার গ্লানি দূরীকরণই অবতারের কার্য্য। গ্লানিটা কখনই ধর্ম্মের কার্য্য নয়। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম রক্তমাংসের অনিত্য পিণ্ডমাত্র নহেন। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের পদাশ্রয় করিলে জীবের সকল তাপ দূরীভূত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার সেবক-গণ নিত্য।

ভগবানের কৃপা এবং সেবকের নিষ্কপট আর্ত্তি একত্র হইলে জীবের অনায়াসে ভবক্ষয় ও কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি হয়। যাহারা ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরা এবং ভাল ভাল দ্রব্য ভোজন করাকে প্রশ্রয় দেয়, তাহারা ভজনরাজ্য হইতে চিরতরে পতিত হয়।

বৈষ্ণব সাধারণ মানুষ নহেন। বৈষ্ণব বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল। দুনিয়াদারীর লোকের সঙ্গে ও বিষ্ণুজন বৈষ্ণবের সঙ্গে একরকম ব্যবহার করিলে চলিবে না। বৈষ্ণব নিয়া খেলা করা উচিত নহে। এঁরা সাংঘাতিক লোক। যদিও বৈষ্ণব এবং বিষ্ণু ইহ জগতে অবতীর্ণ হইলে অজ্ঞ-জনসাধারণের নিকট মানুষের ন্যায় প্রতিভাত হন, তথাপি তাঁহারা কদাপি মানুষ নহেন।

হরিসেবকগণ মঠে বাস করেন। অবনতমস্তকে শাসন স্বীকার না করিলে তাহাকে শিষ্য বলা যাইবে না। জীব নিষ্কপট হইলে যে-কোনও আশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করিতে পারেন। হরিভজন বাদ দিলেই জীব গৃহমেধী হয়। হরিভজনপরায়ণের গৃহ বৈকুণ্ঠ-সদৃশ।

বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে, গুরুসেবা করিতে হইবে এবং কৃষ্ণের অর্চ্চন করিতে হইবে। কিন্তু কোন অবস্থায়ও তাঁহাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। মঠের সেবা করিতে হইবে, মঠসেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। গৃহকে মঠ করিতে হইবে কিন্তু মঠকে গৃহে পরিণত করিতে হইবে না। পরের নিন্দায় নিজের লাভ নাই। যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা কদাপি বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান করেন না। ভগবানের লীলাকথা-রসধারা নিরন্তর কর্ণপুটে পান করা ব্যতীত দুস্তর সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য পন্থা নাই। ভগবৎ-প্রসঙ্গবিমুখ হইলেই জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। এখন আমাদের Uphill work করিতে হইতেছে। বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে মায়িক রাজ্যে আকর্ষণ করিতেছে। ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ হই-লেই সেই ছিদ্র পাইয়া মায়াদেবী আমাদিগকে হরি-সেবা হইতে ছুটী করাইবার যত্ন করিতেছে।

আমার সেব্য কৃষ্ণ নিত্য, আমি নিত্য, আমার সেবা নিত্যা। এখানে এই মায়িক জগতে যাহাদের সেবা করা যায়, তাহারা থাকে না—মরিয়া যায়। যে সেবা করে সেও মরিয়া যায়। সুতরাং ঐ সেবাও অনিত্যা—সাময়িকী মাত্র। কারণ মৃত্যুর পর আর কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই। রাজমিস্ত্রী ঘর তৈয়ারী করিতেছে; ঘর তৈয়ারী হইলেই তাহার কার্য্য শেষ হইয়া গেল। এইরূপ কথা পরজগতে নাই। তথাকার সেবা ক্ষণিকও নহে—শেষ হই-বারও নহে।

কৃষ্ণ প্রেমময়। তিনি সকলকেই প্রীতির সহিত আকর্ষণ করেন, তিনি আমাদের সেবা পাইলে আনন্দিত হন। অধোক্ষজ কৃষ্ণের নিরন্তর সুখৈষণার নামই সেবা। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখৈষণা ব্যতীত আমাদের আর কোন কার্য্যই নাই। কৃষ্ণের নামের ভজনে ক্রমে রূপের, গুণের, পরিকরগণের ও লীলার সেবা পাওয়া যাইবে। শ্রীনামভজনেই সর্ব্বসিদ্ধি। শ্রীনামের ভজন ব্যতীত নামীর ভজন হয় না।

মহান্তগুরুর দেহকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে নরকে যাইতে হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দেহকে চিন্ময় জানিতে পারিলে আমাদের চিন্ময় দেহ হইবে। অপ্রাকৃত-দাস হইতে পারিলে আমাদের মঙ্গল হয়। প্রাকৃত-দাস হইলে—প্রকৃতির সেবা করিলে অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিস্তার নাই।

বিষ্ণুর কথা শ্রবণ করিতে হইবে, বিষ্ণু কি জিনিষ জানিতে হইবে। শ্রুতবিষয় কীর্ত্তন করিতে হইবে। কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ হইবে। নিরন্তর বিষ্ণুর অনু-শীলন করিতে হইবে। কর্ণ বন্ধ করিয়া শ্রবণ হয় না। শ্রবণ-প্রভাবে অনর্থাপগমের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণোৎ-কণ্ঠা বৃদ্ধি হয়, তখন আর ভাগবত শুনিতে বসিয়া নিদ্রা আসে না।

ভক্তি ও ভোগ এক জিনিষ নহে। আমরা যখন ভোগের দিকে যাই, তখন শোক, মোহ ও ভয় আসিয়া পড়ে। শোকেও আমরা ভগবানের করুণা দেখিতে পাই। অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হওয়ার পরিণতি ভগবান্ জানাইয়া দেন। সুতরাং সতর্ক হইয়া ভগ-বানের ভজন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

—★—

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮৮ পৃষ্ঠার পর]

প্রশ্ন—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে নিত্যসিদ্ধ, তাহার প্রমাণ কি ?

উত্তর—"বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইয়াছে। ব্রহ্মাই প্রথম বৈষ্ণব; শ্রীমন্মহাদেবও বৈষ্ণব। আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রীনারদ গোস্বামীও বৈষ্ণব। ... ... যে-সকল ব্যক্তি বিশেষ যশস্বী, তাঁহাদেরই নাম ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রহলাদ ও ধ্রুবের সময় আরও কতশত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা বলা যায় না। ... ... পরে চন্দ্র-সূর্য্য-বংশীয় রাজগণ এবং ভাল ভাল মুনি-ঋষিগণ অনেকেই বিষ্ণুপুরায়ণ হইয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, তিন যুগেই এরূপ উল্লেখ আছে। কলিকালে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীনিম্বাদিত্য-স্বামী বহু সহস্র ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন।" —জৈঃ ধঃ, ১০ম অঃ

প্রশ্ন—বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরিস্ফুটাবস্থার ইতিহাস কি ?

উত্তর—"বৈষ্ণবধর্ম্ম—পদ্মপুষ্পের ন্যায়, কাল-সহকারে উহা ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছেন। প্রথম—কলিকা; পরে একটু বিকচিত-ভাবে লক্ষিত; ক্রমশঃ পূর্ণবিকচিতভাব-প্রাপ্ত পুষ্পবৎ প্রকাশিত। ব্রহ্মার সময়ে শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকী-সম্মত ভগবজ্জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তিসাধন ও প্রেম কেবল অঙ্কুর-রূপে জীব-হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছিল। প্রহলাদাদির সময়ে কলিকা আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরায়ণ ঋষির কালে কলিকাগুলি বিকচিত হইতে আরম্ভ হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আচার্য্যগণের সময়ে পুষ্পাকারে দেখা গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইলে প্রেমপুষ্প সম্পূর্ণ বিকচিত হইয়া জগজ্জনের হার্দ্দ-নাসিকায় পরম রমণীয় সৌরভ প্রদান করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরম নিগূঢ় ভাব যে নামপ্রেম তাহাই জগজ্জীবের ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।" —জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

প্রশ্ন—পরমার্থ-তত্ত্ব কিরূপে ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত ও পরিপক্ব হইয়াছে ?

উত্তর—"পরমার্থ-তত্ত্ব আদিকাল হইতে এ-পর্য্যন্ত ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত সরল ও সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে। দেশ-কাল-জনিত মলিনতা যতই উহা হইতে দূরীভূত হইতেছে, ততই উহার সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান হইয়া আমাদের সম্মুখীন হইতেছে। সরস্বতী-তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূমিতে ঐ তত্ত্বের জন্ম হয়। ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরমার্থ-তত্ত্ব বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃত ভূমিতে বাল্যলীলা সম্পাদন করেন। গোমতী-তীরে নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে তাঁহার পৌগণ্ডকাল অতিবাহিত হয়। দ্রাবিড়-দেশে কাবেরী-স্রোতস্বতীর রমণীয় কূলে তাঁহার যৌবন-কার্য্যসকল দৃষ্ট হয়। জগৎ-পবিত্রকারিণী জাহ্নবী-তীরে নবদ্বীপ-নগরে ঐ ধর্ম্মের পরিপক্বাবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

প্রশ্ন—সৎসম্প্রদায়-বিশেষের আনুগত্য কি ভাবে সূচিত হয় ?

উত্তর—"শঙ্করের তর্কস্রোতে ভক্তিকুসুম ভক্তচিত্ত-স্রোতস্বতীতে ভাসমান হইয়া অস্থির ছিলেন; কিন্তু রামানুজাচার্য্য শঙ্কর-প্রদত্ত-বিচার-বলে ও ভগবৎ কৃপায় শারীরক-সূত্রের ভাষ্যান্তর বিরচন করত পুনরায় বৈষ্ণবতত্ত্বের বল সমৃদ্ধি করিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও মধ্বাচার্য্য ইঁহারাও বৈষ্ণব-মতের কিছু কিছু ভিন্ন আকার স্থাপন করত স্ব স্ব মতে শারীরক-ভাষ্য রচনা করিলেন। কিন্তু সকলেই শঙ্করের অনুকারক। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সকলেই একটী একটী গীতা-ভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এই-রূপ একটী মত তখন জনগণের হৃদয়ে জাগরূক হইল যে, কোন একটী সম্প্রদায় স্থির করিতে হইলে উপরি-উক্ত চারিটী গ্রন্থের ভাষ্য থাকা আবশ্যক। উক্ত চারিজন বৈষ্ণব হইতে শ্রী-বৈষ্ণব প্রভৃতি চারিটী সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

প্রশ্ন—পরমার্থ-তত্ত্বের উন্নতির পরাকাষ্ঠা কোথায় হইয়াছে ?

উত্তর—"সমস্ত জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও শ্রীনবদ্বীপেই পরমার্থতত্ত্বের চরম উন্নতি দেখা যায়। পরব্রহ্ম জীবসমূহের একান্ত প্রেমের আস্পদ। অনুরাগক্রমে তাঁহাকে ভজন না করিলে তিনি কখনই জীবের পক্ষে সুলভ হইতে পারেন না। সমস্ত জগতে জীবের যে স্নেহ আছে, তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভাবনা করিলেও তিনি অনায়াস-লভ্য নহেন।" —'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

প্রশ্ন—ভারতীয় বেদানুগব্রুব বেদ-বিরুদ্ধ মত-বাদ, বিদেশীয় তৎসমকক্ষ আধ্যক্ষিক মতবাদ ও ঈশানুগতিবাদ কি কি ?

উত্তর—"অস্মদ্দেশে সিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ বেদসম্মত বেদান্ত-শাস্ত্র ও তদানুগত্য স্বীকার করিয়াও বেদার্থ-বিপরীত-মত-প্রকাশক ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসারূপ শাস্ত্র-নিচয়, তথা বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধ-মত, চার্ব্বাক-মত ইত্যাদি নানা মত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্য, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী ও ইতালী প্রভৃতি দেশে জড়বাদ (Materialism), স্থিরত্ববাদ (Positivism), নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ (Secularism), নির্ব্বাণসুখবাদ (Pessimism), সন্দেহবাদ (Scepticism), অদ্বৈত (সর্ব্বব্রহ্ম) বাদ, (Pantheism), নাস্তিক্য-বাদ (Atheism) রূপ নানাপ্রকার বাদ (Ism) প্রচারিত হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর সংস্থান-পূর্ব্বক কতকগুলি মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু হইয়া ঈশোপাসনা কর্ত্তব্য—এরূপ একটি মতও জগতে অনেক স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতটি কোন কোন স্থানে কেবল শ্রদ্ধা-মূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; কোন কোন দেশে পরমেশ্বরদত্ত-ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধা-মূলক, সেখানে উহার ঈশানুগতিবাদ (বা Theism) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র-মত অর্থাৎ খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম (Christianity), মুসলমান-ধর্ম্ম (Mahomedanism) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৬

প্রশ্ন—কোন্ কোন্ ধর্ম্মকে প্রকৃত-প্রস্তাবে বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলা যায় ?

উত্তর—"যে ধর্ম্মে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্ব্বিশেষবাদরূপ অনর্থ-সকল আছে, ভক্তগণ সে ধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' জ্ঞান করিবেন না; সে-ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম, ছল-ধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন।" —চৈঃ শিঃ, ১।১

প্রশ্ন—জড়বাদিগণের ধর্ম্ম কিরূপ ?

উত্তর—"জড়বাদিগণ যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়া-ছেন, তাহা ভিত্তিবিহীন গৃহের ন্যায় পতনশীল।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯।১২

(ক্রমশঃ)

—o—

বৈষ্ণবগুরুর আজ্ঞা পালন ক'রতে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হ'তে হয়, 'পশু' হ'তে হয়, অনন্তকাল 'নরকে' যেতে হয়—আমি অনন্ত কালের তরে Contract (চুক্তি) ক'রে সেরূপ নরকে যেতে চাই। জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুণ্ট্যাঘাতে বিদূরিত ক'রব—আমি এতদূর দাম্ভিক।

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা – ২৫শে আষাঢ়, ১৩৩৪)

শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥"

হে মহাপুরুষ, তুমি দেবতাদিগের কাম্য ভোগ্য সুদুস্ত্যজ রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ ক'রে আর্য্য শ্রুতি-বাক্যানুসারে মায়াবাদ পরিহার পূর্ব্বক পরমধর্ম্মাশ্রয়ে বিশেষতঃ কান্তাগণের কান্তের প্রতি সেবাসৌষ্ঠব-বিধানভূমি বৃন্দারণ্যাশ্রয় ক'রে যা শিক্ষা দিয়াছিলে, সেই লীলানুগত্যে তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করি। ভগবদ্‌বস্তু মহাপুরুষ সর্ব্বদাই তাঁহার সেবকগণের দ্বারা সেবিত হন। তিনি পরমেশ্বর বস্তু হওয়ায় বশ্য ও ঈশ্বর-সম্প্রদায় তাঁকে নিত্য সেবা ক'রে থাকেন। তা' হ'লেও তিনি তাহা পরিত্যাগ ক'রে প্রিয়ভক্তগণের যে অভীষ্ট—ভজনীয়বস্তুর প্রতি যে বিচার, তা'র অনুবর্ত্তী হ'য়ে বিষয়বিগ্রহের লীলারস আস্বাদনের পরিবর্ত্তে আশ্রয়বিগ্রহের আস্বাদ্যরস—যা'র অনুভূতি বিষয়বিগ্রহ হওয়ায় তাঁহার পূর্ব্বে ঘটে নাই অর্থাৎ বিষয়বিগ্রহোচিত রসাস্বাদন পরিহার ক'রে আস্বাদক-সূত্রে আস্বাদ্যরস-বিলাস গ্রহণ ক'রে-ছেন। তিনি যে ত্যাগটা ক'রেছেন, সেটা কি জিনিষ? —'সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং'। এবং মায়াবাদের শ্রুতিতে ও আর্য্যবাক্যে অনুসন্ধান ত্যাগ ক'রেছেন। সুর—দেবতা, তাঁ'রা অভিলাষ করেন ভোগ, তা'তে স্বর্গাদি ভোগরাজ্যে—অমরভূমিকায় যে রাজ্যলক্ষ্মী, তা' পরিত্যাগ ক'রে অর্থাৎ ভোগীর চেহারা পরিত্যাগ ক'রে মায়াবাদী মৃগের দ্রুতগতি পরিত্যাগ ক'রে চিদ্‌বিলাসারণ্য বৃন্দারণ্যে আশ্রয় ক'রেছেন। আর তাঁ'র দয়িতের ঈপ্সিত আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহের যে বিষয়জাতীয় আস্বাদন, তা'তে অনুধাবন ক'রেছিলেন অর্থাৎ বার্ষভানবী যে বিচার অবলম্বন ক'রে তাঁর কান্তের সেবা করেন, সেই বার্ষভানবীর আনুগত্য-বিচারে মুক্তপুরুষগণ যে প্রকারে কৃষ্ণসেবা ক'রবেন, তা'র আদর্শরূপে অগ্রসর হয়ে বৃন্দারণ্যে গমনাভিলাষ দেখাইয়াছিলেন। কেন না তাঁহার বিচার প্রণালীতে দেখি—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

ব্রজবধূবর্গ যেপ্রকার তাঁ'দের কান্তের উপাসনা ক'রেছেন, সেটি লোকশিক্ষার জন্য তিনি দিয়েছেন। তিনি নিজেই সেই বস্তু হওয়ায় নিজেই নিজেকে আস্বাদন ক'রেছেন। যথা—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মপি হন্ত প্রেক্ষ্য যৎ লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥

[কৃষ্ণ কহিলেন,—আহা! এই প্রগাঢ়-মাধুর্য্য-চমৎকারকারী অবিচারিত-পূর্ব্বচিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? ইহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমি ক্ষুব্ধচিত্তে দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধি-কার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি।]

উপরিউক্ত শ্লোকোদ্দিষ্ট বিষয়ে যে প্রকার ভগ-বানের রসাস্বাদন-চেষ্টা, সেগুলি গৌরসুন্দরে চরি-তার্থতা লাভ ক'রেছে। অতএব সেই মহাপুরুষই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর। অনেকে সীতাপতির পক্ষে এই শেষোক্ত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু প্রচ্ছন্না-বতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এই সকলকথায় একটু আব-রণ দেওয়ায় অন্য প্রকার বিচার করার ব্যবস্থাও ক'রে থাকেন। সুতরাং আমাদের মৃগ্য—ধ্যেয় পদার্থ সেই পরমেশ্বর। যদিও ভাগবত কৃষ্ণলীলা বর্ণন ক'রতে ব'সেছেন, পূর্ব্বার্দ্ধ সম্ভোগময়ী লীলার কথা ব'লেছেন; কিন্তু বিপ্রলম্ভময়ী লীলা, যাতে সম্ভোগের পুষ্টিসাধন করে, সেই পরম প্রয়োজনীয় বিষয়টি গৌরসুন্দর প্রদর্শন ক'রেছেন। সুতরাং গৌরসুন্দর-প্রচারিত যে ভাগবতের বিচার-প্রণালী, সেইটিই আমাদের আলোচনার বিষয় হোক্।

আমরা সম্বন্ধতত্ত্বের আলোচনায় পাই, যথা গৌরসুন্দরের বাক্যে—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ অভিধেয়-প্রয়োজন"

পাছে সাধারণ জীব বিবর্ত্ত অবলম্বন ক'রে বদ্ধ-জীবকে মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে, তাঁ'র জন্য গৌরসুন্দরকে ভোগবাদ ও মায়াবাদানু-সন্ধান ছাড়িয়া ভক্তির অরণ্য আশ্রয় ক'রতে হ'য়েছে। তিনি কপটসন্ন্যাসী হ'য়ে অহংগ্রহোপাসনার—মায়া-বাদের উপদেশ দেন নাই। মায়ামৃগে যে ঈশ্বরবুদ্ধি—সদানন্দ যোগীন্দ্রের যে সদসদনির্ব্বচনীয় বিচার, তা' থেকে পৃথক্ (বেদান্তের) ব্যাখ্যা গৌরসুন্দর ক'রেছেন। সাধারণ লোকে মনে করে গৌরসুন্দর ভক্তের বিচার প্রকাশ ক'রেছেন, কিন্তু তিনি নিজে সাক্ষাৎ সেই উপাস্যবস্তু। এরূপ কথায় ভক্তের ভগবত্তালাভ সম্ভব এরূপ কোন রকম ইঙ্গিত যদি দিতেন, তা' হ'লে মায়াবাদ সমস্ত জগৎকে গ্রাস ক'রে ভ্রমপথে চালিত ক'রত। "আমরা ঈশ্বর, ভোগী, জগৎ আমাদের ভোগ্য, অথবা বৈকুণ্ঠে বিচিত্র-বিলাস নাই, বৈকুণ্ঠও মায়ারচিত" এই দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে মানবজাতিকে পরিত্রাণ ক'রেছেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাশয় ভাগবত-প্রারম্ভে যে শ্লোকটি লিখেছেন, তা'তে সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা আছে। আমরা সম্বন্ধজ্ঞানের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচনা ক'রবো। অনেকের আগ্রহও ছিল, সম্বন্ধের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হোক্। দশমের ব্যাখ্যাকালে সে আলোচনা সুষ্ঠুভাবে হ'বে। সম্বন্ধবিষয়ে বিগত দুই দিবস আলোচনা হ'য়েছে, আজ অভিধেয়ের কথা আলোচনা হোক। সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়ের কথাও আলোচনা করা প্রয়োজন। অভিধেয় শ্লোকটি এই—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥"

যিনি ভক্তিপথ আশ্রয় ক'রবেন, তিনি প্রহলাদোক্ত—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥"

—এই শ্লোকটির অবলম্বন ক'রবেন। সমস্ত শাস্ত্রশ্রবণের ফলই হ'চ্ছে জীবের ভক্তিমান্ হওয়া—অভক্তির পথ আশ্রয় না করা। এইজন্য অভিধেয়-বিচারের কথা অসম্প্রসারিত বীজের ন্যায় এই শ্লোক-টিতে (ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ শ্লোকে) বীজীভূত আছে। এটি সম্প্রসারিত বিচার নয়, ইহা সূত্রাকারে অভিধেয়-বিচার। যেমন প্রথম শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা স্বল্পকথায় ব'লেছেন, অভিধেয়ও সেই প্রকারে এই স্থানে কথিত হ'য়েছে। যাঁরা সম্বন্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট হ'য়ে অভিধেয়ে অগ্রসর হ'ন, তাঁদের সম্বন্ধজ্ঞান পূর্ণতা-লাভের পূর্ব্বে সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়-বিচার হওয়া দরকার। কেবল সম্বন্ধজ্ঞান হ'য়ে থাক্‌লে অভিধেয়-বিচারের সুষ্ঠুতা হয় না। কেবলজ্ঞানি-সম্প্রদায়ের যে বিচার, তাতে অভিধেয়ের বিচার অস্থায়ী হ'য়ে গেছে। যদিও কর্ম্মকাণ্ডকে তারা অভিধেয়রূপে নির্ণয় করে, কিন্তু নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ—ফলকামনা-রাহিত্যই তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তা'তে যে ফল-কামনা-সাহিত্য যথেষ্ট আছে, তা' সুচতুর ভক্তগণ নয়নে অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে থাকেন। মুমুক্ষা-ধর্ম্মে যে শান্তির প্রয়াস, তা' কৃষ্ণভাববর্জ্জিত আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত কিছুই নয়। "যেহেতু জড়জগতের ত্রিবিধতাপে সন্তপ্ত থাক্‌তে হয়, সুতরাং গুণজাত জগ-তের অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার—ত্রিপুটীবিনাশ ক'রলে—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতৃবিচার না থাক্‌লে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না, আত্ম-বিনাশ সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারবে"—এর নাম মায়াবাদ। মাপ্‌তে মাপ্‌তে মাপা ছেড়ে দিতে গিয়ে জ্ঞাতৃত্বধর্ম্ম রহিত হ'য়ে যাওয়া। যেমন শাক্যসিংহের বিচার—চেতনধর্ম্মরহিত হওয়াই মুক্তি; কিন্তু চেতনধর্ম্মের পূর্ণবিকাশ সেই বাস্তববস্তুতে এখনও আছে, পরেও থাকবে। এদের বদ্ধ অবস্থা কিরূপে হ'য়েছিল, মুক্ত অবস্থায়ই বা কি হ'বে, তা' এরা বুঝতে পারেন না। তাঁ'দের যে মুক্তির বিচার, সেকথা আদৌ সঙ্গত নহে। এজন্য ভাগবতে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কৃচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি-নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥

ভক্তের বিচার ক্ষুদ্র নয়। অহংগ্রহোপাসনা তাৎকালিক বিচার মাত্র জগতের আহৃত জ্ঞানের দ্বারা বহির্জ্জগতের বিচার অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে অগ্রসর হ'য়ে তাহার পরিহারেচ্ছা। পরিশেষে উহাতে কিছুই থাক্‌বে না—এই সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানময় বস্তু আছেন এবং নিত্যকাল থাক্‌বেন। ইহার বিরুদ্ধে অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন নহে। যেমন সূর্য্যের আলোককে নষ্ট করা যায় না বা আবরণদ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করা সম্ভব নয়, ছাতা দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করা যায় না। ছাতার বহির্ভাগে রশ্মি আসে। আর ছাতাকে সূর্য্যের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় না। ব্রহ্ম অজ্ঞ হ'য়ে জীব হ'য়ে গেছেন, যেহেতু ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞতার দ্বিতীয় অধিষ্ঠান স্বীকার করতে হয়, এরূপ কথা নয়। জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদে যে অজ্ঞতা, বা রামানুজ বেদার্থসংগ্রহে পরোপাধ্যালীঢ়ং, ভ্রমপরিগতং প্রভৃতি মত ব'লে বর্ণন ক'রেছেন, তা'তে ব্রহ্মবস্তু মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার দরুণ অজ্ঞাত লাভ ক রেছেন, সেরূপ কথা নয়। তা' থেকে মানবজাতিকে অবসর দেওয়া উচিত। তা'দের বুদ্ধি প্রসারিত হোক—তা'রা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করুক। "তথা ন তে মাধব" শ্লোক আলোচনা কর্‌লে জান্‌তে পারি যে ভগবান্ জীবনিত্যসত্তাকে চিরদিনই সংরক্ষণ করেন।

আমরা ইহ জগতে বিঘ্নবিনাশের জন্য গণপতির উপাসনা করি, ইহা বিনষ্ট হ'লে ভোগেরই পূর্ণতা লাভ হ'বে; কিন্তু সেটা ভক্তিপ্রতিকূল বিচার। এজন্য মহাবিষ্ণু নৃসিংহদেবের আনুগত্য ক'রলে জড়জগতের বিঘ্ন-নিবারণ-চেষ্টা বালচাপল্য মাত্র ব'লে জানা যায়। গণেশের পূজা করলে সিদ্ধি, তা'তে জগতের অসুবিধা বাদ দিয়ে অর্থ-প্রাপ্তি—জাগতিক প্রয়োজনলাভ অর্থাৎ ভাল রকম ভোগী হ'তে পারি। জগৎ বুদ্ধিমান্ লোকের থাকার জায়গা নয় ব'লে গল্প শুনলে হ'বে না। এখান থেকে অবসর নেওয়া দরকার। আর যদি অবসর না নিয়ে ইহজগতের উন্নতিকামী হ'য়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করি, তা' হ'লে কি পাব? কনক, কামিনী—না সাধু ব'লে সম্মান পাব। কিন্তু এই তিনটাই ত' ঘৃণ্য জিনিষ। ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বেই মানুষ সমঝ্‌দার হ'য়ে বল্‌তে পারে, এই তিনটীই প্রয়োজনীয় জিনিষ নয়। মোক্ষই বা কি জন্য? তা'তে আমারই সুবিধা হোক্, অন্যে অসুবিধায় থাক্—এরকম দুরাশার বশেই মুক্তিপিপাশা হয়। সাযুজ্য ব্যতীত অন্য প্রকারে লোকের মুক্তি হ'লে পাছে তার প্রতিযোগী হয়, অন্যলোক ঈশ্বর হ'লে ওর মুস্কিল, এজন্য তাদের মুক্ত করার চেষ্টা নাই। যেমন বাউল সম্প্রদায়ের ভোগ্য-বস্তু নিয়ে পরস্পরে প্রতিযোগিতা। কিন্তু সাপত্ন্যভাব একেবারে পরিহৃত হ'য়েছে রাসস্থলীতে। প্রত্যেক গোপী তাঁদের ভজনীয় বস্তুকে নিয়ে আনন্দে মণ্ডলীনৃত্য ক'রেছেন। অনূঢ়া, পরোঢ়া প্রভৃতি গোপীগণ আর্য্যপথ, স্বজন পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্মে এসে উপস্থিত। মায়াবাদীর কপটতা ধরা প'ড়েছে এই রাসস্থলীতে। পাওয়া জিনিষটার মাধুর্য্য কিরূপ, তা মুক্তাবস্থায় বুঝ্‌তে পারা যায়। কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অনুগ্রহ কা'র প্রতি? গোপী বা যূথেশ্বরী হওয়ার অভিমান ক্ষুদ্র চেষ্টা; কিন্তু রাধিকার পাল্যকিঙ্করী অভিমানই বড় কথা। ভক্তি প্রচুর পরিমাণে লাভ হ'লে কুণ্ডতীরে নিত্যস্থান আছে জান্‌তে পারি। চৈতন্যদেব যে সকল কথা ব'লেছেন, সেটা ঐস্থলে জানতে পারি। অবশ্য এ সকল কথা ভাগবতে ভাল ক'রে প্রবেশের পরের কথা। অনেকেই ভাগবতে রাধিকার নামের অনুসন্ধান নিয়ে ব্যস্ত হন। কেউ ভ্রমে প'ড়বেন না যে, ভাগবতে রাধার নাম নাই; তা'র থেকে ঢের বেশি বিচার আছে। 'যদি ওঁর নামটা পাই, তা'হ'লে সব অধিকার লাভ করেছি, ভাগবত পড়া হ'য়ে গেছে'—এ রকম দুর্ব্বুদ্ধি আসে। যদি "অনয়ারাধিতো নূনং" বা রাসস্থলীর তাৎপর্য্য বোঝা হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে তা' পরিপাকের পর জীর্ণ-জাতীয় ত্যাগের বস্তু হ'য়ে যাবে। যা' খাই, তা' নির্গত হ'য়ে যায়, ওগুলো

পড়া হ'য়ে গেলে 'বাজি মেরে দিয়েছি' বিচার হ'লে কৃষ্ণনিত্যানুশীলন খতম হ'য়ে যাবে। তা' অপেক্ষা আস্বাদ্য পদার্থ ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করা ভাল যেমন জাকারিন আল্‌কাতরার মত জিনিষ, খুব বেশী মিষ্ট, একেবারে খেতে বিস্বাদ হয়, dilute ক'রে ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করার দরকার; Sound-এর vibration অতিরিক্ত বা কম হ'লে শুনা যায় না, range অনুসারে শ্রবণের সুবিধা হয়; আহার্য্য জিনিষ বেশী হ'লে অতিরিক্ত ভোজনে উদরাময় হয়, যোগ্যতানুসারেই গ্রহণ করা দরকার।

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বাকুর্য্যাত্তাবদ্‌হর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চর্ব্বতে পরনামতঃ।।

ভাগবত আলোচনা করার নাম পরিপঠন, তৎ-পূর্ব্বে শ্রবণ; তা'র পর বিচারণপরতা। সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপথে থাকুক, এইটিই বিচারণপরতা। তা'তে লক্ষ্য করি, ভাগবত-শ্রবণ-পঠনচিন্তন ভক্তির প্রধান সাধন; ভাগবত বল্‌তে ভগবান্ ও তদনুগত ভাগ-বতকে বুঝায়।

এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র।।

শব্দব্রহ্ম গ্রন্থাকারে শ্রীমদ্‌ভাগবত; আর তিনি যখন ভক্তের আচরণে—কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতো-ভাবে চেষ্টার মধ্যে আসেন, তখন তাঁ'র পূজা করেন যাঁ'রা, তাঁরা ভক্তভাগবত। সুতরাং আমাদের বিচার—শব্দব্রহ্মের উপাসনাই ভাগবতের কীর্ত্তন। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু; তাঁ'তে ভগবদবতার-সমূহের লীলাতারতম্যে কৃষ্ণলীলাই সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তিত হ'য়েছে। সুতরাং ভাগবতের অঙ্ঘ্রিসেবা প্রয়োজন। অর্চ্চাবিগ্রহরূপে শ্রীমদ্ভাগবত-অর্ক উদিত। এই সূর্য্যের উপাসনা হওয়া দরকার। কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তন-মুখেই ভাগবত-সূর্য্যের পূজা—তাঁ'র অঙ্ঘ্রিসেবা। পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ কীর্ত্তন। নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা কীর্ত্তন ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হ'য়েছে। আমাদের সেই ভাগবতের বর্ণনটীই আদ-রের বিষয় হোক। কিন্তু এর অধিকারী কে। "যত ছিল নাড়াবুনে সব হ'ল কীর্ত্তনে। কাস্তে ভেঙ্গে গড়াল করতাল"—যদি সকলে মিলে এরূপ করে তা'তে সুবিধা হ'বে না; অধিকার লাভ ক'রে ভাগ-বত অধ্যয়ন ক'রতে হবে'। তা' না ক'রে বিচার করবে,—ভাগবত থেকে কেবলাদ্বৈতবাদ বের করে নেওয়া হোক। তা'হ'লে ওদের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ ক'রতে পারা যাবে। ভাগবতবিচার বিকৃত করতে পারলেই সুবিধা! আবার প্রাকৃতসহ জিয়াগণ ভাগবত থেকে ভোগবুদ্ধির সুবিধা খোঁজে। তজ্জন্য ভাগবত বলেন—তাঁ'র পাঠক সাধু, নির্ম্মৎসর। এতে পরম-ধর্ম্মের কথা আছে, কোন ইতর ধর্ম্মের কথা নাই। মৎসরতাহীন মহাপুরুষদিগের পরমধর্ম্ম ভাগবতে কথিত। ভাগবত ভোগে আচ্ছন্ন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ জীবের জন্য প্রস্তুত করা খাদ্য নন। তাঁ'রা (কেবলাদ্বৈতবাদিগণ) বলেন—"ভাগবত বড় খারাপ জিনিষ, একে বাদ দিয়ে বেদান্ত উপনিষদ পড়া যাক্! কারণ ভাগবত শ্রবণ-কারীতে ব্যভিচার উৎপন্ন হ'য়ে তা'কে নরকে নিয়ে যাবে।" কিন্তু যা'রা ভাগবতকে ঘৃণা করে, তারাই অসাধু ও মৎসর। তা'হলে এতে যাদের বিরাগ, অজ্ঞাতবশতঃই হোক বা রজস্তমোগুণপ্রাবল্য-হেতুই হোক ভাগবত বিরোধসম্প্রদায় এরূপ বিচার করতে গিয়ে অসৎ পাপিষ্ঠের অন্যতম হইয়া সাংসারিক ভোগহেতু নরক তা'দের অবশম্ভাবী। ভাগবতবিরোধি-সম্প্রদায় ভগবদ্রসকে নিজভোগবিরোধী জানিয়া মঙ্গলের পথ থেকে উল্টো রাস্তায় যাচ্ছেন। ধর্ম্মের নামে নিজেন্দ্রিয়তর্পণপরতা প্রবল ক'রে বাইরে ধর্ম্মের ভাব দেখালে তাদের স্থান কোথায়?

ভাগবতে কৈতবহীন পরমধর্ম্মের কথা কথিত হ'য়েছে। বাস্তববস্তুকে জানাই সেই পরমধর্ম্ম, তাহা শিবদ—মঙ্গলপ্রদ, তদ্দ্বারা ত্রিতাপ উন্মূলিত হ'বে—ত্রিতাপের মূল উৎপাটিত হ'বে, আর বাড়তে পারবে না, একেবারে নামগন্ধ থাক্‌বে না। কিন্তু ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষচিন্তায় ত্রিতাপ ঘুরে ঘুরে আস্‌বে। ধর্ম্মার্থ-কামচিন্তায়—ভোগ, সেটা 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' আর মোক্ষ—সব ছেড়ে দিয়ে Impersonal হ'য়ে যাব, এই যে জ্ঞানীর চিন্তাস্রোত তাতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। ভেদরহিত ব্রহ্মবাদে কোন প্রতীতি নাই, উহা অমূলক কথা। স্বপ্নে বর তাৎকালিক প্রতীতিও আছে; কিন্তু এতে পারত্রিক সত্যতা বা তাৎকালিক সত্যতাও নাই। ভাগবতের "যেহন্যেহ-

বিন্দাক্ষ", "শ্রেয়ঃ স্মৃতিং" এবং "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং" প্রভৃতি নির্ব্বিশেষবিচারকের অবিবেচকের চিন্তাস্রোত ব'লেছেন। বেদান্তের ব্যাখ্যাও এরূপ হ'তে পারে না। ভাব্য ঈশ্বরকে নিত্য সেবকের ফল-লাভেচ্ছা বঞ্চনা করার প্রবৃত্তি হ'তে ভোগ ও ত্যাগ উৎপন্ন। ভোগে ক্ষতিকর লোক-প্রাপ্তি আর মুমুক্ষা কাল্পনিক। জড়ের ঐগুলি সব থেমে যাক্, এতে আপত্তি নাই, কিন্তু সনাতনের বিলাস থামবে, এটা নিতান্ত অল্পমস্তিষ্কের বিচার। তমোগুণে এরূপ বিচার উদ্ভূত হলে আমি ঈশ্বর হ'য়ে যাব' এরূপ শ্রুতিবাক্য আছে কিনা, তাকে পরিপোষণ করা যায় কিনা, নিশ্চিত হওয়া দরকার—নিম্নসৃষ্টির ন্যায় মাথা-ওয়ালা মানুষগুলোর কেন এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় ? এটা মৎসরতাজাত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এই পাঁচটি একত্র হ'লে মৎসরতা বা পরশ্রীকাতরতা আসে। কামের অসিদ্ধিতে ক্রোধ। পূর্ণমাত্রায় কামাদি পঞ্চরিপুর দাস্যে অবস্থিত থাক্‌লে মৎসরতা উৎপন্ন হয়। ঐগুলোর কোন একটা কমালে মৎসরতাটাও খানিক কমে। তা' থেকে মোক্ষ হ'লে তা'রা ভাগবত শুন্‌তে পারবে।

কৈতব শব্দে ছলনা। শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা ক'রেছেন—"প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি-লক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। 'প্র' শব্দেন মোক্ষাভি-সন্ধিরপি নিরস্তঃ।" ধর্ম্ম অর্থ কাম সাধারণ ব্যাখ্যা, আর মোক্ষ ব'লে জিনিষটা সবচেয়ে বেশী কপটতা। বুভুক্ষায় 'ফেল কড়ি মাখ তেল'—এটা বেশ ধরা পড়ে যাচ্ছে। জ্যোতিষ্টোম সৌত্রামণি যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা ক'রে পশুমাংস খাবে, খাবে খাক, এখানে ঈশ্বরের অন্তরালে সিদ্ধ হবার কি দরকার ? এ তিনটীতেই যে ছলনা তা নয়। মোক্ষের দুরভিসন্ধি বড় ছলনা—তা'তে হবে কি, কৃষ্ণলীলা বন্ধ হ'বে উহাতে রুদ্রের দ্বারা বিষ্ণুর সংহার প্রবৃত্তি। কিন্তু বিষ্ণুর সংহার হয় না, রুদ্রের হওয়া সম্ভব। যেমন বৃকাসুর রুদ্রের কাছে বর নিয়েছিল, সে যার মাথায় হাত দেবে সে ভস্ম হ'য়ে যাবে। পরিশেষে শিবের নিকট বর লাভ ক'রে তাঁ'রই মাথায় হাত দিয়ে রুদ্রকে সংহার করতে চায় কিন্তু বিষ্ণু তাঁ'কে রক্ষা করেন এটা Impersonalism—আত্মবঞ্চনা। তা' থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। মুমুক্ষুর বিচার কণ্ট ছেড়ে গেলে আনন্দে থাক্‌ব। সচ্চিদানন্দের সন্ধিনীর প্রতি আঘাত করা। মুমুক্ষার মধ্যে ফল লাভ ইহাই। মুক্তিতে শান্তি ইনিই পাবেন আর ভগবান্ বাদ যাবে। এমন ক'রে নিত্যসেব্য বিষ্ণুকে বাদ দেওয়া অসঙ্গত। ইহার তুল্য কপটতা আর নাই। জপ তপ করা, গোপাল ধ্যান, শেষে আমি সুবিধা ক'রে নেব, ভগবান ধ্বংস হ'য়ে যাবেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হ'য়ে যাব, কাজটা হাসিল করার জন্য ভগবান্। কাজের সুবিধা হ'লে ভগবানের দরকার নাই। ভোগবুদ্ধির জন্য ভগবানের সৃষ্টি ত্যাগ হ'লে পুঁছে ফেলবে। এই ত্যাগের অকর্ম্মণ্যতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এবং অন্যান্য আচার্য্যগণ দেখিয়েছেন। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে যা'দের প্রয়াস তা'রা অভাবগ্রস্ত। ভাগবত পড়া তা'দের ভাল লাগে না, পরম ধর্ম্মের কথা ছাড়া অন্য কথা ভাল লাগে। সাধুদের নিত্যত্ব বিচার। তা'রা গুণজাত ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন না। বাস্তব বস্তুকে জানতে হ'বে। চতুর্ব্বর্গের চেষ্টার শেষ কথা মনে করা রূপ দুর্ব্বুদ্ধি যতকাল আছে ততদিন পরশ্রীকাতরতা-ধর্ম্ম হ'তে অবসর হ'বে না।

—০—

কৃষ্ণ-কৃপা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৯৩ পৃষ্ঠার পর]

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধিবৎসপদং পরং পদম্
পদং পদং যদ্বিপদো ন তেষাম্ ॥

—ভাঃ ১০।১৪।৫৮

যে সকল ব্যক্তি পবিত্র কীর্ত্তনশালী শ্রীকৃষ্ণের শিব, ব্রহ্মাদি মহদ্ দেবতাদিগের আশ্রয়ভূত পাদপদ্ম-তরণি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাপ্যস্থান পরম পদ বৈকুণ্ঠ, বিপদের আশ্রয়ভূত স্থান নহে। অর্থাৎ যাঁহারা ভগবৎ পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁহাদের দুর্ব্বিপৎ কখনও হইতে পারে না। সেই পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পাণ্ডবগণের নিকট সর্ব্বদা বিরাজমান্ থাকেন। দেবর্ষি শ্রীনারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥

—ভাঃ ৭।১০।৪৮

মনুষ্যলোকে তোমরা অতিশয় ভাগ্যবান্, কারণ তোমাদের গৃহে মনুষ্যরূপী শ্রীকৃষ্ণাখ্য সাক্ষাৎ পর-ব্রহ্ম গূঢ়রূপে বাস করেন, ইহা জানিয়াই ভুবনপাবন ত্রিকালজ্ঞ মুনিগণ সর্ব্বদা তোমাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন তাঁহার দর্শন লালসায়।

স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্য
কৈবল্যনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্গুরুশ্চ ॥

—ভাঃ ৭।১০।৪৯

সেই নর-রূপী শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম, নিরুপাধি পরমানন্দের অনুভবস্বরূপ ও সাধুমহাজনের অন্বে-ষণীয়, তিনি তোমাদের প্রিয়, সুহৃদ, মাতুল-পুত্র, আত্মাপূজনীয়, আজ্ঞানুবর্ত্তী ও গুরু অর্থাৎ হিতোপ-দেষ্টা। সুতরাং শিরোদ্ধৃত শাস্ত্র প্রমাণ সমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণের নিকট সর্ব্বদা বিরাজমান। এবম্প্রকার ঐকান্তিক ভক্তগণের কখনও বিপদ্ বা দুঃখ হইতে পারে না। যাঁহার পবিত্র নাম শ্রবণেই সর্ব্ববিঘ্নরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহাদের আবার কাল কর্ত্তৃক বিপদ্ গ্রস্ত ?

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্ক্ষ্যন্তি
নঙ্‌ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টমিতি ॥

—ভাঃ ৩।২৫।৩৮

স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন—যে সকল ব্যক্তি আমাকে একান্তভাবে আশ্রয় করেন, কোনকালে তাঁহার ভোগ্যবস্তুহীন হয় না এবং আমার অনিমিষ কালচক্রও তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। অর্থাৎ ভক্তকে কোনকালেই বিপদ্ বা দুঃখগ্রস্ত হইতে হয় না। কেননা আমি যাঁহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহভাজন, সখাতুল্য বিশ্বাসের আস্পদ, গুরুসদৃশ উপদেষ্টা ; সুহৃৎসম হিতকারী, ইষ্ট-দেবতুল্য পূজনীয়, অর্থাৎ যাঁহারা এবম্প্রকারে সর্ব্বতোভাবে আমার আশ্রয়ে ভজন করেন, আমার দুর্ল্লঙ্ঘ্য কালচক্র তাঁহাদিগকে কি কখন গ্রাস করিতে সমর্থ হয় ? এইরূপ ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণে দাস, সখা, বাৎসল্যবান্ গুরুতুল্য উপদেষ্টা, পাণ্ডবগণকে কি প্রকারে কাল পরাভব করিবে ? যেখানে ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ স্বয়ং বিরাজমান্। অতএব ভক্তকে কখনও কাল দুঃখ দিতে পারে না। কাল-কর্ত্তৃক দুঃখ-দানও সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ—সুখদানও নহে, কারণ উহা—অদৃষ্ট কর্ম্মফল বশতঃ লোকে ভোগ করে ; তৃতীয়তও নহে—অর্থাৎ সুখ-দুঃখ উভয়ই হইতে পারে না, তাহা হইলে তাঁহার সৌহার্দ্দের লোপ হইয়া পড়ে।

ভক্তগণের বিপৎ ও দুঃখ দান, করুণাময় ভগ-

বানের এই অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করিয়া বিবেকী-গণও বিমোহিত হন, অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও মোহিত হন। অতএব ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদিও প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন—এই মতবাদ নিরাশ হইল। ভক্তগণের দুঃখ প্রদান শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অত্যন্ত গূঢ় লীলা। যেমন,—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ।।
—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

বৈকুণ্ঠ-শব্দে কৃষ্ণধাম ও 'পরব্যোম' বুঝিতে হয়। সেই পরব্যোমের বাহিরে কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা বিস্তীর্ণ হইয়া একটী জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল করিয়াছে। তাহাকে সিদ্ধলোক 'ব্রহ্মলোক' ইত্যাদি বলে। জ্ঞানি-গণের ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তির তাহাই একমাত্র স্থান। ঐ ধাম চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু তাহাতে চিচ্ছক্তিগত বিকার অর্থাৎ বিচিত্রতা নাই। নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহিত দৈত্য-অসুরও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গের সিদ্ধগণের প্রাপ্য স্থান।

করুণাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করুণা স্বতঃই মধুর। যে অসুরবৃন্দের প্রতি করুণার প্রকাশ করেন, তাহা স্বয়ংও আনন্দানুভব করেন, আর যে দৈত্য-অসুরগণ করুণাপ্রাপ্তি করে, (অর্থাৎ শিশুপাল ও দন্ত-বক্র প্রভৃতি) তাহারাও আনন্দ-অনুভব করে। সাধু-গণের পরিত্রাণ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত বহু দৈত্য-অসুরগণকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রদ্বারা সংহার করেন। ইহাও অসুরগণ প্রতি তাঁহার বিশেষ অহৈতুকী করুণা; কেননা "হতারি গতি দায়ক" হওয়ার দরুণ তিনি নিজের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন যেসব অসুরগণের প্রাণ বিনাশ করেন, তাহাদিগকে জ্ঞানী এবং যোগিজনেরও পরম কাম্য ব্রহ্মলোকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু যে সময় পর্য্যন্ত সেই অসুরগণের দেহে প্রাণ থাকে, সেই সময় পর্য্যন্ত তাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই অহৈ-তুকী করুণার অনুভব করিতে পারে না; সেই পর্য্যন্ত তাহারা চিন্তা করে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা-দের প্রতি শত্রুতাই আচরণ করিতে থাকেন; আর নিষ্ঠুরতাই প্রদর্শিত হইতে থাকে। প্রাণ বিনাশের পশ্চাৎ তাহারা মুক্তি প্রাপ্ত হয়। একমাত্র তখন তাহারা অনুভব করিতে পারে যে, শত্রুতাচরণের ফলে ভগবান তাহাদের প্রতি অশেষ অহৈতুকী করু-ণাই প্রকাশ করিয়াছেন। তখনই তাহারা ভগবানের অহৈতুকী করুণার অনুভব এবং আস্বাদন করিতে পারে, তৎ পূর্ব্বে নয়। এবম্প্রকারই তাহাদের আত্মীয়-স্বজনও সেই ভগবানের করুণা অনুভব করিতে পারে না; অসুরগণ সেই মুক্তির কথাকেও জানিতে পারে না; তাহারা চিন্তা করে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়জনকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক বিনাশ করেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতারকালেও অসুরদের প্রতি তাহাদের মুক্তিদায়িনী করুণা নিষ্ঠুরতা আচরণেই আচ্ছাদিত থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই যখন পতিত পাবন শ্রীগৌরসুন্দররূপে অব-তীর্ণ হইলেন তখন তাঁহার করুণা সর্ব্বদাই অনা-বৃত। তখন তিনি অসুরগণের প্রাণ বিনাশ করেন নাই, তাহাদের অসুরত্বের স্বভাবকে বিনাশ করিয়া চিত্তের যে 'কলুষ' তাহা অসুর সংজ্ঞাকে প্রাপ্ত হইয়া-ছিল, শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই কলুষকে বিনাশ অর্থাৎ দূরী-ভূত করিয়া তাহাদের চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়াছেন।

অস্যানুভাবং ভগবান্ বেদ গুহ্যতম শিবঃ।
দেবর্ষিনারদঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ কপিলো নৃপ ।।
—ভাঃ ১।৯।১৯

হে রাজন্! ভগবান্ শম্ভু, দেবর্ষি নারদ, সাক্ষাৎ ভগবান্ কপিলদেব এই শ্রীকৃষ্ণের অতিগূঢ় লীলা জানেন, অন্যে কেহ জানে না। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও এইরূপ বলিয়াছেন—যাঁহারা বলেন, "আমরা কৃষ্ণ-লীলা গূঢ় তত্ত্ব জানি" তাঁহারা জানুক; কিন্তু আমি অনেক উক্তি করিতে ইচ্ছা করি না। প্রভো! আমি এইমাত্র বলি যে, তোমার লীলা বৈভবসকল আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর।

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ।।
—ভাঃ ১০।১৪।৩৬

হে ভূমন! হে ভগবন্! এই ত্রিভুবনে তোমার গূঢ় লীলা কোথায়, কিরূপে যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া তুমি কখন ক্রীড়া (লীলা) করিয়া থাক তাহা কে জানিতে পারে?

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্ ।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥
—ভাঃ ১০।১৪।২১

নিজপ্রিয় পাণ্ডবাদি ভক্তগণের বাহ্যদৃষ্টিতে বিপৎ ও কষ্টের মতন দেখা যায়. তাহা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃকই প্রদত্ত ভক্তি বৃদ্ধির জন্যই—এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করেন ভগবদ্ভক্তগণ। অতএব পাণ্ডব প্রভৃতিতে ক্লেশাধিক্য-বশতঃ প্রেমাধিক্যই দৃষ্ট হয়। যুধিষ্ঠির মহারাজকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজ মুখে এইরূপ বলিয়াছেন—

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্ ॥
—ভাঃ ১০।৮৮।৮

হে রাজন্! আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সঞ্চিত সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষয়-পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইয়াও কোনক্রমে বিদ্যমান, বিষয়সমূহে কথঞ্চিৎ লিপ্ত হইয়া ক্লেশগ্রস্ত হয়, আমি তাহার বিষয় হরণ করিয়া থাকি, তাঁহার পক্ষে ঐ বিষয়-হরণই অনুগ্রহস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব পুত্রকলত্রাদি স্বজনগণ তাদৃশ পুনঃ পুনঃ দুঃখিতের ন্যায় প্রতীয়মান্ পুর্ব্বোক্ত নির্দ্ধন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ তাহার আত্মীয়-স্বজন নির্দ্ধন সেই ব্যক্তিকে দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে ক্লিশ্যমান্ মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই শ্রীমুখবাণী অনুসারে পরমহিতৈষী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেমবর্দ্ধক ভক্তের ক্লেশ প্রদত্ত হয় বলিয়া ভগবদ্ভক্তগণের কর্ম্মের প্রারব্ধজনক কষ্টভোগ নহে। ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণের ঐপ্রকার বাহ্যে কষ্টের মত দৃষ্ট *হইলেও তাঁহারা লোকশিক্ষার জন্য সুখ-দুঃখ নির্লিপ্ত*ভাবে ভোগ করেন। আমাদের প্রভু ভগবান্ স্বপ্রেমভক্তি বর্দ্ধন জন্য কষ্ট প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই অনুমান করেন। যেমন—শ্রীদাম বিপ্র, বিদুর মহাত্মা, ও মহাপ্রভুর পরম ভক্ত শ্রীধরস্বামী প্রভৃতিকে নির্দ্ধন করিয়া এবং গলিত কুষ্ঠগ্রস্ত শ্রীবাসুদেব বিপ্রকে কষ্টরূপ প্রদান করিয়া, নিজ প্রেমভক্তি বর্দ্ধন করিয়াছেন।

.... ।
ততোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো
যো দুর্ল্লভোঽকিঞ্চন গোচরোঽন্যৈঃ ॥
—ভাঃ ৬।১১।২৩

তদ্দ্বারাই তাঁহার কৃপা অনুমান করা যায়। এতাদৃশ ভগবৎপ্রসাদ (কৃপা) একমাত্র নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণেরই প্রাপ্য; অন্য বিষয়াবিষ্ট চিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে সুদুর্ল্লভ। আর ইহাও সার্ব্বত্রিক নহে, কোথাও কোথাও ক্লেশাদি ব্যতিরেকেই স্বভক্তজনের প্রেমভক্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। যেরূপ—মহাভাগ্যবান্ শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ সপ্তদ্বীপসহ পৃথিবীর একছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। অক্ষয় সম্পৎ এবং পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য সকলের অধিপতি করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রহলাদ, ধ্রুব মহারাজ প্রভৃতি ভক্তগণকে ত্রিভুবনের মহৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া নিজপ্রেমভক্তি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ভক্তরাও আমাদের দয়াময় প্রভু, প্রেমবর্দ্ধনের জন্য সুখ-দুঃখরূপ প্রদান, তাঁহারই অনুকম্পা বলিয়া ভক্তগণ নির্ব্বিবাদে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া থাকেন।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত
যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ —ভাঃ ১০।১৪।৮

ভক্তগণ তাহা অনাসক্তভাবে প্রভুর অহৈতুকী কৃপা-প্রদত্ত (আমার প্রাপ্য ফল) মনে করিয়া সুখ-দুঃখ উভয়কেই ভোগ করিতে করিতে তাঁহার করুণার প্রতীক্ষায় কায়মনোবাক্যে একান্ত শরণাগত সহকারে কীর্ত্তন করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। এবম্প্রকার ভক্তগণই তাঁহার অহৈতুকী কৃপা লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। করুণাময়ী মাতা স্নেহময় পুত্রকে তাহার শরীরের অবস্থা ভেদে *সময়ে সময়ে দুগ্ধ এবং নিম্বরস প্রদান করিয়া থাকেন* এবং কখনও আদর যত্ন করেন, কখন বা হস্তের দ্বারা প্রহার করিয়া তাহাকে হিতাহিতে মঙ্গল প্রদান করেন। পুত্র ও মাতা স্নেহের প্রদত্ত দুগ্ধ ও নিম্বরসরূপ পানে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তদ্রূপ

অহৈতুকী কৃপাময় ভক্তবৎসল ভগবান্ কখন কোন্ সভক্তকে কিভাবে কৃপা করিয়া থাকেন—তিনিই জানেন। অতএব তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) চিকীর্ষিত কেহই বুঝিতে পারেন না।

ভগবদ্ভক্তগণের বাহ্যে বিপদ্ বা দুঃখ দেখা যায় তাহা বৈষ্ণবগণের লীলা। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের এই লীলায় দুইপ্রকারের কার্য্য সাধন হয়। সাংসারিক হরি-বিমুখ জনকে বঞ্চনা এবং স্ব-চরণাশ্রিত জনগণকে সেবা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের অহৈতুকী কৃপা প্রদান করেন। যেমন—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যাধি লীলাভিনয় করিয়া স্ব-চরণাশ্রিত্য শ্রীনারদাদি ঐকান্তিক ভক্তগণকে মহৎ সেবা প্রদান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তর হীন।
কৃষ্ণপ্রেম—সেবা—পূর্ণানন্দ—প্রবীণ ॥
—চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৭৬

সাধক বৈষ্ণবগণের রোগ-অবস্থায় মন নিরন্তর শ্রীভগবচ্চরণে সংলগ্ন থাকে, ইহাই শ্রেষ্ঠ লাভ, ইহাই তপস্যার অনুকূল জানিবেন। রোগকে কঠোর তপস্যা বলিয়া গণ্য করা ভাল। রোগশয্যা সাধুগণের পরমকরুণাময় ভগবান্ স্মরণের আসন। ইহা ভগবৎ অহৈতুকী কৃপা জানিতে হইবে।

—০—

উত্তর ভারতে মাসাধিক ব্যাপী প্রচার-ভ্রমণ

[উত্তর প্রদেশে (এলাহাবাদ, দেরাদুন) নিউদিল্লী, পাঞ্জাবে (রোপর, কিরিতপুর, কুরালী, জলন্ধর, হোসিয়ারপুর, লুধিয়ানা), চণ্ডীগড়ে]

{ ১৪ চৈত্র (১৪০৬), ২৮ মার্চ্চ (২০০০), মঙ্গলবার হইতে ১৯ বৈশাখ (১৪০৭), ২ মে (২০০০) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত }

কলিকাতা হইতে উত্তর ভারত প্রচার ভ্রমণে যাত্রা— ১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীল আচার্য্যদেব হাওড়া-মুম্বই মেলে ২০ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে বাতানুকূল ও 3 Tier Sleeper Coach এ রাত্রি ৮-২০ মিঃ এ রওনা হইয়া পরদিন মধ্যাহ্ন ১২-০০টায় এলাহাবাদ ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করেন। ট্রেণ ১ ঘণ্টা ২০ মিঃ বিলম্বে ষ্টেশনে পৌঁছে। শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী স্থানীয় বহু ভক্তসহ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সহরের কেন্দ্রস্থল সিভিল লাইনস্থিত সুবৃহৎ শ্রীহনুমৎ নিকেতন মন্দিরে সকলের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। অতিথিগণের থাকিবার জন্য কয়েকটি দ্বিতল অতিথি ভবন আছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীকর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারঞ্জন ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দর গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাই ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধোক্ষজ দাস, শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী, রুশদেশীয় ভক্তত্রয়—শ্রীমধুসূদন দাস, শ্রীপুরুষোত্তম দাস, শ্রীগণাধিরাজ দাস প্রচারানুকূল্যের জন্য আসেন।

শ্রীরাজারামদাস বনচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম বালক লড্ডু গোপাল দাস চণ্ডীগড় মঠ হইতে, শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ) শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী কলিকাতা মঠ হইতে প্রচারের প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য অগ্রিম আসিয়া উপনীত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে চণ্ডীগড় মঠ হইতে শ্রীদ্বারকানাথ দাস বনচারী (এড্‌ভোকেট শ্রীদেওয়ান

সিং নাগপাল ও) শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের জরুরী সেবাকার্য্যে এলাহাবাদে আসিয়া প্রচারপার্টীর সহিত যোগ দেন।

প্রয়াগধাম (এলাহাবাদ)

[অবস্থিতি—১৫ চৈত্র (১৪০৬), ২৯ মার্চ্চ (২০০০) বুধবার হইতে ১৮ চৈত্র, ১লা এপ্রিল শনিবার পর্য্যন্ত]

শ্রীহনুমৎ নিকেতনে বিশাল নাট্যমন্দিরে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা হইতে রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্মেলনের অধিবেশনে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। সম্মেলনে বহু নরনারীর সমাবেশ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণের প্রারম্ভে বলেন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান সেবক শ্রীহনুমানের মনোজ্ঞ বিশাল শ্রীমূর্ত্তির সমক্ষে-বৈষ্ণব সম্মেলনের অনুষ্ঠান যথোচিত হইয়াছে, কারণ হনুমান ভগবানের অনন্য ভক্ত বৈষ্ণব। হনুমান মন্দিরের ডানদিকে তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীসীতারাম ও শ্রীলক্ষ্মণ পৃথক শ্রীমন্দিরে বিরাজিত আছেন। সভান্তে শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে সাধুগণের উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন সমুপস্থিত নরনারীগণের হৃদয়াকর্ষক হয়।

৩০ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ তিনটী মোটর যানে প্রয়াগধামের দর্শনীয় স্থান-সমূহ—প্রয়াগরাজ (ত্রিবেণী সঙ্গমে), দশাশ্বমেধঘাট, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির, শ্রীশিবমন্দির, বেণীমাধব (বিন্দুমাধব) সংকীর্ত্তন সহযোগে দর্শন করেন। দর্শনের পূর্ব্বে তাঁহারা প্রয়াগরাজ তীর্থে ত্রিবেণী সঙ্গমে যাইয়া প্রণতি জ্ঞাপনান্তে মস্তকে তীর্থ জল ধারণ করেন, সাধু ও ভক্তগণ অনেকে ত্রিবেণীতে স্নান ও সন্ধ্যা-কৃত্য সম্পন্ন করেন। নির্দ্দিষ্ট নিবাস-স্থানে ফিরিতে বেলা ১২-৩০ টা হয়।

সহরের পৃথক এলাকা মীরাপুরস্থ শ্রীহরিমন্দিরে উক্ত মন্দিরের সভ্যগণের দ্বারা আয়োজিত ধর্ম্মসভায় মুখ্যতঃ পাঞ্জাবদেশীয় ভক্তগণের সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্মের মহিমা শংসন্মুখে ভাষণ প্রদান করেন। ভক্তগণের প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। মীরপুরস্থ শ্রীহরিমন্দিরের সভ্যগণ ঃ—(১) শ্রীমুলক রাজ খুরানা, সভাপতি (২) শ্রীতিলক রাজ মারওয়াহা সাধারণ সম্পাদক (৩) শ্রীমহেন্দ্র পাল আরোরা, সম্পাদক (৪) শ্রীজগদীশ পালধীর।

১ লা এপ্রিল শনিবার শ্রীগোবর্দ্ধন প্রসাদ কড়িয়ালের ও শ্রীশ্যামসুন্দর উপলের আহ্বানে ও ব্যবস্থায় I. T. I কলোনীতে তাহাদের গৃহের সম্মুখেতে সভা-মণ্ডপে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। কলোনীর অধিবাসিগণ পরমোৎসাহে সক্রিয়ভাবে, ধর্ম্মসভায় ও উৎসবানুষ্ঠানে যোগদেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে বলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ও আচরিত শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের দ্বারাই মনুষ্যের মধ্যে ঐক্য-বিধান ও যথার্থ শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারিবে। স্থানীয় ইংরাজী ও হিন্দী বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রচার্য্যবিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্থানীয় Times of India দৈনিক ইংরাজী পত্রিকায় এবং 'অমরওজালা', 'দৈনিক জাগরণ' ও 'সাহারা' প্রভৃতি বহু দৈনিক হিন্দী পত্রিকায় বিভিন্ন দিনে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশবাণী ও ফটো প্রকাশিত হয়।

শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী সভার প্রারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেবের পরিচয় প্রদানমুখে তাহার বক্তব্য রাখেন। শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী মুখ্যভাবে প্রচার কার্য্যের সহায়তা করেন। শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহনুমৎ মন্দিরের সেক্রেটারী শ্রীসচ্চিদানন্দ মিশ্র, মুণ্ডেরা বাজারস্থ নিমসরাই কলোনীর মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী (শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ ত্রিপাঠী), তাহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া ত্রিপাঠীর মুখ্য সেবাপ্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হয়।

১লা এপ্রিল (২০০০) শনিবার লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত Times of India র সাংবাদিকগণের প্রশ্নোত্তর বিষয়টি ইংরাজী ভাষায় যাহা উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

RAJNITI, ASURI NITI OF ANCIENT TIMES

By Mrigank Tiwari
The Times of India News Service

ALLAHABAD : As head of Gaudiya Math for last 21 years Srila Bhakti Ballabh Tirtha Goswami Maharaj, an ardent disciple of Chaitanya Mahaprabhu has been actively preaching the principle of love and universal brotherhood, was here recently and spoke to TOINS Excerpts.

Q. : What is the exact meaning and interpretation of the term 'Vasudev Kutumbakam' ?

A. : Vasudev means all pervading, residing in the hearts of everyone and where all living being live. Kutumbakam signifies relation of all living being with Vasudev as the centre point. Since all human beings are creation of one supreme God, principle of universal brotherhood should prevail.

Q. : What are the basic tenets of your philosophy of life ?

A. : Life has it's manifestation in two forms-conscious (Chetan) and unconscious (Jada). Those who posses desires are conscious and those devoid of it are termed as unconscious. It can be further classified into enveloped consciousness which is evident in the case of trees and mountains alongwith birds and animals who do not have the power to discriminate. Life is meant for worship of supreme God and feeling of exclusiveness and possessive attitude should be shunned.

Q. : In your opinion what is the role of 'dharma' in human life ?

A. : Dharma should not be identified with religion which is not one realisation of truth as enunciated in dharmashastras must become the focal point of 'dharma'. Moreover it is not a system of faith but a way of life which should be adopted not destroyed.

Q. : What is your view on combining religion with politics or viceversa ?

A. : Politics (Rajniti) in other words is a synonym of Asura Niti of ancient period. In plain terms it is a difference of opinion and use of religion for political purpose is wholly unjustified.

Q. : How can one choose the right Guru ?

A. : In layman's language just as we choose the right commodity while making purchases in the market. The same way we can find a true guru by making efforts in the right direction and possessing a sincere desire.

Q. : As a saint, what would be your message for propagating the gospel of love and universal brotherhood ?

A. : When money is lost nothing is lost, when health is lost something is lost but when character is lost everything is lost. By building a strong character we can promote the spirit of love and brotherhood.

প্রয়াগ—"প্রকৃষ্ট যাগো ফলং যস্য যস্মাৎ বা। গঙ্গা যমুনা সঙ্গমজাততীর্থ।

'প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা, মর্‌গে পাপী যথা তথা।' পাপী সকলপ্রকার পাপানুষ্ঠান করিয়া যদি প্রয়াগ

তীর্থে মস্তক মুণ্ডন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর পাপের ভীতি থাকে না। মৎস্য পুরাণে প্রয়াগ-তীর্থের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

'এতৎ প্রজাপতেঃ ক্ষেত্রং ত্রিষুলোকেষু বিশ্রুতং।
ন শক্যং কথিতং রাজন্ ত্রিষুলোকেষু বিশ্রুতং ॥'
—মৎস্যপুরাণ।

প্রয়াগতীর্থ—'প্রজাপতির ক্ষেত্র এবং ত্রিলোক বিখ্যাত। ইহার মাহাত্ম্য শতবর্ষ ধরিয়া বলিলে ও শেষ করা যায় না। এই তীর্থে স্রোতস্বতী গঙ্গা ও যমুনা বিদ্যমান আছেন। এখানে একটি বট আছে। স্বয়ং শূলপাণি তাহার রক্ষক। সহস্র বীর পুরুষ গঙ্গাকে এবং স্বয়ং সূর্য্যদেব যমুনাকে সতত রক্ষা করেন। ইহার এমনই মাহাত্ম্য যে নাম মাত্র স্মরণে পাপের ক্ষয় এবং এই তীর্থের দর্শনে সকল পাপ দূর হয়। প্রয়াগতীর্থে প্রবেশ করিবা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে পাপ সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং মনে মনে যে সকল কামনা করা যায় তাহা সকলই সিদ্ধ হয়। প্রয়াগ নাম স্মরণ পূর্ব্বক মৃত্যু হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কিন্তু একটি বিশেষ বাক্য—এই তীর্থে যান দ্বারা গমন করিতে নাই। যদি কেহ ধনগর্বে উন্মত্ত হইয়া যানযোগে এই তীর্থে গমন করে তাহার পক্ষে এই তীর্থ নিষ্ফল হয়। অতএব তীর্থফল কামী কেহই যানারোহণে গমন করিবে না।

এই তীর্থ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল, এইজন্য এই-স্থলে সকল দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষি সকল সতত বিদ্যমান আছেন। মাঘমাসে এই তীর্থে সকল তীর্থের সমাগম হয়, এইজন্য মাঘমাসে এই তীর্থ করিলে সকল তীর্থের ফল লাভ হয়। এইস্থলে কেশ মুণ্ডনেরই প্রাশস্ত্য অভিহিত হইয়াছে। যদি কেহ কেশ ছেদন না করে তাহা হইলে কোটী কুলের সহিত কল্প পর্য্যন্ত রৌরব নরকে বাস হয়। স্ত্রীগণ কেশছেদন স্থলে কেশের অগ্রভাগ হইতে দুই আঙ্গুল পরিমিত কেশ ছেদন করিবেন।" —বিশ্বকোষ

এলাহাবাদ— 'গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।'
—'আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধান'

'এলাহাবাদে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম; শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পদাঙ্কপূত (চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৯।২৪১)।

এখানে কাম্যকূপে যে যে কামনা করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তাহার কামনা সিদ্ধ হইবে এবং জাতিস্মর হইয়া সে ব্যক্তির পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মাদি স্মরণ হইবে। এই কাম্যকূপের উপর কেল্লা হইয়াছে। উহার তীরে অক্ষয় বট। দুর্গাভ্যন্তরে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূগর্ভ মধ্যে অক্ষয় বট বিরাজিত। এখানে প্রতি বার বৎসর পর পর কুম্ভমেলা হয়। প্রতি মাঘ মাসে ও এক মাস-স্থায়ী কল্প-মেলা হয়।'
—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান।

"Confluences are particularly holy, and the Ganges confluence with the yamuna at Allahabad is the most sacred spot in India. Another river of impor. tance is the Saraswati which loses itself in desert, it was personified as goddess of eloquence and learning"—
The new Encyclopaedia Britannica, volume 20 page 540 lb.

দশাশ্বমেধ—"কাশীস্থিত তীর্থভেদ। ব্রহ্মা রাজর্ষি দিবদাসের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কাশীতে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যে স্থানে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় সেই স্থান দশাশ্বমেধ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পুরাকালে এই তীর্থ ভদ্র-সরোবর নামে বিখ্যাত ছিল। ব্রহ্মার যজ্ঞাবধি দশাশ্বনামে খ্যাত হইয়াছে। এই

দশাশ্বমেধ ঘাট—(১) কাশীতে গঙ্গাতটে। (২) প্রয়াগে গঙ্গাতটে, শ্রীগৌর পদাঙ্গপূত ভূমি। (চৈঃ চঃ ম ১৯।১১৪)। (৩) উৎকলে যাজপুরে বৈতরণীর তটে। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।২৮৭)। (৪) মথুরায় সরস্বতী কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী। (চৈঃ মঙ্গল শেষ ২।১৪০)। "মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান। নীলাচলে পুরুষোত্তম-'জগন্নাথ' নাম॥ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অনুভাষ্য—'প্রয়াগে 'বিন্দুমাধব'। প্রয়াগে 'মাধব', মন্দারে 'মধুসূদন'। (চৈঃ চঃ ম ২০।২১৫-২১৬)।

স্থান অতীব পুণ্য জনক। ব্রহ্মা যজ্ঞান্তে এই স্থানে দশাশ্ব-মেধেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই-স্থানে অবস্থান করিয়াছেন। এই তীর্থে স্নান, দান, তর্পণ, জপ, শ্রাদ্ধ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি যে সকল সৎকর্ম্ম করা যায় তৎসমুদয়ই অক্ষয় ফল প্রদান করে।" —বিশ্বকোষ।

নিউদিল্লী

অবস্থিতি ঃ—(২ এপ্রিল রবিবার দিবসে)

শ্রীল আচার্য্যদেব সহ ১৯ মূর্ত্তি ১লা এপ্রিল শনিবার রাত্রি ৯-৩০ ঘটিকায় এলাহাবাদ হইতে প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেসে যাত্রাকরতঃ পরদিন প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় নিউদিল্লী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীরামনাথ দাসাধিকারী, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারীর উদ্যোগে উক্ত দিবস পূর্ব্বাহে্ণ নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সন্নিকটে তাঁহাদের বাসভবনে হরিকথা, হরিকীর্ত্তন ও মহোৎসবের আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব মঠ হইতে সদলবলে যাইয়া তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করিলে সমবেত ভক্তগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তনসহ সম্পূজিত হন। সভার অধিবেশন দ্বিতলের ছাদে নির্ম্মিত সভামণ্ডপে হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব 'ভক্ত-সেবার মহিমা' কীর্ত্তনমুখে ১ ঘণ্টা ভাষণ প্রদান করেন। পশ্চিম পাকিস্থানে সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগকরতঃ নিউদিল্লীতে পাহাড়গঞ্জ এলাকায় একটি ছোট্ট ঘরে ভাড়াটিয়ারূপে থাকিয়া সংসার নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা প্রথমে অনেক কষ্ট করেন। সেই অবস্থাতেও তাঁহাদের বৈষ্ণব-সেবা প্রবৃত্তি দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বিস্মিত হইয়াছিলেন। এমনকি তাঁহারা তাঁহাদের বসতবাটী ঘরটিও সাধুদের অবস্থানের জন্য ছাড়িয়া দেন। শ্রীরামনাথ প্রভু অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং তাঁহার পুত্র শ্রীশ্যামসুন্দরের পরিশ্রম ও দক্ষতার দ্বারা জমীসংগ্রহ দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ এবং তাহার সম্প্রসারণও করেন। আর্থিক অবস্থার সমুন্নতি করেন। সর্ব্বপ্রকারে সাধুসেবার জন্য তাঁহাদের চিন্তা ও উদ্যম খুবই প্রশংসনীয়। শ্রীমঠে সাধুদের থাকিবার স্থানের সঙ্কুলান না হইলে তাঁহাদের গৃহেই সাধুদের, অতিথিগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হইয়া থাকে। এমন কি গত শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় মাসাধিককাল গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য একটী মোটরকার খরিদ করিয়া শ্রীশ্যামসুন্দর দাস পেট্রোল খরচা ও ড্রাইভারসহ পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও প্রীতিযুক্ত। দ্বিপ্রহরে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা সাধু ও ভক্তগণের সেবা সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়।

রোপর (রূপনগর), পাঞ্জাব

[অবস্থিতি ঃ শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দির—শ্রীকৃষ্ণ মন্দির গান্ধীচৌক ২০ চৈত্র (১৪০৬) ; ৩ এপ্রিল (২০০০) সোমবার হইতে ২৪ চৈত্র, ৭ এপ্রিল শুক্রবার পর্য্যন্ত]

শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ২ এপ্রিল রবিবার নিউদিল্লী হইতে শতাব্দী এক্সপ্রেস-যোগে অপরাহ্ণ ৫-১৫ মিঃএ রওনা হইয়া উক্তদিবস রাত্রি ৮-৫০ মিঃএ চণ্ডীগড় ষ্টেশনে আসিয়া শুভ পদার্পণ করিলে অগণিত ভক্তদ্বারা পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তন সহ বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। সকলে উক্তদিবস রাত্রিতে চণ্ডীগড় মঠে অবস্থান করেন। ২ এপ্রিল রবিবার শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীর নেতৃত্বে শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন ব্রহ্মচারী (যোগেশ), শ্রীকানাই ব্রহ্মচারী (মায়াপুর), শ্রীসুন্দর গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধোক্ষজ ব্রহ্মচারী, শ্রীসনন্দন ব্রহ্মচারী-পূজারী (নিউদিল্লী) ১১ মূর্ত্তি নিউদিল্লী ষ্টেশন হইতে হিমাচল এক্সপ্রেসে রাত্রি ১১টায় চলিয়া পরদিন ৩ এপ্রিল প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় রোপর ষ্টেশনে উপনীত হইয়া নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থানে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে পৌঁছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ৩ এপ্রিল সোমবার

পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় ২টি মোটরযানযোগে চণ্ডীগড় মঠ হইতে যাত্রা করতঃ বেলা ১১টায় রোপরে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণমন্দির হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন রাস্তায় পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৭-০০ ঘটিকায় শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসে। ৩ এপ্রিল হইতে ৭ এপ্রিল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে রাত্রির ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্ববিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা বৈশিষ্ট্য আলোচনামুখে প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ৪ এপ্রিল রোপরে আসিয়া রাত্রির ধর্ম্মসভায় ভাষণ দেন।

কিরিতপুর সাহিব, পাঞ্জাব ঃ—মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসহদেব দাসাধিকারী (শ্রীসুরজিৎ রায় কৌরা) পূর্ব্বের ন্যায় এবৎসরও নগরসংকীর্ত্তন, শ্রীরাম মন্দিরে ধর্ম্মসভা ও নিজ বাসভবনে সমারোহের সহিত প্রসাদ বিতরণ মহোৎসব সম্পন্ন করেন। শ্রীযোগরাজ সেখরী-আদি রোপর হইতে বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগ দেন।

৫ এপ্রিল বুধবার মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমূল-রাজ শর্ম্মার ব্যবস্থায় নিজ গৃহ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে সভা-মণ্ডপে সভা এবং মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাধু-গণ তাহার গৃহে ও অন্যান্য সকলে প্যাণ্ডেলে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব 'সাধুসেবার মহিমা' সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। সভা হইতে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে ফিরিবার কালে প্রচার অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী মহো-দয়ের আলয়ে সদলবলে শুভ পদার্পণ করেন।

৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রোপরের ধর্ম্ম সম্মেলনের অন্যতম মুখ্য উদ্যোক্তা শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী (শ্রীযোগরাজ সেখরী) জ্ঞানী জৈল সিং নগরস্থ নিজ বাসভবনের নিকটবর্ত্তী রাস্তার অপর পার্শ্বে সভা-মণ্ডপে সভা ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন। সাধু-গণ যশোদা নন্দন দাসাধিকারীর বাসগৃহে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সভার অধিবেশনে 'মনুষ্যজন্মের একমাত্র কৃত্য ভগবদারা-ধনা' বিষয়টী তাঁহার ভাষণে বুঝাইয়া বলেন।

৭ এপ্রিল শুক্রবার সরকারী পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট (মহিলাদের)-এর অধ্যাপক শ্রীঅজয় অরোরা তাঁহার গৃহ সংলগ্ন রাস্তায় নির্ম্মিত প্যাণ্ডেলে সভা ও মহোৎসবের আয়োজন করেন। সাধুগণ তাহার গৃহে প্রসাদ সেবা করেন।

লণ্ডনসহর নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রেম-চাঁদ বশিষ্ঠজী সম্প্রতি লণ্ডন হইতে ভারতে আসিয়া রোপরের নিকটবর্ত্তী স্থানে জমী সংগ্রহ করিয়া নূতন ধরণের ইট তৈরীর কারখানা খুলিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী শ্রীবশিষ্ঠজীর মোটরযানে তাঁহার কারখানা দেখিতে যান, এবং দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। তিনি চণ্ডীগড় মঠের সেবার জন্য কিছু ইট দিয়াছেন।

শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী (যোগরাজ সেখরী), তাঁহার পুত্রত্রয়—শ্রীহরিদাস, শ্রীপুরুষোত্তম ও শ্রী-গৌরাঙ্গ, পরিজনবর্গ, শ্রীমূলরাজ শর্ম্মা, তাহার পুত্র শ্রীশঙ্কর শর্ম্মা, শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী (কস্তুরীলাল ভরদ্বাজ), বেচন প্রসাদজী, শ্রীবাবুলাল প্রভৃতির সেবা প্রচেষ্টায় রোপরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কুরালী, রোপর, পাঞ্জাব ঃ—৮ এপ্রিল শনিবার কুরালী শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরের সদস্যগণের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার সঙ্ঘসহ চণ্ডীগড়ে যাওয়ার পথে কুরালীতে বেলা ১১টায় শুভ পদার্পণ করতঃ সনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে ভাষণ প্রদান করেন। নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও মহোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

এখন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে ও ছোট ছোট সহরেও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার বিস্তৃতিলাভ করিতেছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর ২০ বি, চণ্ডীগড় বার্ষিক উৎসব

[প্রচারসঙ্ঘসহ শ্রীল আচার্য্যদেবের অবস্থিতি— ২৫ চৈত্র (১৪০৬), ৮ এপ্রিল (২০০০) শনিবার হইতে ১ বৈশাখ (১৪০৭), ১৪ এপ্রিল শুক্রবার পর্য্যন্ত]

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-শীর্ব্বাদ প্রাথনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় পশ্চিমাঞ্চল প্রচার কেন্দ্র চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব ৯ এপ্রিল রবিবার হইতে ১৪ এপ্রিল শুক্রবার পর্য্যন্ত ৬ দিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় ভক্তগণের অভিমত এই-বার বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে ভক্ত সমাবেশ সর্ব্বাধিক হইয়াছে। ভক্ত অতিথি-গণের থাকিবার ব্যবস্থার সৌকর্য্যার্থে মঠের সংকীর্ত্তন ভবনটি তাঁহাদের অবস্থানের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া বাহিরে বিশাল সভামণ্ডপে ধর্ম্মসভার অধিবেশনের আয়োজন হয়।

বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ৫ দিনব্যাপী ধর্ম্মসভা ৯ এপ্রিল রবিবার হইতে ১২ এপ্রিল বুধবার পর্য্যন্ত এবং ১৪ এপ্রিল সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে পাঞ্জাব রাজ্যসভার লোকাল গভর্ণমেণ্ট মন্ত্রী শ্রীবলরামজী দাস টেণ্ডন, চণ্ডীগড় সহরের সিনিয়র ডেপুটী মেয়র শ্রীদেবরাজ টেণ্ডন, আমেরিকান বাড়োগ্রাফিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের উপদেশক প্রফেসর ডক্টর ভি-পি-উপাধ্যায়, মেজর জেনারাল রাজেন্দ্রনাথ ও পাঞ্জাব রাজ্য সরকারের খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীমদন মোহন মিত্তল। ১০ এপ্রিল সোমবার ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পাঞ্জাব রাজ্য সরকারের চিকিৎসা বিদ্যা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমনো-রঞ্জন মালিয়া প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নির্দ্ধারিত আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে 'আমাদের দৈনিক কার্য্যসমূহ কি ভগবানে ভক্তি হইতে পারে'? 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে ও ভক্তিধর্ম্মে প্রাপ্যবস্তুর পার্থক্য', 'সদ্‌গুরু পদাশ্রয় ব্যতীত কি ভগবানকে পাওয়া যায়?', 'কলিযুগে হরিনাম সংকীর্ত্তনই ভগবদ্‌ প্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম সাধন' ও 'ভগবানের সেবাই বাস্তব মানব কল্যাণকর'। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রদত্ত প্রাত্য-হিক দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর নারসিংহ মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ।

১২ এপ্রিল বুধবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধামাধব জীউ শ্রীবিগ্রহগণের সুরম্য রথা-রোহণে বিশাল সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাদ্যাদিসহ অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় ২০, ২১, ১৯ সেক্টর সমূহের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় মঠে ফিরিয়া আসেন। এইবার সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে তাঁহার দীর্ঘ পথভ্রমণে কষ্ট লাঘবের জন্য ভক্তগণ একটি সুসজ্জিত মোটর যানে বসিয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন। মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (যোগেশ)। শ্রীল আচার্য্য-দেবের মোটরযানের সম্মুখে যাহারা কীর্ত্তন করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী।

১১ এপ্রিল মঙ্গলবার শ্রীবিগ্রহগণের বার্ষিক প্রকট-তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, মহাভিষেক, ভোগারাত্রিক-অন্তে সর্ব্ব সাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও পূজারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর সহায়তায় মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৩০ চৈত্র (১৪০৬), ১৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার শ্রীরামনবমী তিথিবাসরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শুভা-বির্ভাব সময় মধ্যাহ্নে পূজা, মহাভিষেকাদি সংকীর্ত্তন সহযোগে বৈষ্ণবগণের নির্দ্দেশক্রমে পূজারী শ্রীনিত্যা-নন্দ ব্রহ্মচারী সম্পন্ন করেন। উক্ত শুভ তিথিতে

শ্রীল আচার্য্যদেব পূর্ব্বাহ্নে গুরুপূজা করিলে সমবেত সহস্রাধিক পুরুষ ও মহিলা ভক্ত শ্রীগুরু পাদপদ্মে ক্রমানুযায়ী পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অনুষ্ঠান চলিতে থাকা কালে ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া উঠেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও নূতন প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি গ্রন্থ শ্রীল আচার্য্যদেবের করকমলে অর্পিত হয়। শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅরুণ মিত্তল গ্রন্থ মুদ্রণ সেবার দায়িত্বে থাকিয়া উক্তকার্য্য সম্পাদন করেন। জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্তের প্রদত্ত বস্ত্রসমূহ সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী সাধুগণকে ক্রমানুযায়ী অর্পিত হয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। রাত্রির বিশেষ সভায় ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও রুশদেশীয় সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ গুরুতত্ত্ব ও গুরু পূজার আবশ্যকতা সম্বন্ধে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় বলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাহার ভাষণে মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের উপদিষ্ট বিষয় পাঠ করতঃ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

এতদতিরিক্ত শ্রীরামনবমী বিশেষ তিথিবাসরে সমুপস্থিত ত্রিদণ্ডিযতিগণ—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন তপস্বী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সাধক সজ্জন মহারাজ।

১৪ এপ্রিল শুক্রবার একাদশী তিথিবাসরে বহু নরনারী—৪৪ মূর্ত্তি ভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসবের বিবরণ হিন্দী ও ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা সমূহে প্রত্যহই প্রকাশিত হইয়াছে।

সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীঅভয়চরণ দাস, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশুকদেব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (ছোট), পূজারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচক্রপানি ব্রহ্মচারী, শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী (ধরমপাল সেখরী), শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাক্কা, শ্রীচক্রবর্ত্তী জহর, ইঞ্জিনীয়ার শ্রীপ্রেমদাসজী, শ্রীদ্বারকানাথ দাস বনচারী (এডভোকেট দেওয়ান সিং নাগপাল) প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ— ১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। গীতার প্রতিপাদ্য
৪৯। বেণুগীত
৫০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা—যন্ত্রস্থ
৫১। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস
৫২। The Vedanta
৫৩। The Bhagabat
৫৪। Rai Ramananda
৫৫। Vaishnavism
৫৬। Sree Brahma-Samhita
৫৭। Saranagati
৫৮। Relative Worlds
৫৯। शिक्षाष्टक
৬০। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৬১। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৬২। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৬৩। भजन-गीति
৬৪। श्रीचैतन्यभागवत
৬৫। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬৬। परम तत्व-बिचार
৬৭। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৮। साध्य-साधन-तत्व बिचार
৬৯। मैं कौन हूँ ?
৭০। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৭১। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ঈশোদ্যান, পোঃ-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীচৈতন্য বাণী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
চত্বারিংশ বর্ষ—১২শ সংখ্যা
মাঘ, ১৪০১
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬, ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৭৯২১

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৬২০২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি) ফোন ঃ ৬৫৭৩০৬

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৩৬২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৪০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ ১৪০৭ | ১২শ সংখ্যা
২০ মাধব, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, সোমবার, ২৯ জানুয়ারী ২০০১

শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-ব্যাখ্যা

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যাত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ।।
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ।।

প্রথম শ্লোকটিতে যে প্রণামের কথা বর্ণিত, এটি সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে, আর দ্বিতীয়টিতে অভিধেয়বিষয় বর্ণিত আছে। অর্থাৎ সাংসারিক ভোগের জন্য যাঁ'রা ব্যস্ত অথবা ত্যাগমুখে মায়াবাদগ্রহণে ব্যস্ত—এই দুই প্রকার বৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে যে মহাপুরুষ দয়িতের ঈপ্সিত নিজ-সেবার বিচার নিজে জানাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন এবং জগতে আর্য্যবাক্য অনুসরণ ক'রে যে প্রকার বিষয়বস্তু আস্বাদন করা আবশ্যক, তা'র আদর্শ প্রদর্শন এবং নিজেও রসাস্বাদন ক'রেছিলেন, সেই মহাপুরুষকে বন্দনা করি।

অভিধেয়বিচারে ভাগবত যে কথাটি ব'লেছেন—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র ইত্যাদি" অর্থাৎ কি উপায় অবলম্বন ক'রলে সেই ভগবদ্বস্তু আমাদের লভ্য হয়, বাধাসকল অপসারিত ক'রে সেই বস্তুর সেবা লাভ ঘটে এবং তজ্জন্য যে ফল লাভ—আনুষঙ্গিকভাবে ত্রিতাপের উন্মূলন এবং বাস্তব মঙ্গললাভ ঘটে, সেই বিষয়ে চতুর্ব্বর্গফল প্রার্থনা নিরাস ক'রে প্রকৃতপ্রস্তাবে নির্ম্মৎসর ও সাধুগণের যে পরমধর্ম্মানুশীলন, সেই কথাটি ভাগবতের এই দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণিত হ'য়েছে।

আমাদের অসাধুতা অর্থাৎ নিত্য বৃত্তি হ'তে পৃথক্ থাকার যে বিচার, তাতে আমরা তাৎকালিক পারিপার্শ্বিক কতকগুলি বৃত্তি-চালিত হ'য়ে বিপথগামী হ'চ্ছি বা উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হ'য়ে ভগবৎপ্রীতি বাদ দিয়ে নিজপ্রীতিসাধনের জন্য যত্ন ক'রছি; তা'তে কর্ম্মবাদ বা জ্ঞানবাদ আসে। কর্ম্মপ্রবৃত্তিতে ইহজগতে বাস এবং পার্থিববিচারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা হয়, তাতে বাস্তবিক সাধন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না।

আমরা যখন দেখি যে, কংসের ন্যায় অসুর কৃষ্ণকে ধ্বংস করার জন্য ইহজগতে যত্নবিশিষ্ট, কৃষ্ণ তাকে বধ ক'রলেন, তখন আমরা মনে করি, প্রকটলীলায় যেরূপ অসুরবধ, সেরূপ অপ্রকটলীলায়ও নিত্যকাল থাক্‌বে, কৃষ্ণের অসুবিধা হ'বে—কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ ক'রলে কোন সময় অসুর প্রবল হ'য়ে ব্যাঘাত ক'রে ব'সবে। তা'হ'লে উপদ্রুত কৃষ্ণ বলবান্ নহেন। তা'তে বিচার এই—এখানে দেবতার মূর্ত্তি অর্চ্চাতে স্থাপিত হয়, এঁরা কথা কইতে পারেন না, ভাবের সমর্থন করেন না, আমরা যে ভাব প্রকাশ করি, তা' সমর্থন ক'রতে পারেন না, এরকম অর্চ্চাকে দেবতা স্বীকার করা প্রয়োজনীয় নয় অর্থাৎ আমরাই অর্চ্চা স্থাপন করি এই সব দ্রব্যাদি দিয়ে। এতে যে চৈতন্য-ধর্ম্ম আছে, এটী বুঝতে পারি না। আর অপ্রকট-লীলায় কংস, অঘ, বক, পূতনাদি অসুরগণের চেতনধর্ম্ম থাক্‌লে সবসময় কৃষ্ণের অসুবিধা ঘটাবে। আমরা শুনেছি, যেখানে ভগবান্ সেখানে মায়িক বিক্রম বা মায়ার অধিষ্ঠান নাই; যেখানে মায়া, সেখানে ভগবৎপ্রতীতির অভাব—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি"

ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই মায়ার অধিষ্ঠান। মায়িকরাজ্য মধ্যে থাকা-কালে ভগবদ্দর্শন হয় না। এখানে যে অবস্থা, তাতে ভগবদ্দর্শন সুদুর্ল্লভ। অপ্র-কটলীলায় যে ভগবানের অবস্থান, তা' মায়ায় থাকা বুদ্ধিকালে গোচরীভূত হ'চ্ছে না। সেখানে মেপে নেওয়া বুদ্ধি যাবে না।

এখানে যেমন অর্চ্চাবিগ্রহে চেতনধর্ম্ম নাই ব'লে বিচার বা সেখানে কংসাদির চেতনধর্ম্ম থাক্‌লেও বিপ্লব উপস্থিত ক'রবে, চিদ্রাজ্যে অবরতা প্রবেশ করবে এরূপ আশঙ্কা হয়, তা'তে ব'লছেন, নিত্য অপ্রকটলীলায় অভিমন্যু প্রভৃতি কৃষ্ণভোগের ব্যাঘাত-কারীর অধিষ্ঠান নাই। এখানে যেমন চিত্র, তাতে বস্তুর অধিষ্ঠান নাই, সেখানে সেইপ্রকার কংসাদি পুত্তলের আকারে আছে, তা'দের চেতনধর্ম্ম নাই। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে ব'লেছেন, নিত্য-লীলার সেই সকল অসুর-ধর্ম্মাবলম্বী কৃষ্ণবিরোধী জিনিষগুলির অস্তিত্বে অচেতনতামাত্র আছে। ইহ-জগতে যেমন আমরা অর্চ্চাতে অচিৎ-মিশ্র-দৃষ্টিতে চেতনধর্ম্ম দেখ্‌তে পাই না, তেমনই মুক্ত হ'লে সে-জগতে অবরতা, হেয়তা প্রভৃতি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানের প্রীতিসম্পাদক পাঁচপ্রকার ভৃত্য সেখানে পূর্ণচেতনাবস্থায় আছেন। এখানে পাঁচ-প্রকার মিশ্র-চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট ব্যক্তি কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে অবস্থান ক'রছে। সেখানে শুধু ভগবান ও তদাশ্রিত ব্যাপার। এখানে অনুপাদেয়তা, সেখানে উপাদেয়তা। অবিমিশ্রচেতনরাজ্য ও মিশ্রচেতনরাজ্যে পার্থক্য আছে। মিশ্রচেতনরাজ্যে চেতনধর্ম্ম থাক্‌লেও স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ক'রতে পারে না। যেমন ইলেক্‌ট্রীক্ পাখাতে আর একটা শক্তি না এলে তা'র নড়বার ক্ষমতা হয় না। শরীরে চেতনধর্ম্ম না এলে সেটা খোসা মাত্র। এখানে অচেতনের ভিতরে চেতনের বিকাশ—চিদচিন্মিশ্রভাব। এখান-কার অচিৎ স্থূল-সূক্ষ্মভাব সেবাবৈমুখ্য বশতঃ পর-ব্যোমে যেতে পারে না। সেখানকার অবিমিশ্র চেতন-ধর্ম্ম এখানে আস্‌তে পারে না। আস্‌তে হ'লে জড়ের আকারবিশিষ্ট দ্রব্যের গৃহীত ভাব সংগ্রহ ক'রে সূক্ষ্ম উপাধি কল্পনা ক'রে থাকে। যেমন দয়া ব'লে যে শব্দটি, তাতে আমরা আলোচনা ক'রতে পারি, একজন দান ক'রছেন, একজন গ্রহণ ক'রছেন। চিত্তে দয়াবস্তুটির মূর্ত্তি না থাক্‌লেও চিত্তে উদিত-ভাবের দ্বারা জান্‌তে পাচ্ছি। বহির্জ্জগতের সংগৃহীত ভাব স্থায়ী নয়, পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত হয়; সেখানে পরিবর্ত্তনশীলতা নাই, নিত্যধর্ম্ম বিরাজমান। নিত্য-বস্তুর মালিক ও তদধীন সম্পত্তি—সব চেতনময়, তা'তে অচেতনতা—অবরতা বা অসম্পূর্ণতা নাই। এখানে পূর্ব্বাপর স্মৃতির উদয় নাই, বর্ত্তমানটাই কেবল জানি—বর্ত্তমান নিয়েই বিচার ক'রতে পারি। সেখানে সব জিনিষ নিত্যকাল আছে; জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে নিতে হয় না। এখানে যেমন শিশুকে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান লাভ ক'রে নিতে হয়, শিশু অপেক্ষা যুবক অধিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে থাকে, তদপেক্ষা বৃদ্ধ আরও অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করে, সেখানে সেরূপ নয়। সমগ্র জিনিষের পূর্ণসমাবেশ আছে, কোন অভাব নাই। আর অভাব ব'লে যা আছে, তা'তে পূর্ণতার—আনন্দের অভাব নাই, অভাবেও পূর্ণতা সাধিত হ'চ্ছে। ওখানকার বাস্তববিচিত্রতা এবং

এখানকার বিচিত্রতার সৌসাদৃশ্য থাক্‌লেও দুইটি এক নয়। এদেশের অবরতা—দুঃখ, ক্লেশ, অসম্পূর্ণতা সেদেশে নিয়ে যেতে হ'বে না। বিচিত্রতাপূর্ণ ভাব-সমূহ সেখানে পূর্ণমাত্রায় আছে। এতদ্দেশে সাহিত্যে, অলঙ্কারশাস্ত্রে যে রসের আলোচনা, পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্তগৌণরস এখানে যেমন বাধা-প্রাপ্ত হয়, সেখানে তা' নয়; প্রত্যেক বস্তুর নিত্যতা আছে, অজ্ঞান প্রবেশ ক'রতে পারে না, একের সাহায্যে অন্যের কিছু ক'রতে হয় না। ইতরব্যোমের হেয়তা, অবরতা বা অপ্রাথিত (দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি) ব্যাপারগুলির দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সেখানে যেতে হয়। সেখানে পূর্ণতা ও পরমচমৎকারিতা আছে; কিন্তু আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি না—যেমন মেঘে আবৃত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী। আবরণকারী আবৃত বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করে না। কিন্তু আমরা আবরণকারীর কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, আবৃত বস্তুকে দেখ্‌তে পাই না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২০৮ পৃষ্ঠার পর]

প্রশ্ন—ভারতীয় ও অপরদেশীয় স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ ও তাহাদের স্বরূপ কি?

উত্তর—"জড়ানন্দবাদীরা দুই প্রকার অর্থাৎ (১) স্বার্থজড়ানন্দবাদী ও (২) নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী। স্বার্থজড়ানন্দবাদীরা এই স্থির করেন,—'যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল নাই, তখন কিয়ৎপরি-মাণে ঐহিক কর্ম্মফল হইতে সাবধান হইয়া আমরা অনবরত ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন করিব।' ··· ··· ··· ভারতবর্ষে চার্ব্বাক্ ব্রাহ্মণ, চীনদেশে নাস্তিক ইয়াংচু (Yangchoo), গ্রীসদেশে নাস্তিক লুসিপস্ (Leucippus), মধ্য এশিয়া-খণ্ডে সর্ডনাপেলাস্ (Sardanapalus), রোমদেশে লুক্রিসিয়স্ (Lucretius), এইরূপ অন্যান্য অনেকদেশে অনেকেই এই মতের পুষ্টিজনক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভান্ হলবাক্ (Von Holbach) বলিয়াছেন যে, নিজ-নিজ সুখ-বর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকে 'ধর্ম্ম' বলা যায়। ··· ··· ··· ··· গ্রীসদেশীয় প্লেটো (Plato) ও আরিষ্টটল্ (Aristotle) পরমেশ্বরকে একমাত্র নিত্যবস্তু ও সমস্ত জগতের একমাত্র মূল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কণাদ-মতস্থ দোষ-সমূহই এই সকল পণ্ডিতের মতে লক্ষিত হয়। গেসেণ্ডী (Gassendi) পরমাণুবাদ স্বীকার করত পর-মেশ্বরকে পরমাণুগণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফ্রান্স দেশে ডিডেরো (Diderot) ও লামেট্রী (La Mettrie) ইহারা নিঃস্বার্থজড়ানন্দ প্রচার করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্সদেশের কোঁৎ (Comte) নামক একজন বিচারকের গ্রন্থে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ··· ··· ··· তাঁহার অবিশুদ্ধ মতটীকে তিনি স্থিরত্ব-বাদ (Positivism) নামে সংজ্ঞিত করেন। নামটী নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাঁহার মতে জড়ীয় প্রতীতি ও জড়গত বিধি ব্যতীত আমরা আর কিছু অবগত নই। ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের আর কোন জ্ঞান-দ্বার নাই। তাঁহার ধর্ম্ম এই যে, অন্তঃকরণ-বৃত্তির আলোচনাক্রমে ঐ বৃত্তির পুষ্টি করা মানবের কর্ত্তব্য। তাহা পুষ্টি করিতে হইলে কাল্পনিক একটী বিষয় অবলম্বন-পূর্ব্বক একটী স্ত্রী-মূর্ত্তি পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টি মিথ্যা হইলেও প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবী তাঁহার মহত্তত্ত্ব (Supreme Fetich); দেশই তাঁহার কার্য্যাধার (Supreme Medium); মানবপ্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্তা (Supreme Being)। হস্তে শিশু, এরূপ একটী স্ত্রী-মূর্ত্তিতে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় পূজা করিবে। ··· ··· ইংলণ্ড দেশের পণ্ডিত মিল্ (Mill) জড়বাদকে ভাববাদরূপে বিচার করত অবশেষে অনেক বিষয়ে

কোঁৎএর সহিত ঐক্যরূপে নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদেরই পুষ্টি করিয়াছেন। একপ্রকার নিরীশ্বর সংসারবাদ (Secularism) আপাততঃ ইংলণ্ডের অনেক যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। মিল্, লুইস্ (Lewis), পেন্ (Paine), কারলাইল্ (Carlyle), বেন্থাম্ (Bentham), কোম (Combe) প্রভৃতি তার্কিকেরাই ঐ মতের প্রবর্ত্তক। ঐ মত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হলিয়ক্ (Holyoake) এক বিভাগের কর্ত্তা-বিশেষ। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন। অপর বিভাগের কর্ত্তা ব্রাড্লা (Bradlaugh) সম্পূর্ণ নাস্তিক।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৫-৮

প্রশ্ন—নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদিগণের প্রকৃত স্বরূপ কি ?

উত্তর—"স্বার্থ-জড়ানন্দবাদিগণ কেবল নাম দ্বারা ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদীরাও স্বার্থবাদী ॥" —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

প্রশ্ন—নিঃস্বার্থবাদীর মত কি অপস্বার্থ-রহিত ?

উত্তর—"ঈশ্বর-সংশ্রব-চাতুর্য্য-বশতঃ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণের মতে এত প্রবলরূপে ভারতে প্রচলিত আছে যে এক ব্যক্তির স্বার্থ অপর ব্যক্তির স্বার্থের ব্যাঘাত করে। অতএব সামান্য-বুদ্ধি-লোক নিঃস্বার্থ নামটি শুনিবা-মাত্র নিজ-স্বার্থের ফলাশায় নিঃস্বার্থবাদীর মতটী আদর করে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

প্রশ্ন—পাশ্চাত্ত্যদেশীয় পণ্ডিতগণের কতটুকু মৌলিক-পাণ্ডিত্য আছে ?

উত্তর—"পাশ্চাত্ত্য দেশে অতি অল্পকালই মানবের সভ্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেখা যায়। সেই সব দেশে সুতরাং টিণ্ডল্, হাক্সলি, ডারুউইন্, প্রভৃতি পণ্ডিত-মধ্যে পরিগণিত। পুরাতন কথা নূতন ভাষায় বলিলে যে পাণ্ডিত্যের দাবী করা যায়, তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভগবদ্গীতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে আসুর-প্রবৃত্তি-বর্ণনে "জগদাহুরনীশ্বরম্", "অপরস্পর-সম্ভূতং" ইত্যাদি বাক্যে স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তিবাদ—এই সকল যে আসুর-প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা কথিত হইয়াছে।"

—'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান', সঃ তো, ৭।৭

প্রশ্ন—কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা কি কপটতা-রহিত ?

উত্তর—"কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত কোন সময় কোন প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ক জিজ্ঞাসুকে চান্দ্রায়ণাদি কার্য্যের উপদেশ করিতেছিলেন। তখন সেই ব্যক্তি কহিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়। মাকড় বধের জন্য যদি আমার পক্ষে চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা করিলেন, তবে আমার সহিত আপনার পুত্র ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকায় তাঁহার পক্ষেও ত' চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা হইতেছে ?' ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, বিষম বিপদ্ ; তখন তিনি পুস্তকের আর দুই চারি পাতা উল্টাইয়া কহিলেন,—'ওহে, আমার ভুল হইয়াছে ; আমি দেখিতেছি,—মাকড় মারিলে ধোকড় হয়—এরূপ শাস্ত্রে আছে ; তোমার কিছুই করিতে হইবে না।' নিরীশ্বর স্মার্ত্তদিগের ব্যবস্থা ও কার্য্য এইরূপ লক্ষিত হইবে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

প্রশ্ন—সন্দেহবাদের গতি কি ?

উত্তর—"সন্দেহবাদ আপনাকে আপনি নাশ করে ; যেহেতু তাহাতে অসন্দিগ্ধ তত্ত্বের স্বীকার আছে।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ১৬

প্রশ্ন—নবীন নাস্তিকগণের মৌলিকতা কতটুকু ?

উত্তর—"নবীন নাস্তিকেরা যে-সকল মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে নূতন-মত-প্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, সে-সকল ভ্রম-মাত্র ; নামান্তর ও রূপান্তর করিয়া পুরাতন মতকেই প্রকাশ করেন।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ১৭

প্রশ্ন—আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের বিচার কি ?

উত্তর—"অনেক পণ্ডিতাভিমানী লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, বুদ্ধি-বলে ও বিদ্যা-বলে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কেহ বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে, কেহ বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকেই ভক্তি বলিয়া মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের দম্ভ এতদূর যে, যদি চরিতামৃতের অর্থও শুনেন, তবে বলেন যে

সকলেই আপন আপন মতে ভাল অর্থ করিতে পারেন। চরিতামৃতের অর্থ লইবার প্রয়োজন কি? এই সকল লোকের সদ্ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা না থাকায় সদ্ধর্ম্মের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ হয় না। ফল এই হয় যে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কৃত নবীন-প্রণালী-মতে ভজন করিতে গিয়া কখনই শুদ্ধভক্তির আস্বাদন করিতে পারেন না।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রশ্ন—ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত নীতির মূল্য আছে কি?

উত্তর—"কোন কোন ব্যক্তি নীতিকে স্বীকার করে, কিন্তু ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর-বিশ্বাসরহিত নীতি সর্ব্বদা ভয়শূন্য ও কর্ত্তব্যপূর্ণ। ··· ··· ··· ঈশ্বর না মানিলে নৈতিকবিধান-সকল অকর্ম্মণ্য হয়।"

—চৈঃ শিঃ, ৩।৩

(ক্রমশঃ)

—o—

সুপ্ত-প্রবুদ্ধ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

জরামরণের রঙ্গভূমি, আশা ও আকাঙ্ক্ষার লীলাক্ষেত্র ধরণীধামে জন্মপরিগ্রহণ করিয়া মানবকুল নিরন্তর নানা কারণে অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করে। ক্ষণবিধ্বংসি দেহে জীবন ও যৌবনের স্থায়িত্ব, ব্যাধি-মন্দির শরীরের চিরস্থায়ী, চিরস্বাস্থ্য, বিষয়ভোগের বিষম দুরাকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হৃদয়ের পরিতৃপ্তি মান ও প্রতিষ্ঠার আতিশয্য ধন-সম্পত্তি বিষয়ের সীমাশূন্যতা প্রভৃতি বহুবিধ অসম্ভব বিষয়ের লালসায় মনুষ্য প্রতিনিয়ত নিরতিশয় ব্যাকুল। কিন্তু জীবনে বাসনার নিবৃত্তি হয় না, আকাঙ্ক্ষার শেষ হয় না এবং কোন বিষয়েই পরিতৃপ্তি লাভ করা যায় না। দারুণ সুখতৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া, মানব উন্মত্তভাবে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হয়। কিন্তু মায়াময়ী মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় তাহার আকাঙ্ক্ষিত সুখ-সরোবর ক্রমশঃ অধিকতর দূরবর্ত্তী হইতে থাকে এবং তাহার সকল আশাই শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। তখন সেই হতভাগ্য শুষ্ককণ্ঠ পিপাসাতুর মানবের যাতনা অপরিসীম হইয়া উঠে আর সে আপনার বুদ্ধিহীনতা ও বিষয়ান্ধতা হেতু আপনাকে আপনি শত ধিক্কার প্রদান করিতে থাকে। বিবিধ বিপদসঙ্কুল অপরিসীম সংসাররূপ ঘনারণ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত বা সীমাশূন্য সমুদ্র বক্ষে নাবিকবিহীন বাত্যাবিঘূর্ণিত পোতের ন্যায় অসহায়, সেই মানবকুলকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে যথোপযুক্ত শাশ্বত সুখের প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে তাহার চিরকাঙ্ক্ষিত শাশ্বত-শান্তির উপায় প্রদর্শন করিবার জন্য এই অমোঘ ও অমৃত ভেষজ প্রয়োগে তাহার চির-দুঃখ-গ্রস্ত কাতর প্রাণকে সুশীতল প্রদান করিবার বাসনায় পরম দয়ালু চূড়ামণি—সকল গুরুর-গুরু, জ্ঞান ও বিদ্যার আকর করুণাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণে সমবেত হইয়া, প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সর্ব্বমানবকে গীতাশাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। সেই গীতাশাস্ত্রের একটি অমূল্য উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের ব্যাখ্যার ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছি,—সুপ্ত-প্রবুদ্ধ অর্থাৎ শায়িত ও জাগরিত।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

—গীঃ ২।৬৯

মানবগণকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়,—আত্মপ্রবণ ও বিষয়প্রবণ। বিষয়ান্ধকারাচ্ছন্ন-হৃদয় মানবগণ যে পরমার্থতত্ত্বস্বরূপ আত্মনিষ্ঠাকে নিশার ন্যায় উপলব্ধি করিয়া সুপ্ত থাকে। আত্মপ্রবণ স্থিত-প্রজ্ঞ-জ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ তাহাতে দিবার ন্যায় প্রবুদ্ধ অর্থাৎ জাগরিত থাকেন এবং যাহাতে বিষয়ী মানব-গণ জাগরিত থাকে, তাহাকে আত্মপ্রবণ ভক্ত,

যোগিগণ নিশার ন্যায় অবিদ্যা-তমসাচ্ছন্ন বলিয়া শায়িত অর্থাৎ নিদ্রিত থাকেন ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার শূন্য হইয়া অবস্থান করেন।

নিশা—যে সময়ে দিঙমণ্ডল ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত হয়, তমো-বাহুল্য-নিবন্ধন যে সময় সর্ব্ব-বিধ পদার্থই অন্য কোন প্রকাশক পদার্থের সাহায্য ব্যতিরেকে চর্ম্মচক্ষুর অগোচর হয়, কোনটি কি পদার্থ স্বরূপ তাহা আমরা যে সময় সঠিক বুঝিতে পারি না, সেই সময়ের নাম "নিশা"। উক্তবিধ লক্ষণযুক্ত সময়ের সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ সময়ের নাম "দিবা"। এই নিশা বা দিবা সকলের পক্ষে একরূপ নহে। পেচকাদি পক্ষী, ব্যাঘ্রাদি পশু এই নির্দ্ধারিত নিশাকে এই নির্দ্ধারিত দিবার ন্যায় স্বচ্ছন্দে বিহার করে বলিয়াই আমরা তাহাদিগকে নিশাচর বলি। আমরা তাহাদিগকে নিশাচর বলিলে কি হইবে ? বস্তুতঃ আমাদের পক্ষে যাহা নিশা, পেচকাদির পক্ষে তাহাই দিবা এবং আমাদিগের পক্ষে যাহা দিবা, পেচকাদির পক্ষে তাহাই নিশা। ইহা আমাদের চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা পরিদৃশ্যমান জগতের সাধারণ কথা। পারমার্থিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতের নিশা, দিবাও এইরূপ।

আধ্যাত্মিক জগতে মানব দুইপ্রকারের কথা বলা হইয়াছে। আত্মপ্রবণা ও বিষয়প্রবণা। বিষয়প্রবণার পক্ষে যাহা নিশা (রাত্রি), আত্মপ্রবণার পক্ষে তাহা দিবা এবং বিষয়প্রবণার পক্ষে যাহা দিবা আত্ম-প্রবণার পক্ষে তাহাই নিশা। এই নিশা ও দিবার পার্থক্য কি লইয়া ? নিশা-দিবার পার্থক্য—বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান ও অজ্ঞান লইয়া। যে কেহ হউক না কেন, সে যে সময় বস্তুবিষয়ক স্বরূপ জ্ঞান লাভ করে, তাহার পক্ষে তাহাই দিবা এবং যে সময় বস্তুবিষয়ক স্বরূপ জ্ঞান লাভ না করে, তাহাই তাহার পক্ষে নিশা।

সর্ব্বাশ্চর্য্যময় সর্ব্বেশ্বরের রাজ্যে সকলই আশ্চর্য্য। একের পক্ষে যাহা নিশা, অন্যের পক্ষে তাহা দিবা। একের যাহাতে জ্ঞান, অন্যের তাহাতে অজ্ঞান। একের পক্ষে যাহা ভাল, অন্যের পক্ষে তাহাই মন্দ ; সকল বিষয়েই এইরূপ। লীলাময়ের ইহাই লীলা-বৈচিত্র্য। যেরূপ এক নিশাতেই আরোপিত-নিশাত্ব ও আরোপিত-দিবাত্ব অনুস্যূত এবং এক দিবাতে আরোপিত-দিবাত্ব ও আরোপিত নিশাত্ব এতদুভয় ধর্ম্মই বিদ্যমান। অর্থাৎ নিশা-দিবা দুই এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন জীবের ব্যবহার লইয়া বা অধিকারী ভেদে যেরূপ ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তদ্রূপ একমাত্র পরমার্থ-তত্ত্বই জ্ঞানী ও অজ্ঞানীরূপ গৃহীতা-ভেদে দুইরূপে বিভক্ত হইয়াছে। যে পরমার্থ তত্ত্ব অজ্ঞানীর নিকট মন বুদ্ধির অগোচর, তাহাই তাহার পক্ষে নিশা। সেই পরমার্থ তত্ত্বই আবার জ্ঞানীর নিকট মন বুদ্ধির গোচর বলিয়া দিবা। অর্থাৎ অজ্ঞানিগণের মন বুদ্ধি নিয়ত অতদ্বস্তুতে—"ন তৎ—অতৎ, তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ সেই পরমাত্মা ভগবান্ ব্যতিরিক্ত বাহ্য—ধন, জন, গৃহাদি বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত বলিয়া পরমার্থ তত্ত্ব তাহাদিগের মন, বুদ্ধির অগোচর ; সুতরাং পরমার্থতত্ত্ব তাহাদিগের পক্ষে নিশা সদৃশ, তমসাচ্ছন্ন অবিদ্যা। আবার অজ্ঞানীর নিশা সদৃশ সেই পরমার্থতত্ত্ব সংযমী জ্ঞানী পক্ষে দিবা সদৃশ অর্থাৎ জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত। যেরূপ নিশাকাল অবসান হইলে সূর্য্যদেব নিজ কিরণজাল বিস্তার করিয়া নৈশতমঃ অর্থাৎ অন্ধকার-রাশি বিদূরিত করিলে নিশাভাগে সুষুপ্ত মানব প্রবুদ্ধ অর্থাৎ জাগরিত হইয়া শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রো-থান করে বা জাগরিত হয় এবং মিহিরকর-প্রতি-ভাত প্রকাশিত বস্তুপদার্থ-নিচয় স্বরূপ নয়ন-গোচর করে, ইন্দ্রিয়-সংযমানুষ্ঠান-জ্ঞান-তৎপর মানবও সেইরূপ মহামন্ত্ররূপ সুষুপ্তোত্থাপক বাক্যে প্রতিবুদ্ধ হইয়া অজ্ঞানতম নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিমানরূপ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে বা জাগরিত হয় এবং সেই এক স্বপ্রকাশ ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত চিন্ময় বিশ্বকে জ্ঞান-নয়ন পথাবলম্বী করেন। ইহাই ভক্ত-জ্ঞানীর (জিতেন্দ্রিয়ের) দিবা বা জাগরণ এবং ইহাই অজ্ঞানী অবিদ্যাগ্রস্ত অজিতেন্দ্রিয়ের পক্ষে নিশা বা নিদ্রা। অজ্ঞান-অবিদ্যা নাশই জ্ঞানের উদয়, রাত্রি নাশেই দিবার উদয়, নিদ্রা নাশেই জাগরণের আগমন, অজ্ঞানও রাত্রি বা নিদ্রা স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং"—সমস্ত প্রাণী বা সাধা-রণ মানুষের পক্ষে যাহা রাত্রি (নিশা), তাহা সংযমী

আত্মপ্রবণা ব্যক্তিগণের পক্ষে দিবা স্বরূপ এবং যাহাতে বিষয়প্রবণা সাধারণ মানুষের দিবা জাগরিত থাকে, আত্মপ্রবণা মুনিগণের পক্ষে তাহা নিশাস্বরূপ। বিষয়প্রবণা—যাহাদের ইন্দ্রিয় এবং মন নিজ বশীভূত নয় অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয়, রূপ-রসাদি বিষয় ভোগে অত্যন্ত আসক্ত ও ব্যস্ত, একমাত্র আবেশ দেহেতে, ইন্দ্রিয়সমূহের সুখকেই পরম সুখ বলিয়া জানে বা মানে, পশুর ন্যায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য; আহার-নিদ্রা-মৈথুনাদি স্থূল-ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ একমাত্র সে চায়, নিজের কামনা-বাসনাসমূহকে পূরণ করিবার জন্য আর্য্যগণের পরম্পরা প্রবাহিত ধর্ম্মাদি গ্রাহ্য করে না। পরমাত্মা কি বস্তু? তত্ত্বজ্ঞান কাহাকে বলে? ভগবান্ ও নিজের কি সম্বন্ধ সে কিছুই জ্ঞাত নহে, তাহা তাহার পক্ষে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশারূপ অজ্ঞান-অবিদ্যায় নিদ্রিত।

"তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী",—সাধারণ মানবের পক্ষে যাহা রাত্রিস্বরূপ, অর্থাৎ ভগবান্ আরাধনাদি বিষয়ে ও নিজ পরম কল্যাণ বিষয়ে সে বিরূপতা—উদাসীনতা থাকে। আত্মপ্রবণা সংযমী মুনিব্যক্তি তাহাতে জাগরিত থাকেন। যিনি ইন্দ্রিয় এবং মনকে নিজ বশীভূত করিয়াছেন অর্থাৎ বিষয়ভোগে লিপ্সা এবং অর্থাদি সম্পদ সংগ্রহে আসক্তি শূন্য, যাঁহার সর্ব্বদা লক্ষ্য কেবল পরমাত্মা ভগবানে, তিনি হইতেছেন সংযমীপুরুষ মুনি। পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান ও নিজ-স্বরূপ, জগৎ-সংসারের যথার্থ জানাই তাহার পক্ষে নিশা জাগরণ, অর্থাৎ পরমাত্মা জ্ঞান লাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকেন, তাহাই তাহার পক্ষে জাগরণ।

"যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি",—যে বিষয়প্রবণা ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের ব্যাপারে অত্যন্ত জাগ্রত থাকে, প্রত্যেকটি পাই-পয়সা মুদ্রার হিসাব-নিকাশ রাখে, সম্পত্তির সামান্যটুকুও অপচয় করিতে মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে, তাহার অধিকারে যত সম্পদ, অর্থ থাকে তাহা বৈধ হউক বা অবৈধই হউক তাহাতে সে অত্যন্ত সুখানুভব করে, মনে ভাবে যে আমার এই সব সম্পদ হইয়াছে। আমার এতো সংগ্রহ হইয়াছে—এইরূপে যে সাংসারিক ক্ষণভঙ্গুর বিষয়গুলি সংগ্রহ এবং রক্ষণে তৎপর এবং মান, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ইত্যাদি প্রাপ্ত করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে এবং সতর্ক থাকে। সেইপ্রকার মানবের পক্ষে এটি হল দিবা জাগরণ।

"সা নিশা পশ্যতো মুনে",—বিষয়প্রবণা সাংসারিক বিষয় ভোগ সংগ্রহে যে মানুষ নিজকে অতি বুদ্ধিমান এবং নিপুণ বলিয়া মনে করিয়া তাহাতে অত্যন্ত আনন্দ-অনুভব করিয়া থাকে। আত্মপ্রবণা সংযমী ব্যক্তিদের পক্ষে অর্থাৎ যাঁহারা সংসার এবং পরমাত্মতত্ত্ব উভয়ই সম্যকরূপে জানেন; তাঁহারা সেইসব সাংসারিক মানুষের ক্রিয়া-চেষ্টাকে নিশারূপ তমসাচ্ছন্ন বলিয়া দর্শন করেন।

শিরোদ্ধৃত হইয়াছে যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই নিশা বা নিদ্রা সদৃশ, অজ্ঞানী সাংসারিক সেই ঘুমঘোরে নিয়ত নিদ্রায় অচেতন। অপ্রাকৃত বৈষ্ণব জগতের বিশ্ব-বিশ্রুত ও বন্দিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাহাদিগের নিদ্রা জাগরণের জন্য তারস্বরে এইরূপ আহ্বান কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

> জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
> কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥
> ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।
> ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥
> তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
> আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
> এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
> হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'॥
> ভকতিবিনোদ প্রভু-চরণে পড়িয়া।
> সেই হরিনাম মন্ত্র লইল মাগিয়া॥

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষৎ শ্রুতিতে (১।৩।১৪) আর্য্য ঋষিগণও উদাত্ত কণ্ঠে, অবিদ্যায় অনাদি-কাল নিদ্রিত সাংসারিক জনগণকে জাগরণের জন্য এইরূপ আহ্বান করিয়াছেন,—

> "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
> দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

হে অনাদি কাল অবিদ্যায় নিদ্রিত মানবগণ! উঠ, ভগবৎ-উন্মুখ হও; ঘোররূপ অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ, সম্পূর্ণ অনর্থের মূলীভূত অজ্ঞান নিদ্রা পরিত্যাগ কর, নিদ্রা পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ভগবানকে লাভ করা যাইবে; সেই বস্তু লাভের

পথ অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের অগ্রভাগের ন্যায় দুরতিক্রমণীয়, জাগ্রত-ভাবে অর্থাৎ সাবধানে গমন করিতে হইবে। তোমরা যে অজ্ঞান ও মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত আছ, তাহা হইতে জাগো, জাগিয়া ভগবান্ লাভের প্রচেষ্টা কর।

কি ভাবে তোমরা জাগিয়া উঠিবে ? কেমন করিয়া তোমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে ? তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—হতাশা হইবে না। তোমরা নিজের চেষ্টায় হয়ত নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিবে না, জানিতেও পারিবে না, অজ্ঞাননিদ্রায় নিদ্রিত অন্য লোকের দ্বারাও তোমাদের কোনও নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না। যাঁহারা জাগ্রত, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা সাধন-ভজনে উন্নতস্তরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপায় অজ্ঞান মোহনিদ্রা ভঙ্গ লাভ করা যাইবে। এই ভগবৎ-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের রাস্তা অতি দুর্গম ; তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের উপর দিয়া নগ্ন পদে গমন যেমন দুঃসাধ্য, তদ্রূপ ভগবৎ-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হওয়াও তদ্রূপ অতি কষ্টসাধ্য। সুতরাং ভগবৎ-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভকারী ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গে জ্ঞানার্থী দৃঢ়চিত্ত হইয়া অতি সাবধানতার সহিত ক্রমে ক্রমে ভক্তি সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই শ্রুতির ভাবার্থ। সাধুসঙ্গ-ফলেই কৃষ্ণভক্তি হয়।

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য-অঙ্গ ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০

সাধুসঙ্গ যদিও প্রথমেই কৃষ্ণভক্তির জন্ম মূল বটে, তথাপি কৃষ্ণপ্রেম জন্মিলেও সেই সাধুসঙ্গই আবার প্রেমের মুখ্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত। সাধুর কৃপাতেই অনাদিকালের অবিদ্যা অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় এবং কৃষ্ণে শুদ্ধাভক্তি লাভ হয়।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়।

—চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৫

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥

—ঐ ৪৯

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥

—ঐ ৫১

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ',—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

—ঐ ৫৪

শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত সাধুসঙ্গে শুদ্ধাভক্তি লাভ হয়, শুদ্ধাভক্তি লাভ হইলে সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের কায়-কঠোর সাধন একত্তর অর্থাৎ কোন একটি পুরুষার্থ সিদ্ধ হইলেও অপর পুরুষার্থত্রয়ের সিদ্ধি অনায়াসে হইবে এবম্প্রকার নিশ্চয়তা শাস্ত্রে নাই। কিন্তু শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তির দ্বারা সর্ব্বসাধনের ফল অনায়াসে একত্র লাভ করিতে পারেন। তাহা অমল শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়-উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধামং কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥

—ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধনসমূহদ্বারা জগতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, মদীয় ভক্ত ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসেই তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যদি কখনও প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ, এমন কি বৈকুণ্ঠলোকও লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ নিষ্কাম, পরম শান্ত ও ঐকান্তিক ভক্ত, তাঁহাদের কোন প্রার্থনীয় থাকে না।

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্ত্যা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥

—ঐ ৩৪

যেহেতু ধীর কৃষ্ণভক্ত সাধুগণ কেবলমাত্র আমার প্রতিই-প্রীতিযুক্ত সেবাপরায়ণ, সেইজন্য তাঁহারা মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত আত্যন্তিক মোক্ষও কোনরূপেই গ্রহণ করেন না। অতএব মদ্‌গতচিত্ত মদ্ভক্তিযুক্ত ভক্তগণের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য ইহ সংসারে শ্রেয়ঃসাধনরূপে গণ্য হয় না।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥
—ঐ ৩১

ভগবদ্ভক্তগণ নিজ প্রভুর সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তিকেও গ্রহণ করেন না, অন্য অনিত্য বিভবগুলির কথা কি বলিব? শ্রীভগবান্ কপিলদেব নিজমাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন,—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য, সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
—ভাঃ ৩।২৯।১৩

মৎসেবয়া প্রতীতং চ সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কিমন্যৎ কাল বিপ্লুতম্
—ভাঃ ৯।৪।৬৭

শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসা মুনিকে বলিতেছেন,—নিষ্কাম আমার ভক্তগণ আমার সেবাদ্বারা আনন্দিত হইয়া আমার সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিকেও চাহেন না, আর কাল কর্তৃক বিধ্বংসি অন্য ব্রহ্মপদ প্রভৃতিতে তাঁহাদের অভিরুচি কি প্রকারে হইবে?

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্ন হি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন॥
—ভাঃ ১০।৩৯।২

শ্রীল শুকদেব বলিতেছেন,—হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে ভক্তের অলভ্য কোন অবশিষ্ট থাকিতে পারে কি? অর্থাৎ লক্ষ্মী-অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলে সমস্তই লব্ধ হওয়া যায়। তখন তাঁহার প্রসন্নতা ব্যতীত অন্য কিছু নিত্যবস্তু প্রার্থনা করা নিরর্থক মাত্র।

শিরোধৃত দুইপ্রকার লোকের কথা বলা হইয়াছে, এতদ্ব্যতীতও আর একপ্রকারের লোক সংসারে আছে, তাহাকে 'প্রবুদ্ধ-সুপ্ত' বলে। অর্থাৎ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াও শায়িত থাকে, যাহাকে বলা হয়—জাগিয়া ঘুমান। স্বাভাবিক নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগান যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি জাগিয়া নিদ্রার ভান করে, তাহাকে জাগান যায় না। তদ্রূপ, যে ব্যক্তি সৎসাধু-গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও সাধু, গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে চলে না। কেবল নিজ স্বার্থ পূরণ করিবার জন্য সাধু, গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশকে উলঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাভাবে চলে, তাহাকে কোন সৎ-উপদেশ প্রদান করিলেও কোন কার্য্য হয় না। এইপ্রকার লোকের জন্য করুণাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
—গীঃ ১৬।২৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্রের উপদেশ বাক্যসমূহ উলঙ্ঘন করিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করিতে থাকে, সে ব্যক্তি কখনও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখপ্রাপ্ত হয় না, উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয় না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্ত করিতেছেন যে সকল ব্যক্তি সাধু, গুরু ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে চলে, তাহারাই চরমে মঙ্গল লাভ করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজকে সর্ব্ব-বেত্তাভিমানে অশ্রদ্ধা সহকারে সাধু, গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশকে উলঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্যতে প্রবৃত্ত হয়। সেই ব্যক্তি কোনভাবেই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। যাহা অনায়াস সাধ্য বা ক্লেশ-জনক নহে, তাহারই অনুষ্ঠান করে; উপদেশ পালন করিতে হইলে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তাহার দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় সুখ এবং আনন্দ দায়ক, আপাতত ক্ষণিক সুখ লাভের আশায় সেই সকল গুরু-শাস্ত্র উপদেশ উলঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সেই ব্যক্তি তাহার ইচ্ছাকেই শাস্ত্রবিহিত বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপনে প্রচেষ্টা করিয়া থাকে এবং নিজের অনিচ্ছাকেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণে তৎপর হয়। এইরূপে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ বিরহিত সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারের বশীভূত হইয়া শাস্ত্র, সাধু ও গুরু নির্দ্দিষ্ট পারত্রিক মঙ্গলপ্রদ কার্য্যসমূহের অনু-ষ্ঠান করিতে একান্তভাবে পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধরূপে পরিগণিত তৎকালিক ইন্দ্রিয় সুখপ্রদ কিন্তু পরিণামে ভয়াবহ নরকপ্রদ, সাধু, শাস্ত্র নিন্দিত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিতে থাকে। এতাদৃশ অনুষ্ঠান দ্বারা যে পরম মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তাহার চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতর অপরাধে কলুষিত হইতে থাকে। এইরূপ ব্যক্তিকে

কোন কালেই শাস্ত্রের মঙ্গলকর উপদেশ প্রদান করিয়া মঙ্গল করা যায় না; এবং এইরূপ ব্যক্তি মঙ্গল লাভের অধিকারী হয় না। উত্তরোত্তর শাস্ত্রনিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা চিত্ত ক্রমেই অধিকতর মলিন হইতে থাকে। তদ্দ্বারা সে কোনকালেই সংসারে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে প্রকৃত সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া সে পরমগতি লাভেরও অধিকারী হয় না অর্থাৎ ভাল-মন্দ জানিয়া বুঝিয়াও মন্দ কার্য্যের আচরণ করিয়া থাকে। তাহাকে সাধারণত বলা হয় জ্ঞানী পাপী। তাহাকে শত শাস্ত্রের উপদেশ কথা শুনাইলেও ভাল করা যায় না। এবম্প্রকার ব্যক্তিরাই 'প্রবুদ্ধ-সুপ্ত'।

উত্তর ভারতে মাসাধিক ব্যাপী প্রচার-ভ্রমণ

[উত্তরপ্রদেশে (এলাহাবাদ, দেরাদুন) নিউদিল্লী, পাঞ্জাবে (রোপর, কিরিতপুর, কুরালী, জলন্ধর, হোসিয়ারপুর, লুধিয়ানা), চণ্ডীগড়ে]

[১৪ চৈত্র (১৪০৬), ২৮ মার্চ্চ (২০০০), মঙ্গলবার হইতে ১৯ বৈশাখ (১৪০৭), ২ মে (২০০০) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২২৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব মন্দির প্রতাপবাগ, জলন্ধরসহর, পাঞ্জাব

[অবস্থিতি ঃ ২ বৈশাখ (১৪০৭), ১৫ এপ্রিল (২০০০) শনিবার হইতে ৭ বৈশাখ, ২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত]

শ্রীল আচার্য্যদেব ১০ মূর্ত্তি ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ—৯০ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে চণ্ডীগড় মঠ হইতে দুইটী রিজার্ভবাসে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৪৫ মিঃ-এ যাত্রাকরতঃ অপরাহ্ন ২-১৫ টায় জলন্ধর সহর প্রতাপনগরস্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধা-মাধব মন্দিরে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

জলন্ধর উৎসবে যোগদানকারী ত্রিদণ্ডিযতিগণ—

১। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ২। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, (১৬ এপ্রিল রবিবার বৃন্দাবন মঠ হইতে জলন্ধরে পৌঁছেন), ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ৪। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, ৫। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ৬। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, ৭। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ৮। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, ৯। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, ১০। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ, ১১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ (রুশদেশীয় সন্ন্যাসী)।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব মন্দিরে ৪১তম বার্ষিক শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলন উপলক্ষে ১৭ এপ্রিল সোমবার হইতে ২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত রাত্রির বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত একদিন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। প্রাতঃকালীন সভায় হরিকথা পরিবেশন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ।

১৭ এপ্রিল সোমবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব মন্দির হইতে বিশাল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ফাগুয়ারা গেট, মিলন চৌক, সয়দা গেট, রেণক বাজার, শেখা বাজার, কলা বাজার, মেয়রো বাজার, মাইহিরা গেট, চিংরা গেট, ভকত সিং চৌক হইয়া রাত্রি ৮-১৫ টায়

শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসে। শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীযদুনন্দন ব্রহ্মচারী (যোগেশ), শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন। ভক্তগণ নৃত্য কীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইয়া চলিতে থাকিলে নরনারীগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগান্তে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ এপ্রিল রবিবার শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে গোবিন্দনগর রোডস্থিত শ্রীসুভাষ আগরওয়াল, ধনওয়ালীস্থিত শ্রীগুরুদেব দাস, কিষণপুরাস্থ স্বধামগত ধরমপাল শর্ম্মার পুত্র শ্রীকিষণ কুমার শর্ম্মার গৃহে এবং ১৯ এপ্রিল বুধবার জে-পি-নগরস্থ শ্রীরাজেশ মেহতার আলয়ে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে), শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস) শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী (শ্রীবিপিন কুমার আগরওয়াল), শ্রীবিজয় কুমার শর্ম্মা, শ্রীরাজকুমার জিন্দল, শ্রীযোগেশ কুমার অরোরা, শ্রীরাজেন শর্ম্মা, শ্রীরাজেশ শর্ম্মা, শ্রীমিণ্টু, পূজারী শ্রীনন্দদুলাল দাসাধিকারী, শ্রীতরসেম লাল গুপ্তা, শ্রীরেবতী রমণ গুপ্তা প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রযত্নে বার্ষিক উৎসব সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়।

হোশিয়ারপুর, পাঞ্জাব

[অবস্থিতি ঃ ৮ বৈশাখ (১৪০৭), ২১ এপ্রিল (২০০০) শুক্রবার হইতে ১০ বৈশাখ, ২৩ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত]

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে জলন্ধরশহর প্রতাপবাগস্থিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব মন্দির হইতে প্রাতঃ ৮-২০ মিনিটে যাত্রা করতঃ হোশিয়ার পুর হরিনগরস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে (শ্রীহরিবাবা মন্দিরে) শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন।

ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ ঃ—

১। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ
৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ
৪। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ
৫। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ
৬। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ
৭। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী কয়েক মূর্ত্তি মঠসেবকসহ প্রাক-ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য তথায় অগ্রিম পোঁছিয়া প্রচারকার্য্যে নিরত থাকেন।

২১ এপ্রিল শুক্রবার শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত, কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীস্বামী অনন্ত আশ্রমের সভামণ্ডপে রাত্রি ৮-৩০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত, ২২ এপ্রিল, শনিবার শ্রীস্বামী অনন্ত আশ্রমে এবং ২৩ এপ্রিল রবিবার নই আবাদী বাহাদুরনগরস্থ শ্রীহরি সংকীর্ত্তন মন্দিরে অপরাহ্নে ও শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে রাত্রির অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনামুখে শ্রীল আচার্য্যদেব জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

২৩ এপ্রিল রবিবার মহোৎসব দিবসে মধ্যাহ্নে ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। মহোৎসবে বহুশত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

২২ এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় শ্রীহরিবাবা আশ্রম হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে উক্ত আশ্রমে সন্ধ্যা ৭ টায় ফিরিয়া আসেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘসহ আমন্ত্রিত হইয়া ২২ এপ্রিল শনিবার নিউ কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারীর (সুশীল কুমার পরাশরের) এবং ২৩ এপ্রিল রবিবার ইন্দ্রমোহন আগরওয়াল, ডাঃ রাকেশ সিঙ্গলার (স্বধামগত শ্রীমদন গোপাল আগরওয়ালের) বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। স্বধামগত শ্রীমদন গোপাল আগরওয়ালের গৃহে বৈষ্ণবগণের প্রাতঃরাশের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণের পর সহজবোধ্য উদাহরণের দ্বারা গূঢ় সিদ্ধান্তসমূহ বুঝাইয়া দিতেন।

শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী (শ্রীসুশীল কুমার পরাশর) স্বস্ত্রীক, শ্রীঅশ্বিনী কুমার শর্ম্মা স্বস্ত্রীক ও শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মা (শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন দাসাধিকারী) স্বস্ত্রীক মুখ্যভাবে বৈষ্ণবসেবার জন্য নিষ্ঠার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দির, নিউ মডেল টাউন লুধিয়ানা, পাঞ্জাব

ত্রয়োদশ বার্ষিক শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলন

[অবস্থিতি ১১ বৈশাখ (১৪০৭), ২৪ এপ্রিল, (২০০০) সোমবার হইতে ১৪ বৈশাখ ২৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত]

শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্ত—৫৪ মূর্ত্তি হোশিয়ারপুর শ্রীহরিবাবা আশ্রম হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় রওনা হইয়া মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকায় লুধিয়ানাশহর-নিউমডেল টাউনস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। সনাতন ধর্ম্ম-মন্দির-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণসমীপে পর পর প্রণতি জ্ঞাপন করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব সকলকে ফল প্রসাদ দেন।

২৪ এপ্রিল সোমবার হইতে ২৬ এপ্রিল বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীসীতারাম ও লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরের সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে ত্রয়োদশ বার্ষিক শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন সম্মেলন উপলক্ষে প্রত্যহ রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘভাষণ প্রদান করেন।

২৬ এপ্রিল বুধবার মডেল টাউনস্থিত শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির হইতে অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া পুনঃ নিউমডেল টাউনস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পৌঁছে। শোভাযাত্রা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইয়াছে। শোভাযাত্রার সম্মুখে বাদ্যভাণ্ড, তৎপরে দুইটি সুসজ্জিত হস্তী, তৎপরে নৃত্যকীর্ত্তনরত সাধুগণ, তৎপরে গৃহস্থ ভক্ত নরনারীগণ। রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ নরনারীগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

২৭ এপ্রিল মহোৎসব দিবসে পূর্ব্বাহ্ণে অধিবেশনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। উক্ত দিবস বেলা ১টার পরে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২৭ এপ্রিল, ৮ মূর্ত্তি মহিলা-পুরুষ ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনামাশ্রিত হন।

২৫ এপ্রিল মঙ্গলবার গান্ধীকলোনিস্থ স্বধামগত শ্রীনেহাল সিং অরোরার মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত পুত্রত্রয়—শ্রীঅনিল অরোরা, শ্রীঅরুণ অরোরা, শ্রীঅরূপ অরোরা ও ক্যানেল এভিনিউস্থ শ্রীঅনিল দুবের, ২৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার প্রতাপবাজার—কুচা লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত মঠাশ্রিত গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীরাজেশ কুমার গোয়েন্দীর ও শ্রীরাজপালজীর এবং ২৮ এপ্রিল শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণে মডেল টাউনস্থ শ্রীরাকেশ কাপুরের আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধু ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদের বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। লুধিয়ানা হইতে ২৮শে এপ্রিল রিজার্ভবাসে দেরাদুন যাওয়ার পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণের প্রাতঃরাশের বিশেষ ব্যবস্থা শ্রীরাকেশ কাপুরের গৃহে হইয়াছিল।

শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (জায়গীর দাস কোচর), শ্রীরাকেশ কাপুর, শ্রীঅরুণ অরোরা, শ্রীঅনুপ অরোরা, শ্রীমদনমোহন শর্ম্মা, শ্রীকপিল লুম্বা, শ্রীঅনিল দুবে, শ্রীরাজেশ গোয়েন্দী, শ্রীসুনীল ভাটিয়া ও শ্রীমতীশ জৈন, শ্রীবিদুর সুদ প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রযত্নে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

নিউ মডেল টাউনস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরের ক্রমোন্নতি দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব হৃদয়ের জ্ঞান ও প্রসন্নতা জ্ঞাপন করতঃ উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী সদস্যগণের সনাতন ধর্ম্ম প্রচার প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

১৮৭ ডি, এল্, রোড, দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ)

[অবস্থিতি : ২৮ এপ্রিল হইতে ২ মে পর্য্যন্ত]

১৫ বৈশাখ (১৪০৭) ২৮ এপ্রিল (২০০০) শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী

ও গৃহস্থ ভক্তগণ—৪৪ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে মোটর-যানে ও রিজার্ভবাসে লুধিয়ানা হইতে বেলা ১১ টায় দেরাদুন যাত্রা করেন। মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের (নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের) দীক্ষিত শিষ্য লুধিয়ানানিবাসী শ্রীবাওয়া শর্ম্মার অনুরোধে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার মোটর-কারে সেবক শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারিসহ যান। বাওয়া শর্ম্মার পুত্র ড্রাইভ করেন। শর্ম্মাজীর সহধর্ম্মিণী রিজার্ভবাসে যান। যদিও পথে গাড়ী খারাপ হওয়ায় মেরামতে কিছু সময় যায়। তথাপি মোটরকার রিজার্ভ-বাসের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে সন্ধ্যা ৬-০০টায় দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পৌঁছেন। অপেক্ষামান বহু ভক্ত পুষ্প-মাল্যাদিদ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বাসের বিলম্বে পৌঁছিবার কারণ জানা গেল স্থানে স্থানে ভক্তগণ গরমে অস্থির হইয়া নীচে নামিয়া জলপান ও বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

দেরাদুনে ত্রিদণ্ডিযতিগণ ঃ—

১। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ
২। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ
৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ
৪। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ
৫। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ
৬। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বাষিক শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলন ২৯ এপ্রিল ও ৩০ এপ্রিল মঠের দ্বিতলে সংকীর্ত্তন ভবনে রাত্রি ৮টা হইতে ১০-৩০টা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভি-ভাষণে ভাগবত ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমতা সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তিসহ বুঝাইয়া বলেন। রাত্রির সভায় বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়।

২৯ এপ্রিল পূর্ব্বাহ্ন ৯টা হইতে ১০-৩০টা পর্য্যন্ত মচ্ছীবাজার আনুসারী মার্গস্থিত শ্রীকালিকা মাতা মন্দিরে, ৩০ এপ্রিল রবিবার স্থানীয় গারোয়াল সভা-মন্দিরে পূর্ব্বাহ্নে বিরাট ভক্তসমাবেশে শ্রীল আচার্য্য-দেব ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী স্থানীয় ভাষায় ভাষণের সারমর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। মন্দিরের সংলগ্ন মহিলা ভক্ত শ্রীমতী শকুন্তলা দেবীর প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার গৃহে সদলবলে শুভপদার্পণ করেন। অপরাহ্নে আনন্দ চৌকস্থিত শ্রীগৌরাঙ্গ ভবনে শ্রীকিষণ শর্ম্মার গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরি-বেশন করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্‌যোগে ২৯ এপ্রিল, শনিবার অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় পীপল-মণ্ডীস্থিত শ্রীগীতাভবন হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া ঘণ্টাঘর দিয়া পঞ্চায়েতী মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়।

শ্রীহরিদ্বার ধাম দর্শন ও গঙ্গাস্নান

[১ মে, সোমবার]

শ্রীল আচার্য্যদেব সেবক শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারীসহ লুধিয়ানার শ্রীবাওয়া শর্ম্মা গাড়ীতে, মঠের সাধুগণ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ—তিনশত মূর্ত্তি চারিটি রিজার্ভ-বাসে, জলন্ধরসহরের শ্রীগুরুদেব দাসের একটী টাটা সুমো গাড়ীতে, চণ্ডীগড়ের জীপ গাড়ীতে দেরাদুন হইতে পূর্ব্বাহ্নে ৮-৪৫ মিনিটে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১০-১৫ মিঃ এ হরিদ্বারে সবে আসিয়া পৌঁছেন। হরিদ্বার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হইতে বেলা ১১ টায় তপ্ত রাস্তা দিয়া ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ বাহির হন, বেলা ১২ টায় হর-কি-পৌড়ী ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া সকলে গঙ্গাস্নান করেন। গঙ্গার তটবর্ত্তী একটি কক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ গঙ্গাস্নান পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। গঙ্গাস্নান সমাপ্তির পর সকলে কণখলস্থিত শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবার জন্য। শ্রীমঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের অবস্থানের জন্য পৃথক কামরার ব্যবস্থা হয়। প্রসাদ সেবনান্তে বিশ্রাম গ্রহণের পর প্রজা-পতি দক্ষের স্থান দর্শনের জন্য অনেকে তথায় যান

এবং ক্রমশ ব্রহ্মকুণ্ডে পেঁাছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীভক্তিবেদান্ত মঠ হইতে ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া সান্ধ্য সভায় যোগ দেন। হরিসংকীর্ত্তনের পরে শ্রীল আচার্য্যদেব দক্ষযজ্ঞের প্রসঙ্গ ও গঙ্গার মহিমা বর্ণন-মুখে ভাষণ প্রদান করেন। সন্ধ্যার সময় বহু সমুজ্জ্বল প্রদীপের দ্বারা গঙ্গার মনোহর আরতি সকলে দর্শন করেন। অতঃপর হরিদ্বার হইতে দেরাদুনের মঠে ফিরিয়া আসিতে রাত্রি ৯-৩০ টা হয়।

২ মে, শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী দেরাদুন হইতে শতাব্দী এক্সপ্রেসে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় রওনা হইয়া উক্ত দিবস রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকায় নিউদিল্লী ষ্টেশনে পেঁাছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। মুসৌরী এক্সপ্রেস বাতিল হওয়ায় পার্টির সকলে ১৮ মূর্ত্তি রিজার্ভ-বাসযোগে দেরাদুন হইতে রওনা হইয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্নে নিউদিল্লীতে পেঁাছেন।

মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণনাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়গোবিন্দজী, শ্রীভকতজী, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ দাসাধিকারী (বিদ্যাচাঁদ উপাধ্যায়) প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় দেরাদুন মঠের বার্ষিক উৎসব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগামী ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ রবিবার হইতে ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ শনিবার পরিক্রমার অধিবাসদিবস সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবশ্যই পেঁাছিবেন।

২৫ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস সহযোগে সম্পন্ন হইবে। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালক-সমিতির সদস্যগণকে, বিশিষ্ট ও সাধারণ সদস্যগণকে উক্ত সভায় যোগদানের জন্য প্রার্থনা জানান হইতেছে।

২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ শনিবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন এবং শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অফিসে প্রথমে নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া ব্যাজ লইবেন।

সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের নামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড কলিকাতা-২৬
ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
২৯।১।২০০১

বর্ষশেষে

পরম কৃপালু গৌরপ্রিয় পার্ষদগণের বীর্য্যবতী হরিকথা এবং পরমমঙ্গলকামী সাধুগণের অনুকীর্ত্তিত শব্দের মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক বার্ত্তা-বহ জগতে উদিত হইয়া নিঃশ্রেয়সার্থী পাঠকগণের হৃৎকর্ণের সেবোন্মুখতা বিধানের দ্বারা যে অপার করুণা বিস্তার করিতেছেন, তজ্জন্য অদ্য এই শুভ বর্ষপূর্ত্তিতে আমরা তাঁহার জয়গানমুখে তাঁহাতে সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

ইহজগতে ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে মানবগণের মধ্যে দুইটী প্রধান সম্প্রদায় লক্ষিত হয়—আস্তিক সম্প্রদায় ও নাস্তিক সম্প্রদায়। আস্তিক ও নাস্তিক সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে বহু স্তরভেদ ও বিভাগ রহিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না।

আস্তিকগণ বিশ্বের নিয়ন্তা, কর্ত্তা, ভোক্তা একজন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং উক্ত বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া মানুষের সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, প্রভৃতির সমুন্নতিকল্পে বিধি-ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভগবানের উপাসনার গুরুত্ব অধিক দেন এবং শ্রীভগবানের প্রসন্নতার উপর মানুষের বাস্তব শান্তি নির্ভর করে, ইহা বিশ্বাস করেন।

নাস্তিকগণ মানুষের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান, মননশক্তি ও বুদ্ধিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বপ্রকার সমুন্নতি-বিধানে প্রচেষ্টা করেন। ভগবদ্বিশ্বাসকে তাঁহারা অলীক ও কল্পনা মনে করেন। তাঁহাদের মতে মানুষ যখন নিজ ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও বিচারশক্তির দ্বারা সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হয়, তখন ঐরূপ একটী কাল্পনিক ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতঃ নিজের সুবিধা হইবে মনে করিয়া আত্মসন্তোষ লাভের যত্ন করেন। বাস্ত-বিকপক্ষে ঐরূপ কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই।

বর্ত্তমানযুগে জড়বাদী নাস্তিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা জড়ীয় উন্নতির চক্-মকী প্রদর্শন করিলেও স্বপর বাস্তব শান্তি বা কল্যাণ বিধানে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, বরং বিপরীত ফলই দেখা যাইতেছে। মানুষের মধ্যে অভাব অভি-যোগ, অশান্তি, পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ হিংসা, ভীতি ও সন্দেহ জড়ীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এমন কি বিশ্ববিধ্বংসী আণবিক বোমা তৈরীর প্রতিযোগিতায় মানুষের অস্তিত্বই বিলু-প্তির পথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনায় পৌঁছিয়াছে।

বস্তুতঃ বিচার করিলে দেখা যায় এমন কোনও মানুষ বা প্রাণী নাই যে ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। ঈশিতা বা ঐশ্বর্য্য যাঁহার আছে তাঁহাকে ঈশ্বর বলে। মানুষ সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্ব্বস্তরে ঐশ্বর্য্য বা ঈশিতার নিকট নতি স্বীকার করিতেছেন। এমন কি নাস্তিক বলিয়া চক্কা-নিনাদকারী ব্যক্তিগণও তাঁহাদের দলনেতাকে মানেন এবং তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। সুতরাং উক্ত দলনেতাই তাঁহাদের ঈশ্বর। যখন আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশ্বর মানিতে পারি, তাহাতে আমাদের লজ্জা হয় না, বরং গৌরব অনুভব করি, তখন সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বরকে, ষড়ৈশ্বর্য্যপতি শ্রীভগ-বান্‌কে, পরমপিতা সৃষ্টিকর্ত্তাকে মানিতে আমাদের এত অসুবিধা ও লজ্জা কেন? মানুষের দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইলেই এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় হয়। সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবান্‌কে না মানিলে ভগবানের কোনও লোকসান নাই, যাঁহারা মানিবেন না তাঁহারাই তাঁহার সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন।

বর্ত্তমানযুগে অপস্বার্থসিদ্ধির এমন বেপরোয়া মনোবৃত্তি সর্ব্বত্র সর্ব্বস্তরে বিস্তার লাভ করিতেছে যে, মানুষ তাহার পরমপিতার প্রতি কর্ত্তব্য তো ভুলিয়াই গিয়াছে, এমন কি প্রত্যক্ষ হিতকর্ত্তা পিতা-মাতা, গুরু-স্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং পরোপকারী প্রতিবেশিগণের প্রতি কর্ত্তব্যও বিস্মৃত হইয়াছে। যতই নাস্তিকতা প্রবল হইতে থাকিবে, মানুষের আধ্যাত্মিক অধোগতি ততই নিম্নাভিমুখী হইবে। এই অধোগতির গতিরোধ করিতে হইলে তাহাদিগকে তাঁহাদের পরমপিতার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ঈশ্বরারাধনা বা ঈশ্বরবিশ্বাস ধর্ম্মের ও নীতির মূল ভিত্তি। এই আস্তিক্য বিচারধারা জগতে প্রসারিত হউক, তজ্জন্য কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তাঁহার নিজজনগণের শিক্ষার অনুগমনে শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক বার্ত্তাবহের জগতে আবির্ভাব। আশা করি ঈশ্বরবিশ্বাসপরায়ণ সজ্জনগণের সহানুভূতি লাভ করিয়া এই পারমার্থিক বার্ত্তাবহের সমাজজীবনে ক্রমপ্রসার সংসাধিত হইবে। —সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (নোটিশ)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ২৫ ফাল্গুন (১৪০৭), ৯ মার্চ্চ (২০০১) শুক্রবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

—ঃ কার্য্য-তালিকা ঃ—

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানের গতবৎসরের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসরের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৯-২০০০ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব যাহা হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তী ২০০১-২০০২ সালের জন্য হিসাব-পরীক্ষক (Auditor) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসরব্যাপী গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যক-বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান।

(৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ বৈষ্ণবদাসানুদাস
২৯ জানুয়ারী, ২০০১ শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন, অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রাহিকাগণের প্রতি আমাদিগের বিনয়নম্র নিবেদন এই যে,—বর্ত্তমানে ডাকমাশুলের হার এবং কাগজের মূল্য তথা মুদ্রণব্যয় অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীপত্রিকার ফাল্গুন মাস অর্থাৎ ৪১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে বার্ষিক ভিক্ষার হার ২৪ টাকার পরিবর্ত্তে ৩০ টাকা ধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি। বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম দেওয়ার নিয়ম বিহিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রাহকের নিকট ২ বৎসর, কাহার কাহারও বা ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ভিক্ষা বাকী পড়িয়া আছে। অতএব গ্রাহকসজ্জনগণের নিকট নিবেদন, যাঁহাদের নিকট ভিক্ষার টাকা বাকী রহিয়াছে, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ২৪ টাকা হারে এবং বর্ত্তমানে ৪১শ বর্ষের ১ম সংখ্যা হইতে ৩০ টাকা হারে যথাসম্ভব সত্বর ভিক্ষা প্রেরণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আমাদিগকে সহায়তা করিলে সুখী হইব। নিবেদন ইতি— বিনীত নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিভূষণ ভাগবত, অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. RN-5335/61
Regd. No. WB/RNP-355

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চত্বারিংশ বর্ষ

[১৪০৬ ফাল্গুন হইতে ১৪০৭ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীগৌরাব্দ—৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ কর্ত্তৃক
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

চত্বারিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

—o—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ— ১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। গীতার প্রতিপাদ্য
৪৯। বেণুগীত
৫০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা—যন্ত্রস্থ
৫১। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস
৫২। The Vedanta
৫৩। The Bhagabat
৫৪। Rai Ramananda
৫৫। Vaishnavism
৫৬। Sree Brahma-Samhita
৫৭। Saranagati
৫৮। Relative Worlds
৫৯। शिक्षाष्टक
৬০। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৬১। श्रीनबद्वीप धाम-माहात्म्य
৬২। अपराधशुन्य भजनप्रणाली
৬৩। भजन-गीति
৬৪। श्रीचैतन्यभागबत
৬৫। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬৬। परम तत्व-बिचार
৬৭। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৮। साध्य-साधन-तत्व बिचार
৬৯। मैं कौन हूँ ?
৭০। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৭১। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध बिचार

নিয়মাবলী

১। “শ্রীচৈতন্য বাণী” প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ঈশোদ্যান, পোঃ-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া